

ধম্মপদট্ঠকথা

[বৌদ্ধ গম্পা]

সপ্তম খণ্ড



অধ্যাপক ডঃ সুকোমল চৌধুরী



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Mangalsree Bhante

ধম্মপদটীকথা (সপ্তম খণ্ড)

অনুবাদক : অধ্যাপক ডঃ স্নুকোমল চৌধুরী

পালি স্দত্ত্বপিটকের অন্তর্গত খুন্দক-নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ' শব্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। গীতা, বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় ধম্মপদ বৌদ্ধশাস্ত্রের আকরগ্রন্থ। মানবের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের সর্বাঙ্গসুন্দর সংহত রূপায়ণের মধ্যেই ধম্মপদের বাণীর পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। স্দত্ত্বরাং ধম্মপদকে মানবের জীবন-বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধম্মপদের অটীকথা (Commentary) খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আচার্য বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তৃক সিংহলী ভাষা হইতে পালিভাষায় অনূদিত হয়। ইহা ধম্মপদের ৪২০টি গাথার কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিন্তাকর্ষক ৩০৫টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ সুবহুৎ একটি গ্রন্থ। নীতিবিষয়ক এতদূর্লভ উপাখ্যানের সমষ্টি একত্রে অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।

প্রথম ২০টি উপাখ্যানের সমূল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দুইটি খণ্ডে। অনুবাদক যথাক্রমে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির (১৯৩৪ খৃঃ) ও শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি মহাস্থবির (১৯৬৯ খৃঃ)। ইহার পর হইতে ডঃ স্নুকোমল চৌধুরীকৃত সমূল বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ৩য়, ৪র্থ ৫ম ও ষষ্ঠ খণ্ডে মোট ১৩০টি উপাখ্যান ২০০৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তম খণ্ডে মোট ৫৯টি উপাখ্যান প্রকাশিত হইতেছে।

ধন্মপদট্টকথা

(বৌদ্ধ গল্প)

সপ্তম অঙ্ক

[সুখ, পিন্ন, কোষ, মল, ধন্মট্ট এবং বগ্গঃবগ্গঃ]

(বাংলা অনূবাদ সমেত)

অধ্যাপক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪৭, বার্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কোলকাতা—৭০০ ০৭০

COMMENTARY ON THE DHAMMAPADA (Part VII)

By

Professor Sukomal Chaudhuri

প্রথম প্রকাশ :

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১০ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

বঙ্গাব্দ : ২৫৪৭

© মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সী

Publisher :

Sri D. L. S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street,

Kolkata—700 073

Ph : 2241-9363

প্রকাশক :

ডি. এল. এস জয়বর্ধন

মহাবোধি বুদ্ধ এজেন্সি

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা—৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কোলকাতা ৭০০ ০১২

দূরভাষ—২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : দুইশত টাকা (Rs. 200/-)

ISBN. 81-87032-49—9

উৎসর্গ

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য কোলকাতায় আসার পর হইতে ঘাঁহার অফদরস্তু স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, আদেশ-উপদেশ, সাহায্য-সহানুভূতি আমার চলার পথের পাথেয় হইয়াছে এবং অদ্যাবধি আমি ঘাঁহার স্নেহচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হই নাই সেই অগ্ৰজপ্রতিম **অমলদা** (**ডক্টর অমল বড়ুয়া**) ও **প্রতিমা** বৌদির গ্রীহস্তে এই সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য সাদরে অর্পিত হইল ।

—স্বকোমল চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

ধম্মপদট্ঠকথার সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে সদ্ধ বর্গ, প্রিয় বর্গ, ক্রোধ বর্গ, মল বর্গ, ধর্মস্থ বর্গ ও মার্গ বর্গের সমূল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক ও সম্পাদক অধ্যাপক স্নকোমল চৌধুরী। অধ্যাপক ড. চৌধুরী সমগ্র ধম্মপদট্ঠকথার বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব লইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে নভেম্বর, ২০০০ এ। ষত শীঘ্র সম্ভব অবশিষ্ট কাজ শেষ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি।

নিভুলভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য আমরা চেষ্টার চুটি রাখি নাই। তথাপি কিছু মদ্রণ প্রমাদ থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি পাঠকগণ এই চুটি উপেক্ষা করিবেন। ‘জানা প্রিন্টিং কনসার্ন’ এর শ্রীপশ্চানন জানা আমাদের ধন্যবাদাহঁ য়েহেতু তিনি অল্পদিনের মধ্যে এই খণ্ড মদ্রিত করিয়াছেন।

মহাবোধি বুক এজেন্সী

কোলকাতা

মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১০

ডি. এল. এল. জয়বর্মন

সংক্ষিপ্তসার*

জুখবগ্গো :

পাণ্ডিত ব্যক্তি সকল স্থানে সুখে বাস করেন। তিনি কখনও লোক-ধর্মের^১ দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি বৈরীদের মধ্যে অবৈরী, তৃষ্ণাতুরদের মধ্যে তৃষ্ণাবিহীন, উদ্ভিগ্নদের মধ্যে অনুদ্ভিগ্ন, উৎসুকদের মধ্যে নির্বিকার এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অপ্রতিকূল হইয়া বিহার করেন। এইরূপ ব্যক্তি লোক সমাজে বাস করিয়াও অবিচল ও বিতৃষ্ণ হইয়া বাস করেন। বুদ্ধগণ সর্বাবস্থাতে নিরুদ্ভিগ্ন ও সুখী হন। জ্ঞানীগণ আভ্যাসের দেবতাদের মত প্রীতিভোজী হইয়া সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা জাগতিক ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যধিক অভিভূত হন না। জয়-পরাজয় কোনটা পাণ্ডিতদের কাম্য নহে। কারণ জয়ের দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি পায়, পরাজয়ের মনে সর্বদা প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয়। সেইজন্য অহংগণ জয়পরাজয়ের উদ্বেগে অবস্থানকরতঃ তৃষ্ণাবিহীন হইয়া শাস্তিতে বাস করেন। রাগের সমান অগ্নি নাই, ঘৃণার সমান পাপ নাই, পঙ্কস্কন্ধের সমান দুঃখ নাই এবং নির্বাণের সমান সুখ নাই।^২ ক্ষুধা পরম ব্যাধি, ইহা দুরারোগ্য, আজীবন মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত। পঙ্কস্কন্ধ^৩ সমন্বিত দেহধারণ অতিশয় দুঃখদায়ক। ইহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হইয়া পাণ্ডিত ব্যক্তিগণ নির্বাণলাভের জন্য তৎপর হন। “আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।”^৪ সৎপুরুষগণের দর্শন হিতকর, নিবোধের অদর্শন মঙ্গলপ্রদ, কারণ মূর্খের সংসর্গে অকুশল উৎপন্ন হয়। পাণ্ডিতের সংসর্গে বহু পুণ্য সম্পাদিত হয়। সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য নিত্যদুঃখদায়ক ও বিপজ্জনক। সেইরূপ পাণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য সর্বদা সুখদায়ক ও মধুময়। এইসব কারণ চিন্তা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অহং নিদেশিত পথে বিচরণ করিয়া নির্বাণের পথ সুগম করেন।

পিয়বগ্গো :

প্রিয় ও অপ্রিয়ের সংসর্গ দুইই পরমার্থ লাভের পক্ষে অহিতকর। কারণ প্রিয়ের অদর্শন এবং অপ্রিয়ের দর্শন দুঃখকর। প্রিয়দর্শনে প্রিয়ের প্রতি মমত্ব

বোধ জাগ্রত হয়, সংসর্গের সম্ভাবনাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাহাদের প্রিয় বস্তু প্রাতি মমত্ব নাই তাহাদের ভয় কিম্বা শোক বিদ্যমান থাকিতে পারে না। প্রেম হইতে শোক উৎপন্ন হয় ; প্রেম হইতে দঃখ উৎপন্ন হয়। যাহাদের প্রেমভাব উৎপন্ন হয় না তাহাদের শোক কিম্বা ভয়ের কোন কারণ নাই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের কারণে মানুষের রতিভাব জাগ্রত হয়। এই রতি হইতে শোক ও ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়। যাহাদের রতি নাই তাহাদের শোক নাই। কামনা বা বিষয়াসক্তি হইতে শোক ও ভয় উৎপন্ন হয়। যাহাদের কামনা-বাসনা নাই তাহাদের কোন ভয় কিম্বা উদ্বেগ নাই। তৃষ্ণা হইতে ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। যাহার তৃষ্ণা নাই তাহার ভয় ও শোক নাই। শীলবান, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাঠ হন।^৫ মার্গফললাভী সম্যক দৃষ্টিপরায়ণ, শীলবান, ধর্মস্থ, সত্যবাদী, কর্তব্য পরায়ণ আত্মকর্তব্য সম্পাদনে তৎপর সজ্জনকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনার জনের ন্যায় প্রিয় মনে করেন। গৃহপ্রত্যাগত দীর্ঘপ্রবাসীকে যেমন তাহার জ্ঞাতিবর্গ আগু বাড়াইয়া অভিনন্দিত করেন সেইরূপ পরলোক-গত ধার্মিক ব্যক্তিকে তাহার কৃতপুণ্য বরণ করিয়া লয়।

কোষবগ্গো:

মানবের রিপদসমূহের মধ্যে ক্রোধ অন্যতম। এই ক্রোধকে জয় করিতে না পারিলে জগতে উন্নতির আশা বৃথা। একমাত্র ক্রোধ হেতু মানবজীবনের সমস্ত আশা-আকাংক্ষা একমুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে। ক্রোধ অন্তরে জাগ্রত হইলে শৃঙ্খলার পরের অনিষ্ট সাধন করেনা, ইহা অনেক সময় নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। এই জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি ক্রোধ ও মানকে সর্বদা পরিহার করিয়া চলেন।

ক্রোধ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দশবিধ সংযোজনকেও^৬ নিম্নদল করিতে হয়। কারণ এই দশবিধ সংযোজনই সর্বপ্রকার সংসারবন্ধনের হেতু। এই বন্ধন ত্যাগ করিতে না পারিলে দঃখ মূর্ছিত অসম্ভব। যিনি উৎপন্ন ক্রোধকে দ্রাস্ত্র রথের ন্যায় সুদূরান্বিত করেন তাহাকে প্রকৃত সারথি বলে। অপর সকল ব্যক্তি বল্গাধারী মাত্র, সারথি নামের যোগ্য নহে। ক্রোধে বশীভূত উদ্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংযমী হইতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে, দানের দ্বারা কৃপণকে এবং সত্যভাষণের দ্বারা মিথ্যা-বাদীকে পরাভূত করেন। যিনি সর্বদা সত্যভাষণ করেন, প্রার্থীকে অল্পমাত্র

হইলেও দান করেন এবং ক্রোধ ত্যাগ করিয়া চলেন তিনিই দেবক্সলাভের যোগ্য। সেই পণ্ডিত, উৎসাহী, কামে অপ্রতিবন্ধচিত্ত ব্যক্তি ‘উদ্ধারপ্রোত’ বলিয়া অভিহিত হন।^১ যিনি অহিংসক, নিত্য সংযমী এবং মৈত্রীভাবাপন্ন তিনি এমন স্থান প্রাপ্ত হন যেখানে কোন প্রকার শোক নাই।

যিনি সর্বদা জাগ্রত, অহোরাত্র শিক্ষায় নিরত, শীলবান ও ধ্যানপরায়ণ, তিনি সব দৃষ্টান্তের অন্তর্সাধন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। লোক অল্প-ভাষণকারীকে নিন্দা করে, বহুভাষণকারীকেও নিন্দা করে, মৌনভাব ধারণকারীকেও নিন্দা করে; অনিন্দিত ব্যক্তি জগতে বিরল। একান্ত নিন্দিত ও একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি জগতে নাই। নিদোষ, মেধাবী ও ক্রোধহীন ব্যক্তিকে দেব ব্রহ্মগণও প্রশংসা করেন। লৌকিক ও লোকোত্তর প্রজ্ঞাভাবনায় নিরত অনাসক্ত, অক্রোধী ধার্মিক পুরুষকে জন্মব্দনদীতে উৎপন্ন স্বর্গের ন্যায় কে নিন্দা করিতে পারে? পণ্ডিত ব্যক্তি কায়, বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া বহু প্রকার সুকর্ম সম্পাদন করিয়া দেব ও ব্রহ্মগণের প্রশংসাভাজন হন।

মলবগ্গো :

‘মল’ অর্থ ‘ময়লা’, ‘আবর্জনা’ অথবা ‘অপবিত্রতা’। ‘মল’ অপবিত্রতারই নামান্তর। চিন্তের মালিন্য বিধৌত করিতে না পারিলে পবিত্রতালাভ অসম্ভব। চিন্তে পবিত্রভাব আনয়ন করিতে না পারিলে ধ্যানলাভ করা যায় না। ধ্যানলাভ করিতে না পারিলে জ্ঞানলাভ সুদূরপর্যন্ত। জরাজীর্ণ মানবদেহ বহুপ্রকার মলে পরিপূর্ণ। মলপরিপূর্ণ দেহের প্রতি মমত্ব কমাইতে না পারিলে প্রজ্ঞাভাবনায় সফলতালাভ সম্ভব নহে।

মানবদেহ জীর্ণপত্রতুল্য, মৃত্যুদূত নিকটে দণ্ডায়মান, যাত্রাপথের সম্বল এখনও জোগাড় হয় নাই। বয়স পরিণত হইয়া আসিয়াছে। যাত্রার সময় উপস্থিত। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হইয়া পাপমল বিধবৎস করতঃ নিজের জন্য ধর্মরূপ আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিবার জন্য তৎপর হন। স্বর্গকার যেমন রজত হইতে ক্রমে ক্রমে মল দূরীভূত করে, তেমনি তিনি স্বীয় মলিনতা বিদূরীত করেন। লৌহজাত মল যেমন লৌহকে ভক্ষণ করে তদ্রূপ অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে নিজের কৃত দুষ্টকর্মই দুর্গতিতে লইয়া যায়। ‘অনাবৃতি মস্তের মল, অনুদ্যম গৃহবাসের মল, অলসতা সৌন্দর্যের মল এবং অসাবধানতা রক্ষকের মল।’^২ অসতীষ নারীর কলঙ্ক, কৃপণতা দাতার কলঙ্ক, পাপাচরণ ইহপরলোকে উন্নতির পরিপন্থী এবং অবিদ্যা মানবের

মদন্তিলাভের গদরদত্তর অন্তরায়। অতএব এই মলসমূহ দূরীভূত করাই মদন্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

নির্লজ্জ, দূঃশীল, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, অপকারী ও প্রগল্ভ ব্যক্তির জীবন-যাত্রা সহজ। হুঁসম্পন্ন, শূদ্ধজীবী, পবিত্রাত্মা, অপপ্রগল্ভ জ্ঞানী ব্যক্তির জীবিকার্জন কষ্টকর। কারণ তিনি প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপানাসক্তি প্রভৃতি অধর্মকাৰ্য্য পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি যথালব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি দুল্ভ বস্তুর প্রতি লোভ উৎপাদন করিয়া চিন্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্যভাব আনয়ন করেন না। যথালব্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করেন। রাগের তুল্য অগ্নি নাই, দ্বেষের তুল্য গ্রহ কোথায়? মোহের সমান জাল নাই এবং তৃষ্ণার সমান নদী নাই। পরের দোষ দর্শন করা সহজ, নিজের দোষ উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন।

শঠ ব্যক্তি অপরের সামান্য দোষত্রুটি দেখিলে তাহা সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ায়। কিন্তু নিজের দোষ অব্বেষণ করিবার সাহস তাহার নাই। যে পরনিন্দা পরচর্চায় সময় ক্ষেপণ করে তাহার আস্রবসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আকাশের যেমন আকৃতি নাই, বুদ্ধশাসনের বাহিরেও শ্রমণ নাই। প্রাণিগণ সংসার মায়ায় আবদ্ধ, জগৎ অশাশ্বত এবং বুদ্ধগণ অচঞ্চল।”

ধর্মটীকবগ্গো :

জগতে ধার্মিক হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। বিচারাসনে বসিয়া যে স্বেচ্ছাচারী হয় এবং পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার নিষ্পন্ন করে এবং অধিকারীকে সত্ত্ব্যুত করে সে বিচারকের আসনে বসিলেও বিচারক হইবার যোগ্য নহে। যিনি পক্ষপাতিত্ববিহীন এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ পরিহার করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক। বহুভাষণ করিলে কেহ পণ্ডিত হয় না। যিনি ক্ষমাশীল, শাস্ত ও ভয়শূন্য তিনিই পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হন। মন্তকের কেশ পক্ষ হইলে কেহ প্রাচীন বা স্থবির হয় না, যিনি সত্যবাদী, ধার্মিক, সংযম ও দম অভ্যাস করেন সেই নিষ্কলুষ ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি বাক্পটু ও রূপবান হইয়া পরসম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, কৃপণ ও প্রবঞ্চক সে কখনও সন্তোষিত হইতে পারে না। যিনি উপরোক্ত দোষসমূহ বর্জন করিয়া অহং-মার্গে বিচরণ করেন এবং স্বীয় লাভ সংকারে সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। ব্রতহীন, অসদিচ্ছাপরায়ণ, লোভী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মন্তকমুণ্ডন করিলেও শ্রমণ নামের যোগ্য নহে। যিনি ক্ষুদ্র, বৃহৎ-

সুক্ষ্ম, স্থূল সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করিয়া চলেন তিনি শ্রমণ বলিয়া কথিত হন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলে কেহ ভিক্ষু হয় না, যিনি পাপপুণ্য উভয়ই বর্জন করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু বলিয়া পরিচিত হন। মূর্খ ও জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া মর্দন হইতে পারে না, যিনি সর্বপ্রকার পাপ বর্জন করেন তিনিই মর্দন নামে অভিহিত হন। যে প্রাণীহত্যা করে সে কখনও আৰ্য হয় না। ধর্মপরায়ণ, মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তিই আৰ্য বলিয়া কথিত হন। শীলবান, বহুশ্রুত, সমাধিপরায়ণ ভিক্ষুর অহংভু লাভ না করা অবাধ সাধনমार्গ ত্যাগ করা উচিত নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণাক্ষয় না হয় সে পর্যন্ত দঃখমুক্তি অসম্ভব।

মগ্গবগ্গোগো :

তথাগত বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভবসংসার হইতে মুক্তির ইহাই একমাত্র পথ। ইহার চেয়ে উত্তম পথের নির্দেশ আর কেহ দিতে পারে না। দঃখ, দঃখসমুদয়, দঃখনিরোধ এবং দঃখনিরোধের উপায়ই সত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঘাত-প্রতিঘাত-বহির্ভূত অসংস্কৃত ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ। ইহা জন্মমৃত্যুর অতীত, পরম শান্তিকর ও আনন্দময়। নর প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণীসমূহের মধ্যে ভগবান তথাগত বুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ। আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষ্যের রাগ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত করিয়া দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ করে। মারবিজয়ী বুদ্ধ এই মার্গ অনুসরণ করিয়া সর্বদঃখের মূলোচ্ছেদ করতঃ স্বয়ং অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্তরে রাগশল্য সমূলে উৎপাটিত করেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ ধর্ম মানবের মধ্যে প্রকাশ করেন। তিনি বহুজনের মঙ্গলের জন্য এবং দঃখমুক্তির জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি একজন বড় উপদেষ্টা। তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করিলে ভবসংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সংসার অনিত্য, দঃখ এবং অনাশ্রয়। যিনি দঃখপূর্ণ এই পৃথিবীমন্ডলের প্রতি নির্লিপ্ত থাকেন, তিনি নির্বাণমার্গে জ্ঞাত হন। যে ব্যক্তি যথাসময়ে উদ্যম করেন না, তরুণ ও সবল হইয়াও আলস্যপরায়ণ হন, সংকল্প ও চিন্তায় যিনি অবসাদগ্রস্ত তিনি প্রজ্ঞামার্গ উপলব্ধি করিতে পারেন না।^{১*} যাহার বাক্য সংযত, কায়ের দ্বারা কোন প্রকার অকুশল কর্ম করেন না এবং মন যাহার নিশ্চল—এই ত্রিবিধ কর্মপথ বিশুদ্ধ রাখিলেই ঋষি প্রবর্তিত আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসাধনা সার্থক হয়। ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, ধ্যানের অভাবে

জ্ঞানের ক্ষয় হয় ; মানুষের উন্নতি অবনতির এই দুইটি পথ ইহা ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভে আত্মনিয়োগ করাই শ্রেয় ।’’

আসক্তির মূলোচ্ছেদ করা দরকার । যতদিন স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের আসক্তি অণুমাত্রও বর্তমান থাকে ততদিন শূন্যপায়ী পশুর মত সে স্ত্রীলোকের পানে ধাবিত হয় । অতএব শারদীয় কুমুদ ছেদনের ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ছেদন করিয়া আৰ্য্য মার্গ অনুসরণ করা প্রয়োজন । অস্ত্র ব্যক্তিরাই হেমন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি চিন্তা করিয়া অযথা সময় নষ্ট করে । মহাপ্রাবনের সম্মুখে সদুপ্ত গ্রামের ন্যায় সেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে কাল গ্রাস করে । পিতা, পুত্র, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কেহই আসক্তিপরায়ণ দুর্বলচেতা ব্যক্তিকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না । মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি সমস্ত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও অসহায় । পণ্ডিত ও শীলবান ব্যক্তি ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনায় তৎপর হন ।

পাদটীকা

* ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়ার ‘কথায় ধর্মপদ’ হইতে সংকলিত ।

১। লোকধর্ম আট প্রকার : যথা,—লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ এবং দুঃখ ।

২। “নখি রাগসমো অগ্গি নখি দোসসমো কলি,
নখি খঞ্চসমা দদুখা নখি সন্তিপরণ সুখং ।” শ্লোক নং ২০২

৩। পঞ্চকন্ধ নিম্নরূপ : রূপ, বেদনা, সঞ্জ্ঞা, সংস্কারা এবং বিজ্ঞেয় ।

৪। “আরোগ্যপরমা লাভা সন্তুষ্টি পরমং ধনং
বিস্বাসপরমা ঐর্ষ্যা নিব্বানং পরমং সুখং ।” শ্লোক নং ২০৪

৫। “হৃদজাতো অনক্খাতে মনসা চ ফুটো সিম্বা,
কামেসু অস্পটিবদ্ধচিন্তো উদ্ধংসোতো’তি বুদ্ধতি ।”

শ্লোক নং ২১৮ ।

- ৬। সংযোজন দশপ্রকার। যথা,—কাম, রূপ, অরূপ, প্রতিষ, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, শীলব্রতপরামর্শ, সন্দেহ, ঔকৃত্য এবং অবিদ্যা।
- ৭। ‘অক্লোথেন জ্বিনে কোথং অসাধং সাধনা জ্বিনে,
জ্বিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।’ শ্লোক নং ২২৩।
- ৮। ‘অসজ্জ্বাষমলা মস্তা অনদুট্ঠানমলা ঘরা,
মলং বল্পস্স কোসজ্জং পমাদো রক্খতো মলং।’ শ্লোক নং ২৪১
- ৯। ‘আকাসে বা পদং নখি সমগো নখি বাহিরে
পপপ্পাভিরতা পজ্জা নিপ্পপপ্পা তথাগতা।
আকাসে বা পদং নখি সমগো নখি বাহিরে
সপ্পায়া সস্সতা নখি নখি বুদ্ধানমিজ্জিতং’ ॥ শ্লোক নং ২৫৪-২৫৫।
- ১০। ‘উট্ঠানকালম্হি অনদুট্ঠহানো,
যদ্বা বলী আলসিয়ং উপেতো ;
সংসম্মসংকপ্পমনো কুসীতো,
পপ্পপ্পাষ মগ্গং অলসো ন বিম্ভতি।’ শ্লোক নং ২৮০
- ১১। ‘মোগা বে জ্জাযতী ভূরি অযোগা ভূরিসপ্পাযো,
এতং স্বেথাপথং প্পাযা ভবায বিভবায চ।
তথ’স্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্ধতি।’ শ্লোক নং ২৮২

সূচীপত্র

স্বৰ্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। স্ৰীতিকলহ উপশমনের	" ...	১
২। মারের	" ...	৭
৩। কোশলরাজার পরাজয়ের	" ...	১০
৪। জনৈক কুলবালিকার	" ...	১৩
৫। এক উপাসকের	" ...	১৬
৬। পসেনদি কোশলের	" ...	২১
৭। তিস্য স্থবিরের	" ...	২৬
৮। শত্রের	" ...	২৯
প্রিয়বর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। তিনজন প্রব্রজিতের	" ...	৩৫
২। জনৈক কুটুম্বিকের	" ...	৪১
৩। বিশাখার	" ...	৪৫
৪। লিচ্ছবীদের	" ...	৪৮
৫। অনিখিগন্ধ কুমারের	" ...	৫০
৬। জনৈক ব্রাহ্মণের	" ...	৫৬
৭। পঞ্চশত বালকের	" ...	৬০
৮। এক অনাগামি স্থবিরের	" ...	৬৪
৯। নন্দিয়ের	" ...	৬৭
ক্রোধবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। ক্ষত্রিয়কন্যা রোহিণীর	" ...	৭৩
২। জনৈক ভিক্ষুর	" ...	৮১
৩। উত্তরা উপাসিকার	" ...	৮৫
৪। মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের প্রশ্ন	" ...	১০৩
৫। বদ্বীপিতা ব্রাহ্মণের	" ...	১০৭
৬। পদ্মা দাসীর	" ...	১১৩
৭। অতুল উপাসকের	" ...	১১৯
৮। ষড়্‌বর্গায়ের	" ...	১২৬
মলবর্গ	উপাখ্যান	পৃষ্ঠা
১। গোঘাতক পুত্রের	" ...	১২৯
২। জনৈক ব্রাহ্মণের	" ...	১৩৯
৩। তিস্য স্থবিরের	" ...	১৪৩

৪।	লালদায়ি স্থবিরের	”	...	১৪৯
৫।	জনৈক কুলপদ্মের	”	...	১৫৫
৬।	চলশারির	”	...	১৫৯
৭।	পণ্ড উপাসকের (ক)	”	...	১৬৫
৮।	তরুণ তিষ্যের	”	...	১৬৮
৯।	পণ্ড উপাসকের (খ)	”	...	১৭৩
১০।	মেন্ডক শ্রেষ্ঠির	”	...	১৭৯
১১।	উত্ত্বানসঞ্জ্ঞা স্থবিরের	”	...	১৯৯
১২।	সুভদ্র পরিব্রাজকের	”	...	২০১

ধর্মস্থ বর্গ

উপাখ্যান

পৃষ্ঠা

১।	বিচারামাত্যের	”	...	২০৪
২।	ষড়্‌বর্গীয়গণের	”	...	২০৮
৩।	একুদান অহং স্থবিরের	”	...	২১০
৪।	লকুণ্ডক ভিক্ষুর	”	...	২১৪
৫।	বহু ভিক্ষুর	”	...	২১৭
৬।	হস্তকের	”	...	২২০
৭।	জনৈক ব্রাহ্মণের	”	...	২২৩
৮।	তীর্থিকদের	”	...	২২৬
৯।	এক ধীবরের	”	...	২৩০
১০।	বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের	”	...	২৩২

মার্গবর্গ

উপাখ্যান

পৃষ্ঠা

১।	পঞ্চশত ভিক্ষুর	”	...	২৩৬
২।	অনিত্য লক্ষণ বস্তুর	”	...	২৪১
৩।	দুঃখ লক্ষণ বস্তুর	”	...	২৪৩
৪।	অনাত্ম লক্ষণ বস্তুর	”	...	২৪৪
৫।	পঞ্চানকস্মিক তিষ্য স্থবিরের	”	...	২৪৫
৬।	শূকর প্রেতের	”	...	২৫০
৭।	পোট্টিল স্থবিরের	”	...	২৬১
৮।	পণ্ড বর্ষীয়ান ভিক্ষুর	”	...	২৬৭
৯।	সুবর্ণকার ভিক্ষুর	”	...	২৭২
১০।	মহাধন বাণিজ্যের	”	...	২৭৯
১১।	কিসা গোতমীর	”	...	২৮৪
১২।	পটাচারার	”	...	২৮৭

॥ নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ॥

ধম্মগদট্ঠকথা

১৫ । সুখবগ্গো

জ্ঞাতিকলহবুপসমনবঞ্চু । ১

‘সুসুখং বতা’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা সন্ধেসু বিহরন্তো
কলহবুপসমনথং ঐতকে আরব্ধ কথেসি ।

সাকিয়কোলিয়া কির কপিলাবত্থনগরস্স চ কোলিয়নগরস্স
চ অন্তরে রোহিণং নাম নদিং একেনেব আবরণেন বন্ধাপেত্বা
সম্মানি করোন্তি । অথ জেট্ঠমূলমাসে সম্মেসু মিলায়-
ন্তেসু উভয়নগরবাসিকানম্পি কস্মকারা সন্নিপতিংসু ।
তথ কোলিয়নগরবাসিনো আহংসু—‘ইদং উদকং উভয়তো
হরিয়মানং নেব তুম্হাকং, ন অম্হাকং পহোমসতি,

•

•

•

১৫ । সুখবর্গ

জ্ঞাতিকলহ উপশমের উপাখ্যান । ১ ।

‘সুখে বাস’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শান্তা শাক্যদের মধ্যে অবস্থানকালে কলহ
উপশমের জন্য জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাক্য এবং কোলিয়গণ কপিলাবত্থনগর এবং কোলিয়নগরের মধ্যস্থ
রোহিনী নদীতে বাঁধ দিয়া বাঁধের উভয়দিকে চাষবাস করিত । জ্যৈষ্ঠমাসে জল
শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে উভয়নগরবাসিগণের শ্রমিকেরা একত্রিত হইল ।
সেখানে কোলিয়নগরবাসিগণ বলিল—‘এই জল উভয়দিকে প্রবাহিত হওয়ায়,
তোমাদেরও লাভ হয় না, আমাদের লাভ হয় না । আমাদের ফসলের জন্য

অম্‌হাকং পন সস্সং একউদকেনেব নিপ্‌ফজ্জিস্সতি,
ইদং উদকং অম্‌হাকং দেথা'তি । ইতরেপি আহংসু—
'তুম্‌হেসু কোট্টকে পুরেহা ঠিতেসু ময়ং রত্তসু বগ্গনীলমণি-
কালকহাপণে চ গহেহা পচ্ছিপসিব্বকাদিহথা ন সক্তিহস্সাম
তুম্‌হাকং ঘরদ্বারে বিচারিতুং, অম্‌হাকম্পি সস্সং এক-
উদকেনেব নিপ্‌ফজ্জিস্সতি, ইদং উদকং অম্‌হাকং দেথা'তি ।
'ন ময়ং দস্সামা'তি । 'ময়ম্পি ন দস্সামা'তি এবং কথং
বড্‌ঢ়েহা একো উট্‌ঠায় একস্স পহারং অদাসি, সোপি
অণ্‌ঞস্সা'তি এবং অণ্‌ঞমণ্‌ঞং পরিহহা রাজকুলানং
জাতিং ঘটেহা কলহং বড্‌ঢ়ায়িসু ।

কোলিয়কম্মকারা বদন্তি—'তুম্‌হে কপিলাবস্তুবাসিকে
গহেহা গজ্জথ, যে সোণসিঙ্গালাদয়ো বিয় অন্তনো ভগিনীহ
সন্ধিং সংবাসিসু, এতেসং হিথিনো চেব অস্সা চ ফলকাবু-
ধানি চ অম্‌হাকং কিং করিস্সন্তী'তি । সাকিয়কম্মকারাপি

*

*

*

একবারের জলই যথেষ্ট, অতএব, এই জল আমাদের দাও ।' অন্যরা (অর্থাৎ,
কপিলাবস্তুবাসিগণ) বলিল—'তোমাদের শস্যভান্ডার পূর্ণ হইলে, আমাদের
তখন রক্তসুবর্ণ, নীলমণি ও কৃষ্ণ কাষাপণ লইয়া বর্দাড়ি হাতে তোমাদের
দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে, সেইটা সম্ভব নহে, অতএব এই জল
আমাদের দাও ।'

'আমরা দিব না ।' 'আমরাও দিব না ।'—এইভাবে কথা কাটাকাটি
হইতেই একজন অন্যজনকে প্রহার করিল । সেও ইহাকে প্রহার করিল ।
এইভাবে পরস্পরকে প্রহার করিতে করিতে উভয়পক্ষ একে অন্যের 'জন্ম'
তুলিয়া (অর্থাৎ বংশের কথা উত্থাপন করিয়া) কলহ বাড়াইয়া চলিল ।

কোলিয়শ্রমিকগণ বলিল—'তোমরা কপিলাবস্তুবাসীদের লইয়া তজ্জ'ন-
গজ্জ'ন কর (অর্থাৎ খুব গর্ব কর) যাহারা কুকুর-শৃগালের মত নিজ নিজ ভগ্নীর
সঙ্গে সহবাস করিয়াছে, তাহাদের হস্তী-অশ্ববাহিনী এবং ঢাল-তরোয়াল

বদন্তি—‘তুমহে ইদানি কুট্ঠিনো দারকে গহেহা গজ্জথ,
যে অনাথা নিগ্গতিকা তিরচ্ছানা বিয় কোলরুদ্ধক্খ
বসিংসু। এতেসং হিথিনো চ অস্সা চ ফলকাবুদধানি চ
অম্‌হাকং কিং করিস্সন্তীতি। তে গন্ত্বা তস্মিং কস্মে
নিযুত্তানং অমচ্চানং কথয়িংসু, অমচ্চা রাজকুলানং
কথেসু। ততো সাকিয়া ‘ভগিনীহি সন্ধিং সংবসিতকালং
থামণ্ড বলণ্ড দস্সেস্সামা’তি যুদ্ধসজ্জা নিক্‌খমিংসু।
কোলিয়াপি ‘কোলরুদ্ধক্খবাসীনং থামণ্ড বলণ্ড দস্সেস্সা-
মা’তি যুদ্ধসজ্জা নিক্‌খমিংসু।

সথাপি পচ্ছসসময়ে লোকং বোলোকেন্তো ঐগাতকে দিম্বা
‘ময়ি অগচ্ছন্তে ইমে নস্সিস্সন্তি, ময়া গন্তুং বট্টতী’তি
চিন্তেহা এককোব আকাসেন গন্ত্বা রোহিণিনদিয়া মম্বে
আকাসে পল্লঙ্কেন নিসীদি। ঐগাতকা সথারং দিম্বা
আবুদধানি ছম্ভেহা বন্দিংসু। অথ নে সথা আহ—‘কিং

*

*

*

আমাদের কি করিবে!’ শাক্য শ্রমিকগণও বলিল—‘তোমরা ত কুষ্ঠি,
নিজেদের পুত্র-কন্যা লইয়া তর্জন-গর্জন করিতেছ। যাহারা অনাথ এবং
অসহায় পশুর মত কোলবৃক্ষে বাস করিত, তাহাদের হস্তী-অশ্ববাহিনী
এবং ঢাল-তরোয়াল আমাদের কি করিবে!’ উভয়পক্ষ যাইয়া ভারপ্রাপ্ত
অমাত্যদের জানাইল, অমাত্যগণ রাজকুলের কর্ণগোচর করিল। শাক্যগণ
‘ভগ্নীদের সহিত সহবাসকারী আমাদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করিব’ বলিয়া
যুদ্ধসজ্জায় বহির্গত হইল। কোলিয়গণও ‘কোলবৃক্ষবাসী আমাদের শৌর্য-
বীর্য প্রদর্শন করিব’ বলিয়া যুদ্ধসজ্জায় বহির্গত হইল।

শান্তাও প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন করিতে করিতে জ্ঞাতিকদের দেখিয়া
‘আমি না যাইলে ইহারা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, অতএব আমাকে যাইতে হইবে’
চিন্তা করিয়া একাকীই আকাশপথে যাইয়া রোহিণী নদীর মধ্যস্থলে আকাশে
পদ্মাসনে বসিলেন। জ্ঞাতিকগণ শান্তাকে দেখিয়া অস্বশস্ত ফেলিয়া

কলহো নামেস, মহারাজা'তি ? 'ন জানাম, ভন্তে'তি ।
 'কো দানি জানিস্সতী'তি ? তে 'উপরাজা জানিস্সতি,
 সেনাপতি, জানিস্সতী'তি ইমিনা উপায়েন যাব দাসকম্ম-
 করে পদচ্ছিত্তা, 'ভন্তে, উদককলহো'তি আহংসু । 'উদকং
 কিং অণ্ণতি মহারাজা'তি ? 'অপ্পম্ণং, ভন্তে'তি । 'খত্তিয়া
 কিং অণ্ণন্তি মহারাজা'তি ? 'খত্তিয়া নাম অনম্ণা
 ভন্তে'তি । 'অযুত্তং তুম্হাকং অপ্পমত্তকং উদকং নিস্সায়
 অনম্ণে খত্তিয়ে নাসেতু'ত্তি । তে তুণ্হী অহেসুং । অথ
 তে সথা আমন্তেহা 'কম্মা মহারাজা এবরুপং করোথ, ময়ি
 অসন্তে অজ্জ লোহিতনদী পবত্তিস্সতি, অযুত্তং বো কতং,
 তুম্হে পণ্ণিহি বেরেহি সবেরা বিহরথ, অহং অবেরো
 বিহরামি । তুম্হে কিলেসাতুরা হুত্তা বিহরথ, অহং
 অনাতুরো । তুম্হে কার্মগুণপরিয়েসনুসুদক্কা হুত্তা

*

*

*

তাঁহাকে বন্দনা করিল । তখন শাস্তা তাহাদের বলিলেন—'মহারাজ, ইহা
 কিসের বিবাদ ?'

'ভন্তে, জানি না ।' 'কে জানে ?' তাহারা 'উপরাজা জানে, সেনাপতি
 জানে' এইভাবে দাস-কর্মকরদের জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল—'ভন্তে,
 ইহা জল লইয়া বিবাদ ।' 'মহারাজ, জলের কি মূল্য ?'

'ভন্তে, অল্প মূল্য ।' 'মহারাজ, ক্ষত্রিয়দের মূল্য কত ?' 'ভন্তে, ক্ষত্রিয়গণ
 অমূল্য ।'

'সামান্য জলের জন্য অমূল্য ক্ষত্রিয়গণের জীবননাশ করা অযৌক্তিক ।'
 তাহারা নীরব রহিল । তখন শাস্তা তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন—'মহারাজ,
 কেন এইরূপ করিতেছ, আমি না আসিলে আজ রক্তবন্যা বহিত, তোমরা
 অন্যায় করিয়াছ, তোমরা পাঁচ প্রকার বৈরী লইয়া সর্বৈরী হইয়া
 অবস্থান করিতেছ । আমি বৈরীহীন হইয়া বিচরণ করি । তোমরা রাগাদি
 ক্রেশের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছ, আমি ক্রেশরহিত হইয়া বিচরণ
 করি । তোমরা পণ্ডকামগুণের অন্তেষণে উৎসুক হইয়া বিচরণ কর, আমি

বিহরথ, অহং অনন্দসুন্দরো বিহরামীতি বদ্য ইমা গাথ্য
অভাসি—

‘সুসুখং বত জীবাম, বেরিনেসু অবেরিনো ।

বেরিনেসু মনুস্বেসু, বিহরাম অবেরিনো । ১৯৭ ।

‘সুসুখং বত জীবাম, আতুরেসু অনাতুরা ।

আতুরেসু মনুস্বেসু, বিহরাম অনাতুরা । ১৯৮ ।

‘সুসুখং বত জীবাম, উসুদকেসু অনন্দসুদকা ।

উসুদকেসু মনুস্বেসু, বিহরাম অনন্দসুদকা’তি । ১৯৯ ।

তথ ‘সুসুখ’ন্তি সুদৃষ্টং সুখং । ইদং বদন্ত্য হোতি—যে
গিহিনো সন্ধিচ্ছেদাদিবসেন পর্বজিতা বা পন বেজ্জকম্মা-
দিবসেন জীবিতবদন্তি উৎপাদেত্তা ‘সুখেন জীবামা’তি
বদন্তি, তেহি ময়মেব সুসুখং বত জীবাম, যে ময়ং পণ্ডিহি

*

*

*

অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করি’—এই কথা বলিয়া তিনি এই গাথাগুলি ভাষণ
করিলেন—

‘বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরীহীন হইয়া সুখে জীবন যাপন করি । এস
আমরা বৈরী মনুষ্যগণের মধ্যে অবৈরী হইয়া বিচরণ করি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৯৭ ।

‘আতুর অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশ দ্বারা ক্লিষ্টগণের মধ্যে আমরা অনাতুর
(=ক্লেশরহিত) হইয়া সুখে জীবন যাপন করি । এস, আমরা আতুরগণের
মধ্যে অনাতুর হইয়া বিচরণ করি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৯৮ ।

পণ্ডকামগুণ সম্বানী উৎসুক মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হইয়া
সুখে জীবন যাপন করি । এস, আমরা আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আসক্তি-
বিহীন হইয়া বিচরণ করি ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ১৯৯ ।

অন্বয় : ‘সুসুখ’ সুদৃষ্টং সুখং । ইহা উক্ত হয়—যে সকল গৃহী সন্ধি-
চ্ছেদাদিবশে অথবা যে সকল প্রব্রজিত বৈদ্যকমাদিবশে জীবিকাবৃন্তি উৎপাদন
করিয়া ‘সুখে জীবন যাপন করি’ বলিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা আমরা

বেরীহি বেরিনেস্, মনুস্বেস্, অবেরিনো, কিলেসাতুরেস্,
মনুস্বেস্, নিকিলেসতায় অনাতুরা, পণ্ডকামগুণপরিষেসনে
উস্বেস্কেস্, তায় পরিষেসনায় অভাবেন অনুস্বেস্কাতি ।
সেসং উত্তানথমেব ।

। দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংস্কাতি ।

॥ ঐতিহ্যিকলহব্দপসমনবথু পঠমং ॥

*

*

*

সুখে জীবন যাপন করি, যেহেতু আমরা পণ্ড বৈরীর দ্বারা বৈরী মনুষ্যগণের
মধ্যে অবৈরী হইয়া, ক্রেশের দ্বারা আতুর মনুষ্যগণের মধ্যে ক্রেশহীনতাবশতঃ
অনাতুর হইয়া এবং পণ্ড কামগুণসম্বন্ধে উৎসুকগণের মধ্যে তাদৃশ সম্বন্ধের
অভাবে অনুৎসুক । অবশিষ্ট শব্দের অর্থ স্পষ্টই আছে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। ঐতিহ্যিকলহ উপশমের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



মারবথু । ২

‘সদুসুখং বত জীবামা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা পণ্ডসালার
ব্রাহ্মণগামে বিহরন্তো মারং আরব্ধ কথেসি ।

একদিবসএহি সথা পণ্ডসতানং কুমারিকানং সোতাপত্তি-
মণ্ণসুপনিষসয়ং দিম্বা তং গামং উপনিষসায় বিহাসি ।
তাপি কুমারিকায়ো একস্মিং নক্খত্তদিবসে নাদিং গন্ত্বা
ন্থহা অলঙ্কতপটিয়ত্তা গামাভিমুখিয়ো পারিংসু । সথাপি
তং গামং পবিসিত্বা পিণ্ডায় চরতি । অথ মারো সকল-
গামবাসীনং শরীরে অধিমুচ্ছিত্বা যথা সথা কটচ্ছুভত্তমত্তম্পি
ন লভতি, এবং কহা যথাধোতেন পত্তেন নিক্খমন্তং সথারং
গামদ্বারে ঠহা আহ—‘অপি, সমণ, গিণ্ডপাতং লভিত্বা’তি ?
‘কিং পন, হুং, পাপিম, তথা অকাসি, যথাহং পিণ্ডং ন

মারের উগাখ্যান । ২ ।

‘সুখে জীবনযাপন করি’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা পণ্ডশালা নামক
ব্রাহ্মণগ্রামে অবস্থানকালে মারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্ত্রা পণ্ডশত কুমারীর স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় দেখিয়া সেই
গ্রামের সন্নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই কুমারীগণ এক বিশেষ
উৎসবের দিনে নদীতে যাইয়া স্নানান্তে অলঙ্কৃত হইয়া গ্রাম অভিমুখে রওনা
হইল । শাস্ত্রাও সেই গ্রামে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডাচরণ করিতে লাগিলেন ।
মার সকল গ্রামবাসীদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অভিভূত করিল
যাহাতে কেহ বুদ্ধকে এক চামচ ভিক্ষাও না দেয় । শাস্ত্রা শূন্যপাত্রে গ্রাম
হইতে বহির্গমনকালে মার গ্রামদ্বারে অবস্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘হে
শ্রমণ, পিণ্ডপাত লাভ করিয়াছ কি ?’ ‘হে পাপী, তুমি কেন এরূপ করিয়াছ
যাহাতে আমি পিণ্ডলাভ না করি ?’

লভেয্য'ন্তি ? 'তেন হি, ভন্তে, পদ্বন পবিসথা'তি । এবং
কিরস্স অহোসি—'সচে পদ্বন পবিসতি, সম্বেসং সরীরে
অধিমদ্বচ্ছিত্ত্বা ইমস্স পদ্বরতো পাণিং পহরিত্ত্বা হস্সকোলং
করিস্সামী'তি । তস্মিং থণে তা কুমারিকায়ো গামদ্বারং
পত্বা সথারং দিম্বা বন্দিত্বা একমন্তং অট্ঠংসদু । মারোপি
সথারং আহ—'অপি, ভন্তে, পিণ্ডং অলভমানা জিঘচ্ছা-
দদুক্খেন পীলিতথা'তি ? সথা 'অম্ভজ্জ ময়ং, পাপিম, কিণ্ণ
অলভিত্ত্বাপি আভস্সরলোকে মহাব্রহ্মাণো বিয় পীতিসদুথে-
নেব বীতিনামেস্সামা'তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

‘সুসুখং বত জীবাম, যেসং নো নথি কিণ্ণনং ।

পীতিভক্খা ভবিস্সাম, দেবা আভস্সরা যথা'তি । ২০০ ।

*

*

*

‘ভন্তে, তাহা হইলে, আবার (গ্রামে) প্রবেশ করুন ।’

মার চিন্তা করিল—‘যদি বুদ্ধ আবার গ্রামে প্রবেশ করে, আমি গ্রামবাসীদের
শরীরে পদ্বনপ্রবেশ করিয়া তাহাদের অভিভূত করিব এবং (তাহারা ভিক্ষা
না দিলে) আমি তখন হাততালি দিব এবং হাস্যকৌতুক করিব ।’ সেই
মুহূর্ত্তে ঐ কুমারীগণ গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে দেখিল এবং তাঁহাকে
বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল । মারও শাস্তাকে বলিল—‘ভন্তে, পিণ্ড
লাভ না করিয়া নিশ্চয়ই ক্ষুধাত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন ?’ শাস্তা বলিলেন
—‘হে পাপী, আমি অদ্য কিছু ভিক্ষা লাভ না করিলেও আভাস্বর দেব-
লোকবাসী মহাব্রহ্মাদের ন্যায় প্রীতিসুখে দিন অতিবাহিত করিব’ । তারপর
এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘আমাদিগের মধ্যে যাহাদের রাগাদি কিছুই নাই, তাহারা সুখে জীবন
ষাপন করে । এস, আভাস্বর দেবগণের ন্যায় আমরা প্রীতিভক্কা হই ।’

তথ 'ষেসং নো'তি যেসং অম্‌হাকং পলিবদ্ব্বনথেন
রাগাদীসদ্‌ কিণ্ণসেসদ্‌ এক্কম্পি কিণ্ণনং নথি । 'পীতি-
ভক্‌খা'তি যথা আভস্সরা দেবা পীতিভক্‌খা হুত্বা পীতি-
সদ্থেনেব বীতিনামেত্তি, এবং মল্লম্পি, পাপিম, কিণ্ণ
অলভিত্বা পীতিভক্‌খা ভবিম্সামা'তি অথো ।

দেশনাবসানে পণ্ডসতেপি কুমারিকায়ো সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিস্দতি ।

॥ মারবত্থদ্‌ দুতীয়ং ॥

*

*

*

অন্বয় : 'আমাদিগের মধ্যে যাহাদের' অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে যাহাদের
রাগাদি আসক্তির মধ্যে কোন আসক্তি নাই । 'প্রীতিভক্ষা' যেমন আভাস্বর-
বাসী দেবগণ প্রীতিভক্ষা হইয়া প্রীতিসদ্থে জীবনযাপন করে, তদ্রূপ
আমরাও, হে পাপী (মার), কোন কিছু লাভ না করিয়াও প্রীতিভক্ষা
হইব—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে পণ্ডশত কুমারীগণ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল ।

। মারের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

কোসলরঞ্জে পরাজয়বথ । ৩

‘জয়ং বের’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো কোসলরঞ্জে পরাজয়ং আরব্ভ কথেসি ।

সো কির কাসিকগামং নিম্মসায় ভাগিনেয্যেন অজাতসত্ত্বনা সন্ধিং যুদ্ধান্তো তেন তয়ো বারে পরাজিতো ততীয়বারে চিন্তেসি—‘অহং খীরমুখম্পি দারকং পরাজেতুং নাসক্খিং, কিং মে জীবিতেনা’তি । সো আহারপচ্ছেদং কহা মণ্ডকে নিপঞ্জি । অথস্স সা পবত্তিং সকলনগরং পথরি । ভিক্ষু তথাগতস্স আরোচেসুং—‘ভন্তে, রাজা কির কাসিকগামকং নিম্মসায় তয়ো বারে পরাজিতো, সো ইদানি পরাজিত্বা আগতো ‘খীরমুখম্পি দারকং পরাজেতুং নাসক্খিং, কিং মে জীবিতেনা’তি আহারপচ্ছেদং কহা

কোশলরাজার পরাজয়ের উপাখ্যান । ৩ ।

‘জয় শত্রুতাকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজার পরাজয়কে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি কাশিকগ্রামকে ভিস্তি করিয়া ভাগিনা অজাতশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনবার তাহার দ্বারা পরাজিত হইয়া তৃতীয়বারে চিন্তা করিলেন—

‘আমি একটি দুঃখপোষ্য ছেলেকে পরাজিত করিতে পারিলাম না, আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ?’ তিনি আহার ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইলেন । তাঁহার এই ব্যাপার সমস্ত নগরে ছড়াইয়া পড়িল । ভিক্ষুগণ তথাগতকে জানাইলেন—“ভন্তে, রাজা নারিক কাশিকগ্রামকে ভিস্তি করিয়া তিনবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন । এখন তিনি পরাজিত হইয়া আসিয়া ‘একটি দুঃখপোষ্য ছেলেকে আমি পরাজিত করিতে পারিলাম না, আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ

মঞ্চকে নিপম্ভো'তি । সখা তেসং কথং সদ্ভা, 'ভিক্খবে,
জিনন্তোপি বেরং পসবতি, পরাজিতো পন দ্ধক্খং
সেতিষেবা'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘জয়ং বেরং পসবতি, দ্ধক্খং সেতি পরাজিতো ।

উপসন্তো সদ্ভং সেতি, হিহ্বা জয়পরাজয়'ন্তি । ২০১ ।

তথ ‘জয়'ন্তি পরং জিনন্তো বেরং পটিলভতি । ‘পরা-
জিতো'তি পরেন পরাজিতো ‘কদা ন্ধ থো পচ্চামিত্তস্স
পিট্ঠিং দট্ঠেং সচ্ছিস্সামী'তি দ্ধক্খং সেতি সন্নিবরিয়া-
পথেস্ধ দ্ধক্খমেব বিহরতী'তি অথো । ‘উপসন্তো'তি
অব্ভন্তরে উপসন্তরাগাদিকিলেসো খীণাসবো জয়ং

*

*

*

কি ?' বলিয়া আহাৰ ত্যাগ করিয়া শয্যাগত হইয়াছেন ।” শাস্তা তাঁহাদের
কথা শুনিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যুদ্ধে জয়ী হইলেও শত্রুতার সৃষ্টি
হয়, পরাজিত হইলে দ্বন্দ্ব শয়ন করে (অর্থাৎ দ্বন্দ্বিত হইয়া কালান্তিপাত
করে) ।’ ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘জয় বৈরিতা প্রসব করে, পরাজিত ব্যক্তি দ্বন্দ্ব শয়ন করে (চারি দ্বৈপথে
সে দ্বন্দ্বিতই থাকে) । (কিন্তু) উপশান্ত (রাগাদি ক্রেশশূন্য ক্ষীণাস্রব
ব্যক্তি) জয় ও পরাজয়ের উর্ধ্বে স্বে অবস্থান করেন ।’—

—ধর্মপদ, শ্লোক ২০১ ।

অন্বয় : ‘জয়’ অর্থাৎ জয় করিলে বৈরিতা লাভ করে । ‘পরাজিত’
অন্যের দ্বারা পরাজিত হইলে ‘কবে আমি শত্রুর পৃষ্ঠদর্শন করিতে পারিব’
এই চিন্তায় দ্বন্দ্বিত হইয়া শয়ন করে অর্থাৎ সকল দ্বৈপথে দ্বন্দ্বিত
হইয়াই অবস্থান করে । ‘উপশান্ত’ অভ্যন্তরে ঘাঁহার রাগাদি ক্রেশ উপশান্ত

পরাজয়ঃ হিত্বা সুখং সেতি, সর্বিষ্মিরিয়াপথেসু সুখমেব
বিহরতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুতি ।

॥ কোসলরঞ্ঞো পরাজয়বখু ততিয়ং ॥

*

*

*

হইয়াছে সেই ক্ষীণান্নব (=অহং) ব্যক্তি জয় এবং পরাজয় উভয়কে উপেক্ষা
করিয়া সুখে শয়ন করেন অর্থাৎ সকল ঈর্ষাপথে সুখেই অবস্থান করেন ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। কোশলরাজার পরাজয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



অঞ্ঞত্তরকুলদারিকা বখ্ণ । ৪

‘নথি রাগসমো’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহ-
রন্তো অঞ্ঞত্তরং কুলদারিকং আরব্ভ কথেসি ।

তস্মা কির মাতাপিতরো আবাহং কহ্বা মঙ্গলদিবসে সথারং
নিমন্তয়িস্শু । সথা ভিক্খুসঙ্ঘপরিবৃত্তো তথ গন্ত্বা
নিসীদি । সাপি থো বধ্ধকা ভিক্খুসঙ্ঘস্স উদকপরিম্শা-
বনাদীনি করোন্তী অপরাপরং সত্তরতি । সামিকোপিম্শা
তং ওলোকেন্তো অট্ঠাসি । তস্স রাগবসেন ওলোকেন্তস্স
অন্তো কিলেসো সমুদাচারি । সো অঞ্ঞাণাভিভূতো নেব
বুদ্ধং উপট্ঠহি, ন অসীতি মহাথেরে । হথং পসারেহ্বা
‘তং বধ্ধকং গণ্হিস্সামী’তি পন চিন্তং অকাসি । সথা
তস্সম্মাসয়ং ওলোকেহ্বা যথা তং ইথিং ন পস্সতি, এবম-
কাসি । সো অদিম্বা সথারং ওলোকেন্তো অট্ঠাসি ।
সথা তস্স ওলোকেহ্বা ঠিতকালে ‘কুমারক, ন হি রাগাঙ্গনা

জৈনিকা কুলবারিকার উগাখ্যান । ৪ ।

‘রাগের তুল্য অগ্নি নাই’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
কোন এক কুলবারিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাহার মাতাপিতা তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া বিবাহোৎসবের দিন
শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া তাহাদের
গৃহে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন । সেই নববধূও ভিক্ষুসঙ্ঘের জল ছাঁকার
কাজ করিতে করিতে এইদিকে-ঐদিকে বিচরণ করিতেছিল । তাহার স্বামীও
তাহাকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছিল । আসক্তিবশে তাহাকে দেখার জন্য তাহার
মনে ক্রোশ উপন্ন হইল । সে অজ্ঞানাবিভূত হইয়া না বুদ্ধের সেবা করিল,
না অশীতি মহাস্থবিরের । তাহার মনে হইল সে হাত বাড়াইয়া সেই বধূকে
ধরিবে । শাস্তা তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমন করিলেন যাহাতে

সদিসো অগ্নি নাম, দোসকলিনা সদিসো কলি নাম, খন্ধ-
পরিহরণদুন্ধুথেন সদিসং দুন্ধুথং নাম নথি, নিব্বানসুখ-
সদিসং সুখম্পি নথিষেবা’তি বহা ইমং গাথমাহ—

‘নথি রাগসমো অগ্নি, নথি দোসসমো কলি ।

নথি খন্ধসমা দুন্ধুখা, নথি সন্তিপরণং সুখ’ন্তি । ২০২ ।

তথ ‘নথি রাগসমো’তি ধূমং বা জ্বালাং বা অঙ্গারং বা
অদম্বেসত্ত্বা অন্তোষেব ব্যাপেত্ত্বা ভস্মমদুর্টিং কাতুং সমথো
রাগেন সমো অঞ্ঞো অগ্নি নাম নথি । ‘কলী’তি
দোসেন সমো অপরাধোপি নথি । ‘খন্ধসমা’তি খন্ধোহি
সমা । যথা পরিহরিয়মানা খন্ধা দুন্ধুখা, এবং অঞ্ঞং
দুন্ধুথং নাম নথি । ‘সন্তিপরণ’ন্তি নিব্বানতো উত্তরিং
অঞ্ঞং সুখম্পি নথি । অঞ্ঞংহি সুখং সুখমেব,
নিব্বানং পরমসুখন্তি অথো ।

সে ঐ কন্যাকে দেখিতে না পায় । সে তাহাকে না দেখিয়া শাস্তার দিকেই
তাকাইয়া রহিল । তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া শাস্তা তাহাকে
বলিলেন—

‘হে কুমার, রাগান্নির মত আগুন নাই, ঘেষের মত পাপ নাই, স্কন্ধের
ন্যায় দুঃখ নাই । (নিবাণ) শাস্তি অপেক্ষা সুখ নাই ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২০২ ।

অর্থ : ‘রাগের সমান নাই’ অর্থাৎ ধূম বা জ্বালা বা অঙ্গার প্রদর্শন না
করিয়া অভ্যস্তরেই দম্ব করিয়া ভস্ম করিতে সমর্থ রাগের (=আসক্তির) মত
অন্য কোন আগুন নাই । ‘পাপ’ অর্থাৎ ঘেষের সমান অপরাধও নাই ।
স্কন্ধের সমান অর্থাৎ স্কন্ধসমূহের সমান । স্কন্ধসমূহের ক্ষয় বা ধ্বংস
হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তদ্বৎ অন্য কোন দুঃখ নাই । ‘সন্তিপরণ’ নিবাণ
অপেক্ষা অধিক অন্য কোন সুখ নাই । অন্য সুখ, সুখ হইতে পারে, কিন্তু
নিবাণ হইতেছে পরম সুখ ।

দেশনাবসানে কুমারিকা চ কুমারকো চ সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংস্ৱ । তস্মিৎ সময়ে ভগবা তেসং অঞ্-ঞ-
মঞ্-ঞং দস্সনাকারং অকাসীতি ।

॥ অঞ্-ঞতরকুলদারিকাবত্থ চতুথং ॥

*

*

*

দেশনাবসানে কুমারিকা এবং কুমার উভয়েই সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
হইল । তখন ভগবান তাহাদের উভয়ে বাহাতে পরস্পরকে দেখিতে পার
তাহার ব্যবস্থা করিলেন ।

। জনৈকা কুলবালিকার উপাখ্যান সমাপ্ত ।

এক উপাসকবধু । ৫

‘জিষচ্ছা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা আলবিয়ং বিহরন্তো
একং উপাসকং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎ হি দিবসে সথা জেতবনে গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব
পচ্ছসকালে লোকং বোলোকেন্তো আলবিয়ং একং দদুগত-
মনদুস্সং দিম্বা তস্সদুপনিস্সয়সম্পত্তিং ঐত্ত্বা পণ্ডসতভিক্খু-
পরিবারো আলবিং অগমাসি । আলবিবাসিনো সথারং
নিমন্তয়িৎসু । সোপি দদুগতমনদুস্সো ‘সথা কির
আগতো’তি সত্ত্বা ‘সথদু সন্তিকে ধম্মং সোস্সামী’তি মনং
অকাসি । তংদিবসমেব চস্স একো গোণো পলায়ি । সো
‘কিং নু থো গোণং পরিয়েসিস্সামি, উদাহু ধম্মং সদুগা-
মী’তি চিন্তেত্ত্বা ‘গোণং পরিয়েসিস্সা পচ্ছা ধম্মং সোস্সামী’তি

•

•

•

এক উপাসকের উপাখ্যান । ৫ ।

‘স্কুধা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা আলবীতে অবস্থান করার সময় জনৈক
উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্তা জেতবনে গন্ধকুটিতে বসিয়াই প্রত্যুষকালে জগৎ
অবলোকন করা কালে আলবীতে এক দদুগত মনদুষ্যকে দেখিয়া তাহার উপ-
নিশ্রয়সম্পত্তি জানিয়া পণ্ডসত ভিক্ষুর পরিবার লইয়া আলবীতে যাইয়া
উপস্থিত হইলেন । আলবীবাসিগণ শাস্তাকে নিমন্ত্ৰণ করিলেন । সেই
দদুগত মনদুষ্যও ‘শাস্তা আসিবেন’ শুনিয়া ‘শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিব’
এইরূপ চিন্তা উপাদান করিল । সেই দিনেই তাহার একটি গরু পলাইয়া
গেল । সে তখন ভাবিল—‘গরুর খোঁজে যাইব, না ধর্ম শ্রবণ করিব !’
তাহার পর স্থির করিল ‘গরু খুঁজিয়া পরে ধর্ম শ্রবণ করিব ।’ সে সকালেই
গরুর খোঁজে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল । আলবীবাসিগণও বুদ্ধপ্রমুখ

পাতোব গেহা নিক্খমি । আলবিবাসিনোপি বুদ্ধপ্পমুখং
 ভিক্খুসঙ্ঘং নিসীদাপেত্বা পরিবিসিত্বা অনুমোদনথায়
 পত্তং গণ্হিংসু । সথা ‘যং নিম্সায় অহং তিসম্বোজনমঙ্গং
 আগতো, সো গোণং পরিয়েসিতুং অরঞ্ঞং পবিট্ঠো,
 তস্মিং আগতেষেব ধম্মং দেসেস্সামী’তি তুণ্হী অহোসি ।
 সোপি মনুস্সো দিবা গোণং দিম্বা গোগণে পক্খিপিত্বা
 ‘সচোপি অঞ্ঞং নখি, সথু বন্দনমত্তম্পি করিস্সামী’তি
 জিঘচ্ছাপীলিতোপি গেহং গমনায় মনং অকত্বা বেগেন সথু
 সন্তিকং আগত্ত্বা সথারং বন্দিত্বা একমন্তং অট্ঠাসি । সথা
 তস্স ঠিতকালে দানবেয়্যাবটিকং আহ—‘অথি কিণ্ণ
 ভিক্খুসঙ্ঘস্স অতিরিক্তভত্ত’ন্তি ? ‘ভন্তে, সঙ্ঘং
 অথী’তি । ‘তেন হি ইমং পরিবিসাহী’তি । সো সথারা
 বত্তট্ঠানেষেব তুং নিসীদাপেত্বা যাগুখাদনীয়েভোজনীয়েহি

*

*

*

ভিক্খুসঙ্ঘকে বসাইয়া পরিবেশন করিয়া অনুমোদনের জন্য পাত্র গ্রহণ করিল ।
 শাস্তা এই ভাবিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেন—‘ষাহার জন্য আমি এই ত্রিশ
 বোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সে এখন গরুর খোঁজে বনে প্রবেশ
 করিয়াছে, সে আসিলেই ধর্মদেশনা করিব ।’

সেই ব্যক্তিও দিনের বেলায় গরুটিকে দেখিয়া ইহাকে গরুর দলে রাখিয়া
 ‘যদি অন্য কেহ না থাকে, অস্তুতঃ শাস্তাকে বন্দনা করিব’ ভাবিয়া ক্ষুধা-
 পীড়িত হইলেও গৃহে যাইবার ইচ্ছা না করিয়া দ্রুতবেগে শাস্তার নিকট
 আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল । সে দাঁড়াইয়া
 থাকিলে শাস্তা দানভৃত্যকে বলিলেন—‘ভিক্খুসঙ্ঘকে, দিয়া অতিরিক্ত কিছু
 অন্ন আছে কি ?’ ‘ভন্তে, সমস্তই আছে ।’ তাহা হইলে এই ব্যক্তিকে পরি-
 বেশন কর ।’ সে শাস্তা যেখানে বলিয়াছেন সেখানেই তাহাকে বসাইয়া
 যাগু এবং অন্যান্য খাদ্যভোজ্য সাদরে পরিবেশন করিল । সে আহারান্তে
 মুখ প্রক্ষালন করিল । [এই স্থান ব্যতীত ত্রিপিটকের অন্য কোথাও এইরূপ

একউপাসকবন্ধু । ৫

‘জিঘ্রাচ্ছা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা আলবিয়ং বিহরন্তো
একং উপাসকং আরব্ধ কথেসি ।

একস্মিৎ হি দিবসে সথা জেতবনে গন্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব
পচ্ছদসকালে লোকং বোলোকেন্তো আলবিয়ং একং দদুগত-
মনদুসং দিম্বা তসুদপানিস্সয়সম্পত্তিং এত্বা পণ্ডসত্ভিকু-
পরিবারো আলবিং অগমাসি । আলবিবাসিনো সথারং
নিমন্তয়িৎসু । সোপি দদুগতমনদুসো ‘সথা কির
আগতো’তি সত্ত্বা ‘সথু সন্তিকে ধম্মং সোম্মসামী’তি মনং
অকাসি । তং দিবসমেব চস্স একো গোণো পলায়ি । সো
‘কিং নু থো গোণং পরিয়োসিস্সামি, উদাহু ধম্মং সুদা-
মী’তি চিন্তেত্বা ‘গোণং পরিয়োসিত্বা পচ্ছা ধম্মং সোম্মসামী’তি

এক উপাসকের উপাখ্যান । ৫ ।

‘ক্ষুধা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা আলবীতে অবস্থান করার সময় জনৈক
উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্তা জেতবনে গন্ধকুটিতে বসিয়াই প্রত্যয়কালে জগৎ
অবলোকন করা কালে আলবীতে এক দদুগত মনদুষ্যকে দেখিয়া তাহার উপ-
নিশ্রয়সম্পত্তি জানিয়া পণ্ডসত ভিক্ষুর পরিবার লইয়া আলবীতে যাইয়া
উপস্থিত হইলেন । আলবীবাসিগণ শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সেই
দদুগত মনদুষ্যও ‘শাস্তা আসিবেন’ শুনিয়া ‘শাস্তার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিব’
এইরূপ চিন্তা উপাদান করিল । সেই দিনেই তাহার একটি গরু পলাইয়া
গেল । সে তখন ভাবিল—‘গরুর খোঁজে যাইব, না ধর্ম শ্রবণ করিব !’
তাহার পর স্থির করিল ‘গরু খুঁজিয়া পরে ধর্ম শ্রবণ করিব ।’ সে সকালেই
গরুর খোঁজে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল । আলবীবাসিগণও বুদ্ধপ্রমুখ

পাতোব গেহা নিক্খমি । আলবিবাসিনোপি বুদ্ধপ্পমুখং
 ভিক্খুসঙ্ঘং নিসীদাপেত্বা পরিবিসিত্বা অনুমোদনথায়
 পত্তং গণ্হিংসু । সথা ‘যং নিম্মসায় অহং তিসমযোজনমঙ্গং
 আগতো, সো গোণং পরিয়েসিতুং অরঞ্ঞং পবিট্ঠো,
 তস্মিং আগতেষেব ধম্মং দেসেঙ্গসামী’তি তুণ্হী অহোসি ।
 সোপি মনুস্সো দিবা গোণং দিম্বা গোগণে পক্খিপিত্বা
 ‘সচেপি অঞ্ঞং নথি, সথু বন্দনমত্তম্পি করিঙ্গসামী’তি
 জিঘচ্ছাপীলিতোপি গেহং গমনায় মনং অকত্বা বেগেন সথু
 সন্তিকং আগত্ত্বা সথারং বন্দিত্বা একমন্তং অট্ঠাসি । সথা
 তস্স ঠিতকালে দানবেয়্যাবটিকং আহ—‘অথি কিঞ্চ
 ভিক্খুসঙ্ঘস্স অতিরিত্তভত্ত’ন্তি ? ‘ভন্তে, সঙ্ঘং
 অথী’তি । ‘তেন হি ইমং পরিবিসাহী’তি । সো সথারা
 বত্তট্ঠানেষেব তুং নিসীদাপেত্বা যাগুখাদনীয়েভোজনীয়েহি

*

*

*

ভিক্কুসঙ্ঘকে বসাইয়া পরিবেশন করিয়া অনুমোদনের জন্য পাত্র গ্রহণ করিল ।
 শাস্তা এই ভাবিয়া নীরবে বসিয়া থাকিলেন—‘যাহার জন্য আমি এই ত্রিশ
 যোজন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সে এখন গরুর খোঁজে বনে প্রবেশ
 করিয়াছে, সে আসিলেই ধর্মদেশনা করিব ।’

সেই ব্যক্তিও দিনের বেলায় গরুটিকে দেখিয়া ইহাকে গরুর দলে রাখিয়া
 ‘যদি অন্য কেহ না থাকে, অস্তুতঃ শাস্তাকে বন্দনা করিব’ ভাবিয়া ক্ষুধা-
 পীড়িত হইলেও গৃহে যাইবার ইচ্ছা না করিয়া দ্রুতবেগে শাস্তার নিকট
 আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল । সে দাঁড়াইয়া
 থাকিলে শাস্তা দানভৃত্যকে বলিলেন—‘ভিক্কুসঙ্ঘকে, দিয়া অতিরিক্ত কিছ
 অন্ন আছে কি ?’ ‘ভন্তে, সমস্তই আছে ।’ তাহা হইলে এই ব্যক্তিকে পরি-
 বেশন কর ।’ সে শাস্তা ষেখানে বলিয়াছেন সেখানেই তাহাকে বসাইয়া
 যাগু এবং অন্যান্য খাদ্যভোজ্য সাদরে পরিবেশন করিল । সে আহারান্তে
 মুখ প্রক্ষালন করিল । [এই স্থান ব্যতীত ত্রিপিটকের অন্য কোথাও এইরূপ

সকলক্ষং পরিবিসি। সো ভুত্তভত্তো ম্মুখং বিক্খালেসি।
 ঠপেত্তা কির ইমং ঠানং তীসদ্দ পিটকেসদ্দ অণ্ণেত্তথ গতা-
 গতস্স ভত্তবিচারণং নাম নত্তি। তস্স পস্সক্কদরত্তস্স চিত্তং
 একগ্গং অহোসি। অত্তস্স সত্তা অনদ্দপুৰ্ব্বং কথং কথেন্না
 সচ্চানি পকাসেসি। সো দেসনাবসানে সোতাপত্তিকফলে
 পতিট্ঠাই। সত্তাপি অনদ্দমোদনং কত্তা উট্ঠায়াসনা
 পক্কামি। মহাজনো সত্তারং অনদ্দগন্তা নিবত্তি।

ভিক্খু সত্তারা সাক্কিং গচ্ছন্তায়েব উত্ত্বায়াংসদ্দ—‘পস্সথা-
 ব্দসো, সত্তদ্দ কস্সং, অণ্ণেত্তসদ্দ দিবসেসদ্দ এবরুপং নত্তি,
 অজ্জ পনেকং মনুস্সং দিম্বাব য়াগদ্দআদীনি বিচারেন্না
 দাপেসী’তি। সত্তা নিবত্তিত্তা ঠিত্তকোব ‘কিং কথেন্ন,
 ভিক্খবে’তি পুৰ্ব্বচ্ছিত্তা তম্মং সুত্তা “আম, ভিক্খবে,
 অহং তিস্সযোজনং কস্সারং আগচ্ছন্তো তস্স উপাসকস্সপ-

*

*

*

গতাপত্তকে অস্স দেত্তার কথ্য উল্লেখ নাই।] ঐ ব্যক্তির ক্ষুধারূপ দৃষ্ট
 প্রশমিত হইলে তাহার চিত্ত একাগ্র হইল। তখন শাস্তা তাহাকে অনদ্দপুৰ্ব্ব
 কথা বলিয়া (অর্থাৎ দানকথা, শীলকথা ইত্যাদি) চারি সত্য প্রকাশিত
 করিলেন। সে দেশনাবসানে স্নোতাপত্তিকফলে প্রতিষ্ঠিত হইল। শাস্তাও
 দানানদ্দমোদন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। জনতা ভগবানের
 অনদ্দগমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল।’

ভিক্ষুগণ শাস্তার সহিত যাইতে যাইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া
 বলিলেন—‘আব্দসো, শাস্তার কান্ড দেখিয়াছ? অন্য দিন ত এইরূপ হয়
 না। আজ এক ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার জন্য য়াগ প্রভৃতির ব্যবস্থা
 করিলেন।’

পর্যন্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ,
 তেঁয়রা কি বলিতেছ?’ তারপর সেই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—‘হ্যাঁ
 ভিক্ষুগণ, আমি যে এই ব্রিগ যোজন কাস্তার অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা

নিঃস্বয়ং দিস্বা আগতো, সো অতিবিস্ত্র জিঘৃক্ষিতো,
পাতোব পট্টায় গোণং পরিষেসন্তো অরঞ্ঞে বিচরিত্ব ।
‘জিঘৃচ্ছদুঃখেন ধম্মে দেসিয়মানেনপি পটিবিজ্জিতুং ন
সক্খিস্সতী’তি চিন্তেত্বা এবং অকাসিং, জিঘৃচ্ছারোগসদিসো
রোগো নাম নখী’তি বত্তা ইমং গাথমা—

‘জিঘৃচ্ছাপরমা রোগা, সন্ত্খারপরমা দুঃখা ।

এতং ঞ্জত্বা যথাভূতং, নিব্বানং পরমং সুখং’ন্তি । ২০৩ ।

তথ ‘জিঘৃচ্ছাপরমা রোগা’তি যস্মা অরঞ্ঞে রোগো
সকিং তিকিচ্ছিতো বিনস্সতি বা তদঙ্গবসেন বা পহী’রতি,
জিঘৃচ্ছা পন নিচ্চকালং তিকিচ্ছিতস্বাযেবাতি, সেসরোগানং
অয়ং পরমা নাম । ‘সন্ত্খারা’তি পণ্ড খন্ধা । ‘এতং
ঞত্বা’তি জিঘৃচ্ছাসমো রোগো নখি, খন্ধপরিহরণসমং
দুঃখং নাম নখী’তি এতমথং যথাভূতং ঞ্জত্বা পণ্ডিতো

*

*

*

এই উপাসকের উপনিশ্রয় দেখিয়াই আসিয়াছি । সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল ।
সকাল হইতে গরুর খোঁজে অরণ্যে বিচরণ করিয়াছে । তাহাকে ধর্মদেশনা
করিলেও ক্ষুধা দুঃখে কাতর বলিয়া সেই ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না
ইহা চিন্তা করিয়া আমি এইরূপ করিয়াছি । ক্ষুধারোগের মত রোগ নাই’—
এই কথা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ক্ষুধাই পরম রোগ, সংস্কারই পরম দুঃখ, ইহা যথার্থরূপে জানিয়া
পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণরূপ পরম সুখ (লাভ করেন) ।’ ধম্মপদ, শ্লোক ২০৩ ।

অম্বয় : ‘ক্ষুধাই পরম রোগ’—যেহেতু অন্য রোগ একবার চিকিৎসা
করিলে দূরীভূত হয়, অথবা আংশিকভাবে রোগের উপশম হয় । কিন্তু
ক্ষুধারোগের জন্য নিত্যই চিকিৎসার প্রয়োজন । তাই অন্যান্য রোগ অপেক্ষা
ইহা পরম রোগ । ‘সংস্কার’ অর্থাৎ পণ্ড স্কন্ধ । ‘ইহা জানিয়া’ ক্ষুধার মত
রোগ নাই এবং স্কন্ধ পরিহরণের মত দুঃখ নাই ইহা যথাযথভাবে জানিয়া

নিব্বানং সচ্ছিকরোতি । ‘নিব্বানং পরমং সূত্র’ন্তি তত্রহি
সব্বসুখানং পরমং উত্তমং সূত্র’ন্তি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসূতি ।

॥ একউপাসকবৎ পণ্ডমং ॥

*

*

*

পণ্ডিত ব্যক্তি নিবাণ সাক্ষাৎকার করেন । ‘নিবাণই পরম সূত্র’ ইহা
(= নিবাণ) সমস্ত সূত্রের মধ্যে পরম উত্তম সূত্র—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। এক উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

পসেনদিকোসলবখু । ৬

‘আরোগ্যপরমা লাভা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো রাজানং পসেনদিকোসলং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎসিহ সময়ে রাজা তদ্ভুলদোণস্স ওদনং তদদুপিয়েন সুপব্যঞ্জনেন ভুঞ্জতি । একদিবসং ভুত্তপাতরাসো ভত্তসম্মদং অবিনোদেত্তা সখু সন্তিকং গন্ত্বা কিলন্তরুপো ইতো চিতো চ সম্পরিবর্ততি, নিন্দায় অভিভূয়মানোপি উজ্জ্বকং নিপ-
জ্জিতুং অসক্কোন্তো একমন্তং নিসীদি । অথ নং সথা আহ—
‘কিং মহারাজ, অবিস্সমিত্তাব আগতোসী’তি ? ‘আম, ভন্তে, ভুত্তকালতো পট্ঠায় মে মহাদুক্কং হোতী’তি ।
অথ নং সথা ‘মহারাজ, অতিবহুভোজনং এব দুক্কং হোতী’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

পসেনদি কোশলের উপাখ্যান । ৬ ।

‘আরোগ্যই পরম লাভ’ ইত্যাদি ধর্মদেখনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে রাজা পসেনদি কোশলকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় রাজা এক দ্রোণ পরিমাণ তদ্ভুলের ভাত এবং তদনুরূপ সুপ-
ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন । একদিন ভোজনান্তে তিনি ‘ভাতঘূম’ না ঘূমাইয়া
শাস্ত্রার নিকট ষাইয়া ক্রান্ত হইয়া এদিকে ওদিকে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ।
নিদ্রায় অভিভূত হইলেও সোজা হইয়া শূইতে না পারিয়া একপার্শ্বে বসিয়া
থাকিলেন । তখন শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—‘কি মহারাজ, বিশ্রাম না
করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন ?’ ‘হ্যাঁ ভগ্নে, ভোজনের পর হইতেই আমার
মহাকষ্ট হয় ।’ তখন শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—‘মহারাজ অতিবহুভোজনে
দুঃখ হয়’—এই কথা বলিয়া শাস্ত্রা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মিচ্ছা যদা হোতি ম্হগ্গসো চ,
নিন্দায়িত্বা সম্পরিবত্তসায়ী ।

মহাবরাহোব নিবাপপট্টো,
পদ্পদ্পদং গম্ভম্পদেতি মন্দো’তি ।—

ইমায় গাথায় ওবদিহা, ‘মহরাজ, ভোজনং নাম মত্তায়
ভুঞ্জিতুং বট্টিত । মত্তভোজিনো হি সদ্ধং হোতী’তি উত্তরি
ওবদন্তো ইমং গাথমাহ—

‘মনুজস্স সদা সতীমতো,
মত্তং জানতো লঙ্কভোজনে
তনুদস্স ভবন্তি বেদনা,
সণিকং জীরতি আয়ুপালয়’ন্তি ।

রাজা গাথং উগ্গাহিতুং নাসক্খি, সমীপে ঠিতং পন ভাগি-
নেষ্যং সুদস্সনং নাম মাণবং ‘ইমং গাথং উগ্গাহ তাতা’তি

*

*

*

‘যখন মনুষ্য স্বভাবতঃ অলস এবং অত্যন্ত ভোজনপটু হয়, তখন সে
নিবাপপট্ট (গৃহপালিত) শূল শূকরের ন্যায় নিদ্রালু হইয়া পড়ে এবং
ইতস্ততঃ গড়াগাড়ি দেয় (তত্ত্বজ্ঞ্য সে অনিত্যাদি ত্রিলক্ষণসম্পন্ন ভাবনা ভাবিতে
পারে না) এবং (সেই হেতু) পদঃ পদঃ জন্মগ্রহণ করে ।’

[ধম্মপদ, স্লোক ৩২৫]

—এই গাথার দ্বারা (রাজাকে) উপদেশ দিয়া ‘মহারাজ, মাত্রা রাখিয়া
ভোজন করিতে হয় । মাত্রা রাখিয়া ভোজনকারীর সদ্ধ হয়’—ইহা বলিয়া
আরও অধিক উপদেশ দিতে যাইয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

যে ব্যক্তি সদা স্মৃতিমান এবং ভোজনে যাহার মাত্রা জানা আছে, তাহার
(সদ্ধং) বেদনা হ্রাস পায়, (ভুক্ত অন্ন) ধীরে ধীরে জীর্ণ হয় এবং আয়ুকে
পালন করে ।’

[সংস্কৃতনিকায়, ১।১।১২৪]

রাজা গাথাটি শিখিতে পারিলেন না । নিকটে দণ্ডায়মান ভাগিনের
সুদর্শন নামক বালককে বলিলেন—‘বৎস, এই গাথাটি শিখিয়া লও ।’ সে

আহ । সো তং গাথং উপগ্ৰহিষ্বা 'কিং করোমি, ভন্তে'তি
 সখ্যারং পদ্বিচ্ছ । অথ নং সখা আহ—'রঞ্ঞো ভুজন্তস্স
 ওসানপি'ডকালে ইমং গাথং বদেয্যাসি, রাজা অথং সল্লক-
 থেয্বা যং পি'ডং ছন্তে'স্সতি, তস্মি'ং পি'ডে সিখগণনায়
 রঞ্ঞো ভন্তপচনকালে তন্তকে ত'ডুলে হরেয্যাসী'তি ।
 সো 'সাধু, ভন্তে'তি সায়ম্পি পাতোপি রঞ্ঞো ভুজন্তস্স
 ওসানপি'ডকালে তং গাথং উদাহরিষ্বা তেন ছি'ড্ধিতিপি'ডে
 সিখগণনায় ত'ডুলে হাপেসি । রাজাপি তস্স গাথং সুদ্বা
 সহস্সং মহস্সং দাপেসি । সো অপরেন সময়েন নালি-
 কোদনপরমতায় স'প্ঠহিষ্বা সুখ'পত্তো তনু'সরী'রো অহোসি ।
 অথেকদিবসং সখ' সন্তিকং গন্ড্বা সখ্যারং বন্দিষ্বা আহ—
 'ভন্তে, ইদানি মে ম'খং জাতং মিগম্পি অস্সম্পি অন'বন্দিষ্বা
 গ'হনসমথো জাতোম'হি । প'ব্বে মে ভাগিনেয্যেন সন্ধি'ং

ঐ গাথাটি শিখিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আমি কি করিব'
 তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—'রাজার ভোজনের সময় যখন তিনি শেষের
 গ্রাসটি খাইতে যাইবেন তখন এই গাথাটি তাহাকে শুনাইবে ; রাজা কারণ
 ব'দ্বিয়া ঐ গ্রাস ফেলিয়া দিবেন, তুমি দেখিবে তাহাতে কতটা ত'ডুলের ভাত
 আছে এবং রাজার ভাত রন্ধন করার সময় ঐ পরিমাণ ত'ডুল বাদ
 দিবে ।' সে 'ভন্তে, বেশ তাহাই হউক' বলিয়া সকাল-সন্ধ্যায় রাজার
 ভোজনকালে শেষের গ্রাসটি খাইবার সময় ঐ গাথাটি শুনাইতে এবং রাজা ঐ
 গ্রাস ফেলিয়া দিলে তাহাতে কত ত'ডুলের ভাত আছে দেখিয়া ততটা ত'ডুল
 (প্রত্যহ) হ্রাস করিত । রাজাও তাহার গাথা শুনিয়া প্রত্যহ এক সহস্র
 ম'দ্বা তাহাকে দেওয়াইতেন । এইভাবে প্রত্যহ ভাত কমাইতে কনাইতে দেখা
 গেল একদিন রাজা হাটকা শরীর লাভ করিয়া সুখী হইলেন ।

একদিন (রাজা) শাস্তার নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিলেন
 —'ভন্তে, এখন আমি সুখী । ম'গ হউক অ'ব হউক আমি পশ্চাদ্ধাবন
 করিয়া ধরিতে পারি । প'ব্বে ভাগিনেয়ের সঙ্গে আমার যুদ্ধই হইত ।

সুখমেব হোতি, ইদানি বজীরকুমারিং নাম ধীতরং ভাগিনে-
 য্যস্স দত্তা সো গামো তস্সাষেব ন্হানচূন্নমূলং কত্তা দিন্নো,
 তেন সন্ধিং বিস্গাহো বৃপসন্তো, ইমিনাপি মে কারণেন
 সুখমেব জাতং । কুলসন্তকং রাজমণিরতনং নো গেহে
 পুৱিন্নদিবসে নট্ঠং, তম্পি ইদানি হত্থপত্তং আগতং,
 ইমিনাপি মে কারণেন সুখমেব জাতং । তুম্হাকং
 সাবকেহি সন্ধিং বিস্সাসং ইচ্ছন্তেন ঐতিধীতাপি নো গেহে
 কতা, ইমিনাপি মে কারণেন সুখমেব জাত’ন্তি । সখা
 ‘আরোগ্যং নাম, মহারাজ, পরমো লাভো, যথা লঙ্কেন
 সন্তুট্ঠভাবসদিসম্পি ধনং, বিস্সাসসদিসো চ পরমা ঐতি,
 নিব্বানসদিসণ্ড সুখং নাম নত্থী’তি বত্তা ইমং গাথম্মাহ—

‘আরোগ্যপরমা লাভা, সন্তুট্ঠিপরমং ধনং ।

বিস্সাসপরমা ঐতি, নিব্বানপরমং সুখ’ন্তি । ২০৪ ।

*

*

*

এখন আমার কন্যা বজীরকুমারীকে তাহার হস্তে প্রদান করিয়া একটি গ্রাম
 মেয়ের স্নানচূর্ণের মূল্য স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছি । ফলে তাহার
 সহিত বিগ্রহ উপশান্ত হইয়াছে । এইজন্যও আমার সুখই উৎপন্ন হইয়াছে ।
 আমার বংশের রাজমণিরত্ন আমাদের গৃহে পূর্বের দিন বিনষ্ট হইয়াছে ।
 তাহাও এখন আমার হস্তগত হইয়াছে । এই কারণেও আমার সুখ উৎপন্ন
 হইয়াছে । আপনার শ্রাবকদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি (শাক্য-
 জাতীয়া) জ্ঞাতিকন্যাকে আমার গৃহে আনিয়াছি, এই কারণেও আমার সুখ
 উৎপন্ন হইয়াছে ।’ শাস্তা বলিলেন—‘মহারাজ, আরোগ্যই পরম লাভ ।
 যথালব্ধের দ্বারা সন্তুষ্টির মত ধন, বিশ্বাসের মত পরম জ্ঞাতি এবং
 নির্বাণসদৃশ সুখ আর নাই’ । ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ
 করিলেন—

‘আরোগ্যই পরম লাভ ; সন্তুষ্টিই পরম ধন ; বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি ;
 নির্বাণই পরম সুখ ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ২০৪ ।

তথ ‘আরোগ্যপরমা লাভা’তি আরোগ্যভাবপরমা লাভা ।
 রোগিনো হি বিজ্ঞমানাপি লাভা অলাভাষেব, তস্মা
 আরোগ্যসম্বলাভা আগতাব হোন্তি । তেনেতং বদন্তঃ—
 ‘আরোগ্যপরমা লাভা’তি । ‘সন্তুষ্টিপরমং ধনং’স্তি গিহিনো
 বা পশ্বজিতস্স বা যং অন্তনা লঙ্কং অন্তনো সন্তকং,
 তেনেব তুস্সনভাবো সন্তুষ্টি নাম সেসধনোহি পরমং
 ধনং । ‘বিস্বাসপরমা ঐশ্বর্যী’তি মাতা বা হোতু পিতা
 বা, যেন সন্ধিং বিস্বাসো নথি, সো অঐশ্বর্যাতকোব ।
 যেন অঐশ্বর্যাতকেন পন সন্ধিং বিস্বাসো অথি,
 সো অসম্বন্ধোপি পরমো উত্তমো ঐশ্বর্যীতি । তেন বদন্তঃ—
 ‘বিস্বাসপরমা ঐশ্বর্যী’তি । নিব্বানসদিসং পন সদ্ধং নাম
 নথি—তেনেবাহ—‘নিব্বানপরমং সদ্ধং’ন্তি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসদ্বিতি ।

। পসেনাদিকোসলবত্থু ছট্ঠং ।

*

*

*

অন্বয় : ‘আরোগ্যই পরম লাভ’ অর্থাৎ আরোগের ভাবই উত্তম লাভ ।
 রোগীর অনেক লাভ বর্তমান থাকিলেও তাহা কোন কাজে আসে না । তাই
 যে আরোগ্য তাহার সমস্ত প্রকারের লাভ যেন সমুদ্রপস্থিত হইয়া থাকে । তাই
 উক্ত হইয়াছে—‘আরোগ্যই পরম লাভ’ । ‘সন্তুষ্টি পরম ধন’ অর্থাৎ গৃহী
 হউক বা প্রব্রজিত হউক, যাহা তাহার নিজের লক্ষ্যলাভ সব নিজস্ব, তদ্বারা
 সন্তোষভাব অর্থাৎ সন্তুষ্টি লাভ করিলে অন্যান্য ধন অপেক্ষা তাহাই শ্রেষ্ঠ
 ধন (বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত) । ‘বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি’ অর্থাৎ মাতা
 হউক বা পিতা হউক, যাহার প্রতি বিশ্বাস নাই, তিনি জ্ঞাতি নহেন । যদি
 অজ্ঞাতের সঙ্গে বা অজ্ঞাতের প্রতি বিশ্বাস থাকে, রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও
 তিনিই পরম জ্ঞাতি । তাই উক্ত হইয়াছে—‘বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি’ । নির্বাণ-
 সদৃশ সদ্ধ নাই । তাই উক্ত হইয়াছে ‘নির্বাণই পরম সদ্ধ’ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। পসেনাদি কোশলের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

তিস্‌স্‌থেবখ্‌ । ৭

‘পবিরেকরস’স্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেসালিগ্নং বিহরন্তো
অঞ্‌ঞতরং ভিক্‌খ্‌ং আরম্ভ কথেসি ।

সথারা হি ‘ভিক্‌খ্‌বে, অহং ইতো চত্‌দ্বিহি মাসেহি পরি-
নিব্বায়িস্সামী’তি বদন্তে সথ্‌দু সন্তিকে সত্ত ভিক্‌খ্‌দুসতানি
সন্তাসং আপজ্জিগ্‌সদু, খীণাসবানং ধম্মসংবেগো উম্পজ্জি,
পদ্থদ্বজ্জনা অস্সদুনি সন্ধারেতুং নাসক্‌খিগ্‌সদু । ভিক্‌খ্‌দু
বগ্গা বগ্গা হুত্ত্বা ‘কিং নদু থো করিস্সামাতি’তি মন্তেত্ত্বা
বিচরন্তি । অথেকো তিস্‌স্‌থেরো নাম ভিক্‌খ্‌দু—‘সথা কির
চতুমাসচ্চয়েন পরিনিব্বায়িস্সতি, অহম্‌হি অবীতরাগো,
সথারি ধরমানেয়েব ময়া অরহত্তং গণ্‌হিতুং বট্টতী’তি চত্‌সদু
ইরিয়াপথেসদু এককোব বিহাসি । ভিক্‌খ্‌দুং সন্তিকে

*

*

*

তিষ্য স্থাবরের উপাখ্যান । ৭ ।

‘পবিরেকরস’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীতে অবস্থানকালে জনৈক
ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

যখন শাস্তা বলিলেন ‘হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে চারিমাস পরে আমি
পরিনিবাণ লাভ করিব’ তখন শাস্তার নিকটে বসবাসকারী সপ্তশত ভিক্ষুর
সন্তাস উৎপন্ন হইল । ক্ষীণাস্রব (=অহং) গণের ধর্মসংবেগ উৎপন্ন
হইল, সাধারণ লোকেরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না । ভিক্ষুগণ ‘এখন
আমরা কি করিব’ বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে বহুভাগে বিভক্ত হইয়া
বিচরণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিষ্য নামক ভিক্ষু—‘শাস্তা নাকি
চারিমাস পরে পরিনিবাণ লাভ করিবেন । আমি ত এখনও অবীতরাগ ।
শাস্তা জীবিত থাকিতেই আমাকে অহং লাভ করিতে হইবে’ বলিয়া
একাকীই চারি দ্বিষাপথে বিহার করিতে লাগিলেন । ভিক্ষুদের নিকট যাওয়া

গমনং বা কেনাচি সন্ধিং কথাসম্মাপো বা নখি । অথ নং
ভিক্ষুং আহংসু—‘আব্দসো, তিস্স কস্মা এবং করোসী’-
তি । সো তেসং কথং ন সদ্গাতি । তে তস্স পবত্তিং সথু
আরোচেত্বা, ‘ভন্তে, তুম্হেসু তিস্সথেরস্স সিনেহো
নখী’তি আহংসু । সখা তং পক্কোসাপেত্বা ‘কস্মা তিস্স
এবং অকাসী’তি পদুচ্ছিহ্বা ভেন অন্তনো অধিপ্পায়ে
আরোচিতে ‘সাধু, তিস্সা’তি সাধুকারং দত্ত্বা ‘ভিক্ষবে,
ময়ি সিনেহো তিস্সসদিসোব হোতু । গন্ধমালাদীহি
পুজং করোন্তাপি নেব মং পুজেন্তি, ধম্মানুধম্মং পটি-
পজ্জমানাযেব পন মং পুজেন্তী’তি বত্ত্বা ইমং গাথমাহ—

‘পবিবেকরসং পিত্তা, রসং উপসমস্স চ ।

নিদ্দরো হোতি নিপ্পাপো, ধম্মপীতিরসং পিব’ন্তি । ২০৫ ।

*

*

*

বা কাহারও সঙ্গে আলাপ-সালাপ করা সমস্তই বন্ধ করিয়া দিলেন । তখন
ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিলেন—‘আব্দসো, তিষ্য, কেন এইরূপ করিতেছেন ?’
তিনি তাঁহাদের কথায় কণপাত করিলেন না । ভিক্ষুগণ তাঁহার কথা
শাস্তাকে জানাইলেন—‘ভন্তে, আপনার প্রতি তিষ্য স্থবিরের কোন মমতা
নাই ।’ শাস্তা তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তিষ্য, কেন তুমি এইরূপ করিতেছ ?’ তিনি নিজের অভিপ্রায় জানাইলে
শাস্তা ‘সাধু, তিষ্য’ বলিয়া সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তিষ্যের
মত আমার প্রতি মমতা সকলের হউক । গন্ধমালাদির দ্বারা পূজা করিলেও
আমার পূজা করা হয় না । ধর্মানুধর্ম যাহারা পালন করে তাহারাই আমাকে
বাস্তবিক পূজা করে’ এই বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যিনি বিবেক এবং উপশমের মধুরত্ব অনুভব করিয়াছেন, তিনি ধর্মপান-
রূপ মধু পান করিতে করিতে নির্ভীক এবং নিষ্পাপ হন ।’

তথ ‘পবিবেকরস’ন্তি পবিবেকতো উৎপন্নং রসং, একীভাব-
সুখন্তি অথো । ‘পিপ্‌হা’তি দূকখপরিঞ্‌ঞাদীনিকরোন্তো
আরম্মণতো সচ্ছিকিরিয়াবসেন পিবিহ্বা ‘উপসম্মস চা’তি
কিলেসুপসমনিম্বানস্স চ রসং পিপ্‌হা । ‘নিম্মদরো হোতী’তি
তেন উভয়রসপানেন খীণাসবো ভিক্ষু অন্মত্তরে রাগ-
দরথাদীনং অভাবেন নিম্মদরো চেব নিম্পাপো চ হোতি ।
‘রসং পিব’ন্তি নববিধলোকুত্তরধম্মবসেন উৎপন্নং পীতীরসং
পিবন্তোপি নিম্মদরো নিম্পাপো চ হোতি ।

দেসনাবসানে তিস্সথেরো অরহত্তং পাপদুগ্‌ণি, মহাজনস্সাপি
সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। তিস্সথেরবথু সত্তমং ।

*

*

*

অম্বয় : ‘পবিবেকরস’ অর্থাৎ বিবেক হইতে উৎপন্ন রস, অর্থাৎ নির্জনতার
সুখ । ‘পান করিয়া’ অর্থাৎ দূঃখ পরিজ্ঞাদি করিতে করিতে ইহাদিগকে
আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া উপলব্ধিবশে পবিবেকরস পান করিয়া ।

‘উপশমেরও’ অর্থাৎ ক্রেশের উপশমরূপ নির্বাণরস পান করিয়া । ‘নিভীক
হন’ বিবেকরস এবং নির্বাণরস—উভয়বিধ রসপানের দ্বারা ক্ষীণাস্রব
(=অহং) ভিক্ষু অভ্যন্তরে রাগ-ভীতির অভাবে নিভীক এবং নিম্পাপ
হন । ‘রস পান করিতে করিতে’ নববিধ লোকোত্তরধর্মবশে উৎপন্ন ধর্ম-
প্রীতিরস পান করিতে করিতে নিভীক এবং নিম্পাপ হন ।

দেশনাবসানে তিস্য স্থবির অহং প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বহুজনের নিকট এই
ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। তিস্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

সক্কেবখু । ৮

‘সাহু দস্সন’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবগামকে
বিহরন্তো সঙ্কং আরম্ভ কথেসি ।

তথাগতস্স হি আয়ুসংখ্যারে বিস্সট্ঠে লোহিতপক্খন্দি-
কাবাধস্স উপ্পন্নভাবং ঐত্থা সঙ্কো দেবরাজা ‘ময়া সথু
সন্তিকং গম্ভা গিলানুপট্ঠানং কাতুং বট্টতী’তি চিস্তেত্থা
তিগাবুতম্পমাণং অন্তভাবং বিজ্জহিত্থা সথারং উপসঙ্কমিত্থা
হথেহি পাদে পরিমজ্জি । অথ নং সথা আহ—‘কো
এসো’তি ? ‘অহং, ভস্কে, সঙ্কো’তি । ‘কস্সা আগতো’সি ?
‘তুম্হে গিলানে উপট্ঠহিতুং, ভস্কে’তি । ‘সঙ্ক, দেবানং
মনুস্সগম্ভো যোজনসততো পট্ঠায় গলে বন্ধকুণপং বিয়

শক্কেব উগাথ্যান । ৮ ।

‘দর্শন সাধু’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেল্লবগামে অবস্থানকালে শক্কে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তথাগত আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিলে তাঁহার রক্তামাশা ব্যাধি উপ্পন্ন
হয় । ইহা জানিয়া শক্কে দেবরাজ ‘আমাকে শাস্তার নিকট ষাইয়া অসুস্থ
তাঁহার সেবা করা উচিত’ ইহা চিন্তা করিয়া নিজের ত্রিগাবুতপ্রমাণ শরীর
ত্যাগ করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তের দ্বারা বুদ্ধের পদসেবা
করিতে লাগিলেন । তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কে এই
ব্যক্তি ?’

‘ভস্কে, আমি শক্কে ।’

‘কেন আসিয়াছেন ?’

‘ভস্কে, অসুস্থ আপনার সেবা করিবার জন্য ।’

‘শক্কে, দেবতাদের নিকট মনুষ্যগম্ভ একশত যোজন দূর হইতে গলায় বন্ধ

হোতি, গচ্ছ ত্বং, অথি মে গিলান্দুপট্টকা ভিক্খুত্তি ।
 ‘ভন্তে, চতুরাসীতিযোজনসহস্সমথকে ঠিতো তুম্হাকং
 সীলগন্ধং ঘায়িত্বা আগতো, অহমেব উপট্টাইহিস্সামীত্তি
 সো সথদ্ সরীরবলজনভাজনং অণ্ণ্ণস্স হথেনাপি ফুদিসিতুং
 অদহ্মা সীসেযেব ঠপেহ্মা নীহরন্তো ম্ধুখসস্কোচনমত্তম্পি ন
 অকাসি, গন্ধভাজনং পরিহরন্তো বিয় অহোসি । এবং
 সথারং পটিজ্জিগ্গত্বা সথদ্ ফাসদুককালেযেব অগমাসি ।
 ভিক্খু কথং সমুট্টাপেসদুং—‘অহো সথরি সক্কস্স
 সিনেহো, এবরুপং নাম দিব্বসম্পত্তিং পহায় ম্ধুখসস্কোচন-
 মত্তম্পি অকহ্মা গন্ধভাজনং নীহরন্তো বিয় সথদ্ সরীর-
 বলজনভাজনং সীসেন নীহরন্তো উপট্টানমকাসীত্তি ।
 সথা তেসং কথং সদুহ্মা ‘কিং বদেথ, ভিক্খবে, অনচ্ছরিয়ং

*

*

*

মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত হয় । আপনি যান, অসুস্থ আমার সেবা করিবার
 জন্য ভিক্ষুরা আছে ।’

‘ভন্তে, চতুরাশীতিসহস্রযোজন দূরে অবস্থান করিয়া আপনার শীলগন্ধ
 আশ্রয় করিয়া আমি আসিয়াছি । আমিই আপনার সেবা করিব’ বলিয়া
 শান্তা মলমূত্র-ত্যাগের পাত্র অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিতে না দিয়া নিজের
 মাথায় করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার সময় (ঘৃণায়) ম্ধুখসস্কোচনমাত্রও
 করেন নাই । যেন সুগন্ধ দ্রব্যের পাত্র লইয়া যাইতেছেন—এইরূপই তাঁহার
 মনে হইত । এইভাবে শান্তার সেবা করিয়া শান্তা সুস্থ হইলেই চলিয়া
 গেলেন ।

ভিক্ষুগণ কথা সমুদ্বাপিত করিলেন—‘অহো, শান্তার প্রতি (দেবরাজ)
 শক্তের কি মমতা ! এইরূপ দিব্যসম্পত্তি (অর্থাৎ দিব্য দেহ) ত্যাগ করিয়া
 ম্ধুখবিকৃতিমাত্রও না করিয়া যেন সুগন্ধ দ্রব্যের ভাজন লইয়া যাইতেছেন
 এইভাবে শান্তার মলমূত্র ত্যাগের ভাজন মাথায় করিয়া বাহিরে লইয়া যাইয়া
 তাঁহার সেবা করিয়াছেন ।’ শান্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—‘হে

এতং যং সক্কো দেবরাজা ময়ি সিনেহং করোতি । অয়ং
সক্কো হি দেবরাজা মং নিস্সায় জরসক্কভাবং বিজ্জাহিত্বা
সোতাপন্নো হুত্বা তরুণসক্কস্স ভাবং পত্তো, অহং হি স্স
মরণভয়তীজ্জতস্স পণ্ণসিখগন্ধবদেবপদুত্তং পদুরতো কত্বা
আগতকালে ইন্দসালগদুহায়ং দেবপরিসায় মস্সে
নিস্সিনস্স—

‘পদুচ্ছ বাসব মং পঞ্হং, যং কিণ্ণ মনসিচ্ছসি ।

তস্স তস্সেব পঞ্হস্স, অহং অন্তং করোমি তে’তি ॥

বহু তস্স কণ্ঠং বিনোদেন্তো ধম্মং দেসেসিং । দেসনা-
বসানে চুন্দসন্নং পাণকোটীনং ধম্মাভিসময়ো অহোসি ।
সক্কোপি যথামিসিনোব সোতাপত্তিফলং পত্বা তরুণসক্কো
জাতো । এবমস্সীহং বহুপকারো । তস্স ময়ি সিনেহো
নাম অনচ্ছরিয়ো । ভিক্খবে, অরিয়ানঞ্হি দস্সনম্পি

*

*

*

ভিক্ষুগণ, দেবরাজ শক্ত আমার প্রতি মমতা করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য
হইবার কিছুই নাই । এই দেবরাজ শক্ত আমারই কারণে জরাগ্রস্ত শক্তভাব
ত্যাগ করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়া তরুণশক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমিই
পণ্ণসিখগন্ধবদেবপদুত্তকে সম্মুখে করিয়া আগতকালে ইন্দ্রশালগদুহায় দেব-
পরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট মরণভয়ভীত শক্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

‘হে বাসব, তোমার ধাং মন চাহে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার ।
আমি তোমার সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিব’ । [দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ
৩৫৬] আমি তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছি । দেশনা-
বসানে চতুর্দশ কোটি প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল । শক্তও উপবিষ্ট
অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফল লাভ করিয়া (জরাগ্রস্ত শক্ত হইতে) তরুণ শক্তে
রূপান্তরিত হইয়াছিলেন । এইভাবে আমি তাঁহার মহা উপকারী । অতএব
আমার প্রতি তাঁহার মমতা থাকিবেই, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই ।
হে ভিক্ষুগণ, আশ্বপদুগলদের দর্শনও সন্ধান, তাঁহাদের সাহিত একত্রে বাসও

সদ্ব্যং, তেহি সন্ধিং একট্টানে সন্নিবাসোপি সদ্ব্যো ।
বালোহি সন্ধিং পন সন্নিবাসেত দ্ব্যক্খন্তি বহ্ম ইমা গাথা
অভাসি—

‘সাহু দস্সনমরিয়ানং, সন্নিবাসো সদা সদ্ব্যো ।
অদস্সনেন বালানং, নিচ্চমেব সদ্ব্যী সিয়া । ২০৬ ।
‘বালসঙ্গতচারী হি, দীষমদ্ধান সোচতি ।
দ্ব্যক্খো বালোহি সংবাসো, অমিত্তেনেব সন্নিবাসো ।
ধীরো চসদ্ব্যসংবাসো, ণাতীনংব সমাগমো’ । ২০৭ ।

তস্মা হি—

‘ধীরং পঞ্‌ঞং বহুস্সদ্ব্যতং, ধোরয়্‌হসীলং বতবন্তমরিয়ং ।
তং তাদিসং সম্পদ্ব্যসং সদ্ব্যেং, ভজ্জেথ নক্খন্তপথং ব
চন্দিম্মতি । ২০৮ ।

*

*

*

সদ্ব্যের । মূর্খদের সঙ্গে একত্রে বাস সর্বদা দ্ব্যক্খদায়ক,—ইহা বলিয়া শাস্তা
এই গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

“আর্যগণের দর্শন শূভজনক ; তাহাদের সঙ্গে সহবাস সর্বদা সদ্ব্যদায়ক ।
মূর্খ ব্যক্তিদের অদর্শনের দ্বারাই লোকে সর্বদা সদ্ব্যী হইয়া থাকে ।”

—ধ্বম্পদ, শ্লোক ২০৬ ।

‘যে ব্যক্তি মূর্খের সহিত বিচরণ করে, তাহাকে দীর্ঘকাল শোক করিতে
হয় । শত্রুর সহিত সহবাসের ন্যায় মূর্খের সহিত সহবাস সর্বদা দ্ব্যক্খপ্রদ ।
আত্মীয়গণের সহিত সহবাসের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত সহবাস
সদ্ব্যদায়ক ।’

—ধ্বম্পদ, শ্লোক ২০৭ ।

তাই—

‘চন্দ্র যেমন নক্ষত্রপথে (আকাশপথে) বিচরণ করে, তদ্রূপ যিনি ধীর
(=ধৃতিযুক্ত), প্রজ্ঞাবান, বহুশ্রুত, (অহংপ্রাপ্তিরূপ) ধূরবহনশীল,
ব্রতপরায়ণ আর্য (যিনি সর্বতোভাবে ক্রেশ পরিহার করিয়া অহং হইয়াছেন)
তাদৃশ বদ্ব্যমান ও সংপদ্ব্যদের ভজনা করিবে ।’ —ধ্বম্পদ, শ্লোক ২০৮ ।

তথ্য ‘সাহু’তি সন্দরং ভন্দকং । ‘সন্নিবাসো’তি ন কেবলং
তেসং দম্পনমেব, তেহি সন্ধিং একট্টানে নিসীদনাদি-
ভাবোপি তেসং বস্তৃপটিবস্তং কাতুং লভনভাবোপি সাধুযেব ।
‘বালসঙ্গতচারী হী’তি যো বালেন সহচারী । ‘দীঘমন্ধান’ন্তি
যো বালসহায়েন ‘এহি সন্ধিচ্ছেদাদীনি করোমা’তি বৃচ্চ-
মানো তেন সন্ধিং একচ্ছন্দো হুত্বা তানি করোন্তো
হত্বচ্ছেদাদীনি পত্বা দীঘমন্ধানং সোচতি । ‘সব্দদা’তি যথা
অসিহথেন বা অমিত্তেন আসীবিসাদীহি বা সন্ধিং একতো
বাসো নাম নিচ্চং দৃক্খো, তথৈব বালোহি সন্ধিন্তি অথো ।
‘ধীরো চ সূখসংবাসো’তি এথ সূখো সংবাসো এতেনাতি
সূখসংবাসো, পিণ্ডতেন সন্ধিং একট্টানে সংবাসো সূখোতি
অথো । কথং ? ‘এতাতীনংব সমাগমো’তি যথাপি এতাতীনং
সমাগমো সূখো, এবং সূখো ।

•

•

•

অন্বয় : ‘সাহু’ অর্থাৎ সন্দর, ভদ্র । ‘সহবাস’ শব্দমাত্র তাঁহাদের
দর্শনই নহে । তাঁহাদের সহিত একত্রে উঠা-বসা করিলেও, তাঁহাদের
ব্রতাদি পালন করিবার সুযোগ পাইলেও উক্ত । ‘বালসঙ্গতচারী, অর্থাৎ
যে মূর্খের সহচর । ‘দীর্ঘপথ’ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মূর্খের সংস্পর্শে থাকিয়া
‘আইস, সন্ধিচ্ছেদাদি চৌর্যকর্ম করিব’ বলিয়া মূর্খের দ্বারা উক্ত হইয়া তাহার
সহিত একত্রিত হইয়া তাদৃশ পাপকর্ম সম্পাদন করিলে হস্তচ্ছেদাদি শাস্তি
পাইয়া দীর্ঘকাল শোক করে । ‘সব্দদা’ অর্থাৎ যেমন শব্দধারী শব্দ বা
বিষয়র সপাদির সঙ্গে একত্রে বাস করিলে নিত্য দুঃখই লাভ হয়, তেমন
মূর্খের সঙ্গে একত্রে বাস করিলেও দুঃখই লাভ হয় । ‘পিণ্ডত ব্যক্তির সহিত
সহবাস দুঃখজনক’ অর্থাৎ ইহার সহিত সুখে বাস সহবাস ; পিণ্ডত ব্যক্তির
সঙ্গে সহবাস সুখজনক—এই অর্থ । কিরূপ ? ‘আত্মীয়গণের সহিত
সহবাস’ অর্থাৎ আত্মীয়গণের সহিত সহবাসের দ্বারা সুখজনক ।

‘তস্মা হী’তি যস্মা বালেহি সন্ধিং সংবাসো দ্ধক্খো,
 পিণ্ডিতেন সন্ধিং সুখো, তস্মা হি ধিতিসম্পন্নং ‘ধীরণ্ড’,
 লোকিয়লোকুত্তরপঞ্জাসম্পন্নং ‘পঞ্জঞ্জ’, আগমার্ধিগম-
 সম্পন্নং ‘বহুসুতণ্ড’, অরহত্তাপাপনকসংখাতায় ধুরবহন-
 সীলতায় ‘ধোরয়্হসীলং’, সীলবন্তেন চেব ধুতঙ্গবসেন চ
 ‘বতবন্তং’, কিলেসেহি আরকতায় ‘অরিয়ং’ তথারূপং
 ‘সম্পদুরিসং’ সোভনপঞ্জং যথা নিম্মলং ‘নক্খত্তপথ-
 সংখাতং’ আকাসং ‘চন্দ্রিমা’ ভজ্জতি, এবং ভজ্জেথ পয়িরূপা-
 সেথা’তি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিসুত্তি ।

। সঙ্কবখ্দ্ অট্টমং ।

॥ সুখবর্ণবর্ণনা নিট্ঠিতা ॥

পন্নরসমো বণ্ণো

*

*

*

‘সেই জন্য’ অর্থাৎ যেহেতু মূর্খের সহিত সহবাস দুঃখজনক, পিণ্ডিতের
 লিহিত সহবাস সুখকর । তাই বৃত্তিসম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে, লোকীয় এবং
 লোকোত্তর প্রজ্ঞাসম্পন্ন প্রজ্ঞাবানকে, আগম-জিহগমসম্পন্ন বহুশ্রুতকে, অহং
 প্রাপ্তিরূপ ভারবহনকারী ধূষশীল ব্যক্তিকে, শীলরূপ ব্রত এবং ধুতঙ্গরূপ
 ব্রতসম্পন্ন ব্রতবান ব্যক্তিকে, ক্রেশ পরিহারকারী আর্ষকে, তাদৃশ সংপদূরুষ ও
 জ্ঞানীব্যক্তিকে ভজনা করিবে বা অনুগমন করিবে; যেমন নির্মল নক্ষত্রপথনামক
 আকাশকে চন্দ্র ভজনা করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। শত্বের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

॥ সুখবর্ণবর্ণনা সমাপ্ত ॥

। পঞ্চদশতম বর্গ ।

১৬। প্রিয়বৰ্গ

তয়োজনপৰ্বজিতবধু। ১

‘অযোগে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
তয়ো পৰ্বজিতে আরব্ভ কথেসি।

সাবথিয়ং কির একস্মিং কুলে মাতাপিতৃনং একপদন্তকো
অহোসি পিয়ো মনাপো। সো একদিবসং গেহে নিমন্তিতানং
ভিক্ষুদনং অনুমোদনং করোন্তানং ধম্মকথং সুত্বা পৰ্ব-
জিতুকামো হুত্বা মাতাপিতরো পৰ্বজ্জং যাচি। তে নান-
জানিংসু। তস্স এতদহোসি—‘অহং মাতাপিতৃনং
অপস্সন্তানংষেব বহি গন্ত্বা পৰ্বজিস্সামী’তি। অথস্স
পিতা বহি নিক্কমন্তো ইমং রক্খেষ্যাসী’তি মাতরং
পটিচ্ছাপেসি, মাতা বহি নিক্কমন্তী পিতরং পটিচ্ছাপেসি।

১৬। প্রিয়বৰ্গ

তিনজন প্রব্রজিতের উপাখ্যান। ১।

‘অযোগ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তিনজন
প্রব্রজিতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীতে এক পরিবারে মাতাপিতার একমাত্র পুত্র ছিল, যে ছিল প্রিয়
এবং সুন্দর। একদিন সেই পুত্র গৃহে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুদের দান অনুমোদন
করাকালীন ধর্মকথা শুনিয়া প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়া মাতাপিতার নিকট
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। তাঁহারা অনুমতি দিলেন না। সে তখন ভাবিল
—‘আমি মাতাপিতার চক্ষুর আড়ালে বাহিরে যাইয়া প্রব্রজিত হইব।’
পিতা বাহিরে যাইবার সময় ভাষাকে বলিল যাইতেন—‘ইহাকে দেখিও।’
মাতা বাহিরে যাইবার সময় স্বামীকে বলিয়া যাইতেন—‘ইহাকে দেখিও।’

অথস্স একদিবসং পিতরি বহি গতে মাতা ‘পুত্রং রক্ষ-
 স্যামী’তি একং দ্বারবাহং নিস্সায় একং পাদেহি উম্পীলেত্বা
 ছমায় নিসিন্না সপ্তং কন্ততি । সো ‘ইমং বণ্ণেত্বা গমি-
 স্যামী’তি চিন্তেত্বা, ‘অস্ম, থোকং তাব অপেহি, সরীর-
 বলজং করিস্সামী’তি বত্বা তায় পাদে সমিজ্জিতে নিক্-
 খমিত্বা বেগেন বিহারং গন্ত্বা ভিক্ষু উপসঙ্কমিত্বা
 ‘পস্বাজ্জেথ মং, ভন্তে’তি যাচিত্বা তেসং সন্তিকে পস্বজি ।
 অথস্স পিতা আগন্ত্বা মাতরং পদুচ্ছি—‘কহং মে পুত্তো’তি ?
 ‘সামি, ইমস্মিং পদেসে অহোসী’তি । সো ‘কহং নু থো
 মে পুত্তো’তি ওলোকেন্তো তং অদিম্বা ‘বিহারং গতো
 ভবিম্সতী’তি বিহারং গন্ত্বা পুত্রং পস্বজিতং দিম্বা কন্দিত্বা
 রোদিত্বা, ‘তাত, কিং মং নাসেসী’তি বত্বা ‘মম পুত্তে
 পস্বজিতে অহং ইদানি গেহে কিং করিস্সামী’তি সয়ম্পি
 ভিক্ষু যাচিত্বা পস্বজি । অথস্স মাতাপি, ‘কিং নু থো

*

*

*

একদিন পিতা বাহিরে গেলে মাতা ‘পুত্রকে রক্ষা করিব’ বলিয়া দরজায় দহুই
 পা লম্বা করিয়া মাটীতে বসিয়া সূতা কাটিতে লাগিলেন । পুত্র ‘ইহাকে
 বণ্ণনা করিব’ চিন্তা করিয়া বলিল—‘মা, একটু সরিয়া বস, আমি শরীরকৃত্য
 করিয়া আসিব । এবং মা পা গুটাইয়া বসিলে দ্রুত বহির্গত হইয়া বিহারে
 যাইয়া ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া ‘ভস্তু, আমাকে প্রব্রজিত করুন’
 বলিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া তাহাদের নিকট প্রব্রজিত হইল ।

এদিকে পিতা ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমার
 পুত্র কোথায় ?’ ‘স্বামিন্, এই ত এখানে ছিল ।’ তিনি ‘আমার পুত্র
 কোথায় অবলোকন করিয়া তাহাকে না দেখিয়া ‘মনে হয় বিহারে গিয়াছে’
 ভাবিয়া বিহারে যাইয়া প্রব্রজিত পুত্রকে দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া রোদন করিয়া
 ‘বাবা, তুমি আমার সর্বনাশ কেন করিতেছ ?’ বলিয়া ‘আমার পুত্রই যখন
 প্রব্রজিত হইয়াছে আমি আর গৃহে যাইয়া কি করিব’ চিন্তা করিয়া নিজেও
 ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজিত হইয়া গেলেন । এদিকে

মে পদন্তো চ পতি চ চিরায়ন্তি, কচ্চি বিহারং গম্ব্বা পম্ব-
জিতা’তি তে ওলোকেন্তী বিহারং গম্ব্বা উভোপি পম্বজিতে
দিম্বা ‘ইমেসং পম্বজিতকালে মম গেহেন কো অথো’তি
সয়ম্পি ভিক্খুনিউপসসয়ং গম্ব্বা পম্বজি । তে পম্বজিত্বাপি
বিনা ভবিতুং ন সঙ্কোন্তি, বিহারেপি ভিক্খুনিউপসসয়েপি
একতোব নিসীদিম্বা সল্লপন্তা দিবসং বীতিনামেন্তি ।
তেন ভিক্খুপি ভিক্খুনিয়োপি উম্বাল্হা হোন্তি ।
অথেকদিবসং ভিক্খু নেসং কিরিয়ং সখ্খং আরোচেসুং ।
সখা তে পক্কোসাপেত্তা ‘সচ্চং কির তুম্হে এবং করোথা’তি
পদচ্ছিত্তা ‘সচ্চ’ন্তি বদন্তে ‘কম্মা এবং করোথ ? ন হি এস
পম্বজিতানং যোগো’তি । ‘ভন্তে, বিনা ভবিতুং ন
সঙ্কোমা’তি । ‘পম্বজিতকালতো পট্ঠায় এবং করণং

মাতাও ‘কেন আমার পুত্র এবং স্বামী বিলম্ব করিতেছে, বিহারে যাইয়া
প্রব্রজিত হয় নাই ত’—ভাবিয়া এদিকে ওদিকে খুঁজিয়া বিহারে যাইয়া
উভয়কে প্রব্রজিত দেখিয়া ‘ইহারা উভয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে । আমি আর
গৃহে থাকিয়া কি করিব ?’ চিন্তা করিয়া নিজেও ভিক্ষুণী আবাসে যাইয়া
প্রব্রজিত হইলেন । তাঁহারা প্রব্রজিত হইলেও একে অন্যকে ছাড়া থাকিতে
পারেন না । বিহারেও ভিক্ষুণী আবাসেও একত্রে বসিয়া আলাপ-সালাপ
করিয়া দিন কাটাইতেন । ইহাতে ভিক্ষুগণও এবং ভিক্ষুণীগণও বিব্রত
বোধ করিতেন ।

একদিন ভিক্ষুগণ ইহাদের কীর্তি-কলাপের কথা শান্তাকে জানাইলেন ।
শান্তা তাঁহাদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কি সত্যই এইরূপ
করিতেছ ?’

‘হ্যাঁ ভণ্ডে, সত্য ।’

‘কেন এইরূপ করিতেছ ? ইহা প্রব্রজিতের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে ।’

‘ভণ্ডে, আমরা একে অন্যকে ছাড়া থাকিতে পারিতেছি না ।’

‘প্রব্রজিত হইবার সময় হইতে এইরূপ করা অসৌভাগ্যিক । প্রিয়জনদের

অযুত্তং । পিয়ানএহি অদস্সনং, অস্পিয়ানএ দস্সনং
দুক্খমেব । তস্মা সত্তেসু চ সত্ত্বায়েসু চ কণ্ঠে পিয়ং বা
অস্পিয়ং বা কাতুং ন বটুতীতি বত্তা ইমা গাথা অভাসি—

‘অযোগে যুজ্জমত্তানং, যোগস্মিএচ অযোজয়ং ।

অথং হিত্বা পিয়ংগাহী, পিহেতত্তানুযোগিনং । ২০৯ ।

মা পিয়েহি সমাগিঙ্খু অস্পিয়েহি কুদাচনং ।

পিয়ানং অদস্সনং দুক্খং, অস্পিয়ানএ দস্সনং । ১৭০ ।

তস্মা পিয়ং ন কয়িরাথ, পিয়াপায়ো হি পাপকো ।

গম্হা তেসং ন বিজ্জান্তি, যেসং নথি পিয়াস্পিয়ন্তি । ২১১ ।

তথ ‘অযোগে’তি অযুজ্জিতত্বে অযোনিসোমনসিকারে ।

বেসিয়াগোচরাদিভেদস্স হি ছব্বিধস্স অগোচরস্স সেবনং

অদর্শন এবং অপ্রিয়জনদের দর্শন দুঃখজনক । তাই সত্ত্ব এবং সংস্কার
কোনটাকে প্রিয় বা অপ্রিয় করা উচিত নয় ।’ এই কথা বলিয়া শাস্ত্র এই
প্রাধাগদলি ভাষণ করিলেন—

‘যে অযোগ্য (অকিঞ্চকর) পদার্থে নিজেকে নিষ্পত্ত করে, যোগ্য পদার্থে
মনোনিবেশ করে না এবং নিজ (ইষ্ট) হারাইয়া প্রেয় পদার্থে অভিনিবিষ্ট
হয়, সে আত্মযোগ-পরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২০৯ ।

‘প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তুর সহিত কখনও সংশ্লিষ্ট (অনুরক্ত) হইবে না,
প্রিয়বস্তুর অদর্শন বা অপ্রিয়বস্তুর দর্শন, উভয়ই দুঃখজনক ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২১০ ।

‘অতএব, কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসিবে না । (কারণ) প্রিয়বস্তুর
বিয়োগ যথার্থই অশুভজনক যাঁহাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় কিছুই নাই,
তাঁহাদের কোন বন্ধনই নাই ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ২১১ ।

অর্থ : ‘অযোগে’ অর্থ অযোগ্য ব্যক্তি বা বস্তুতে, অযুজ্জিত
(=অন্যায় বা অশোভন বা নিন্দনীয়) চিন্তা-ভাবনায় । বেষ্যা-গোচরাদি
হয় প্রকার অগোচর (=নিন্দনীয় বস্তুর) সেবনের নাম এখানে অবোনিশ-

ইখ অযোমিসোমনসিকারো নাম, তস্মিং অযোমিসোমন-
সিকারে অন্তানং যদুজ্জন্তোতি অথো । ‘যোগস্মিন্তি তস্মি-
পরীতে চ যোমিসোমনসিকারে অযদুজ্জন্তোতি অথো । ‘অথং
হিহ্না’তি পম্বজিতকালতো পট্ঠায় অধিসীলাদিসিক্খত্তয়ং
অথো নাম, তং অথং হিহ্না । ‘পিয়গাহী’তি পণ্ডকামগুণ-
সম্ব্যাতং পিয়মেব গণ্হন্তো । ‘পিহেত্তানদুযোগিন’ন্তি
তায় পটিপত্তিয়া সাসনতো চুতো গিহিভাবং পত্তা পচ্ছা যে
অন্তানদুযোগং অনদুত্তা সীলাদীনি সম্পাদেহা দেবমনুস্সানং
সন্তিকা সন্ধারং লভন্তি, তেসং পিহেতি, ‘অহো বতাহম্পি
এবরুপো অস্স’ন্তি ইচ্ছতী’তি অথো ।

‘মা পিয়েহী’তি পিয়েহি সত্তেহি বা সম্ব্যারেহি বা কুদাচনং
একক্খণেপি ন সমাগছেম্ম, তথা অম্পিয়েহি । কিং
কারণা ? পিয়ানএ’হি বিয়োগবসেন অদস্সনং অম্পিয়ানণ

মনস্কার । সেই অযোমিশমনস্কারে নিজেকে যুক্ত করে এই অর্থ । ‘যোগে’
অর্থাৎ তদ্বিপরীতে যোমিশমনস্কারে (অর্থাৎ যোগ্য পদার্থে) মনোনিবেশ
করে না এই অর্থ । ‘ইন্ট ত্যাগ করিয়া’ অর্থাৎ প্রব্রজিত হইবার সময় হইতে
অধিশীলাদি শিক্ষাচর্য হইতেছে ‘অর্থ’ বা ইন্ট । সেই ইন্টকে ত্যাগ করিয়া ।
‘প্রিয়গ্রাহী’ অর্থাৎ পণ্ডকামগুণ নামক প্রিয়কে গ্রহণ করিয়া । ‘আত্মযোগ
পরায়ণ ব্যক্তিকে স্পৃহা করে’ অর্থাৎ সেই প্রতিপত্তি বশতঃ বুদ্ধশাসন হইতে
চ্যুত হইয়া গৃহীভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে যে সকল ব্যক্তি আত্মযোগ পরায়ণ
হইয়া শীলাদি সম্পাদন করিয়া দেবমনুষ্যগণের নিকট সংকার লাভ করেন,
তাহাদের স্পৃহা করেন—‘অহো ! আমিও যেন এইরূপ হইতে পারি’ বলিয়া
ইচ্ছা করেন—এই অর্থ ।

‘প্রিয় বস্তুর সহিত নহে’ অর্থাৎ প্রিয় সত্ত্ব হউক বা সংস্কার হউক
কখনও এক মনুষ্যের জন্যই ইহা অনুরক্ত হইবে না, তদ্রূপ অপ্রিয়ের
সঙ্গে । কেন ? প্রিয়গণের বিয়োগহেতু অদর্শন, অপ্রিয়গণের সংযোগবশে
দর্শন দৃষ্ট ।

উপসংকমনবসেন দঙ্গনং নাম দৃক্খং । ‘তস্মা’তি সস্মা
 ইদং উভয়স্পি দৃক্খং, তস্মা কণ্ঠ সত্ত্বং বা সংস্কারং বা
 পিন্নং নাম ন করেয্য । ‘পিয়াপায়োহী’তি পিয়েহি অপায়ো
 বিয়োগো । ‘পাপকো’তি লামকো । ‘গন্হা তেসং ন
 বিজ্ঞন্তী’তি যেসং পিন্নং নথি, তেসং অভিজ্ঞাতায়গন্হো
 পহীয়াতি । যেসং অপিপ্পয়ং নথি, তেসং ব্যাপাদো কায়গন্হো ।
 তেসদ্দ পন দ্বীসদ্দ পহীনেসদ্দ সেসগন্হা পহীনা হোন্তি ।
 তস্মা পিন্নং বা অপিপ্পয়ং বা ন কত্ত্ববন্তি অথো ।
 দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুতি ।
 তেন পন তয়ো জনা ‘ময়ং বিনা ভবিতুং ন সঙ্কোমা’তি
 বিব্ভমিত্তা গেহমেব অগমিংসুতি ।

। তয়োজনপব্বজিতবচ্ছ পঠমং ।

‘তাই’ অর্থাৎ যেহেতু এই উভয়ই দৃক্খং, তাই কোন সত্ত্ব বা সংস্কারকে
 পিন্ন করা অনর্দচিত । ‘প্রিয়াপায়’ অর্থাৎ পিন্ন বস্তু বা সত্ত্বসমূহ হইতে
 অপায় বিয়োগ । ‘পাপক’ অশুদ্ধ । ‘ইহাদের কোন বন্ধন থাকে না’ অর্থাৎ
 ষাহাদের পিন্ন নাই তাহাদের অভিধ্যাকায়বন্ধন বিনষ্ট হয় । ষাহাদের অপিন্ন
 নাই তাহাদের ব্যাপাদরূপ কায়বন্ধন বিনষ্ট হয় । এই উভয়ের বিনাশ হইলে
 অবশিষ্ট বন্ধনসমূহও বিনষ্ট হয় । তাই পিন্ন বা অপিন্ন কোনটাই কর্তব্য
 নহে—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই তিন
 জন (প্রব্রজিত) ‘আমরা একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না’ বলিয়া
 প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন ।

। তিনজন প্রব্রজিতের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অষ্টমস্তরকুটুম্বিকবধু । ২

‘পিয়তো জায়তী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো অণ্ড্‌এতরং কুটুম্বিকং আরম্ভ কথেসি ।

সো হি অন্তনো পদ্মে কালকতে পদ্মসোকাভিভূতো
আলাহনং গম্বা রোদতি, পদ্মসোকাং সন্ধারেতুং ন সঙ্কোতি ।
সথা পচ্চসকালে লোকাং বোলোকেন্তো তস্স সোতাপত্তি-
মঙ্গস্সপনিম্সয়ং দিম্বা পিণ্ডপাতপটিকন্তো একং পচ্ছা-
সমণং গহেত্বা তস্স গেহদ্বারং অগমাসি । সো সখ্‌ আগত-
ভাবং সদ্বা ‘মম্মা সন্ধিং পটিসম্হারং কাতুকামো ভবিম্সতী’-
তি সথারং পবেসেত্বা গেহমম্মে আসনং পণ্ড্‌এপেত্বা
সথারি নিসিম্মে আগম্বা একমন্তং নিসীদি । অথ নং সথা
‘কিং নু খো, উপাসক, দম্মখিতোসী’তি পদচ্ছিত্বা তেন

•

•

•

জৈনক কুটুম্বিকের উপাখ্যান । ২ ।

‘প্রিয়বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থান-
কালে জৈনক কুটুম্বিককে (= গৃহপাতিকে) উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

তাহার পদ্মের মৃত্যু হইলে তিনি শ্মশানে যাইয়া রোদন করিতে থাকেন,
পদ্মশোক সংবরণ করিতে পারেন না । শাস্ত্রা প্রত্যুষকালে জগৎ অবলোকন
করাকালে সেই কুটুম্বিকের স্রোতাপত্তিমার্গের উপনিশ্রয় আছে দেখিয়া পিণ্ড-
পাতশেষে একজন শ্রমণকে পশ্চাতে লইয়া তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । তিনি শাস্ত্রার আগমনের কথা শুনিয়া ‘আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক
সাক্ষাৎকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়া থাকিবেন’ ভাবিয়া শাস্ত্রাকে গৃহে
প্রবেশ করাইয়া গৃহমধ্যে আসন প্রস্তুত করিলে শাস্ত্রা তাহাতে উপবেশন
করিলেন, তিনিও একপাশে উপবেশন করিলেন । তখন শাস্ত্রা তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘উপাসক আপনি কি দর্শিত হইয়াছেন?’ তিনি
পদবিয়োগ দম্মখের কথা জ্ঞাপন করিলে শাস্ত্রা বলিলেন—

পদ্বিবিয়োগদুর্কথে আলোচিত্তে, উপাসক, মা চিন্তায়,
ইদং মরণং নাম ন একস্মিংসেব ঠাসে, ন চ একস্সেব হোতি,
যাবতা পন ভবদুপ্পত্তি নাম্ম অস্থি, সম্বসন্তানং হোতিসেব ।
একসন্তারোপি নিচো নাম্ম নথি । তস্মা 'মরণধম্মং মতং,
ভিক্ষনধম্মং ভিন্ন'ন্তি যোনিসো পচবেক্খিতম্বং, ন
সোচিতম্বং । পোরাণপণ্ডিতাপি হি পদুত্তস্স মতকালে
'মরণধম্মং মতং, ভিক্ষনধম্মং ভিন্ন'ন্তি সোকং অকম্বা
মরণস্সতিমেব ভাবয়িৎসু'তি বহ্বা, 'ভন্তে, কে এবমকংসু,
কদা চ অকংসু, আচিক্খথ মে'তি ষাচিত্তো তস্সথস্স
পকাসনম্বং অতীতং আহরিম্বা—

‘উরগোব তচং জিন্নং, হিহা গচ্ছতি সং তনুং ।

এবং সরীরে নিষ্ভোগে, পেতে কালকতে সতি ॥

*

*

*

‘হে উপাসক, চিন্তা করিবেন না, এই মৃত্যু কোন একস্থানে, কোন এক
জনের হয় না । যখন হইতে এই ভবের উৎপত্তি হইয়াছে, সকল সত্ত্বগণের
এই মৃত্যু হইয়া থাকে । কোন সংস্কারই নিত্য নহে । অতএব, যথাযথ-
ভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিতে হইবে—

‘মরণধর্ম মৃত হইয়াছে, ভেদনধর্ম ভিন্ন হইয়াছে’ এবং শোক করা উচিত
নহে । প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পুত্রের মৃত্যু হইলে ‘মরণধর্ম মৃত হইয়াছে,
ভেদন ধর্ম ভিন্ন হইয়াছে, মনে করিয়া শোক না করিয়া মরণানুস্মৃতিকেই
ভাবনা করিয়াছিলেন’ এই কথা বলিলে কুটুর্ম্বিক জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ভণ্ডে, কাহারো এইরূপ করিয়াছিলেন, কখন করিয়াছিলেন, আমাকে
বলুন’ শাস্ত্রা সেই বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য অতীতের ঘটনা বলিয়া এই
গাথা ভাষণ করিলেন—

‘উরগ যেষ্মন জীর্ণ ঋক্ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে তদ্রূপ জীব
জীর্ণ কলেবর ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যায় ।’

শরীর যখন দম্ব হইয়া যায়, প্রেত তাহা অনুভব করিতে পারে না

‘উয়্হানো ন জানাতি, এগতীনং পরিদেবিতং ।

তস্মা এতং ন সোচামি, স্ততো সো ‘উস্স যা গতী’তি ॥

ইমং পঞ্চকনিপাতে ‘উরগজাতকং’ বিখ্যারেহা ‘এবং পুন্বে
পন্ডিতা পিয়পদ্মে কালকতে যথা এতরাহি স্বং কস্মন্তে
বিস্সজেহা নিরাহারো রোদন্তো বিচরসি, তথা অবিচারহা
মরণস্সতিভাবনাবলেন সোকং অকহা আহাৰং পরিভুঞ্জিৎসু,
কস্মন্তু অধিট্ঠহিৎসু । তস্মা ‘পিয়পদ্মে মে কাল-
কতো’তি মা চিন্তয়ি । উপ্পজ্জমানো হি সোকো বা ভয়ং
বা পিয়মেব নিস্সায় উপ্পজ্জতী’তি বহা ইমং গাথমাহ—

‘পিয়তো জায়তী সোকো, পিয়তো জায়তী ভয়ং ।

পিয়তো বিস্পমদুস্স, নখি সোকো কুতো ভয়’ন্তি । ২১২ ।

জ্ঞাতিবন্ধুদের পরিদেবন তাহার কণে প্রবেশ করেনা । অতএব যে ব্যক্তি
যথাকর্ম গতিলাভ করিয়াছে তাহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই ।’
(উরগ জাতক, সংখ্যা ৩৫৪)—পঞ্চকনিপাতস্থ এই ‘উরগজাতক’ বিস্মৃতভাবে
বলিয়া শাস্তা বলিলেন—‘এইভাবে পূর্বে পন্ডিতগণ পিয়পদ্মের মৃত্যু
হইলেও, যেমন আপনি এখন সমস্ত কর্ম বিসর্জন দিয়া নিরাহার হইয়া রোদন
করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন তেমনভাবে বিচরণ না করিয়া মরণানু-
স্মৃতি ভাবনাবলের দ্বারা শোক না করিয়া আহাৰ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং
সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন । অতএব ‘আমার পিয়পদ্ম মৃত্যুবরণ
করিয়াছে’ বলিয়া চিন্তা করিবেন না । পিয় বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া
শোক বা ভয়ের উৎপত্তি হয় ।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘পিয়বস্তু হইতে শোক উৎপন্ন হয়, পিয়বস্তু হইতে ভয় উৎপন্ন হয় ।
যে ব্যক্তি পিয়বস্তু হইতে বিস্মদু হইয়াছে, তাহার শোক থাকে না, ভয় কেমন
করিয়া থাকিবে ?’

তথ 'প্রিয়তো'তি বটুম্বলকো হি সোকো বা ভয়ং বা উপপঞ্জ-
মানং প্রিয়মেব সন্তং বা সংস্কারং বা নিস্সায় উপপঞ্জতি,
ততো পন বিপম্নদত্তস্স উভয়ম্পেতং নথীতি অথো ।

দেশনাবসানে কুটুম্বিকো স্নোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

। অণ্ড্‌এতরকুটুম্বিকবথদ্‌ দ্দুতিয়ং ।

*

*

*

অম্বয় : 'প্রিয় হইতে' অর্থাৎ বর্জ্যমূলক শোক বা ভয় যখন উপপন্ন হয়,
কেন প্রিয় সত্ত্ব বা সংস্করেরা কারণেই উপপন্ন হয় । কিন্তু যে বিপ্রমুক্ত
তাহার এই দুইয়ের কোনটাই থাকে না,—এ অর্থ ।

দেশনাবসানে কুটুম্বিক স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ জনৈক কুটুম্বিকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

বিসাখাবন্ধু । ৩

‘প্রেমতো জায়তী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো বিসাখং উপাসিকং আরব্ধ কথেসি ।

সা কির পদুত্তস্স ধীতরং সুদত্তং নাম কুমারিকং অন্তনো
ঠানে ঠপেত্বা গেহে ভিক্কুসস্সেবস্স বেয়াবচ্চং কারেসি । সা
অপরেন সময়েন কালমকাসি । সা তস্সা সরীরনিক্খেপং
কারেত্বা সোকং সন্ধারেতুং অসক্কোন্তী দদুখিনী দদুস্সনা
সখা সন্তিকং গন্ত্বা বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি । অথ নং
সখা ‘কিং নু থো ত্বং, বিসাখে, দদুখিনী দদুস্সনা
অসুদুস্সনা রোদমানা নিসিন্না’তি আহ । সা তমথং
আরোচেত্বা ‘পিয়া মে, ভন্তে, সা কুমারিকা বত্তসম্পন্না,
ইদানি তথারুপং ন পস্সামী’তি আহ । ‘কিসুকা পন,

*

*

*

বিশাখার উপাখ্যান । ৩ ।

‘প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা জেতবনে অবস্থানকালে
বিশাখা উপাসিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তিনি (বিশাখা) তাহার পুত্রের কন্যা (অর্থাৎ তাহার পৌত্রী) সুদত্তা
নামক কন্যাকে নিজের কাছে রাখিয়া গৃহে ভিক্কুসস্সের সেবা করাইতেন ।
একদিন সেই কন্যার মৃত্যু হইল । তিনি তাহার শরীর-নিষ্ক্রেপ করাইয়া
শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া দদুখিনী, দদুস্সনা হইয়া শাস্ত্রার নিকট
ষাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন । শাস্ত্রা তাহাকে বলিলেন
—‘বিশাখে, কি ব্যাপার তুমি দদুখিনী, দদুস্সনা, অশ্রুদুখী, রোদমানা
হইয়া বসিয়া আছ ?’ বিশাখা সেই বিষয় জানাইয়া বলিলেন—‘আমার
সেই কুমারী কন্যা (আমার পৌত্রী) আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ব্রতসম্পন্না
ছিল । তাহার মত এখন আমি কাহাকেও দেখিতেছি না ।’

বিসাথে, সাবখিয়ং মনুস্য্য'তি ? 'ভন্তে, তুম্হেহিষেব
মে কথিতং সন্ত জনকোর্টিয়ৌ'তি । 'সচে পনায়ং এন্তকো
জনো তব নত্তায় সিদিসো ভবেষ্য, ইচ্ছেষ্যাসি ন'ন্তি ?
'আম, ভন্তে'তি । 'কতি পন জনা সাবখিয়ং দেবসিকং
কালং করোন্তী'তি ? 'বহু, ভন্তে'তি । 'ননু এবং,
বিসাথে, তব অসোচনকালো ন ভবেষ্য, র্ত্তিন্দিবং
রোদন্তীয়েব বিচরেষ্যাসী'তি । 'হোতু, ভন্তে, এণাতং
ময়্য'তি । অথ নং সখা 'তেন হি মা সোচি, সোকা বা
ভয়ং বা পেমতোব জায়তী'তি ক্বা ইমং গাথমাহ—

'পেমতো জায়তী সোকো, পেমতো জায়তী ভয়ং ।
পেমতো বিম্পমদন্তস, নখি সোকো কুতো ভয়'ন্তি । ২১৩ ।

• • •
'হে বিশাথে, প্রাবন্তী লোকের সংখ্যা কত ?'

'ভন্তে, জ্ঞাপনিই বলিয়াছিলেন শত কোটি ।'

'যদি এত লোক তোমার পৌত্রীর মত হইত, তুমি তাহাদের গ্রহণ
করিতে ?'

'হ্যাঁ ভন্তে ।'

'কত লোক প্রত্যহ প্রাবন্তীতে কালগত হয় ?'

'বহু ভন্তে ।'

'তাহা হইলে বিশাথে, তোমার ত অশোকের কাল বলিয়া কিছই থাকিবে
না, দিবসরাতি রোদন করিতে করিতেই বিচরণ করিতে হইবে ।'

'হ্যাঁ ভন্তে, আমি জ্ঞানি ।'

তখন শান্ত্য ত্রাহাকে বলিলেন—'তাহা হইলে তুমি শোক করিয়োনা,
শোক বা ভয় প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয়'—এই কথা বলিয়া শান্ত্য এই গাথা
ভাষণ করিলেন—

'প্রেম (স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা) হইতে শোক উৎপন্ন হয় । প্রেম
হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, সে ব্যক্তি প্রেম হইতে বিপ্রমুগ্ন হইয়াছে তাহার শোক
থাকে না, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে ?'

—ধর্মপদ, স্লোক ২১৩ ।

তথ ‘পেমতো’তি পদন্তধীতাসু কতং পেমমেব নিম্ভস্য
সোকো জায়তী’তি অথো ।

দেশনাবসানে বহু স্নোতাপত্তিকলাদীনি পাপদীপংসুতি ।

। বিশাখায়বখু তত্ত্বং ।

*

*

*

অম্বয় : ‘প্রেম হইতে’ অর্থাৎ পদন্তকন্যা প্রভৃতির প্রতি কৃত প্রেমের
কারণেই শোক উৎপন্ন হয়—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিকলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ বিশাখার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



লিচ্ছবীবধু । ৪

‘রতিয়া জায়তী’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা বেসালিং নিম্সায়
কুটাগারসালায়ং বিহরন্তো লিচ্ছবী আরব্ভ কথেসি ।

তে কির একস্মিং ছর্ণদিবসে অঞ্ঞমঞ্ঞং অসাদিসেহি
অলঙ্কারেহি অলঙ্করিয়া উয্যানগমনথায় নগরা নিক্খ-
মিংসু । সখা পিণ্ডায় পবিসন্তো তে দিম্বা ভিক্খু
আমন্তেসি—‘পস্সথ, ভিক্খবে, লিচ্ছবয়ো, য়েহি দেব
তাবতিংসা ন দিট্ঠপদ্বা, তে ইমে ওলোকেন্তু’তি বস্ফ
নগরং পার্বিসি । তেপি উয্যানং গচ্ছন্তা একং নগরসোভিনিং
ইথিং আদায় গন্হা তং নিম্সায় ইম্মাভিভূতা অঞ্ঞ-
মঞ্ঞং পহরিয়া লোহিতং নদিং বিয় পবত্তয়িংসু । অথ
নে মণ্ডেনাদায় উক্খিপিয়া আগমংসু । সখাপি কতভত্ত-

*

*

*

লিচ্ছবীদের উপাখ্যান । ৪ ।

‘রতি হইতে উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বৈশালীর নিকটে
কুটাগারশালায় অবস্থানকালে লিচ্ছবীদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

লিচ্ছবীগণ একটি উৎসবের দিনে পরস্পর অসদৃশ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অথচ
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের) অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে গমনের জন্য নগর
হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । শাস্তা পিণ্ডপাতের জন্য নগরে প্রবেশ করাকালে
তাহাদের দেখিয়া ভিক্ষুদের বলিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবীদের দেখ, যাহারা তাবতিংস দেবলোক ইতিপূর্বে
দেখ নাই, তাহারা ইহাদের দেখ ।’ বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন ।
তাহারাও উদ্যানে যাইবার সময় এক নগরশোভিনী স্ত্রীলোককে লইয়া যাইবার
সময় তাহারই কারণে ঈর্ষাভিভূত হইয়া একে অন্যকে প্রহার করিয়া রক্তগঙ্গা
প্রবাহিত করিলেন । লোকেরা তাহাদের মণ্ডে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

কিছো নগরা নিক্খাণ্ণি । ভিক্কুগ্গণ লিচ্ছবয়ো তথা
 নীয়মানে দিস্বা সখারং আহংসু—‘ভন্তে, লিচ্ছবিরাজানো
 পাতোব অলঙ্কতপটিয়ত্তা দেবা বিয় নগরা নিক্খমিস্সা
 ইদানি একং ইথিং নিস্সায় ইয়ং ব্যসনং পস্সাণ্ণি । সখা,
 ‘ভিক্খবে, সোকে বা ভয়ং বা উৎপজ্জমানং রতিং নিস্সায়
 উপপজ্জতিস্সেবাণ্ণি কস্সা ইয়ং গাথস্সাহ—

‘রতিয়া জায়তী সোকে, রতিয়া জায়তী ভয়ং ।

রতিয়া বিস্সমদুস্সস, নথি সোকে কুতো ভয়ণ্ণি ॥

তথ ‘রতিয়া’তি পণ্ডকামগুণরতিতো, তং নিস্সায়তি
 অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগিৎসুতি ।

। লিচ্ছবীরথু চতুথং ।

শাস্তাও ভোজনকৃত্যাবসানে নগর হইতে প্রস্থান করিলেন । ভিক্কুগণও
 লিচ্ছবীদের সেইভায়ে লইয়া নাইটতে দেখিয়া গাথকে বলিলেন—‘ভন্তে ।
 লিচ্ছবীরাজগণ সকালেই অলঙ্কৃত হইয়া দেবগণের ন্যায় নগর হইতে নিস্কান্ত
 হইয়া এখন একজন স্ত্রীলোকের কারণে এই দূরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।’ শাস্তা
 বলিলেন—‘হে ভিক্কুগণ, শোক বা ভয়ের উৎপত্তির কারণ রতি, রতির
 কারণেই এইগুনি উৎপন্ন হয় ।’—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘রতি (অর্থাৎ পণ্ডকামগুণে আসক্তি) হইতে শোক উৎপন্ন হয়, রতি
 হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয় । যে ব্যক্তি রতি হইতে বিপ্রমুদ তাহার শোক
 নাই, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে ?

—ধম্মপদ, স্লোক ২১৪ ।

অর্থঃ : ‘রতি হইতে’ অর্থাৎ পণ্ডকামগুণ নামক রতি হইতে । ইহার
 কারণে এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। লিচ্ছবীদের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অনিখিগন্ধকুমারবধু । ৫

‘কামতো’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
অনিখিগন্ধকুমারং নাম আরম্ভ কথেসি ।

সো কিং ব্রহ্মলোকা চুতসন্তো সার্বথিয়ং মহাভোগকুলে
নিব্বন্তো জাতদিবসতো পট্ঠায় ইথিসমীপং উপগন্তুং ন
ইচ্ছতি, ইথিয়া গয়্হমানো রোদতি । বথচুম্বটকেন নং
গহেত্বা অঞ্‌ঞং পায়েন্তি । সো বয়স্পত্তো মাতাপিতৃহি,
‘তাত, আবাহং তে করিস্সামা’তি বদন্তে ‘ন মে ইথিয়া
অথো’তি পটিক্‌থিপিত্বা পদনস্পদনং যাচিয়মানো পণ্ডসতে
সদুবল্লকারে পক্কোসাপেত্বা রত্তসদুবল্লনিক্‌খসহস্সং দাপেত্বা
অতিবয়্য পাসাদিকং ঘনকোটিমং ইথিরূপং কারেত্বা পদন
মাতাপিতৃহি, ‘তাত, তস্মি আবাহং অকরোন্তে কুলবংসো ন

অনিখিগন্ধকুমারের ঔগাখ্যান । ৫ ।

‘কাম হইতে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতরনে অবস্থানকালে অনিখিগন্ধ
কুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

অনিখিগন্ধ কুমার ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া শ্রাবস্তীতে মহাধনীকুলে
জন্মগ্রহণ গ্রহণ করিয়া জাতদিবস হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে
যাইতে ইচ্ছা করিত না, স্ত্রীলোক তাহাকে কোলে লইলে সে কান্নাকাটি করিত ।
শূন্য পান করাইবার সময় বালিশের দ্বারা শূন্য ঢাকিয়া পান করাইতে হইত ।
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা তাহাকে বলিলেন—‘বাবা, তোমার বিবাহ দিব ।’

‘আমার বিবাহের প্রয়োজন নাই’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল । পদনঃ পদনঃ
যাচিত হইয়া পদন পণ্ডশত স্বর্ণকারকে ডাকাইয়া রত্তসদুবর্ণের এক সহস্র নিন্দক
(—বৃহদাকারের স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করিয়া অধ্বিতীয় রূপসম্পন্ন একটি
সোনার রমণীমূর্তি প্রস্তুত করাইলেন । মাতাপিতা আবার তাহাকে
বলিলেন—‘বাবা, তুমি বিবাহ না করিলে কুলবংশ রক্ষিত হইবে না ।

পতিট ঠাইহুসতি, কুমারিকং তে আনেস্সামাণি বদন্তে তেন
 হি সচে মে এবরুপং কুমারিকং আনেস্সথ, করিস্সামি বো
 বচন'ন্তি তং সুবল্লরুপকং দস্সেতি । অথস্স মাতাপিতরো
 অভিঞ্ঞাতে ব্রাহ্মণে পক্কোসাপেত্বা 'অম্‌হাকং পদত্তো
 মহাপদুঞ্ঞো, অবস্সং ইমিনা সন্ধিং কতপদুঞ্ঞো
 কুমারিকা ভবিস্সতি, গচ্ছথ ইমং সুবল্লরুপকং গহেত্বা
 এবরুপং কুমারিকং আহরথা'তি পহিণিংসু । তে 'সাধু'তি
 চারিকং চরন্তা মন্দরট্টে সাগলনগরং গতা । তস্মিঞ্চ
 নগরে একা সোলসবস্সদুন্দেসিকা অভিৰুপা কুমারিকা
 অহোসি, তং মাতাপিতরো সন্তভূমিকস্স পাসাদস্সপরিম-
 তলে পরিবাসেসসুং । তেপি থো ব্রাহ্মণা 'সচে ইধ এবরুপা
 কুমারিকা ভবিস্সতি, ইমং দিম্বা 'অয়ং অসুদকস্স কুলস্স
 ধীতা বিয় অভিৰুপা'তি বক্খন্তী'তি তং সুবল্লরুপকং
 তিথমংগে ঠপেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু ।

*

*

*

অতএব আমরা তোমার জন্য বধু আনিব ।' তখন সে বলিল—'যদি ঠিক
 এইরকম সুন্দরী রমণী লাভ করেন তাহা হইলে আমি বিবাহ করিব' বলিয়া
 ঐ নির্মিত রমণীমূর্তি তাঁহাদের দেখাইল । তখন তাঁহার মাতাপিতা
 অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডাকাইয়া 'আমাদের পুত্র মহাপদুগ্যবান, নিশ্চয়ই তাহার
 সহিত (পূর্ব পূর্ব জন্মে) কৃতপদুগ্য কুমারী থাকিবে । আপনারা এই
 সুবর্ণমূর্তি সঙ্গে লইয়া যান এবং ঈদৃশ রূপসম্পন্ন কুমারীর সন্ধান করুন'
 বলিয়া তাঁহাদের প্রেরণ করিলেন । তাঁহার 'বেশ তাহাই হউক' বলিয়া
 চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে মদুরাষ্ট্রে সাগল নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
 সেই নগরে ষোড়শবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী এক কুমারী ছিল । মাতাপিতা
 তাহাকে সপ্তভূমিক প্রাসাদের উপরের তলায় রাখিয়াছিলেন । সেই ব্রাহ্মণ-
 গণও 'যদি এই নগরে এইরূপ কুমারী থাকে তাহা হইলে এই স্ত্রীরূপ দেখিয়া
 ইহা ঐ পরিবারের কন্যার মত সুন্দরী' বলিবে—এই মনে করিয়া সেই
 সোনার মূর্তিটিকে স্নানঘাটে যাইবার রাত্তার ধারে রাখিয়া একপাশে
 বসিয়া থাকিলেন ।

অথস্তু কুমারিকায় ধাতী তং কুমারিকং ন্হাপেত্বা সম্যঙ্গি
 ন্হান্নিতুকামা হৃদয়ং তিস্থং আগতা তং রূপকং দিম্বা 'ধীভা
 ম্বে'তি সঞ্ঞায় 'দু'বিনীতাসি, ইদানেবাহং ন্হাপেত্বা
 নিক্খন্তা, ত্বং ময়া পুরেতরং ইধাগতাসী'তি হন্তেন পহরিত্বা
 থদ্ধাবণ্ণেব নিষিকারতণ্ণ এত্বা 'অহং মে ধীতাতি
 সঞ্ঞমকাসিং, কিং নামেত'ন্তি আহ। অথ নং তে
 ব্রাহ্মণ্য 'এবরূপা তে, অস্ম, ধীতা'তি পদুচ্ছিংসু। 'অয়ং
 মম ধীতু সন্তিকে কিং অগ্ধতী'তি? 'তেন হি তে ধীতরং
 অহংকং দস্সহী'তি। সা তেহি সন্ধিং গেহং গন্ত্বা
 সামিকানং আরোচেসি। তে ব্রাহ্মণেহি সন্ধিং কতপটি-
 সম্মোদনা ধীতরং ওতারেত্বা হেট্ঠাপাসাদে সুবল্লরূপকস্স
 সন্তিকে ঠপেসুং। সুবল্লরূপকং নিম্পভং অহোসি, কুমারিকা

*

*

*

এদিকে ঐ (কোড়শবর্ষীয়া) কন্যার ধাতী কন্যাকে স্নান করাইয়া স্বয়ং
 স্নান করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঘাটে আসিয়া সেই নির্মিত স্তীরূপটিকে দেখিয়া
 (ভুল বদ্বিজ্ঞা) 'আমার কন্যা' বলিয়া মনে করিয়া 'দু'বিনীতে, এই ত তোকে
 স্নান করাইয়া রাখিয়া আসিলাম, তুই আমার আগেই আবার স্নানঘাটে
 চলিয়া আসিলি' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে গেলে দেখিল
 যে ইহা নির্বিকার এবং পাথরের মত শক্ত। সে তখন বলিল—'আমি আমার
 মেয়ে বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম; কিন্তু এইটা কি?' ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা
 করিলেন—'মা, আপনার মেয়ে কি এইরকম (রূপসম্পন্ন)?'

'আমার মেয়ের তুলনায় এ ত কিছূই নহ্ন।'

'তাহা হইলে আপনার মেয়েকে আমারদের দেখান।'

ধাতী তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইয়া প্রভু এবং প্রভুপত্নীকে সব স্ত্যাপন
 করিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ করিয়া কন্যাকে
 নীচে নামাইয়া ঐ সুবর্ণমূর্তির নিকট দাঁড় করাইলেন। কন্যার রূপের
 কাছে সুবর্ণমূর্তি নিম্প্রভ হইয়া গেল, কুমারীর প্রভা উজ্জ্বল হইল।

সম্পত্তি অহোমি । ব্রাহ্মণা তং তেষং দ্বা কুমারিকং পটি-
চ্ছাপেদ্বা গন্ধা অনিখিগন্ধকুমারস্য মাতাপিতৃনং আরো-
চয়িৎসু । তে তুর্টমানসা ‘গচ্ছথ, মং সীঘং আনেদ্বা’তি
মহন্তেন সন্ধারেন পহিগিৎসু ।

কুমারোপি তং পবন্তি সুদ্বা ‘কণ্ঠনরূপতোপি কির অভি-
রূপতরা দারিকা অশ্বী’তি সননবসেনেব সিনেহং উপাদেদ্বা
‘সীঘং আনেদ্বা’তি আহ । সাপি খো যানং আরোপেদ্বা
আনীয়মানা অতিসুখদুর্মালতায় যানগ্ঘাতেন সমুৎপাদিত-
বাতরোগা অন্তরামণ্ণেষেব কালমকাসি । কুমারোপি
‘আগতা’তি নিরন্তরং পৃচ্ছতি, তস্য অতিসিনেহেন
পৃচ্ছন্তস্য সহসাব অনারোচেদ্বা কতিপাহং বিক্লেপং কদ্বা
তমথং আরোচয়িৎসু । সো ‘তথারূপায় নাম ইখিগ্ধা
সন্ধিং সমাগমং নালথ’ন্তি উপমদোমনস্যো পশ্বতেন বিয়

ব্রাহ্মণগণ ঐ স্বর্ণমূর্তি তাঁহাদের নিকট দিয়া কুমারীর নিকট ব্যাপারিটা
গোপন রাখিয়া প্রত্যাগমন করিয়া অনিখিগন্ধকুমারের মাতাপিতাকে
জানাইলেন । তাঁহারা তুর্টচিন্ত হইয়া বলিলেন—‘যান, শীঘ্রই কন্যারহীটকে
লইয়া আসুন’ এবং মহা সংকার সহযোগে তাঁহাদের প্রেরণ করিলেন ।

কুমারও সেই ঘটনা শুনিয়া ‘কাণ্ঠনরূপ হইতে অধিক রূপসম্পন্ন কন্যা
আছে’ ইহা শোনামাত্রই প্রেমাসক্ত হইয়া বলিল—‘শীঘ্রই লইয়া আসুন ।’
কন্যাটিও যানে আরোহণ করাইয়া আনিবার সময় অত্যন্ত সুকৌমল তনুর
কারণে যানের ঝাঁকুনিতে এবং বাতাসের দাপটে অসুস্থ হইয়া পীড়মধ্যেই
মৃত্যুমুখে পতিত হয় । এদিকে কুমার বারবার জিজ্ঞাসা করে ‘সে
আসিয়াছে কি ?’ তাহার জিজ্ঞাসার মধ্যে স্নেহের আধিক্য ছিল, তাই
সহসা তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা জানানো হয় নাই । কিছুদিন অতিবাহিত
হইলে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করা হইল । সে দীর্ঘশাস্তীর
সহিত আমি সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলাম না’ বলিয়া দৈর্মমস্য প্রাপ্ত
হইল । শোকে-দুঃখে এতই কাতর হইল যেন তাঁহার মাথায় পাহাড়

সৌকদ্রুক্ষেণ অশ্বেষাথটো অহোসি । সখা তস্পর্শনিস্পন্নং
 দিম্বা পিন্ডায় চরন্তো তং গেহদ্বারং অগমাসি । অথস্প
 মাতাপিতরো সখারং অন্তোগেহং পবেসেত্বা সন্ধচ্চং
 পরিবিসিংসু । সখা ভর্তৃকিচ্চাবসানে ‘কহং অনিথিগন্ধ-
 কুমারো’তি পদুচ্ছি । ‘এসো’ ভন্তে, আহারদ্রুপচ্ছেদং কহ্বা
 অন্তোগন্ডে নিসিন্নো’তি । ‘পক্কোসথ ন’ন্তি । সো
 আগন্ত্বা সখারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি । সখা ‘কিং
 নু খো, কুমার, বলবসোকো উস্পন্নো’তি বদন্তে, ‘আম,
 ভন্তে, এবরুপা নাম ইথী অন্তরামণে কালকতা’তি স্দুত্বা
 বলবসোকো উস্পন্নো, ভর্তৃস্পি মে নচ্ছাদেতী’তি । অথ নং
 সখা ‘জানাসি পন স্বং, কুমার, কিং তে নিস্সায় সোকো
 উস্পন্নো’তি ? ‘ন জানামি, ভন্তে’তি । ‘কামং নিস্সায়,

*

*

*

ভাগিয়া পড়িয়াছে । শান্তা তাহার উপনিশ্রয় দেখিয়া পিন্ডাচরণকালে
 তাহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার মাতাপিতা শান্তাকে
 গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া সাদরে (আহাৰ্ঘ্য) পরিবেশন করিলেন । শান্তা
 ভোজনকৃত্যাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘অনিথিগন্ধকুমার কোথায় ?’

‘ভন্তে, আহার (নিদ্রা) ত্যাগ করিয়া গৃহপ্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছে ।’

‘তাহাকে ডাক ।’

সে আসিয়া শান্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে বসিল । শান্তা বলিলেন—
 ‘হে কুমার, তোমাকে খুব শোকগ্রস্ত মনে হইতেছে !’

‘হ্যাঁ ভন্তে, এইরূপ স্তরীকৃত পৃথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আমার
 অত্যন্ত শোক উৎপন্ন হইয়াছে এবং আহারেও আমার কোন রুচি নাই ।’
 তখন শান্তা তাহাকে বলিলেন—‘হে কুমার, তুমি কি জান কিজন্য তোমার
 শোক উৎপন্ন হইয়াছে ?’

‘ভন্তে, জানি না ।’

কুমার, বলবসোকো উপ্পম্মো, সোকো বা ভয়ং বা কামং
নিম্সায় উপ্পম্ভজতী'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘কামতো জায়তী সোকো, কামতো জায়তী ভয়ং ।

কামতো বিম্পমদুত্তস, নখি সোকো কুতো ভয়'ন্তি । ২১৫ ।

তথ ‘কামতো’তি বথদুকামকিলেসকামতো, দুর্দবিধম্পেতং
কামং নিম্সায়াতি অথো ।

দেসনাবসানে অনিখিগন্ধকুমারো সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহি ।

। অনিখিগন্ধকুমারবথদু পণ্ডমং ।

‘হে কুমার কামবশতঃ তোমার শোকের আতিশয্য হইয়াছে, শোক বা ভয়
কামের কারণেই উৎপন্ন হয় ।’—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘কাম (বস্তুকাম ও ক্লেশকাম) হইতে শোক উৎপন্ন হয়, কাম হইতে ভয়
উৎপন্ন হয়, যে ব্যক্তি কাম হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়াছে তাহার শোক নাই, ভয়
কেমন করিয়া থাকিবে ?’

—ধম্মপদ, স্লোক ২১৫ ।

অম্বয় : ‘কাম হইতে’ অর্থাৎ বস্তুকাম ও ক্লেশকাম হইতে । দুই প্রকার
কামের কারণেই—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে অনিখিগন্ধকুমার সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল ।

। অনিখিগন্ধকুমারের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অষ্টম পটের ব্রাহ্মণবধু । ৩

‘তগ্‌হায় জায়তী’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো অএংএতরং ব্রাহ্মণং আরব্ভ কথেসি ।

সো কিং মিচ্ছাদিট্ঠিকো একাদিসং নদীতীরং গন্ত্বা খেত্তং
সোধেতি । সথা তস্স উপনিষয়সম্পত্তিং দিম্বা তস্স
সন্তিকং অগমাসি । সো সথারং দিম্বাপি সাম্যাঁচিকম্মং
অকম্বা তগ্‌হী অহোসি । অথ নং সথা পুরেতরং
আলপিহ্বা, ব্রাহ্মণ, কিং করোসী’তি আহ । ‘খেত্তং, ভো
গোতম, সোধেমী’তি । সথা এত্তকমেব বহ্বা গতো । পুন-
দিবসেপি তস্স খেত্তং কসিতুং আগতস্স সন্তিকং গন্ত্বা,
‘ব্রাহ্মণ, কিং করোসী’তি পদচ্ছিত্বা ‘খেত্তং কসামি, ভো
গোতমা’তি সদ্বা পক্কামি । পুনদিবসাদীসুপি তথৈব গন্ত্বা

*

*

*

জৈনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৬ ।

‘তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
জৈনৈক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই মিথ্যাদৃষ্টিক ব্রাহ্মণ একদিন নদীতীরে ঘাইয়া ক্ষেত পরিষ্কার
করির্তেছিলেন । শাস্তা তাঁহার উপনিশ্রয় সম্পত্তি দেখিয়া তাঁহার নিকট
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি শাস্তাকে দেখিয়াও কোন প্রকার প্রজ্ঞা না
দেখাইয়া চুপচাপ কাজ করিতে লাগিলেন । শাস্তা তখন আগেই আলপি
করিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন ?’

‘ভো গোতম; শ্রুতি শৌধম করিতেছি ।’

শাস্তা এইটুকু মাত্র বলিয়া চলিয়া গেলেন । পরের দিনও ব্রাহ্মণ যখন
ক্ষেত কর্ষণ করিতেছিলেন শাস্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ব্রাহ্মণ, কি করিতেছেন ?’

‘ভো গোতম, ক্ষেত কর্ষণ করিতেছি ।’ ইহা শুনিয়া শাস্তা চলিয়া
গেলেন । পরবর্তী দিনগুলিতেও শাস্তা ঘাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে
ব্রাহ্মণ, কি করিতেছেন ?’

দ্রুতগতি, ভোঁ গোতম, খেতুং বপনিমি মিস্বেদীম রক্‌খামীতি
সদ্বা পক্কামি। অথ মং একদিবসং ব্রাহ্মণো আহ—‘ভো
গোতম, ত্বং মম খেতুসোধনদিবসতো পট্ঠায় আগতো। সচে
মে সস্সং সম্পজ্জিস্সতি, তুয়হম্পি সংবিভাগং করিস্সামি,
তুয়হং অদ্বা সস্সং ন খাদিস্সামি, ইতো দানি পট্ঠায় ত্বং
মম সহায়ো’তি।

অতস্স অপরেন সময়েন সস্সং সম্পজ্জি, তস্স ‘সম্পন্নং মে
সস্সং, স্বে দানি লায়াপেস্সামী’তি লায়নথং কত্তব্বকিচ্চস্স
রত্তিং মহামেঘো বস্সিদ্ধা সস্সং হরি, খেতুং তচ্ছেদ্বা
ঠপিতসাদিসং অহোসি। সথা পন পঠমদিবসংযেব ‘তং
সস্সং ন সম্পজ্জিস্সতী’তি অণ্ণ্ণাসি। ব্রাহ্মণো পাতোব
‘খেতুং ওলোকেস্সামী’তি গতো তুচ্ছং খেতুং দিস্সা উম্পন্ন-
বলবসোকো চিন্তেসি—‘সমণো গোতমো মম খেতুসোধন-

*

*

*

‘ভো গোতম ক্ষেতে বীজ বপন করিতেছি, আগাছা পরিষ্কার করিতেছি,
ফসল রক্ষা করিতেছি’—ইহা শুনিয়া শান্তা চলিয়া গেলেন। একদিন ব্রাহ্মণ
শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভো গোতম, আপনি আমার ক্ষেত শোধনের
দিন হইতে প্রত্যহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যদি আমি ফসল পাই,
আপনাকেও ইহার ভাগ দিব। আপনাকে না দিয়া আমি খাইব না। এখন
হইতে আপনি আমার বন্ধু।’

তারপর বধাসময়ে ফসল পক্ক হইল। ব্রাহ্মণ চিন্তা করিলেন—‘আমার
ফসল পক্ক হইয়াছে। আগামীকল্য ফসল কাটিব এবং ফসল কাটার জন্য
কর্তব্যকৃত সম্পাদন করিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্রে মহামেঘ বর্ষিত হইয়া
তাঁহার সমস্ত ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেল। ক্ষেত দেখিয়া মনে হইতেছিল
কেহ যেন ক্ষেত মস্ণ করিয়া দিয়াছে। শান্তা কিন্তু প্রথম দিনেই
জানিতেন যে সেই ফসল পাওয়া যাইবে না। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই ‘ক্ষেতটা
দেখিয়া আসি’ বলিয়া যাইয়া শূন্য ক্ষেত দেখিয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া
চিন্তা করিলেন—‘প্রথম গোতম আমার ক্ষেত শোধনের দিন হইতে প্রত্যহ

পালতো পট্ঠায় আগতো, অহম্পি নং ইমম্মিৎ সস্সে
নিপ্ফম্মে তুয়হম্পি সংবিভাগং করিস্সামি, তুয়হং অদত্তা
সয়ং ন খাদিস্সামি, ইতো পট্ঠায় দানি ত্বং মম সহায়ো’তি
অবচং। সোপি মে মনোরথো মথকং ন পাপদুগী’তি
আহারপচ্ছেদং কহা মণ্ডকে নিপঞ্জি। অথস্স সখা গেহদ্বারং
অগমাসি। সো সখা আগমনং সদুত্তা ‘সহায়ং মে আনেত্তা
ইধ নিসীদাপেথা’তি আহ।

পরিজনো তথা অকাসি। সখা নিসীদিত্তা ‘কহং ব্রাহ্মণো’তি
পদচ্ছিত্তা ‘গম্ভে নিপন্নো’তি বদন্তে ‘পক্কোসথ ন’ন্তি পক্কো-
সাপেত্তা আগন্তা একমন্তং নিসিন্নং আহ—‘কিং ব্রাহ্মণা’তি ?
‘ভো গোতম, তুম্হে মম খেত্তসোধনদিবসতো পট্ঠায়
আগতা, অহম্পি সস্সে নিপ্ফম্মে তুম্হাকং সংবিভাগং

*

*

*

আসিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—‘এই ফসল পক্ক হইলে আমি
আপনাকেও ইহার ভাগ দিব। আপনাকে না দিয়া আমি থাইব না। এখন
হইতে আপনি আমার বন্ধু।’ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।”—বলিয়া
আহার (নিদ্রা) ত্যাগ করিয়া মণ্ডে শুইয়া থাকিলেন। শাস্তা তাঁহার গৃহ-
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ শাস্তার আগমনের কথা শুনিয়া
বলিলেন—‘আমার বন্ধুকে আনিয়া এখানে বসাত।’ আত্মীয়-পরিজন
তাঁহাই করিলেন। শাস্তা আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ব্রাহ্মণ কোথায় ?’

‘গৃহপ্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া আছেন।’

‘তাঁহাকে ডাক।’

ব্রাহ্মণ আসিয়া একপাশে বসিলে শাস্তা বলিলেন—‘কি ব্রাহ্মণ ব্যাপার
কি ?’

‘ভো গোতম, আপনি আমার ক্ষেত শোখনের দিন হইতে প্রত্যহ
আসিয়াছেন। আমিও বলিয়াছিলাম—‘ফসল পক্ক হইলে আপনাকে তাহার

করিস্সামী'তি অবচং । সো মে মনোরথো অনিপ্ফম্মো,
 তেন মে সোকো উপ্পম্মো, ভত্তম্পি মে-নচ্ছাদেতীতি । অথ
 নং সথা 'জানাসি পন, ব্রাহ্মণ, কিং তে নিস্সায় সোকো
 উপ্পম্মো'তি পুচ্ছিত্বা 'ন জানামি, ভো গোতম, ত্বং পন
 জানাসী'তি বদন্তে, 'আম, ব্রাহ্মণ, উপ্পজ্জমানো সোকো বা
 ভয়ং বা তণ্হং নিস্সায় উপ্পজ্জতী'তি বত্তাইমং গাথমাহ—

‘তণ্হায় জায়তী সোকো, তণ্হায় জায়তী ভয়ং ।

তণ্হায় বিপম্মদুত্তস, নথি সোকো কুতো ভয়'ন্তি ॥

তথ 'তণ্হায়া'তি ছদ্দারিকায় তণ্হায়, এতং তণ্হং নিস্সায়
 উপ্পজ্জতী'তি অথো ।

দেসনাবসানে ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহীতি ।

। অঞ্‌ঞতরব্রাহ্মণবথদ্দ ছট্ঠং ।

ভাগ দিব ।' আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হয় নাই । তাই আমার শোক
 উৎপন্ন হইয়াছে, আহারও আমার কাছে অপ্রিয় হইয়াছে ।" তখন শাস্তা
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ব্রাহ্মণ, আপনি কি জানেন আপনার
 শোকোৎপত্তির মূল কারণ কি ?’

‘ভো গোতম, আমি জানি না । আপনি কি জানেন ?’

‘হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি জানি উৎপদ্যমান শোক বা ভয় তৃষ্ণার কারণেই উৎপন্ন
 হয়’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

“(ষড়্ ইন্দ্রিয় জাত) তৃষ্ণা হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ভয়
 উৎপন্ন হয় । যে ব্যক্তি তৃষ্ণা হইতে বিপ্রমদুস্ত হইয়াছে, তাহার শোক থাকে
 না, ভয় কেমন করিয়া থাকিবে ?” — ধম্মপদ, স্লোক ২১৬ ।

অন্বয় : ‘তৃষ্ণা হইতে’ অর্থাৎ ষড়্‌দ্বারিক তৃষ্ণা হইতে । এই তৃষ্ণার
 কারণেই শোকাদি উৎপন্ন হয় ইহাই অর্থ ।

দেসনাবসানে ব্রাহ্মণ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

॥ জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

পঞ্চসতদারকবধু । ৭

‘শীলদশনসম্পন্ন’স্তি ইমং ধর্মদেমনং সখা বেলদ্বনে
বিহরন্তো অন্তরামণে পঞ্চসতদারকে আরম্ভ কথেসি ।
একদিবসএহি সখা অসীতিমহাথেরেহি সন্ধিং পঞ্চসত-
ভিক্খুপরিবারো রাজগহং পিণ্ডায় পবিসন্তো একস্মিং
ছণদিবসে পঞ্চসতে দারকে পদ্বপচ্ছিয়ো উক্খিপাপেত্বা
নগরা নিক্খম্ম উষ্যানং গচ্ছন্তে অন্দস । তেপি সখারং
বন্দিত্বা পক্কমিংসু, তে একং ভিক্খুস্মি ‘পদ্বং গণ্হথা’তি
ন বদিংসু । সখা তেসং গতকালে ভিক্খু আহ—
‘খাদিস্সথ, ভিক্খবে, পদ্বে’তি । ‘কহ ভন্তে পদ্বা’তি ?
‘কিং ন পস্সথ তে দারকে পদ্বপচ্ছিয়ো উক্খিপাপেত্বা
অতিকন্তে’তি ? ‘ভন্তে, এবরুপা নাম দারকা কস্সচি

পঞ্চশত বালকের উগাখ্যান । ৭ ।

‘শীলদশনসম্পন্ন’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেগদ্বনে অবস্থানকালে
পাথমধ্যে পঞ্চশত বালককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্তা অশীতি মহাস্থবিরগণ সহ পঞ্চশত ভিক্ষু পরিবার লইয়া
রাজগৃহে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশকালে এক উৎসবের দিন পঞ্চশত বালককে
পিণ্টকের ঝড়ি মাথায় লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানে ষাইতে
দেখিলেন । তাহারাও শাস্তাকে বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিল, তাহারা
একজন ভিক্ষুকে ‘পিণ্টক গ্রহণ করুন’ বলে নাই । তাহারা চলিয়া গেলে
শাস্তা ভিক্ষুদের বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা পিণ্টক খাইবে কি ?’

‘ভন্তে, পিণ্টক কোথায় ?’

‘তোমরা দেখিতেছনা বালকগণ পিণ্টকের ঝড়ি মাথায় লইয়া চলিয়া
ষাইতেছে ?’

‘ভন্তে, এইরূপ বালকেরা কাস্সকে পিণ্টক দেয় না ।’

পদ্বং ন দেন্তীতি । 'ভিক্ষুবে, কিণ্ডাপি এতে মং বা
তুম্হে বা পদ্বোহি ন নিমন্তীয়ংসু, পদ্বসামিকো পন
ভিক্ষু পচ্ছতো আগচ্ছতি, পদ্বে খাদিহাব গন্তুং
বটুতীতি । বুদ্ধানগ্রহি একপদ্বগলোপি ইম্মা বা দোসো
বা নখি, তস্মা ইমং বহ্বা ভিক্ষুসঙ্ঘং আদায় একস্মিং
বুদ্ধম্মলে ছায়ায় নিসীদি । দারকা মহাক্সসপথেরং
পচ্ছতো আগচ্ছত্তং দিম্বা উম্পন্নসিনেহা নীতিবেগেন পরি-
পদ্বসরীরা হদ্বা পচ্ছয়ো ওতারেহা থেরং পণ্ডপতিট্-
ঠিতেন বন্দিহা পদ্বে পচ্ছীহি সন্ধিংষেব উক্খিপিত্বা
'গগ্হথ ভন্তে'তি থেরং বদিংসু । অথ নে থেরো আহ—
'এস সখা ভিক্ষুসঙ্ঘং গহেহা বুদ্ধম্মলে নিসিনো,
তুম্হাকং দেম্যধম্মং আদায় গন্ত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘস্স সংবিভাগং
করোথীতি । তে 'সাধু, ভন্তে'তি নিবত্তিত্বা থেরেন
সন্ধিংষেব গন্ত্বা পদ্বে দহ্বা ওলোকয়মানা একমন্তে ঠহ্বা

*

*

*

'হে ভিক্ষুগণ, ইহারা আমাকে বা তোমাদের পিণ্ডক খাইবার জন্য
নিমন্তণ করে নাই ঠিক, তবে পিণ্ডকের মালিক ভিক্ষু পশ্চাতে আসিতেছে ।
অতএব পিণ্ডক খাইয়াই বাইতে হইবে ।' বুদ্ধগণের কোন ব্যক্তির প্রতি ইয়া
বা ঘেব নাই । অতএব ঐ কথা বলিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে সঙ্গে লইয়া এক
বুদ্ধম্মলে ছায়ায় উপবেশন করিলেন । বালকেরা মহাকাশ্যপ স্থবিরকে পশ্চাতে
আসিতে দেখিয়া তাহার প্রতি তাহাদের অনুরাগ উৎপন্ন হইল, প্রীতিবেগে
তাহাদের শরীর পরিপূর্ণ হইল । তাহারা পিণ্ডকের বৃদ্ধি লক্ষ্যইয়া
স্থবিরকে পশ্চাত্তিষ্ঠতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বৃদ্ধিসমূহ সহ পিণ্ডক-
রাগি উত্তোলন করিয়া বলিল—'ভগ্বে, গ্রহণ করুন ।' তখন স্থবির তাহাদের
বলিলেন—'মাত্ৰা ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ বুদ্ধম্মলে সমাসীন আছেন, তোমাদের দান
লইয়া বাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বিতরণ কর ।' তাহারা 'ভগ্বে, বেশ তাহাই
হইক' বলিয়া স্থবিরের সম্মুখে বাইয়া (ভিক্ষুসঙ্ঘকে) পিণ্ডক দান করিয়া

পরিভোগাবসানে উদকং অদংসদ্ । ভিক্ষু উষ্মায়িংসদ্—
‘দারকেহি মদুখোলোকনেন ভিক্ষা দিমা, সম্মাসম্বুদ্ধং বা
মহাথেরে বা পুবেহি অনাপদুচ্ছিত্তা মহাকস্সপথেরং দিম্বা
পচ্ছীহি সন্ধিংযেব আদায় আগমিংসদ্’তি । সথা তেসং
কথং সদ্ভা, ‘ভিক্ষবে, মম পুত্তেন মহাকস্সপেন সাদিসো
ভিক্ষু দেবমনুস্সানং পিয়ো হোতি, তে চ তস্স চতুপ-
চ্চয়েন পুজং করোন্তিযেবা’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

‘সীলদস্সনসম্পন্নং, ধম্মট্টং সচ্চবেদিনং ।

অন্তনো কস্সকুব্বানং, তং জনো কুরুতে পিয়’ন্তি । ২১৭ ।

তথ ‘সীলদস্সনসম্পন্ন’ন্তি চতুপারিসদুচ্ছিসীলেন চেব মঙ্গ-
ফলসম্পবুত্তেন চ সম্মাদস্সনেন সম্পন্নং । ‘ধম্মট্ট’ন্তি
নববিধলোকুত্তরধম্মে ঠিতং, সচ্ছিকতলোকুত্তরধম্মন্তি
অথো । ‘সচ্চবেদিন’ন্তি চতুন্নং সচ্চানং সোলসহাকারেহি

*

*

*

চাহিয়া রহিল এবং ভোজন শেষে জল দিল । ভিক্ষুগণ অসন্তোষে বিভ্রবিড়
করিয়া বলিতে লাগিলেন—বালকেরা মদুখ দেখিয়া ভিক্ষা দিল । সম্মাসম্বুদ্ধ
বা (অশীতি) মহাস্থবিরগণকে পিষ্টক দিবার কথা না বলিয়া মহাকাশ্যপ
স্থবিরকে দেখিয়া ঝড়িসমূহ সহ পিষ্টকরাশি লইয়া দান দিতে আসিল ।
শান্তা তাহাদের কথা শুনিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, আমার পুত্র মহাকাশ্যপের ন্যায়
ভিক্ষু দেবমনুষ্যগণের প্রিয় হয়, তাহারা তাহাকে চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা পূজা
করে’—এই কথা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘শীলবান, সম্যকদর্শনসম্পন্ন, সন্ধর্মে স্থিত, সত্যবেদী ও আত্মকর্তব্য-
সম্পাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিকে লোকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২১৭ ।

অর্থ : ‘শীলদর্শনসম্পন্ন’ অর্থাৎ চতুপারিশুদ্ধিশীলে, মার্গফল এবং
সম্যকদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি । ‘ধর্মে স্থিত’ অর্থাৎ নববিধ লোকোত্তর ধর্মে স্থিত,
লোকোত্তর ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন যিনি এই অর্থ । ‘সত্যবেদীকে’
অর্থাৎ চারি আর্ষসত্যকে ষোল প্রকার আকারে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন বলিয়া

সচ্ছিকতত্ত্বা সচ্চঞাণেন সচ্চবেদিনং । ‘অন্তনো কস্ম-
কুস্বান’ন্তি অন্তনো কস্মং নাম তিস্সো সিক্খা, তা পদুরয়-
মানন্তি অথো । ‘তং জনো’তি তং পদুঙ্গলং লোকিয়মহা-
জনো পিয়ং করোতি, দট্ঠকামো বন্দিদতুকামো পচ্চয়েন
পদুজেতুকামো হোতিষেবাতি অথো ।

দেসনাবসানে সম্বেপি তে দারকা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠ-
হিংসদতি

। পঞ্চসতদারকবথু সন্তমং ।

*

*

*

সত্যজ্ঞানের দ্বারা সত্যবেদীকে । ‘আত্মকর্তব্য সম্পাদনে নিষদ্ধ’ অর্থাৎ তিন
প্রকার শিক্ষা (অর্থাৎ অধিশীলশিক্ষা, অধিচিন্তাশিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞাশিক্ষা)
পূর্ণ করা নামক আত্মকর্তব্য যিনি সম্পাদন করিয়াছেন । ‘তাহাকে লোকেরা’
অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে লোকিয় মহাজনেরা প্রিয় করিয়া থাকে, তাহাকে দর্শন
করিতে, বন্দনা করিতে এবং চতুর্প্রত্যয়ের দ্বারা পূজা করিতে অভিলাষী হয়
—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে সকল বালক স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল ।

॥ পঞ্চমত বালকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

এক অনাগামিথের বস্তু । ৮

‘ছন্দজাতো’তি ইথং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো
একং অনাগামিথেরং আরব্ধ কথেসি ।

একদিবসএহি তং থেরং সন্ধিবহারিকা পুচ্ছংসু—‘অথি
পন বো, ভন্তে, বিসেসাধিগমো’তি ? ‘থেরো অনাগামি-
ফলং নাম গহট্ঠাপি পাপদুগন্তি, অরহত্তং পত্তকালেয়েব
তোহি সন্ধিং কথেস্সামী’তি হরায়মানো কিঞ্চিৎ অকথেন্নাব
কালকতো সুদ্ধাবাসদেবলোকে নিব্বন্তি । অথস্স সন্ধি-
বিহারিকা রোদিহা পরিদেবিহা সখা সন্তিকং গন্তা সখারং
বন্দিহা রোদন্তাব একমন্তং নিসীদিংসু । অথ নে সখা
‘কিং, ভিক্খবে, রোদথা’তি আহ । ‘উপজ্জায়ো নো,
ভন্তে, কালকতো’তি । ‘হোতু, ভিক্খবে, মা চিন্তায়িথ,

•

•

•

এক অনাগামী স্থবিরের উপাখ্যান । ৮ ।

‘জাতছন্দা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক অনাগামী
স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন ঐ (অনাগামী) ভিক্ষুকে সহবাসকারী ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘ভস্বে, আপনি বিশেষ কিছু মার্গফল লাভ করিয়াছেন কি ?’
স্থবির ‘অনাগামিফল গৃহস্থগণও লাভ করিতে পারে, অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিকালেই
ইহাদের সহিত কথা বলিব’ চিন্তা করিয়া লজ্জিত হইয়া কিছুই না
বলিয়া কালগত হইয়া সুদ্ধাবাস দেবলোকে উপপন্ন হইলেন । তখন
তাঁহার সহবাসকারী ভিক্ষুগণ রোদন করিয়া পরিদেবন করিয়া শাস্তার
নিকট যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া রোদনরত অবস্থাতেই একপাশে উপবেশন
করিলেন । তখন শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, রোদন
করিতেছ কেন ?’ ‘ভস্বে, আমাদের উপাখ্যান কালগত হইয়াছেন ।’ ‘হে
ভিক্ষুগণ, ঠিক আছে, চিন্তা করিলো না । ইহাই ত এবধর্ম ।’ ‘ভস্বে,

ধুবধম্মো নামেসো'তি । 'আম, ভন্তে, ময়ম্পি জানাম,
অপিচ ময় উপস্খারং বিদেসাধিগমং পদুচ্ছিম্হা, সো কিণ্ডি
অকথেহাব কালকতো, তেনম্হ দদুখিতা'তি । সখা,
'ভিক্ষবে, মা চিস্তিসিখ, উপস্খারেন বো অনাগামিফলং
পত্তং, সো 'গিহীপেতং পাপদুগিস্তি, অরহত্তং পস্খাব নেসং
কথেস্সামী'তি হরায়ন্তো তুম্হাকং কিণ্ডি অকথেহা কলং
কত্তা সুদ্ধাবাসে নিস্বত্তো, অস্সাসথ, ভিক্ষবে, উপস্খারো
বা কামেসদু অম্পটিবদ্ধাচিন্ততং পত্তো'তি বহ্বা ইম্মং
গাথমাহ—

‘ছন্দজাতো অনক্খাতে, মনসা চ ফুটো সিয়া ।

কামেসদু চ অম্পটিবদ্ধাচিন্তো, উদ্ধংসোতোতি বদুচ্চতী'তি । ২১৮ ।

তথ ‘ছন্দজাতো’তি কত্তুকামিতাবসেন জাতছন্দো উস্সাহ-
পত্তো । ‘অনক্খাতে’তি নিস্বানে । তএ'হি ‘অসদু কেন

*

*

*

আমরাও জানি । কিন্তু আমরা তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ মার্গফল লাভ
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কিছদু না বলিয়াই কালগত হইয়াছেন,
তাই আমরা দুঃখিত ।’ শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, চিন্তা করিয়ো না,
তোমাদের উপাধ্যায় অনাগামিফল প্রাপ্ত হইয়াছে । সে ‘গৃহীরাও ইহা লাভ
করিতে পারে, অহ'ত্ত্ব লাভ করিলেই ইহাদের বলিব’ চিন্তা করিয়া লজ্জিত
হইয়া তোমাদের কিছদু না বলিয়া কালগত হইয়া শুদ্ধাবাস দেবলোকে উৎপন্ন
হইয়াছে । হে ভিক্ষুগণ, তোমরা আশ্বস্ত হও, তোমাদের উপাধ্যায় কাম-
বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াছে’—বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অনিব'চনীয় নির্বাণে যাহার অভিলাষ জন্মিয়াছে, যাহার মন
(জ্ঞানালোকে) বিকশিত হইয়াছে, যাহার চিন্তা কামে অপ্রতিবন্ধ (= নির্লিপ্ত),
সেই আৰ্য'পুরুষ উৰ্ধ্বস্রোতা (অনাগামী) নামে অভিহিত হয় ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ২১৮ ।

অন্বয় : ‘ছন্দজাত’ অর্থাৎ কিছদু করিবার ইচ্ছাবশে ছন্দজাত উৎসাহ-

কতং বা নীলাদীসদ্‌ এবরুপং বা'তি অবত্ত্বতায় অনক্-
খাতং নাম । 'মনসা চ ফুটো সিয়া'তি হেট্ঠিমেহি তী'হ
মঙ্গফলচিস্তে'হি ফুটো পু'রিতো ভবেয্য । 'অপ্পটিবন্ধ-
চিস্তে'তি অনাগামিমঙ্গবসেন কামেসদ্‌ অপ্পটিবন্ধচিস্তো ।
'উদ্ধংসোতো'তি এবরুপো ভিক্‌খু অবিহেসদ্‌ নিব্বত্তিস্থা
ততো পট্ঠায় পটিসন্ধিবসেন একনিট্ঠং গচ্ছন্তো উদ্ধং-
সোতো'তি বুদ্ধতি, তাদিসো বো উপম্বায়ো'তি অথো ।

দেসনাবসানে তে ভিক্‌খু অরহত্ত্বফলে পতিট্ঠিহংসদ্‌,
মহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী'তি ।

। একঅনাগামিথেরবথু অট্ঠমং ।

*

*

*

প্রাপ্ত । 'অনাখ্যাতে' অর্থাৎ নির্বাণে । ইহা 'অমরকের দ্বারা কৃত বা নীলাদি
রঙের মধ্যে এইরূপ' বলিয়া অবস্তব্যতাহেতু অনাখ্যাত ।

'মনসা চ ফুটো সিয়া' অর্থাৎ অধোভাগীয় তিন প্রকার মার্গফলচিস্তের
দ্বারা বিকশিত ও পূর্ণ হয় । 'অপ্পটিবন্ধচিস্তো' অর্থাৎ অনাগামিমার্গবশে
কামে অপ্রতিবন্ধ (=নির্লিপ্ত) চিস্ত । 'উদ্ধংসোতো' অর্থাৎ এইরূপ ভিক্ষু
অবিহ দেবলোকে (=ষোড়শ ব্রহ্মলোকের মধ্যে দ্বাদশ ব্রহ্মলোক) উপন্ন হইয়া
সেখান হইতে প্রতিসন্ধিবশে অকনিষ্ঠ দেবলোকে গমনকালে উর্ধ্বস্রোতা নামে
খ্যাত হয় । তোমাদের উপাধ্যায় তাদৃশই এই অর্থ ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অহর্ভক্ষফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।
মহাজনের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

। এক অনাগামী স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বন্ধিয়বধু । ১

‘চিরপ্রবাসী’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা ইসিপতনে বিহরন্তো
নন্দিয়ং আরব্ভ কথেসি ।

বারাণসিয়ং কির সন্ধাসম্পন্নস্স কুলস্স নন্দিয়ো নাম পদুত্তো
অহোসি, সো মাতাপিতদং অনুরূপো সন্ধাসম্পন্নো সম্বুদ-
পট্ঠাকো অহোসি । অথস্স মাতাপিতরো বয়স্পত্তকালে
সম্বুদগেহতো মাতুলধীতরং রেবতিং নাম আনেতুকামা
অহেসদং । সা পন অস্সন্ধা অদানসীলা, নন্দিয়ো তং ন
ইচ্ছি । অথস্স মাতা রেবতিং আহ—‘অস্ম, ত্বং ইমস্মিং
গেহে ভিক্ষুসঙ্ঘস্স নিসজ্জনট্ঠানং উপলিম্পিহা
আসনানি পঞ্ণাপেহি, আধারকে ঠপেহি, ভিক্ষুদং
আগতকালে পত্তং গহেহা নিসীদাপেহা ধম্মকরণেন পানীয়ং
পরিস্সাবেহা ভুত্তকালে পত্তে ধোব, এবং মে পদুত্তস্স

*

*

*

বন্ধিয়ার উপাখ্যান । ১ ।

‘চিরপ্রবাসী’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ইসিপতনে অবস্থানকালে নন্দিয়কে
উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

বারাণসীতে এক শ্রদ্ধাসম্পন্ন পরিবারে নন্দিয় নামক এক পুত্র ছিল ।
সে মাতাপিতার অনুরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিত ।
একদিন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাপিতা সম্বুদের গৃহ হইতে মাতুলকন্যা
রেবতীকে তাহার জন্য আনিতে চাহিলেন । কিন্তু রেবতী শ্রদ্ধাবতী ছিল না
এবং দানশীলও ছিল না, তাই নন্দিয় তাহাকে পছন্দ করে নাই । তখন মাতা
রেবতীকে বলিলেন—‘মা, তুমি এই গৃহে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য বসিবার স্থান
লেপন করিয়া আসনগদূলি বিছাইয়া দাও, (ভিক্ষাপাত্র রাখিবার) আধারক-
গদূলি সাজাইয়া রাখ, ভিক্ষুরা আসিলে তাহাদের পাত্র লইয়া উপবেশন
করাইয়া, জল-ছাঁকনির দ্বারা পানীয়জল ছাঁকিয়া, ভোজনাঙ্কে পাত্র ধোত

আরাধিতা ভবিষ্যসী'তি । সা তথা অকাসি । অথ নং
'ওবাদক্'খমা জাতা'তি পদুস্তস্স আরোচেত্বা তেন সাধু'তি
সম্পটিচ্ছিতে দিবসং ঠপেত্বা আবাহং করিংসু ।

অথ নং নন্দিয়ো আহ—'সচে ভিক্ষুসঙ্ঘেণ মাতাপিতরো
চ মে উপট্ঠহিস্সসি, এবং ইমস্মিং গেহে বসিতুং লভিস্সসি,
অম্পমত্তা হোহী'তি । সা সাধু'তি পটিম্সদ্বিগত্বা কতিপাহং
সন্ধা বিয় হুত্বা ভত্তারং উপট্ঠহন্তী ত্বে পদুত্তে বিজায়ি ।
নন্দিয়স্সাপি মাতাপিতরো কালমকংসু, গেহে সৰ্ব্বিস্সরিয়ং
তস্সায়েব অহোসি । নন্দিয়োপি মাতাপিতরুণং কাল-
কিরিয়তো পট্ঠায় মহাদানপতি হুত্বা ভিক্ষুসঙ্ঘস্স দানং
পট্ঠপেসি । কপণান্নিকাদীনস্পি গেহদ্বারে পাকবত্তং পট্ঠ-
পেসি । সো অপরভাগে সখু ধম্মদেশনং সুত্বা আবাস-
দানে আনিসংসং সল্লক্'থেত্বা ইসিপতনে মহাবিহারে চতু'হি

*

*

*

কর—তাহা হইলে আমার পুত্র তোমাকে পছন্দ করিবে ।' সে তাহাই করিল ।
তখন তাহাকে 'উপদেশযোগ্যা হইয়াছে' দেখিয়া পুত্রকে জানাইলে পুত্র 'সাধু'
বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে মাতাপিতা শ্রুতদিন দেখিয়া (রেবতীর সঙ্গে)
পুত্রের বিবাহ দিলেন ।

একদিন নন্দিয় তাহাকে (=রেবতীকে) বলিল—'যদি ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং
আমার মাতাপিতার সেবা করিতে পার তাহা হইলে এই গৃহে থাকিতে
পারিবে । তুমি অপ্রমত্ত হও ।' সে 'সাধু' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া
কিছুদিন শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিয়া স্বামীকে সেবা করিতে করিতে দুইটি পুত্রের
জন্ম দিল । নন্দিয়ের মাতাপিতাও কালগত হইলেন । গৃহের যাহা কিছু
ভোগসম্পত্তি তাহারই হইল । নন্দিয়ও মাতাপিতার মৃত্যুদিবস হইতে
মহাদানপতি হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিতে লাগিল । গৃহদ্বারে প্রত্যহ
ভিখারী এবং আগন্তুকদের জন্য অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিল । আর একদিন
সে শাস্ত্রার ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া আবাসদানের পুণ্যফলের কথা জানিয়া
ইসিপতন মহাবিহারে প্রত্যেকটি চারি প্রকোষ্ঠ সম্বলিত চারিটি হলঘর

গম্ভেহি পটিমন্ডিতং চতুসালং কারেত্বা মণ্ডপীঠাদীনি
অথরাপেত্বা তং আবাসং নিয্যাদেত্তো বুদ্ধপ্ৰমুখস্স ভিক্ষু-
সঙ্ঘস্স দানং দত্ত্বা তথাগতস্স দক্খিণোদকং অদাসি । সথু
হথে দক্খিণোদকপতিত্ঠানেন সন্ধিংযেব তাবতিংসদেব-
লোকে সৰ্ব্বদিসাসু দ্বাদসযোজনিকো উদ্ধং যোজনসতুস্বেধো
সত্তরতনময়ো নারীগণসম্পন্নো দিব্বপাসাদো উৎগচ্ছি ।

অথেকদিবসে মোংগল্লানথেরো দেবচারিকং গন্ত্বা তস্স
পাসাদস্স অবিদুরে ঠিতো অন্তনো সন্তিকে আগতে
দেবপুত্তে পদ্বিচ্ছি—‘কস্সেসো অচ্ছরাগণপরিবত্তো দিব্ব-
পাসাদো নিব্বত্তো’তি ? অথস্স দেবপুত্তা বিমানসামিকং
আচিক্খন্তা আহংসু—‘ভস্কে, যেন নন্দিয়েন নাম গহপতি-
পুত্তেন ইসিপতনে সথু বিহারং কারেত্বা দিন্নো, তস্সথায়
এতং বিমানং নিব্বত্ত’ন্তি । অচ্ছরাসঙ্ঘোপি নং দিব্বা
পাসাদতো ওরোহিত্বা আহ—‘ভস্কে, ময়ং নন্দিয়স্স পরি-

*

*

*

প্রস্তুত করাইয়া মণ্ডপীঠাদি বিছাইয়া দিয়া সেই আবাস বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-
সঙ্ঘকে দান দিয়া তথাগতের সম্মুখে জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিয়া দিল ।
শাস্ত্রার হস্তে দক্ষিণোদক ঢালার সঙ্গে সঙ্গে তাবতিংস দেবলোকে সর্বদিকে
দ্বাদশ যোজন সমান্বিত এবং উর্ধ্বে একশত যোজন উচ্চ সত্তরতনময় অস্রাগণ-
সম্পন্ন দিব্য প্রাসাদ উৎখিত হইল ।

একদিন মহামৌদ্‌গল্যান্ন স্ফুবিব দেবলোকে বিচরণকালে সেই প্রাসাদের
নিকটে নিজের নিকট আগত দেবপুত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘অস্রাগণ
পরিবৃত্ত এই দিব্য প্রাসাদ কাহার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে ?’ দেবপুত্রগণ
কিমান্‌স্বামীর কথা বলিতে যাইয়া বলিলেন—‘ভস্কে, যে নন্দিয় নামক
গহপতিপুত্র ইসিপতনে শাস্ত্রার জন্য বিহার নিৰ্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার
জন্য এই বিমান উৎপন্ন হইয়াছে ।’ অস্রাসঙ্ঘও তাহাকে দেখিয়া প্রাসাদ
হইতে অবতরণ করিয়া বলিল—‘ভস্কে, আমরা নন্দিয়ের পরিচারিকা হইব

চারিকা ভবিষ্যামাণীত ইধ নিম্বত্তা, তং পন অপস্সন্তী
 অতিবয় উক্কণ্ঠিতম্হা, মত্তিকপাতিং ভিন্দিয়া সুবল্লপাতি-
 গহণং বিয় মনুস্সসম্পত্তিং জাহিয়া দিব্বসম্পত্তিগহণং,
 ইধাগমনথায় নং বদেয়াথাণীতি । থেরো ততো আগন্হা
 সথারং উপসস্কমিহা পুচ্ছি—‘নিম্বত্ততি নু খো, ভস্কে,
 মনুস্সলোকে ঠিতানংযেব কতকল্যাণানং দিব্বসম্পত্তী’তি ।
 ‘মোংগল্লান, ননু তে দেবলোকে নন্দিয়স্স নিম্বত্তা দিব্ব-
 সম্পত্তি সামং দিট্ঠা, কস্মা মং পুচ্ছসী’তি । ‘এবং,
 ভস্কে, নিম্বত্ততী’তি ।

অথ নং সথা, ‘মোংগল্লান, কিং নামেতং কথেসি । যথা হি
 চিরম্পবদুট্ঠং পুত্তং বা ভাতরং বা বিম্পবাসতো আগচ্ছন্তং
 গামদ্বারে ঠিতো কোচিদেব দিম্বা বেগেন গেহং আগন্হা—
 ‘অসুদকো নাম আগতো’তি আরোচেয়া, অথস্স এণাতকা

*

*

*

বলিয়া এখানে উৎপন্ন হইয়াছি । তাঁহাকে না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত
 উৎকণ্ঠিত হইয়াছি । মৎপাত্র ভিন্ন করিয়া সুবর্ণপাত্র গ্রহণের ন্যায় তাঁহাব
 মনুষ্যসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দিব্যসম্পত্তি গ্রহণ । এখানে আসিবার জন্য
 তাঁহাকে বলিবেন ।’ স্থবির সেই স্থান হইতে আসিয়া শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত
 হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভস্কে, মনুষ্যালোকে জীবিত থাকিতেও কি
 পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয় ?

‘মৌদগল্যায়ন, দেবলোকে নন্দিয়ের জন্য উৎপন্ন দিব্যসম্পত্তি ত তুমি
 নিজেই দেখিয়া আসিয়াছ, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?

‘হ্যাঁ ভস্কে, উৎপন্ন হয় ।’

তখন শাস্ত্রা তাহাকে বলিলেন—‘মৌদগল্যায়ন, এইরূপ বলিতেছ কেন ?
 যথা চিরপ্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা প্রবাস হইতে আসিলে গ্রামদ্বারে স্থিত কোন
 ব্যক্তি দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া ‘অমদক ব্যক্তি আসিয়াছে’ বলিয়া জ্ঞাপন করিলে
 আগন্তুক ব্যক্তির জ্ঞাতিগণ স্রষ্টতুল্য হইয়া দ্রুত বাহির হইয়া ‘বাবা তুমি

হট্ঠপহট্ঠা বেগেন নিক্খমিত্বা ‘আগতোসি, তাত, অরোগোসি, তাতা’তি তং অভিনন্দেয়দ্যং, এবমেব ইধ কতকল্যাণং ইথিং বা পদুরিসং বা ইমং লোকং জহিত্বা পরলোকং গতং দসবিধং দিব্বপল্লাকারং আদায় ‘অহং পদুরতো, অহং পদুরতো’তি পচ্চুগ্গন্ত্বা দেবতা অভিনন্দন্তী’তি বহ্বা ইমা গাথা অভাসি—

‘চিরম্পবাসিং পদুরিসং, দুরতো সোথিমাগতং ।

এগ্গতিমন্তা সদ্ধজ্জা চ, অভিনন্দন্তি আগতং ॥ ২১৯ ॥

‘অথেব কতপদুএঃএম্পি, অস্মা লোকা পরং গতং ।

পদুএঃএগ্গানি পটিগগ্হন্তি, পিয়ং এগাতীব আগত’ন্তি ॥

২২০ ॥

তথ ‘চিরম্পবাসি’ন্তি চিরম্পবদুট্ঠং । ‘দুরতো সোথিমাগত’ন্তি বণিজ্জং বা রাজপোরিসং বা কহ্বা লঙ্কলাভং নিপ্ফন্নসম্পত্তিং অনুপদ্দবেন দুরট্ঠানতো আগতং ।

*

*

*

আসিয়াছ ? বাবা, তুমি ভাল আছ ত ?’ বলিয়া অভিনন্দন জানায়, ঠিক তদ্রূপ কৃতপদ্য স্ত্রী বা পদুরুষ ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গেলে দশবিধ দিব্য উপহার লইয়া ‘আমি আগে, আমি আগে’ বলিয়া প্রত্যাগমন করিয়া দেবগণ তাহাকে অভিনন্দিত করেন—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘দীর্ঘদিন প্রবাসী দূরদেশ হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলে জ্ঞাতি-মিত্র ও সন্মুদগগণ স্মেন তাহার আগমন অভিনন্দিত করে, তদ্রূপ পদ্যবানও ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিলে তাহার পদ্যসমূহ আগত প্রিয় জ্ঞাতির ন্যায় তাহাকে সাদরে গ্রহণ করে ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ২১৯-২২০ ।

অর্থ : ‘চিরম্পবাসিং’ অর্থাৎ চিরপ্রবাসী । ‘দুরতো সোথিমাগতং’ অর্থাৎ বাণিজ্য বা রাজকাৰ্য্য করিয়া লঙ্কলাভী নিপ্পন্ন সম্পত্তি ব্যক্তি নিরুপদ্রবে দূরস্থান হইতে আগত হইলে তাহাকে । ‘এগ্গতিমন্তা সদ্ধজ্জা চ’ কুলসম্বন্ধবশে

‘ঞাতিমিত্তা সদ্বজ্জা চা’তি কুলসম্বন্ধবসেন ঐগাতী চ
 সন্দিট্ঠাদিভাবেন মিত্তা চ সদ্বদয়ভাবেন সদ্বজ্জা চ ।
 ‘অভিনন্দন্তি আগত’ন্তি নং দিম্বা আগতন্তি বচনমত্তেন বা
 অঞ্জলিকরণমত্তেন বা গেহসম্পত্তং পন নানস্পকারপল্লা-
 কারাভিহরণবসেন অভিনন্দন্তি । ‘তথেবা’তি তেনেবাকারেন
 ‘কতপদ্মে’ পদ্মগলং ইমস্মা লোকা পরলোকে গতং
 দিব্বং আয়ুবল্লসুখসআধিপতেষ্যং, দিব্বং রূপসন্দগন্ধরস-
 ফোট্ঠবন্তি ইমং দসবিধং পল্লাকারং আদায় মাতাপিতৃ-
 ঠানে ঠিতানি পদ্মে’ঞানি অভিনন্দন্তানি পটিগ্গহন্তি ।
 ‘পিয়ং ঐগাতীব’তি ইহলোকে আগতং সেসঞাতকা
 বিয়াতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধসুতী ।

। নন্দিয়বত্থু নবমং ।

॥ পিয়বগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ॥

। সোলসমো বগ্গো ।

জ্ঞাতি, বন্ধুভাবের দ্বারা মিত্র এবং সদ্বদয় ভাবের দ্বারা সদ্বজ্জা । ‘অভিনন্দন্তি
 আগতং’ তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে এই কথা শোনামাত্রই অঞ্জলিবদ্ধ হওয়া এবং
 গুঁহে আগত হইলে নানা প্রকারের উপহার-সামগ্রীর দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত
 করে । ‘তথেব’ অর্থাৎ সেই প্রকারে কৃতপদ্য ব্যক্তিকেও ইহলোক হইতে
 পরলোকে ষাইলে দিব্য আয়ু-বর্ণ-সুখ-বশ-আধিপত্য এবং দিব্য রূপ-শব্দ-
 গন্ধ-রস-স্পর্শত্যা এই দশবিধ উপহার লইয়া মাতাপিতার ন্যায় পদ্যসমূহ
 তাহার অভিনন্দন করিতে করিতে সাদরে গ্রহণ করে । ‘পিয়ং ঐগাতীব’ অর্থাৎ
 ইহলোকে অগত প্রিয় জ্ঞাতিকে অন্যান্য জ্ঞাতিগণ ঘেরূপ করিয়া থাকে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

। নন্দিয়ের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

॥ প্রিয়বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

॥ ষোড়শতম বর্গ ॥

১৭। কোথবগ্গো

রোহিনীখন্তিয়কএংঞাবথু। ১

‘কোথং জহে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা নিগ্গোধারামে বিহ-
রন্তো রোহিনিং নাম খন্তিয়কএংঞং আরব্ভ কথেসি।

একস্মিং কির সময়ে আয়স্মা অনুরুদ্ধো পণ্ডসতোহি
ভিক্খুহি সন্ধিং কপিলবথুং অগমাসি। অথস্স এতাকা
‘থেরো আগতো’তি সদ্ধা থেরস্স সন্তিকং অগমংসু ঠপেত্বা
রোহিনিং নাম থেরস্স ভগিনিং। থেরো এতাকে পদ্বিচ্ছ
‘কহং রোহিনী’তি? ‘গেহে, ভন্তে’তি। ‘কস্মা ইধ
নাগতা’তি? ‘সরীরে তস্সা ছবিরোগো উম্পন্নোতি লঙ্জায়
নাগতা, ভন্তে’তি। থেরো ‘পক্কোসথ ন’ন্তি পক্কোসাপেত্বা
পটকণ্ডকং পটিমুদ্বিগ্গত্বা আগতং এবমাহ—‘রোহিনি, কস্মা

*

*

*

১৭। ক্লোথবগ্গ

ক্ষত্রিয়কণ্ঠা রোহিণীর উপাখ্যান। ১।

‘ক্লোথ ত্যাগ করিবে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ন্যাগ্গোধারামে অবস্থান-
কালে রোহিণী নামক ক্ষত্রিয়কন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন।

এক সময় আয়ুস্মান অনুরুদ্ধ পণ্ডশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া কপিলবস্তুতে
গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্ঞাতিগণ ‘স্থবির আসিয়াছেন’ শুনিয়া স্থবিরের
নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু ভগিনী রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। স্থবির
জ্ঞাতিদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘রোহিণী কোথায়? “ভস্কে, গৃহে আছে।’
‘এখানে আসে নাই কেন?’ ‘তাহার শরীরে চর্মরোগ উৎপন্ন হইয়াছে, তাই
লঙ্জায় আসে নাই, ভস্কে।’ স্থবির ‘তাহাকে ডাক’ বলিয়া ডাকাইয়া
আনিলেন। সে কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দ্বারা নানা স্থানে বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত
হইল। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—‘রোহিণি, তুমি আস নাই কেন?’

নাগতাসী'তি ? সরীরে মে, ভন্তে, ছবিরোগো উম্পম্মো,
 তস্মা লজ্জায় নাগতাম্‌হী'তি । 'কিং পন তে পদুণ্ণং
 কাতুং ন বট্টতী'তি ? 'কিং করোমি, ভন্তে'তি ? 'আসন-
 সালং কারেহী'তি । 'কিং গহেহ্মা'তি ? 'কিং তে
 পসাধনভ'ডকং নথী'তি ? 'অথি, ভন্তে'তি । 'কিং
 মূল'ন্তি ? 'দসসহস্সমূলং ভবিস্সতী'তি । 'তেন হি তং
 বিস্সম্ভেজ্জা আসনসালং কারেহী'তি । 'কো মে, ভন্তে,
 কারেস্সতী'তি ? থেরো সমীপে ঠিতঞাতকে ওলোকেহ্মা
 'তুম্‌হাকং ভারো হোতু'তি আহ । 'তুম্‌হে পন, ভন্তে,
 কিং করিস্সথা'তি ? 'অহম্পি ইধেব ভবিস্সামী'তি ।

*

*

*

'ভন্তে, আমার শরীরে চর্ম‌রোগ উৎপন্ন হইয়াছে । তাই লজ্জায় আসি
 নাই ।'

'তোমার কি পদুণ্য করা উচিত নহে ?'

'ভন্তে, কি করিব ?'

'আসনশালা নির্মাণ কর ।'

'কি দিয়া ?'

'তোমার কি প্রসাধনদ্রব্য (অলঙ্কারাদি) নাই ?'

'ভন্তে, আছে ।'

'ইহার মূল্য কত ?'

'দশ সহস্র হইবে ।'

'তাহা হইলে উহা বিক্রয় করিয়া আসনশালা নির্মাণ কর ।

'ভন্তে, কে করিবে ?'

স্ববির পাশে স্থিত জ্ঞাতীদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

'তোমাদের উপরই দায়িত্ব থাকিল ।'

'ভন্তে, আপনি কি করিবেন ?'

'আমিও এখানেই থাকিব ।'

‘তেন হি এতিস্সা দম্বসম্ভারে আহরথা’তি । তে ‘সাধু, ভন্তে’তি আহরিসু ।

থেরো আসনসালং সংবিদহন্তো রোহিণিং আহ—
‘দ্বিভূমিকং আসনসালং কারেহা উপরি পদরানং দিন-
কালতো পট্ঠায় হেট্ঠাসালং নিবন্ধং সম্মজ্জহা আসনানি
পঞ্ঞাপেহি, নিবন্ধং পানীয়ঘটে উপট্ঠাপেহী’তি ।
সা ‘সাধু, ভন্তে’তি পসাধনভণ্ডকং বিস্সজ্জহা দ্বিভূমিক-
আসনসালং কারেহা উপরি পদরানং দিনকালতো পট্ঠায়
হেট্ঠাসালং সম্মজ্জনাদীনি অকাসি । নিবন্ধং ভিক্খু
নিসীদন্তি । অথস্সা আসনসালং সম্মজ্জন্তিযাব ছবি-
রোগো মিলায়ি । সা আসনসালায় নিট্ঠিতায় বুদ্ধপম্মুখং
ভিক্খুসঙ্ঘং নিমন্তেহা আসনসালং পুরেহা নিসিন্ধস্স
বুদ্ধপম্মুখস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স পণীতং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং

*

*

*

‘তাহা হইলে ইহার জন্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া আইস ।’

‘ভস্তু, বেশ তাহাই হউক ।’

স্থবির আসনশালা নির্মাণের কাজ তদারক করিতে করিতে রোহিণীকে
বলিলেন—

‘দ্বিতল আসনশালা নির্মাণ করাইয়া উপরে প্রদর (—কাঠের তক্তা) প্রদস্ত
হইবার সময় হইতে নীচের হলঘর প্রত্যহ সম্মার্জিত করিয়া আসনগদূলি
বিছাইয়া দিবে, প্রত্যহ পানীয়ঘট স্থাপিত করিবে ।’ রোহিণী ‘বেশ ভস্তু’
বলিয়া প্রসাধনদ্রব্য বিক্রয় করিয়া দ্বিতল আসনশালা প্রস্তুত করাইয়া উপরে
প্রদর প্রদস্ত হইবার সময় হইতে নীচের হলঘর সম্মার্জিত করা এবং অন্যান্য
কাজ সম্পন্ন করিত । প্রত্যহ ভিক্ষুগণ সেখানে উপবেশন করিতেন । এই
ভাবে (প্রত্যহ) আসনশালা সম্মার্জিত করিতে থাকিলে একদিন তাহার
চর্মরোগ মিলাইয়া গেল । আসনশালার কাজ সম্পূর্ণ হইলে সে বুদ্ধপ্রমুখ
ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসনশালা পূর্ণ করিয়া উপবিষ্ট বুদ্ধপ্রমুখ

অদাসি । সখা কতভক্তিকিছো ‘কসেসতং দান’ন্তি পদীচ্ছ ।
 ‘ভগিনিয়া মে, ভন্তে, রোহিনিয়া’তি । ‘সা পন কহ’ন্তি ?
 ‘গেহে, ভন্তে’তি । ‘পক্কোসথ ন’ন্তি । সা আগন্তুং ন
 ইচ্ছি । অথ নং সখা অনিচ্ছমানম্পি পক্কোসাপেসিসেব ।
 আগন্ত্বা চ পন বন্দিয়া নিসিন্নং আহ—‘রোহিনি, কস্মা
 নাগমিত্বা’তি ? ‘সরীরে মে, ভন্তে, ছবিরোগো অস্থি,
 তেন লজ্জমানা নাগতাম্’হী’তি । ‘জানাসি পন কিং তে
 নিম্মসায় এস উম্পন্নো’তি ?’ ‘ন জানামি ভন্তে’তি । তব কোথং
 নিম্মসায় উম্পনো এসো’তি । ‘কিং পন মে, ভন্তে,
 কত’ন্তি ?’ ‘তেন হি সদুগাহী’তি । অথস্সা সখা অতীতং
 আহরি ।

*

*

*

ভিক্ষুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য প্রদান করিল । ভোজনকৃত্যবসানে শান্তা
 জিজ্ঞাসা করিলেন—‘এই দান কাহার ?’

‘ভন্তে, আমার ভগিনী রোহিনীর ।’

‘সে কোথায় ?’

‘ভন্তে, গৃহে ।’

‘তাহাকে ডাক ।’ সে আসিতে ইচ্ছা করিলনা । তখন শান্তা সে
 অনিচ্ছক হইলেও তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন । সে আসিয়া বন্দনা করিয়া
 উপবেশন করিলে শান্তা বলিলেন—‘রোহিনী, তুমি আস নাই কেন ?’ ‘ভন্তে,
 আমার শরীরে চর্মরোগ আছে, তাই লজ্জায় আসি নাই ।’ ‘তুমি কি জান,
 কি কারণে তোমার এই চর্মরোগ হইয়াছে ?’

‘ভন্তে, জানি না ।’

‘তোমার ক্রোধের জন্য এই রোগ হইয়াছে ।’

‘ভন্তে, আমি কি করিয়াছিলাম ?’

‘তাহা হইলে শ্রবণ কর ।’

শান্তা অতীতের ঘটনা তাহার নিকট বিবৃত করিলেন ।

অতীতে বারাগসিরঞ্জে অঙ্গমহেসী একিঙ্গা রঞ্জে
নাটকিখিয়া আঘাতং বন্ধিত্বা ‘দুঃখমঙ্গা উপাদেমঙ্গা-
মী’তি চিন্তিত্বা মহাকচ্ছুফলানি আহরাপেত্বা তং নাটকিখিং
অন্তনো সন্তিকং পক্কোসাপেত্বা যথা সা ন জানাতি, এবমঙ্গা
সয়নে চেব পাবারকোজবাদীনং অন্তরেসু কচ্ছুচুন্নানি
ঠপাপেসি, কেলিং কুরুমানা বিয় তঙ্গা সরীরেপি ওকিরি ।
তং খণ্ডেব তঙ্গা সরীরং উপক্কুপক্কং গণ্ডাগণ্ডজাতং
অহোসি । সা কণ্ডুবন্তী গন্ত্বা সয়নে নিপঞ্জি, তদ্যাপিঙ্গা
কচ্ছুচুন্নোহি খাদিয়মানায় খরতরা বেদনা উপঞ্জি । তদা
অঙ্গমহেসী রোহিনী অহোসীতি ।

সখা ইমং অতীতং আহরিষ্বা, ‘রোহিনি, তদা তয়াবেতং
কম্মং কতং । অঙ্গমন্তকোপি হি কোধো বা ইঙ্গা বা
কাতুং ন যদন্তরূপো এবা’তি বস্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

অতীতে বারাগসীরাজের অগ্রমহিষী রাজার এক নর্তকীর ক্ষতি করার
উদ্দেশ্যে ‘তাহাকে কণ্ট দিব’ চিন্তা করিয়া বড় বড় কচ্ছু ফল (যাহাকে গায়ে
লাগাইলেই চুলকানি হয়) আনাইয়া সেই নর্তকীকে কাছে ডাকিয়া আনিলেন
এবং সে না জানে মত তাহার বিছানায়, পরিধেয় বস্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে, জামার
ভিতরে কচ্ছুচূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন । যেন মজা করিতেছেন এইভাবে তাহার
শরীরে কচ্ছু চূর্ণ ছড়াইয়া দিলেন । সেই মূহুর্তেই তাহার শরীর ফুলিয়া
উঠিল, সমস্ত শরীর ফোঁড়ায় পূর্ণ হইয়া গেল । সে কণ্ডুয়ন করিতে করিতে
(= চুলকাইতে চুলকাইতে) বিঝানায় শূন্য হইয়া পড়িল । সেখানেও কচ্ছুচূর্ণ
ছড়ানো থাকতে তাহার কণ্ট আরও বাড়িয়া গেল । সেই অগ্রমহিষী ছিল
এই রোহিণী ।

শাস্তা অতীতের এই ঘটনা ব্যস্ত করিয়া বলিলেন—‘রোহিণি, তখন তুমিই
এই কাজ করিয়াছিলে । অঙ্গমাত্রায় হইলেও ক্রোধ বা ঈর্ষা করা যুক্তিযুক্ত
নহে’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘কোথং জহে বিম্পজহেযা মানং,
সংযোজনং সস্বমতিক্রমেয্য ।

তং নামরূপস্মিমসজ্জমানং,
অকিঞ্চনং নান্দপতন্তি দদুখাতি ॥ ২২১ ॥

তথ ‘কোথ’ন্তি সস্বাকারম্পি কোথং নববিধম্পি মানং জহেয্য । ‘সংযোজন’ন্তি কামরাগসংযোজনাদিকং দস-বিধম্পি সস্বসংযোজনং অতিক্রমেয্য । ‘অসজ্জমান’ন্তি অলগ্গমানং । যো হি ‘মম রূপং মম বেদনা’তি আদিনা নয়েন নামরূপং পটিগ্গহাতি, তস্মিৎচ ভিজ্জমাণে সোচতি বিহৎ-এতি, অয়ং নামরূপস্মিং সজ্জতি নাম । এবং অগ্গহন্তো অবিহৎ-এন্তো ন সজ্জতি নাম । তং পদুগলং এবং অসজ্জমানং রাগাদীনং অভাবেন অকিঞ্চনং দদুখা নাম নান্দপতন্তীতি অথো । দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীন পাপদুগ্গিংসুতি ।

*

*

*

‘কোথ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর । যে নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখরাশি তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে না ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২২১ ।

অর্থ : ‘কোথ’ সমস্ত প্রকারের কোথ এবং নববিধ মান পরিত্যাগ করা উচিত । ‘সংযোজন’ কামরাগ সংযোজনাদি দশবিধ সংযোজন (= বন্ধন) অতিক্রম করিতে হইবে । ‘অসজ্জমান’ অলগ্গমান অর্থাৎ নির্লিপ্ত । যে ব্যক্তি ‘আমার রূপ, আমার বেদনা’ ইত্যাদি উপায়ে নামরূপ প্রতিগ্রহণ করে, তাহা ভিন্ন হইলে শোক করে এবং মনস্তাপ ভোগ করে, এইরূপ ব্যক্তি নামরূপে আসক্ত হয় । নামরূপকে গ্রহণ না করিলে মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না এবং নামরূপে আসক্ত বলা যায় না । এইরূপ অনাসক্ত সেই পদুগলকে এবং রাগাদির অভাবে অকিঞ্চন পদুগলকে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না— এই অর্থ । দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

রোহিণীপ সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিতা, তৎখণ্ডেৎসেবস্সা
সরীরং সদ্বল্লবল্লং অহোসি ।

সা ততো চুতা তাবতিংসভবনে চতুন্নং দেবপদন্তানং সীমন্তরে
নিব্বত্তিত্বা পাসাদিকা রূপসোভগ্গাপত্তা অহোসি ।
চত্তারোপি দেবপদন্তা তং দিম্বা উপ্পন্নসিনেহা হুত্বা ‘মম
সীমায় অন্তো নিব্বত্তা, মম সীমায় অন্তো নিব্বত্তা’তি
বিবদন্তা সঙ্কম্স দেবরৎসেব সন্তিকং গম্বা, ‘দেব, ইমং নো
নিম্সায় অড্ডো উপ্পন্নো, তং বিনিচ্ছিনাথা’তি আহংসু ।
সক্কোপি তং ওলোকেত্বাব উপ্পন্নসিনেহো হুত্বা এবমাহ—
‘ইমায় বো দিট্ঠকালতো পট্ঠায় কথং চিন্তানি উপ্পন্না-
নী’তি । অথেকো আহ—‘মম তাব উপ্পন্নচিন্তং সঙ্গামভেরি
বিয় সন্নিসীদিতুং নাসক্খী’তি । দদ্বিতয়ো ‘মম চিন্তং
পব্বতনদী বিয় সীঘং পবত্ততিষেবা’তি । ততীয়ো
‘মম ইমিস্সা দিট্ঠকালতো পট্ঠায় কক্কটম্স বিয়

*

*

*

রোহিণীও সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল । তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর
সদ্বর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইল ।

সে (=রোহিণী) সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তাবতিংস ভবনে চারিজন
দেবপদন্তের সীমার মধ্যে উৎপন্ন হইয়া সুন্দরী এবং রূপসোভাগ্যপ্রাপ্তা
হইয়াছিল । চারিজন দেবপদন্ত তাহাকে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া ‘আমার সীমায়
উৎপন্ন হইয়াছে, আমার সীমায় উৎপন্ন হইয়াছে’ বলিয়া বিবাদ করিতে
করিতে দেবরাজ শস্তের নিকট যাইয়া বলিল—‘মহারাজ, ইহার (=রোহিণী)
কারণে আমাদের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হইয়াছে । আপনি বিচার করিয়া
দিন । শত্রুও সেই রমণীকে দেখামাত্রই প্রেমাসক্ত হইলেন এবং তাহাকে
বলিলেন—‘ইহাকে দেখার পর হইতে তোমাদের চিন্তে কি উদ্ভিত হইয়াছিল ?’
একজন বলিল—‘আমার চিন্ত যুদ্ধভেরীর ন্যায় শাস্ত হইতেছে না ।’ দ্বিতীয়
‘আমার চিন্ত পার্বত্য নদীর ন্যায় দ্রুত ধাবিত হইতেছে ।’ তৃতীয় ‘ইহাকে
দেখার পর হইতে আমার চক্ষুদুগল কক্কটের চক্ষুর ন্যায় বহির্গত হইয়াছে ।

অক্খীনি নিক্খমিংসু'তি । চতুথো 'মম চিন্তং
 চেতিয়ে উস্সাপিতধজো বিয় নিচ্চলং ঠাতুং নাসক্খী'তি ।
 অথ নে সঙ্কো আহ—'তাতা, তুম্হাকং তাব
 চিন্তানি পসয়্হরুপানি, অহং পন ইমং লভন্তো জীব-
 স্সামি, অলভন্তুস্স মে মরণং ভবিস্সতী'তি । দেবপদন্তা,
 'মহারাজ, তুম্হাকং মরণেন অথো নথী'তি তং সঙ্কস্স
 বিস্সম্ভেজ্জা পক্কমিংসু । সা সঙ্কস্স পিয়া অহোসি মনাপা ।
 'অসুদুককীলং নাম গচ্ছামা'তি বদন্তে সঙ্কো তস্সা বচনং
 পটিক্খপিপতুং নাসক্খী'তি ।

॥ রোহিনীখণ্ডিয়কণ্ডোপাখ্যান পঠমং ॥

*

*

*

চতুর্থ 'আমার চিন্তা চৈতে উদ্ভীন ধনজার ন্যায় নিশ্চল থাকিতে পারিতেছে
 না ।' তখন শত্রু তাহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, তোমাদের চিন্তা যাহা হউক
 সহ্যের সীমার মধ্যে আছে, কিন্তু ইহাকে লাভ করিলে জীবন ধারণ করিব,
 নচেৎ আমার মৃত্যু অবধারিত ।' দেবপদন্তগণ—'মহারাজ, আপনার মৃত্যুর
 প্রয়োজন নাই' বলিয়া রোহিণীকে তাঁহার নিকট অপর্ণ করিয়া প্রস্থান করিল ।
 রোহিণী শত্রুর খুব প্রিয় এবং আদরের হইল । 'মহারাজ, চলুন আমরা
 ঐ ক্রীড়ায় রমিত হই' বলিলে শত্রু রোহিণীর কথা উপেক্ষা করিতে পারিতেন
 না ।'

॥ ক্ষত্রিয়কন্যা রোহিণীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অণ্ড্ৰোত্তরভিক্খুবখু । ২

‘যো বে উম্পতিত’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা অণ্ণালবে
চৈতিয়ে বিহরন্তো অণ্ণ্ণতরং ভিক্খুং আরম্ভ কথেসি ।
সথারাহি ভিক্খুসঙ্ঘস্স সেনাসনে অনন্দ্ৰ্ণ্ণাতে রাজ-
গহসেট্ঠিআদীহি সেনাসনেসদ্দ করিয়মানেসদ্দ একো
আলবিকো ভিক্খু অন্তনো সেনাসনং করোন্তো একং
মনাপরদ্দুখং দিম্বা ছিন্দিতুং আরম্ভি । তথ পন নিম্বত্তা
একা তরুণপদ্ভা দেবতা পদ্ভুং অঞ্চেনাদায় ঠিতা যাচি
‘মা মে, সামি, বিমানং ছিন্দি, ন সঙ্খিস্সামি পদ্ভুং
আদায় অনাবাসা বিচারিতু’ন্তি । সো ‘অহং অণ্ণ্ণে
ঈদিসং রদ্দুখং ন লভিস্সামী’তি তস্সা বচনং নাদিয়ি ।
সা ‘ইমম্পি তাব দারকং ওলোকেত্বা ওরমিস্সতী’তি পদ্ভুং

*

*

*

জৈনিক ভিক্ষুর উপাখ্যান । ২ ।

‘যে উৎপন্ন ক্রোধকে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা অণ্ণালব চৈতে্যে অবস্থান-
কালে জৈনিক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাস্তা যখন ভিক্ষুদের জন্য বাসস্থান অনুমোদন করেন তখন রাজগৃহ-
শ্রেষ্ঠি প্রমুখগণ (ভিক্ষুদের জন্য) বাসস্থান নির্মাণ করিতে থাকেন । একজন
আলবিক ভিক্ষু নিজের বাসস্থান নির্মাণকালে একটি সুন্দর বৃক্ষ দেখিয়া
তাহা ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন । সেই বৃক্ষে এক দেবতা উৎপন্ন
হইয়াছিলেন । তাহার এক নবজাতক শিশু ছিল । তিনি শিশুটিকে
কোলে লইয়া আসিয়া (ঐ ভিক্ষুকে) প্রার্থনা করিলেন—‘প্রভু, আমার বিমান
ছেদন করিবেন না । আমি শিশুপুত্রকে লইয়া গৃহহারা হইয়া কোথায় বাস
করিব ?’ ভিক্ষু এই বলিয়া, তাহার কথা রাখিলেন না—‘আমি অন্যত্র
ঈদৃশ বৃক্ষ পাইব না ।’ তিনি চিন্তা করিলেন এই শিশুপুত্রের মৃৎদর্শন
করিলে হয়ত তিনি নিবৃত্ত হইবেন এবং শিশুটিকে বৃক্ষশাখায় রাখিয়া

রুদ্ধসাথায় ঠপেসি। সোপি ভিক্ষু উচ্ছিপিতুং
 ফরসদং সন্ধারেতুং অসক্কোন্তো দারকস্স বাহুং ছিন্দি,
 দেবতা উপ্পন্নবলবকোথা ‘পহরিত্বা নং মারেস্সামী’তি
 উভো হথে উচ্ছিপিত্বা এবং তাব চিন্তেসি—‘অয়ং
 ভিক্ষু সীলবা। সচাহং ইমং মারেস্সামি, নিরস্সগামিনী
 ভবিস্সামি। সেসদেবতাপি অন্তনো রুদ্ধং ছিন্দন্তে
 ভিক্ষু দিস্সা ‘অসদ্ধদেবতায় এবং নাম মারিতো
 ভিক্ষু’তি মং পমাণং কত্বা ভিক্ষু মারেস্সন্তি।
 অয়ণ্ণ সসামিকো ভিক্ষু, সামিকস্সেব নং কথেস্সামী’তি
 উচ্ছিপিত্বহথে অপনেত্বা রোদমানা সখ্ণু সন্তিকং গন্ত্বা
 বন্দিত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। অথ নং সত্থা ‘কিং দেবতে’তি
 আহ। সা, ‘ভন্তে, তুমহাকং মে সাবকেন ইদং নাম কতং,
 অহম্পি নং মারেতুকামা হুত্বা ইদং নাম চিন্তেত্বা অমারেত্বাব
 ইধাগতা’তি সস্বং তং পবন্তি বিথারতো আরোচেসি।

*

*

*

দিলেন। সেই ভিক্ষুও উৎক্লিষ্ট পরশুরূপে সাগলাইতে না পারিয়া সেই
 শিশুর বাহু ছেদন করিলেন। দেবতা অত্যন্ত ক্লিপিত হইয়া দুই হাত
 উত্তোলন করিয়া বলিলেন ‘ইহাকে মারিয়াই ফেলিব’—কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা
 করিলেন—‘এই ভিক্ষু শীলবান, যদি আমি ইহাকে হত্যা করি, নরকগামী
 হইব। অন্যান্য দেবতারাও নিজেদের বৃক্ষ ছেদনরত ভিক্ষুদের দেখিয়া ‘ঐ
 দেবতা এই কারণে অমর ভিক্ষুকে হত্যা করিয়াছে’ এবং আমার কার্য অনু-
 করণ করিয়া অনেক ভিক্ষু হত্যা করিবে। এই ভিক্ষুর ত একজন প্রভু
 আছে, সেই প্রভুকেই সব বলিব।’ বলিয়া হাত নামাইয়া রোদন করিতে
 করিতে শান্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলেন। তখন
 শান্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে দেবতে, কি হইয়াছে?’

‘ভগ্নে, আপনার প্রাবক আমার এই ক্ষতি করিয়াছেন। আমিও তাহাকে
 হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া ইহা চিন্তা করিয়া হত্যা না করিয়া এখানে
 আসিয়াছি’ বলিয়া সমস্ত ঘটনা বিস্তৃতভাবে শান্তাকে জানাইলেন।

সখ্য তং সদ্ভা 'সাধু, সাধু দেবতে, সাধু তে কতং এবং
উৎপত্তং কোপং ভন্তং রথং বিয় নিগ্গণ্হমানায়া'তি বহা
ইমং গাথমাহ—

‘যো বে উৎপত্তিতং কোধং, রথং ভন্তং বারয়ে ।

তমহং সারথিং ব্রুমি, রস্মিগ্গাহো ইতরো জনো’তি ।

॥ ২২২ ॥

তথ উৎপত্তিতন্তি উৎপন্নং । ‘রথং ভন্তং বা’তি যথা নাম
ছেকো সারথি অতিবেগেন ধাবন্তং রথং নিগ্গণ্হিহ্বা
যথিচ্ছিকং ঠপেতি, এবং যো পদুগলো উৎপন্নং কোধং
বারয়ে নিগ্গণ্হিতুং সঙ্কোতি । ‘তমহ’ন্তি তং অহং
সারথিং ব্রুমি । ‘ইতরো জনো’তি ইতরো পন
রাজউপরাজাদীনং রথসারথিজনো রস্মিগ্গাহো নাম হোতি,
ন উত্তমসারথীতি ।

*

*

*

শাস্তা তাহা শুনিয়া দেবতাকে সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—‘সাধু সাধু,
দেবতে, তুমি ভালই করিয়াছ, এইরূপ উৎপন্ন ক্রোধকে উদ্ভাস্ত রথের ন্যায়
দমন করিয়াছ’—ইহা বলিয়া এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ধাবমান রথের গতিবেগ সংবরণের ন্যায় যে ব্যক্তি উৎপন্ন ক্রোধ দমন
করিতে পারে, আমি তাহাকেই সারথি বলি, অপর ব্যক্তির বল্-গাধারীমাত্র ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ২২২ ।

অর্থ : ‘উৎপত্তিত’ উৎপন্ন । ‘রথং ভন্তং’ যেমন দক্ষ সারথি অতিবেগে
ধাবমান রথকে সংযত করিয়া যথা ঈপ্সিত স্থানে রাখিতে পারে, তদ্রূপ যে
ব্যক্তি উৎপন্ন ক্রোধকে সংযত করিতে পারে, নিবারণ করিতে পারে ।

‘তমহং’ আমি তাহাকে সারথি বলি ।

‘ইতরো জনো’ অন্যান্য অর্থাৎ রাজা-উপরাজাদের রথসারথি বল্-গাধারী
মাত্র হয়, উত্তম সারথি নহে ।

দেসনাবসানে দেবতা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তুপরিসায়পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

দেবতা পন সোতাপন্বা হুত্বাপি রোদমানা অট্ঠাসি ।
অথ নং সথা ‘কিং দেবতে’তি পদ্বিচ্ছিন্না, ‘ভস্কে, বিমানং মে
নট্ঠং, ইদানি কিং করিস্সামী’তি বদ্বত্তে, ‘অলং দেবতে, মা
চিন্তয়ি, অহং তে বিমানং দম্সামী’তি জেতবনে
গম্বকদ্বুটিসমীপে পদ্বরিমদিবসে চুতদেবতং একং বদ্বুখং
অপদিসন্তো ‘অমদ্বকস্মিং ওকাসে বদ্বুখকো বিবিত্তো, তথ
উপগচ্ছা’তি আহ । সা তথ উপগাঞ্জি । ততো পট্ঠায়
‘বদ্বুদ্ধদত্তিয়ং ইমিস্সা বিমান’ন্তি মহেসক্খদেবতাপি
আগন্ত্বা তং চালেতুং নাসক্খংসু । সথা তং অথদ্বুপত্তি
কহা ভিক্খুনং ভুতগামসিক্খাপদং পঞ্ণাপেসীতি ।

॥ অঞ্ণতরভিক্খবদ্বু দত্তিয়ং ॥

*

*

*

দেশনাবসানে দেবতা সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । এই ধর্মদেশনা
উপস্থিত জনগণের নিকট সার্থক হইয়াছিল ।

দেবতা সোতাপন্ন হইয়াও রোদনরতা অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিলেন । তখন
শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি দেবতে, আবার কি হইল ?’ ‘ভস্কে,
আমার বিমান নষ্ট হইয়াছে, এখন আমি কি করিব ?’

‘হে দেবতে, চিন্তা করিয়ো না, আমি তোমাকে বিমান দিব’ বলিয়া
জেতবনে গম্বকদ্বুটিসমীপে গর্তদিন যে দেবতা চ্যুত হইয়াছে তাহার বৃক্ষটি
দেখাইয়া বলিলেন—‘ঐ স্থানে একটি বৃক্ষ শূন্য আছে । তুমি সেখানে
যাও ।’ সেই দেবতা সেখানে গেল । ইহার পর হইতে ‘বদ্বুদ্ধ প্রদত্ত তাহার
এই বিমান’ বলিয়া মহেশাখ্য দেবতারোও আসিয়া তাহাকে উক্ত স্থান হইতে
চালিত করিতে পারে নাই । শাস্তা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিক্ষুদের
নিকট ভূতগাম শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন ।

। জনৈক ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

উত্তরাউপাসিকাবথু । ৩

‘অক্লোদেন জিনে কোধ’ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেলদুবনে
বিহরন্তো উত্তরায় গেহে কতভত্তিকিচো উত্তরং উপাসিকং
আরব্ধ কথেসি ।

তদ্রায়মনপদ্ববী কথা—রাজগহে কির সন্মনসেট্ঠিঃ নিম্সায়
পদ্বলো নাম দলিন্দো ভতিং কহা জীবতি । তস্স ভরিয়া চ
উত্তরা নাম ধীতা চাতি ধ্বয়েব গেহমান্দুসকা ।
অথেকদিবসং ‘সত্তাহং নক্খত্তং কীলিতব্ব’ন্তি রাজগহে
ঘোসনং করিংসু । তং সদ্ধা সন্মনসেট্ঠি পাতোব আগতং
পদ্বলং আমন্তেত্বা, ‘তাত, অম্‌হাকং পরিজনো নক্খত্তং
কীলিতুকামো, ত্বং কিং নক্খত্তং কীলিম্সসি, উদাহু
ভতিং করিম্সসী’তি আহ । ‘সামি, নক্খত্তং নাম সধনানং

*

*

*

উত্তরা উপাসিকার উপাখ্যান । ৩ ।

‘অক্লোদেন দ্বারা ক্লোদকে জয় করিবে’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্রা বেণুবনে
অবস্থানকালে উত্তরার গৃহে ভোজনকৃত্য সম্পাদন করিয়া উত্তরা উপাসিকাকে
উদ্দেশ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ইহাই তাহার আনন্দপূর্বক ঘটনা—রাজগৃহে সন্মনশ্রেষ্ঠির নিকট পদ্বল
নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি মজ্জুরী করিয়া জীবন ধারণ করে । তাহার ভাৰ্যা
এবং উত্তরা নামক কন্যা উভয়ে গৃহে থাকিয়া সংসারের কাজকর্ম করিত ।
একদিন রাজগৃহে ঘোষণা করা হইল—‘এক সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব হইবে,
সকলে যোগদান করিতে পারিবে ।’ ইহা শ্রুনিয়া সন্মনশ্রেষ্ঠি সাতসকালে
আগত পদ্বলকে ডাকিয়া বলিলেন—‘বাবা, আমাদের আত্মীয়-পরিজন উৎসবে
যোগদান করিবে । তুমি কি উৎসবে যোগ দিবে না দিন মজ্জুরী করিবে ?’

‘প্রভু, উৎসব হইতেছে ধনীদেব জন্ম । আমার ত আগামীকালের জন্মও

হোতি, মম পন গেহে স্বাতনায় যাগদুত'ডুলম্পি নথি, কিং
মে নক'খন্তেন, গোণে লভন্তো কসিতুং গমিস্সামী'তি ।
'তেন হি গোণে গণ্হাহী'তি । সো বলবগোণে চ নঙ্গলণ্ণ
গহেহা, 'ভদ্দে, নাগরা নক'খন্তং কীলন্তি, অহং দলিদ্দতায়
ভতিং কাতুং গমিস্সামি, ময়'হম্পি তাব অজ্জ দ্বিগুণং
নিবাপং পচিহা ভত্তং আহরেয্যাসী'তি ভরিয়ং বহা খেত্তং
অগমাসি ।

সারিপদন্তথেরোপি সত্তাহং নিরোধসমাপনো তং দিবসং
বট্টঠায় 'কস্স নু খো অজ্জ ময়া সঙ্গহং কাতুং বট্টতী'তি
ওলোকেন্তো পদ্বগ্নং অন্তনো এগণজালস্স অন্তো পবিট্টং
দিস্সা 'সদ্ধো নু খো এস সক'খিস্সতি বা মে সঙ্গহং
কাতু'ন্তি ওলোকেন্তো তস্স সদ্ধাবণ্ণ সঙ্গহং কাতুং
সমথাবণ্ণ তম্পচ্চয়া চস্স মহাসম্পত্তি পটিলাভণ্ণ এহা
পত্তচীবরমাদায় তস্স কসনট্টানং গন্তবা আবাততীরে একং
গদ্বং ওলোকেন্তো অট্টাসি ।

*

*

*

যাগদু ত'ডুল নাই । আমি উৎসবে যাইয়া কি করিব, বরং গরু পাইলে হল-
কর্ষণ করিতে যাইব ।'

'তাহা হইলে তুমি গরু লইয়া যাও ।' সে বলবান গরুদ্বয়গল এবং লাঙ্গল
লইয়া ভাষাকে বলিল—'ভদ্দে, নগরবাসিগণ উৎসবে মত্ত হইয়াছে । দারিদ্র্য-
বশতঃ আমি মজ্জুরী করিতে যাইব, আমার জন্য আজ দ্বিগুণ অন্নব্যঞ্জন
লইয়া যাইবে'—বলিয়া ক্ষেতে চলিয়া গেল ।

শারিপদ্র স্ববিরও সপ্তাহকাল যাবত নিরোধসমাপত্তিতে মগ্ন থাকিয়া সেই
দিন ধ্যান হইতে উঠিয়া 'অদ্য কে আমার আশীর্বাদধন্য হইবে' বলিয়া দিব্য-
দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে পদ্বগ্নকে নিজের জ্ঞানজালের অশ্বে প্রবিষ্ট
দেখিয়া 'এই ব্যক্তি কি শ্রদ্ধাবান ? সে কি আমার সেবা করিতে পারিবে ?'—
ইহা অবলোকন করিয়া তাহার শ্রদ্ধাভাব, দান করিবার সামর্থ্য এবং তদ্ব্যতীত
তাহার মহাসম্পত্তি প্রতিলভের কথা জানিয়া পাণ্ডচীবর লইয়া পদ্বগ্নের কর্ষণ-
স্থানে যাইয়া একটি গর্তের ধারে দাঁড়াইয়া একটি ঝোপের দিকে তাকাইয়া
স্নান করিলেন ।

পদ্মো থেরং দিম্বাব কসিং ঠপেত্বা পণ্ডপতিট্ঠিতেন থেরং বন্দিত্বা ‘দন্তকট্ঠেন অথো ভবিম্সতী’তি দন্তকট্ঠং কস্পিয়ং কত্বা অদাসি । অথম্স থেরো পত্তণ্ড পরিস্সাবনণ নীহরিত্বা অদাসি । সো ‘পানীয়েন অথো ভবিম্সতী’তি তং আদায় পানীয়ং পরিস্সাবেত্বা অদাসি । থেরো চিন্তেসি—‘অয়ং পরেসং পচ্ছিমগেহে বসতি । সচম্স গেহদ্বারং গস্মিসামি, ইম্স ভরিয়া মং দট্ঠদুং ন লভিস্সতি । যাবম্সা ভত্তং আদায় মগ্গং পটিপত্তজ্জতি, তাব ইথেব ভবিম্সামী’তি । সো তথেব থোকং বীতিনামেত্বা তম্সা মগ্গারদুল্লভাবং ঞ্জত্বা অন্তো-নগরাভিমুখো পায়াসি ।

সা অন্তরামগ্গে থেরং দিম্বা চিন্তেসি—‘অম্পেকদাহং দেয্যধম্মে সতি অয্যং ন পস্সামি, অম্পেকদা মে অয্যং

*

*

*

পদ্ম স্থবিরকে দেখিয়াই হলকর্ষণ থামাইয়া পণ্ডপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা স্থবিরকে বন্দনা করিয়া ‘নিশ্চয়ই স্থবিরের দন্তকাষ্ঠের প্রয়োজন’ ভাবিয়া দন্তকাষ্ঠ আনিয়া প্রদান করিল । তখন স্থবির পাত্র এবং জলছাঁকনী বাহির করিয়াদিলেন । ‘পানীয়ের প্রয়োজন আছে’ ভাবিয়া পানীয় ছাঁকিয়া আনিয়া প্রদান করিল । স্থবির চিন্তা করিলেন—

‘এই ব্যক্তি সকলের শেষের গৃহে বাস করে, কাজেই আমি তাহার গৃহদ্বারে গেলে তাহার ভাষা আমাকে দেখিতে পাইবে না । যখন সে ভাত লইয়া পথে আসিবে, তখন আমি সেখানেই থাকিব ।’ তিনি সেখানেই কিছুক্ষণ অতি-বাহিত করিয়া যখন বদ্বিলেন যে পদ্মের ভাষা রাস্তায় আসিয়াছে (স্বামীর জন্য ভাত লইয়া ষাইবার সময়) তখন তিনি অস্তোনগর অভিমুখে গমন করিলেন ।

(পদ্মের ভাষা) মাঝপথে স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিল—‘যখন আমার দান করার মত কিছু থাকে, তখন স্থবিরকে দেখি না, আবার যখন স্থবিরকে

পম্সসন্তিয়া দেয্যধম্মো ন হোতি । অজ্জ পন মে অয্যো চ
 দিট্টো, দেয্যধম্মো চায়ং অখি, করিস্সতি নু থো মে
 সঙ্গহ'ন্তি ? সা ভত্তভাজনং ওরোপেত্বা থেরং পণ্ডপতি-
 ট্ঠিতেন বন্দিহা, 'ভন্তে, ইদং লুংখ বা পণীতং বাতি
 অচিন্তেত্বা দাসস্স বো সঙ্গহং করোথা'তি আহ । থেরো
 পত্তং উপনামেত্বা তায় একেন হথেন ভাজনং ধারেত্বা একেন
 হথেন ততো ভত্তং দদমানায় উপড্ঢভত্তে দিনে 'অল'ন্তি
 হথেন পত্তং পিদিহি । সা, 'ভন্তে, একোব পটিবিসো, ন
 সন্ধা দ্বিধা কাতুং । তুম্হাকং দাসস্স ইধলোকসঙ্গহং
 অকত্বা পরলোকসঙ্গহং করোথ, নিরবসেসমেব দাতুকাম-
 ম'হী'তি বত্বা সম্বমেব থেরস্স পত্তে পতিট্ঠপেত্বা 'তুম্হেহি
 দিট্ঠধম্মস্সেব ভাগী অস্স'ন্তি পথনং অকাসি । থেরো
 'এবং হোতু'তি বত্বা ঠিতকোব অনুমোদনং করিত্বা একস্মিং
 উদকফাসদুকট্ঠানে নিসীদিহা ভত্তকিচ্চমকাসি । সাপি

*

*

*

দেখি, তখন আমার দান করার মত কিছুই থাকে না । অদ্য আমি আর্য
 স্থবিরকে দেখিলাম, আমার দান করার মত বস্তুও আছে, তিনি কি আমাকে
 অনুগ্রহীত করিবেন ? সে ভাতের পাত্র মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া স্থবিরকে
 পণ্ডপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, ভাল হউক বা মন্দ হউক
 বিচার না করিয়া দাসের এই দান গ্রহণ করিয়া ধন্য করুন ।' স্থবির পাত্র
 নামাইয়া দিলে সে একহাতে ভাতের পাত্র ধরিয়া অন্য হাতে তাহা হইতে
 অন্নব্যঞ্জন দিতে থাকিলে অর্ধেক পরিমাণ দেওয়ার পরে 'আর প্রয়োজন নাই'
 বলিয়া স্থবির হাত দিয়া পাত্র ঢাকিয়া দিলেন । সে তখন বলিল—'ভন্তে, এক
 অংশকে দুইভাগ করা যায় না । আপনার দাসের জন্য ইহলৌকীয় কল্যাণ
 কামনা না করিয়া পরলৌকীয় কল্যাণ করুন' বলিয়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন স্থবিরের
 পাত্রে দিয়া প্রার্থনা করিল—'ভন্তে, আপনি যাহা লাভ করিয়াছেন তাহাই
 যেন লাভ করিতে পারি ।' স্থবির 'তাহাই হউক' বলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই
 অনুমোদন করিয়া যেখানে জলের সন্ধ্যবস্থা আছে তদ্রূপ জায়গা বসিয়া

নিবাসিত্বা তন্ডুলে পরিয়েসিত্বা ভত্তং পচি । পদ্মোপি
অট্ঠকরীসমত্তট্ঠানং কসিত্বা জিঘচ্ছং সহিতুং অসক্কোন্তো
গোণে বিস্সজ্জিত্বা একরদ্ধচ্ছায়ং পবিসিত্বা মগ্গং
ওলোকেন্তো নিসীদি ।

অথস্স ভরিয়া ভত্তং আদায় গচ্ছমানা তং দিম্বাব “এস
জিঘচ্ছায় পীলিতো মং ওলোকেন্তো নিসিন্নো । সচে মং
‘অতিবয় জে চিরায়ী’তি তজ্জিত্বা পতোদলট্ঠিয়া মং
পহরিস্সতি, ময়া কতকস্সং নিরথকং ভবিস্সতি । পটিক-
ক্ষেবস্স আরোচেস্সামী’তি চিন্তেত্বা এবমাহ--‘সামি,
অজ্জেকাদিবসং চিত্তং পসাদেহি, মা ময়া কতকস্সং নিরথকং
করি । অহঞ্ছি পাতোব তে ভত্তং আহরন্তী অন্তরামগ্গে
ধম্মসেনাপতিং দিম্বা তব ভত্তং তস্স দত্ত্বা পদ্বন গন্ত্বা ভত্তং
পচিত্বা আগতা, পসাদেহি, সামি, চিত্ত’ন্তি । সো ‘কিং

•

•

•

আহারকৃত্য সম্পাদন করিলেন । সেও ফিরিয়া যাইয়া তন্ডুল খোঁজ করিয়া
আবার ভাত রান্না করিল । পদ্বনও অর্ধকরীষমাগ্ন স্থান কর্ষণ করিয়া ক্ষুধা
সহ্য করিতে না পারিয়া গরুদূলি ছাড়িয়া দিয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া
(ভাষার) আসার পথপানে চাহিয়া রহিল ।

অনন্তর তাহার ভাষা ভাত লইয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়াই ‘ইনি
ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া আমার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন । যদি ‘আমি
দেবী করিয়াছি বলিয়া আমাকে তর্জন করেন এবং চাবুক দিয়া প্রহার করেন,
আমি যে পদ্বন্যাক্ষ করিয়াছি তাহা নিরর্থক হইয়া যাইবে । অতএব আমি
যাইয়া পদ্বেই সব বলিয়া দিব ।’ চিন্তা করিয়া এইরূপ বলিল—‘স্বামিন্,
অদ্যকার দিনের জন্য চিন্তকে প্রসন্ন করুন । আমার কৃতপদ্বন্যকে নিরর্থক
করিবেন না । আমি প্রাতঃকালেই আপনার ভাত লইয়া আসিবার সময়ে
পথিমধ্যে ধর্মসেনাপতিকে দেখিয়া আপনার ভাত তাঁহাকে দিয়া পদ্বনরায়
যাইয়া ভাত রান্না করিয়া লইয়া আসিয়াছি । প্রভু, আপনার চিন্তকে প্রসন্ন

বদেসি, ভদ্দে’তি পদুচ্ছিত্তা পদন তমথং সদুত্থা, ‘ভদ্দে, সাধু
বত তে কতং মম ভত্তং অব্যাস্স দদমানায়, ময়্যাপিস্স অস্স
পাতোব দত্তকট্টণ্ড মদুখোদকণ্ড দিন্ন’ন্তি পসন্নমানসো
তং বচনং অভিনন্দিত্বা উস্সদুরে লঙ্কভত্ততায় কিলন্তকায়ো
তস্সা অস্সে সীসং কত্তা নিদ্দং ওক্কমি ।

অথস্স পাতোব কসিতট্টানং পংসুচুদুগ্গং উপাদায় সস্বং
রত্তসুদুগ্গং কণিকারপদ্পফরাসি বিয় সোভমানং অট্টাসি ।
সো পবদুদ্বো ওলোকেত্বা ভবিয়ং আহ—‘ভদ্দে, এতং
কসিতট্টানং সস্বং মম সুদুগ্গং হুত্বা পঞ্ঞায়তি কিং নু
খো মে অতিউস্সদুরে লঙ্কভত্ততায় অক্খীনি ভমন্তী’তি ?
সামি, ময়্হম্পি এবমেব পঞ্ঞায়তী’তি । সো
উট্টায় তথ গন্ত্বা একপি’ডং গহেত্বা নঙ্গলসীসে
পহরিত্বা সুদুগ্গভাবং ওত্বা ‘অহো অব্যাস্স ধম্মসেনাপতিস্স

করুন ।’ সে বলিল—‘তুমি কি বলিতেছ, ভদ্রে !’ জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায়
একই কথা শুনিয়া ‘ভদ্রে, তুমি আমার ভাত আর্য ধর্মসেনাপতিকে দিরা
ভালই করিয়াছ । আমিও আজ সকালে তাঁহাকে দস্তকাষ্ঠ এবং মৃৎ ধুইবার
জল দিয়াছি ।’ বলিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহার বচনকে অভিনন্দিত করিয়া
সুখোদয়ের পরে আহার গ্রহণের জন্য ক্লাস্ত শরীরে তাহার (=ভাষ্য)
কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল ।

এদিকে প্রাতঃকালে কষিত স্থান পাংশুচূর্ণের পরিবর্তে রত্তসুদুগ্গ এবং
কণিকার পদ্পরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । সে ঘুম হইতে উঠিয়া
তাকাইয়া ভাষাকে বলিল—‘ভদ্রে, আমার দ্বারা কষিত স্থান সমস্তটাই সুদুগ্গের
ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । অতি বিলম্বে আহার গ্রহণের জন্য আমি ভুল
দেখিতেছি না ত !’ ‘প্রভু, আমারও ঐরূপ মনে হইতেছে ।’ সে উঠিয়া
যাইয়া একটি মৃৎপিণ্ড লইয়া লাঙ্গলের ফলায় আঘাত করিয়া ইহার সুদুগ্গভাব
জানিয়া ‘অহো, আর্য ধর্মসেনাপতিকে প্রদত্ত দানের ফল অদ্যই দর্শিত হইল,

মে দিম্বদানেন অজ্জব বিপাকো দম্মিসতো, ন থো পন সন্ধা
 এত্তকং ধনং পটিচ্ছাদেহা পরিভুঞ্জিতু'ন্তি ভরিয়ায় আভতং
 ভত্তপাতিং সুবল্লস্স পুরেহা রাজকুলং গন্ত্বা রএণ্ণা
 কতোকাসো পবিসিস্বা রাজানং অভিবাদেহা 'কিং তাতা'তি
 বদন্তে, দেব, অজ্জ ময়া কসিতট্ঠানং সম্বং সুবল্লভরিতমেব
 হুহ্বা ঠিতং ইদং সুবল্লং আহরাপেতুং বটুতী'তি । 'কোসি
 হ'ন্তি ? 'পন্নো নাম অহ'ন্তি । 'কিং পন তে অজ্জ
 কত'ন্তি ? 'ধম্মসেনাপতিস্স মে অজ্জ পাতোব দন্তকট্ঠেণ
 মুখোদকণ্ঠ দিম্বং, ভরিয়ায়পি মে ময়্হং আহরণভত্তং
 তস্সেব দিম্ব'ন্তি ।

তং সুহ্বা রাজা 'অজ্জব কির, ভো, ধম্মসেনাপতিস্স
 দিম্বদানেন বিপাকো দম্মিসতো'তি বহ্বা, 'তাত, কিং-

*

*

*

আমি ত এত ধন গোপন করিয়া ভোগ করিতে পারিব না' বলিয়া ভাষা
 ভাঙের খালা আনিয়াছে তাহা সুবর্ণের দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাজকুলে বাইয়া
 রাজার অনুমতি পাইয়া প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া রাজা 'কি
 বাবা' জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'মহারাজ, অদ্য আমি যতটা স্থান কৰ্ষণ
 করিয়াছি তাহার সমস্তটাই সুবর্ণের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে । এই সুবর্ণ
 আনাহিতে হইবে ।'

'তুমি কে ?'

'আমার নাম পুন্ন ।'

'তুমি অদ্য কি করিয়াছ ?'

'ধর্মসেনাপতিকে আমি আজ সকালে দম্বকাস্ত এবং মুখপ্রক্ষালনের
 জল দিয়াছি । আমার ভাষাও আমার জন্য আনীত ভাত তাঁহাকেই
 দিয়াছে ।'

ইহা শুনিয়া রাজা বিস্ময়াভিভূত হইয়া ভাবিলেন—'ধর্মসেনাপতিকে দান
 দিয়া অদ্যই তাহার এইরূপ বিপাক দর্শিত' এবং পুন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন
 —'বাবা, আমাকে কি করিতে হইবে বল ।'

করোমী'তি পদুচ্ছি। 'বহুনি সকটসহস্সানি পহিণিহা
 স্দবল্লং আহরাপেথা'তি। রাজা সকটানি পহিণি।
 রাজপদুরিসেসদ 'রএণ্ণো সন্তকং'তি গণ্হন্তেসদ গহিত-
 গহিতং মন্তিকাব হোতি। তে গন্তদা রএণ্ণো আরোচেহা
 'তুম্হেহি কিন্তি বহা গহিতং'তি পদুট্ঠা 'তুমহাকং
 সন্তকং'তি আহংসদ। "ন ময়্হং, তাতা, সন্তকং, গচ্ছথ 'পদ্লস্স
 সন্তকং'তি বহা গণ্হথা"তি। তে তথা করিংসদ,
 গহিতগহিতং স্দবল্লমেব অহোসি। সম্বম্পি আহরিহা
 রাজঙ্গণে রাসিমকংসদ, অসীতিহথদুস্বেধো রাসি অহোসি।
 রাজা নাগরে সন্নিপাতেহা 'ইমস্মিং নগরে অথি কস্সসি
 এত্তকং স্দবল্লং'তি ? 'নথি, দেবা'তি। 'কিং পনস্স দাতুং

*

*

*

‘(মহারাজ) বহু সহস্র শকট প্রেরণ করিয়া স্দবল্লং (প্রাসাদে) আনয়ন
 করান।’

রাজা বহু শকট প্রেরণ করিলেন। রাজকর্মচারিগণ ‘রাজারই ত ধন’
 বলিয়া যেই গ্রহণ করিল সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি মৃৎপিণ্ড হইয়া গেল। তাহারা
 ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিষয় রাজাকে জানাইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—
 ‘তোমরা কি বলিয়া সেইগুলি নির্তেছিলে?’

‘মহারাজ, আপনার ধন।’

‘না না, আমার নহে, আবার যাও এবং ঘাইয়া বল ‘পদ্মের ধন’ বলিয়া
 গ্রহণ কর।’ তাহারা তাহাই করিল। যাহা ধরিল তাহাই সোনা হইয়া
 গেল। সমস্ত স্বর্ণ আহরণ করিয়া রাজাঙ্গনে রাশিকৃত করা হইল। এই
 রাশির উচ্চতা অশীতিহস্ত পরিমিত হইয়াছিল। রাজা নগরবাসিগণকে
 সম্মিলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘এই নগরে এত ধন কাহারও আছে?’

‘মহারাজ, নাই।’

‘ইহাকে (অর্থাৎ পদ্মকে) কি পদরস্কার দেওয়া ঘাইতে পারে?’

‘মহারাজ, শ্রেষ্ঠিপদ।’

বটুতী'তি ? সেট'ঠিছন্তং, দেবা'তি । রাজা 'বাহুদ্বনসেট'ঠি নামহোতু, তি মহন্তেন ভোগেন সন্ধিং তস্স সেট'ঠিছন্তমদাসি । অথ নং সো আহ—'ময়ং, দেব, এত্তকং কালং পরকুলে বসিম্‌হা, বসনট'ঠানং নো দেথা'তি । 'তেনাহি পস্স, এস গম্‌ম্বো পণ্ড্‌ঞায়তি, এত্তং হরাপেত্বা গেহং কারেহী'তি পদ্রাগসেট'ঠিস্স গেহট'ঠানং আচিক্‌খি । সো তস্মিং ঠানে কতিপাহেনেব গেহং কারাপেত্বা গেহ'পবেসনমঙ্গলণ্ড ছন্তমঙ্গলণ্ড একতোব কয়োন্তো সত্তাহং বুদ্ধপ্পমদুখস্স ভিক্‌খুসঙ্ঘস্স দানং অদাসি । অথস্স সথা অন্দুমোদনং করোন্তো অন্দুপদ্বিৎ কথং কথেসি । ধম্মকথাবসানে পদ্রাগসেট'ঠি চ ভরিয়া চস্স ধীতা চ উত্তরাতি তয়ো জনা সোতাপন্নো অহেসুং ।

অপরভাগে রাজগহসেট'ঠি পদ্রাগসেট'ঠিনো ধীতরং অন্তনো পদ্রাগস্স বারেসি । সো 'নাহং দস্সামী'তি বত্বা 'মা এবং

*

*

*

রাজা 'তাহার নাম হউক বহুদ্বনশ্রেষ্ঠি' এই বলিয়া এবং সমস্ত ধন তাহার হস্তে অর্পিত করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠিপদ প্রদান করিলেন । তখন পদ্রাগ রাজাকে বলিল—'মহারাজ, আমরা এতকাল পরকুলে বাস করিয়াছি, আমাদের বাসস্থান দিন ।' রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে দেখ, ঐ যে ঝোপ দেখা যাইতেছে তাহা পরিষ্কার করাইয়া গৃহ নির্মাণ কর' এবং পদ্রাগশ্রেষ্ঠির গৃহস্থান নির্দেশ করিলেন । পদ্রাগ কিছুদিনের মধ্যে সেখানে নূতন গৃহ নির্মাণ করাইয়া গৃহ প্রবেশের উৎসব এবং তাহার শ্রেষ্ঠিস্থান প্রাপ্তির উৎসব একত্রে সম্পাদন করাকালে এক সপ্তাহ ষাণ্ড বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিলেন । এই দান অন্দুমোদন করা কালে শাস্তা আনন্দপূর্বক অনেক কথা বলিলেন । ধর্মকথাবসানে পদ্রাগশ্রেষ্ঠি এবং তাহার ভাষা এবং কন্যা উত্তরা এই তিনজনই স্নোতাপন্ন হইয়া গেলেন ।

কিছুদিন পরে রাজগৃহের শ্রেষ্ঠি নিজের পদ্রাগের জন্য পদ্রাগশ্রেষ্ঠির কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন । তিনি বলিলেন—'আমি দিব না ।'

করোতু, এতকং কালং অম্‌হে নিস্সায় বসন্তেনেব তে
সম্পত্তি লদ্ধা, দেতু মে পদ্দন্তস্স ধীতরং'তি বদন্তে 'সো
মিচ্ছাদিট্ঠিকো, মম ধীতা তীহি রতনেহি বিনা বত্তিতুং ন
সক্কোতি, নেবস্স ধীতরং দস্সামী'তি আহ। অথ নং বহু
সেট্ঠিগণাদয়ো কুলপদ্দন্তা 'মা তেন সন্ধিং বিস্সাসং ভিন্দি,
দোহস্স ধীতরং'তি যাচিংসু। সো তেসং বচনং
সম্পটিচ্ছত্বা আসাল্‌হি পদ্দমায়ং ধীতরং অদাসি। সা
পতিকুলং গতকালতো পট্ঠায় ভিক্‌খুং বা ভিক্‌খুনিং বা
উপসঙ্কমিতুং দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং নালথ। এবং
অড্‌ঢতিস্সেসু মােসেসু বীতিবন্তেসু সন্তিকে ঠিতং
পরিচারিকং পদ্বিচ্ছ—'ইদানি কিত্তকং অস্তোবস্সস্স
অবসিট্ঠং'তি? 'অড্‌ঢমাসো, অযো'তি। সা পিতু
সাসনং পহিণি 'কস্সা মং এবরুপে বন্ধনাগারে পক্‌খিপিংসু,

*

*

*

'এইরূপ করিয়োনা, এতকাল তুমি আমাদের নিকট থাকিয়া এখন এত
সম্পত্তি লাভ করিয়াছ। আমার পুত্রের জন্য তোমার কন্যাকে দাও।' পদ্দম
ভাবিলেন—'রাজগৃহশ্রেষ্ঠি মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ। আমার কন্যা গ্রিরস্কের
শরণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। ইহাকে আমার কন্যা দিব না।' তখন
অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠি এবং কুলপুত্রগণ প্রার্থনা করিলেন—'ইহার সহিত
বিশ্বাসভঙ্গ করিবেন না, কন্যাকে দান করুন।' পদ্মশ্রেষ্ঠি তাঁহাদের কথা
মানিয়া লইয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন কন্যাকে সম্প্রদান করিলেন। কন্যা
পতিগৃহে যাইবার পর হইতে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীর নিকট যাওয়া, দান দেওয়া
বা ধর্ম শ্রবণ করা—কিছুই করিতে পারিত না। এইভাবে আড়াইমাস গত
হইলে নিকটে স্থিতা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—'বর্ষাবাসের আর কতদিন
বাকী আছে?'

'আষে', আর পঞ্চকাল।'

উত্তরা পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইল—'কেন তুমি আমাকে এইরূপ
বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ, বরং ভাল হইত যদি তুমি আমাকে লক্ষণাহত

বরং মে লক্খণাহতং কত্ত্বা পরেসং দাসিং সাবেতুং ।
এবরূপস্স মিচ্ছাদিট্ঠিকুলস্স দাতুং ন বট্ঠতি । আগত-
কালতো পট্ঠায় ভিক্খুদস্সনাদীসন্না একম্পি পদুও-ওং
কাতুং ন লভামী’তি ।

অথস্সা পিতা ‘দুৰ্দ্ধিতা বত মে ধীতা’তি অনন্তমনতং
পবেদেত্ত্বা পণ্ডস কহাপণসহস্সানি পেসেসি ‘ইমস্মিং নগরে
সিরিমা নাম গণিকা অথি, দেবসিকং সহস্সং গণ্হাতি ।
ইমেহি কহাপণেহি তং আনেত্ত্বা সামিকস্স পাদপরিচারিকং
কত্ত্বা সয়ং পদুও-ওনি করোতু’তি । সা সিরিমং পক্কোসা-
পেত্ত্বা ‘সহায়িকে, ইমে কহাপণে গহেত্ত্বা ইমং অভট্টমাসং
তব সহায়কং পরিচরাহী’তি আহ । সা ‘সাধু’তি
পটিস্সদুণি । সা তং আদায় সামিকস্স সন্তিকং গন্ত্বা
তেন সিরিমং দিস্সা ‘কিং ইদং’তি বদন্তে, ‘সামি, ইমং

*

*

*

করিয়া (অর্থাৎ আমার দেহে একটি চিহ্ন কাটিয়া দিয়া) ‘দাসী’ বলিয়া
ঘোষণা করিতে । এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন কুলে আমাকে দেওয়া উচিত
হয় নাই । আমি এই গৃহে আসিবার পর হইতে ভিক্ষুদর্শনাদি কোন পুণ্য
কাজ সম্পাদন করিতে পারি নাই ।’

তাহার পিতা এই সংবাদ পাইয়া ‘আমার কন্যা দুঃখিনী আছে’ চিন্তা
করিয়া নিজেও মনঃকষ্ট পাইয়া পণ্ডশ সহস্র কার্ষাপণ প্রেরণ করিয়া কন্যাকে
বলিয়া পাঠাইলেন—‘এই নগরে সিরিমা নাম্নী গণিকা আছে । তাহার দৈনিক
পারিশ্রমিক এক সহস্র কার্ষাপণ । এই কার্ষাপণের বিনিময়ে তাহাকে
আনাইয়া তোমার স্বামীর পাদপরিচারিকা করাও এবং স্বয়ং পুণ্য কাজ
সম্পাদন কর ।’ উত্তরা সিরিমাকে ডাকাইয়া বলিল—‘সহায়িকে, এই সকল
কার্ষাপণ লইয়া এই অর্ধমাস তোমার সহায়ককে (অর্থাৎ আমার স্বামীকে)
সেবা কর ।’ সেও ‘বেশ, তাহাই হউক’ বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল । উত্তরা
সিরিমাকে লইয়া স্বামীর নিকট গেল । স্বামী সিরিমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিল—‘ব্যাপার কি ?’ উত্তরা বলিল—‘স্বামিন্, এই অর্ধমাস আমার

অড্‌টমাসং মম সহায়িকা তুম্‌হে পরিচরতু, অহং পন ইমং
অড্‌টমাসং দানেষেব দাতুকামা ধম্মণ সোতুকামা'তি আহ ।
সো তং অভিৰূপং ইথিং দিম্বা উম্পনসিনেহো, 'সাধু'তি
সম্পটিচ্ছি ।

উত্তরাপি থো বুদ্ধপ্‌মদুখং ভিক্‌খুসঙ্ঘং নিমন্তেহা, 'ভস্‌তে,
ইমং অড্‌টমাসং অঞ্‌ঞথ অগন্তা ইধেব ভিক্‌খা
গহেতব্বা'তি সখ্‌দ পটিঞ্‌ঞং গহেহা 'ইতো দানি পট্‌ঠায়
যাব মহাপবারণা, তাব সখারং উপট্‌ঠাতুং ধম্মণ সোতুং
লভিস্সামী'তি তুট্‌ঠমানসা 'এবং যাগুং পচথ, এবং প্‌দবে
পচথা'তি মহানসে সৰ্ব্বকিচ্ছানি সংবিদহন্তী বিচরতি ।
অথস্সা সামিকো 'স্বে পবারণা ভবিস্সতী'তি মহানসাভি-
মুখো বাতপানে ঠহা 'কিং ন্‌দু থো করোন্তী সা অন্ধবালা
বিচরতী'তি ওলোকেন্তো তং সেট্‌ঠিধীতরং সেদকিলিন্‌ং
ছারিকায় ওকিল্‌ং অঙ্গারমসিমক্‌খিতং তথা সংবিদহিহা

*

*

*

সখী সিরিমা আপনার সেবা করিবে, আমি এই অর্ধমাস দান দিতে এবং
ধর্মশ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ।' সে ঐ সুন্দরী স্ত্রীরঙ্গকে (—সিরিমাকে)
দেখিয়া প্রেমাশক্ত হইয়া 'বেশ, তাহাই হউক' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিল ।'
উত্তরাও বুদ্ধপ্‌মদুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া 'ভস্‌তে, এই পঞ্চকাল
আপনারা অন্য কোথাও না যাইয়া এখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন ।' শাস্তার
অনুমতি পাইয়া উত্তরা—'এখন হইতে মহাপ্রবারণা পর্যন্ত আমি শাস্তাকে
সেবাও করিতে পারিব, তাহার ধর্মও শ্রবণ করিতে পারিব' চিন্তা করিয়া
তুষ্টচিত্ত হইয়া—'এইভাবে যাগু পাক কর, এইভাবে পিষ্টক প্রস্তুত কর
বলিয়া পাকশালায় সমস্ত কাজ তদারক করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ।'
তাহার স্বামী 'আগামীকাল প্রবারণা হইবে' বলিয়া পাকশালায় অভিমুখে
জানালায় দাঁড়াইয়া 'এই মূর্খ মেয়েটি কি করিতেছে দেখি' বলিয়া তাকাইয়া
দেখিলেন শ্রেষ্ঠিকন্যা স্বেদবিক্রম, গায়ে ছাই পরিপূর্ণ, মূর্খে কালিঝুলি মাখা,
এমতাবস্থায় সব তদারক করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে । দেখিয়া 'অহো

বিচরমানং দিম্বা ‘অহো অশ্বালা এবরূপে ঠানে ইমং
সিরিসম্পত্তিং নান্দভবতি, ‘মুন্ডকসমগ্ণে উপট্ঠহিস্সা-
মী’তি তট্ঠচিন্তা বিচরতী’তি হসিস্বা অপগাঙ্খ।
তস্মিং অপগতে তস্স সন্তিকে ঠিতা সিরিমা ‘কিং নং থো
ওলোকেহ্বা এস হসী’তি তেনেব বাতপানেন ওলোকেন্তী
উত্তরং দিম্বা ‘ইমং ওলোকেহ্বা ইমিনা হসিতং, অন্ধা ইমস্স
এতায় সন্ধিং সন্হবো অথী’তি চিন্তেসি। সা কির অড্ঢ-
মাসং তস্মিং গেহে বাহিরকইথী হুহ্বা বসমানাপি তং
সম্পত্তিং অন্দভবমানা অন্তনো বাহিরকইথিভাবং অজানিত্বা
‘অহং ঘরসামিনী’তি সঞ্ঞমকাসি। সা উত্তরায় আঘাতং
বন্ধিত্বা ‘দুদুখমস্সা উপ্পাদেস্সামী’তি পাসাদা ওরুস্হ
মহানসং পবিসিত্বা পূবপচনট্ঠানে পক্কুথিতং সম্পিং
কটচ্ছুনা আদায় উত্তরাভিমুখং পায়াসি। উত্তরা তং

*

*

*

অশ্বালা এইরূপ গৃহে ঈদৃশ শ্রীসম্পত্তি ভোগ না করিয়া ‘মুন্ডকপ্রমগ্ণের
সেবা করিব’ বলি তুট্ঠচিন্তে বিচরণ করিতেছে—বলিয়া (বিদ্রূপের হাসি)
হাসিয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

তিনি সরিয়া গেলে তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মানা সিরিমা ‘ইনি কি দেখিয়া
হাসিলেন?’ চিন্তা করিয়া জানালা দিয়া তাকাইয়া উত্তরাকে দেখিয়া চিন্তা
করিল ‘ইহাকে দেখিয়া ইনি হাসিয়াছেন, নিশ্চয়ই উত্তরার সহিত তাঁহার
অন্তরঙ্গতা আছে।’ সিরিমা অর্ধ মাস সেই গৃহে গণিকারূপে বসবাস
করিলেও সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া নিজেকে গণিকারূপে চিন্তা না
করিয়া ‘আমিই গৃহস্বামিনী’ বলিয়া নিজেকে মনে করিত। সে তখন
উত্তরার প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন হইয়া ‘তাহার কতিস্বাধন করিব’ চিন্তা করিয়া
প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়া পিষ্টক-তৈয়ারীর
স্থানে যাইয়া উত্তপ্ত ঘৃত হাতায় লইয়া উত্তরার দিকে ধাবিত হইল। তাহাকে
ঐভাবে আসিতে দেখিয়া উত্তরা চিন্তা করিল—‘আমার সখী আমার অনেক

আগচ্ছন্তিঃ দিম্বা ‘মম সহায়িকায় ময়দং উপকারো কতো, চক্রবালং অতিসম্বাধং, ব্রহ্মলোকো অতিনীচকো, মম সহায়িকায় গুণোব মহন্তো । অহংহি এতং নিম্সায় দানঞ্চ দাতুং ধম্মঞ্চ সোতুং লভিৎ । সচে মম এতিম্সা উপরি কোপো অথি, ইদং সিম্পি মং দহতু । সচে নথি, মা দহতু’তি তং মেত্তায় ফরি । তায় তম্সা মথকে আসিন্তং পক্কুথিতসিম্পি সীতুদকং বিয় অহোসি ।

অথ নং ‘ইদং সীতলং ভবিম্সতী’তি কটচ্ছদং পদ্রেত্বা আদায় আগচ্ছন্তিঃ উত্তরায় দাসিয়ো দিম্বা ‘অপেহি দদুবিম্বনীতে, ন ত্বং অম্‌হাকং অয্যায় পক্কুথিতং সিম্পিং আসিণ্ডিতুং অনদুচ্ছবিকা’তি সম্বুজ্জেন্টিয়ো ইতো চিতো চ উট্ঠায় হথেহি চ পাদেহি চ পোথেত্বা ভূমিয়ং পাতেসদং । উত্তরা বারেত্তীপি বারেতুং নাসক্খি । অথম্সা উপরি ঠিতা সম্বা দাসিয়ো

*

*

*

উপকার করিয়াছে । এই চক্রবাল অতি সীমিত হইতে পারে, ব্রহ্মলোক অতি নীচ হইতে পারে, কিন্তু আমার সখীর গুণ অসামান্য । আমি ইহারই কারণে—দান দিতে পারিয়াছি, ধর্ম শুনিতে পারিয়াছি । যদি ইহার উপর আমার কোন ক্রোধ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে এই উত্তপ্ত ঘৃত আমাকে দম্ব করুক । যদি না থাকে, তাহা হইলে দম্ব না করুক ।’—এইভাবে মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন করিল । সেই মৈত্রীচিন্তবশতঃ তাহার উপর উত্তপ্ত ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা তাহর নিকট শীতল জলের মত মনে হইল ।

তখন সে (=সিরিমা) ‘এই ঘৃত বোধ হয় শীতল হইয়া গিয়াছে’ মনে করিয়া আবার হাতা পূর্ণ করিয়া উত্তপ্ত ঘৃত লইয়া উত্তরার দিকে আসিবার সময় উত্তরার দাসীগণ দেখিতে পাইয়া—‘দূর হও দদুবিম্বনীতে ; আমাদের প্রভুপত্নীর (আচার্য) উপর উত্তপ্ত ঘৃত নিক্ষেপ করিবার অধিকার তোমাকে কে দিয়াছে—’ বলিয়া তর্জন করিয়া পাকশালার চতুর্দিক হইতে সকলে উঠিয়া আসিয়া সিরিমাকে হস্তপদদ্বারা প্রহার করিয়া ধরাশায়ী করিল । উত্তরা বারণ করিলেও তাহারা শুনিল না । শেষে উত্তরা সিরিমাকে আগলাইয়া দাসীদের দূরে সরাইয়া দিল এবং সিরিমাকে ‘ভূমি এইরূপ অন্যায়া

পটিবাহিত্তা 'কিস্স তে এবরুপং ভারিয়ং কতং'তি সিরিমং ওবদিত্তা উণ্হোদকেন নহাপেত্তা সতপাকতেলেন অৰ্ভঞ্জি । তস্মিং খণে সা অন্তনো বাহিরকিখিভাবং ঐত্তা চিস্তেসি— 'ময়া ভারিয়ং কস্মং কতং সামিকস্স হসনমত্তকারণা ইমিস্সা উপরি পক্কুখিতং সস্পিং আসিগ্গিন্তিয়া, অয়ং 'গণ্হথ নং'তি দাসিয়ো ন আগাপেসি । মং বিহেঠনকালেপি সস্বদাসিয়ো পটিবাহিত্তা ময়্হং কত্তব্বমেব অকাসি । সচাহং ইমং ন খমাপেস্সামি, মদুদ্বা মে সন্তথা ফলেষ্যা'তি তস্সা পাদমূলে নিপজ্জিত্তা, 'অযো, খমাহি মে'তি আহ । 'অহং সপিতিকা ধীতা, পিতরি খমন্তে খমামী'তি । 'হোতু, অযো, পিতরং তে পদ্লসেট্ঠিং খমাপেস্সামী'তি । 'পদ্লো মম বট্টজনক-পিতা, বিবট্টজনকে পিতরি খমন্তে পনাহং খমিস্সামী'তি ।

*

*

*

কাজ কেন করিলে ?' বলিয়া উপদেশ দিয়া উষ্ণোদকের দ্বারা তাহাকে স্নান করাইয়া শতপাকতৈল তাহার শরীরে মাখাইল । সেই মূহূর্ত্তে, সে (—সিরিমা) বদ্বিল যে, বাস্তবিকই সে একজন গণিকামাত্র এবং চিন্তা করিল—'আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছি । তাহার স্বামীর হাসির কারণেই আমি (ভুল বদ্বিয়া) পক্কুত তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি সে 'ইহাকে প্রহার কর বলিয়া দাসীদের আদেশ দেয় নাই । বরং আমাকে প্রহার করিবার সময় সকল দাসীদের দূরে সরাইয়া দিয়া আমার প্রতি কতব্যই করিয়াছে । যদি আমি তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা না করি, তাহা হইলে আমার মন্তক সপ্তথা বিদীর্ণ হইবে ।' ইহা চিন্তা করিয়া সে তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—'আৰ্ঘ্যে, আমাকে ক্ষমা কর ।' উত্তরাবিলিল আমার পিতা এখনও বর্তমান, পিতা তোমাকে ক্ষমা করিলে, আমিও ক্ষমা করিব ।'

'বেশ, আৰ্ঘ্যে তাহাই হউক । আমি তোমার পিতা পদ্লশ্রেষ্ঠির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব ।'

'পূর্ণ আমার বর্জ্জনকপিতা (অর্থাৎ পদ্লঃ পদ্লঃ জন্ম-মৃত্যুর জনক-পিতা), কিন্তু আমার বিবর্জ্জনকপিতা (অর্থাৎ যাঁহার কারণে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন হয়) হইতেছেন সম্যকসম্বুদ্ধ । তিনি ক্ষমা করিলে তখন আমি ক্ষমা করিব ।'

‘কো পন তে বিবট্জনকপিতা’তি ? ‘সম্মাসম্বুদ্ধো’তি ।
 ‘ময়ং তেন সন্ধিঃ বিস্বাসো নথী’তি । ‘অহং করিস্সামি,
 সথা স্বে ভিক্ষুসঙ্ঘং আদায় ইধাগমিস্সতি, তং যথালঙ্ক
 সঙ্কারং গহেত্বা ইধেব আগম্বা তং থমাপেহী’তি । সা ‘সাধু,
 অযো’তি উট্ঠায় অন্তনো গেহং গম্বা পণ্ডসতা পরিবারি-
 থিয়ো আণাপেত্বা নানাবিধানি খাদনীয়ানি চেব সুপেয্যানি
 চ সম্পাদেত্বা পুনর্দিবসে তং সঙ্কারং আদায় উত্তরায় গেহং
 আগম্বা বুদ্ধম্পমদুখস্স ভিক্ষুসঙ্ঘস্স পত্তে পতিট্ঠাপেতুং
 অবিসহন্তী অট্ঠাসি । তং সৰ্বং গহেত্বা উত্তরায় সংবি-
 দহি । সিরিমাপি ভত্তকিচ্চাবসানে সন্ধিঃ পরিবারেন
 সখু পাদমূলে নিপজ্জি ।

অথ নং সথা পদ্বিচ্ছি—‘কো তে অপরাধো’তি ? ‘ভন্তে,

*

*

*

‘তোমার বিবট্জনক পিতা কে ?’

‘সম্যক্সম্বুদ্ধ ।’

‘তাহার সহিত আমার কোন পরিচয় নাই ।’

‘আমিই করিয়া দিব । শাস্তা আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গে লইয়া আসিবেন । তুমি যথালব্ধ পূজাসংকার লইয়া এখানেই আসিয়া তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে ।’ সে ‘বেশ তাহাই হউক, আরে’ বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া নিজের গৃহে যাইয়া পণ্ডশত পরিবারস্ত্রীদের আদেশ দিয়া নানাবিধ খাদ্য এবং সুপ প্রস্তুত করাইয়া পরের দিন সেইসকল পূজাসংকার লইয়া উত্তরার গৃহে আসিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের পাত্রে কিছুর দিতে সাহস না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । তখন উত্তরা সর্বাঙ্ক লইয়া নিজেই পরিবেশন করিল । সিরিমাও ভোজনকৃত্যবসানে সপরিবার শাস্তার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল ।

তখন শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তোমার অপরাধ কি ?’

ময়া হিষ্যো ইদং নাম কতং, অথ মে সহায়িকা মং
বিহেঠন্নমানা দাসিয়ো নিব্বারেত্বা ময়ংহং উপকারমেব
অকাসি । সাহং ইমিস্সা গুণং জানিহ্বা ইমং খমাপেসিং ।
অথ মং এসা ‘তুম্হেসদ্দ খমন্তেসদ্দ খমিস্সামী’তি আহ ।
‘এবং কি উত্তরে’তি ? ‘আম, ভন্তে, সীসে মে সহায়িকায়
পক্কুথিতসম্পি আসিত্তং’তি । অথ ‘তয়া কিং চিন্তিতং’তি ?
‘চক্কবালং অতিসম্বাধং, ব্রহ্মলোকো অতিনীচকো, মম
সহায়িকায় গুণোব মহন্তো । অহংহি এতং নিস্সায় দানণ
দাতুং ধম্মণ সোতুং অলখং, সচে মে ইমিস্সা উপরি কোপো
অথি, ইদং মং দহতু । নোচে, মা দহতু’তি এবং চিন্তেত্বা
ইমং মেত্তায় ফরিং, ভন্তে’তি । সথা ‘সাধু সাধু, উত্তরে,
এবং কোধং জিনিতুং বট্টিতি । কোধো হি নাম অক্কোধেন,

•

•

•

‘ভন্তে, আমি গতকল্য এই অনায় কাজ করিয়াছি । অথচ দাসীরা যখন
আমাকে প্রহার করিতেছিল আমার এই সহায়িকা দাসীদের নিবৃত্ত করিয়া
আমার উপকারই করিয়াছে । তাই আমি তাহার গুণ জানিয়া তাহার নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা করি । সে তখন আমাকে বলিল—‘আপনি ক্ষমা করিলেই সে
আমাকে ক্ষমা করিবে ।’

‘হে উত্তরে, তুমি কি তাহাই বলিয়াছ ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, কারণ আমার সহায়িকা আমার উপর তপ্ত ঘৃত নিক্ষেপ
করিয়াছে ।’

‘তখন তুমি কি চিন্তা করিলে ?’

‘চক্কবাল অতি সীমিত, ব্রহ্মলোক অতি নীচ, কিন্তু আমার সহায়িকার
গুণ অসামান্য । আমি ইহারই কারণে দান দিতে এবং ধর্ম শ্রবণ করিতে
পারিয়াছি । যদি ইহার উপর আমার কোন ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে
এই তপ্ত ঘৃত আমাকে দগ্ধ করুক, নোচেং দগ্ধ না করুক । ভন্তে, এইরূপ
মৈত্রীচিন্তা উৎপন্ন করিয়াছিলাম ।’

শাস্তা বলিলেন—‘সাধু সাধু, উত্তরে, ক্রোধকে এইভাবেই জয় করিতে

অক্লোসকপরিভাসকো অনক্লোসন্তেন অপরিভাসন্তেন,
থন্ধমচ্ছরী অন্তনো সন্তকস্স দানেন, মদুসাবাদী সচ্চবচনেন
জিনিতম্বো’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অক্লোধেন জিনে কোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে ।

জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেনালিকবাদিনং’তি ॥ ২২৩ ॥

তথ ‘অক্লোধেনা’তি কোধনো হি পদুগলো অক্লোধেন হুত্বা
জিনিতম্বো । ‘অসাধুং’তি থভন্দকো ভন্দকেন হুত্বা
জিনিতম্বো । কদরিয়ং’তি অন্ধমচ্ছরী অন্তনো সন্তকস্স
চাগিচন্তেন জিনিতম্বো । অলিকবাদী সচ্চবচনেন
জিনিতম্বো । তস্মা এবমাহ—অক্লোধেন জিনে কোধং...
পে...সচ্চেনালিকবাদিনং’তি ।

দেসনাবসানে সিরিমা সন্ধিং পণ্ডসতাহি ইথীহি সোতাপত্তি-
ফলে পতিট্ঠহীতি ।

॥ উত্তরাউপাসিকাবথু ততিয়ং ॥

*

*

*

হয় । অক্লোধের দ্বারা ক্লোধকে, অনাক্লোধের দ্বারা আক্লোধকে, প্রশংসার দ্বারা
নিন্দাকে, নিজের যাহা আছে তাহা দানের দ্বারা কৃপণকে, সত্যবাদিতার দ্বারা
মুযাবাদীকে জয় করিতে হয় ।’—ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘অক্লোধের দ্বারা (অর্থাৎ মৈত্রীর দ্বারা) ক্লোধকে জয় করিবে ; সাধুতা দ্বারা
অসাধুকে জয় করিবে ; ত্যাগের দ্বারা (অর্থাৎ দানের দ্বারা) কৃপণকে জয়
করিবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে ।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ২২৩ ।

অন্বয় : ‘অক্লোধেন’ ক্লোধী ব্যক্তিকে অক্লোধের দ্বারা (মৈত্রীর দ্বারা) জয়
করিতে হইবে । ‘অসাধুং’ অভদ্র ব্যক্তিকে ভদ্রতার দ্বারা জয় করিতে হইবে ।
‘কদরিয়ং’ নিজের যাহা আছে তাহা হইতে দান করিয়া কৃপণকে জয় করিতে
হইবে । মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদিতার দ্বারা জয় করিতে হইবে । তাই বলা
হইয়াছে—‘অক্লোধেন জিনে কোধং.....পে.....সচ্চেনালিকবাদিনং’তি ।

দেসনাবসানে পণ্ডিত কুলস্রীদের সঙ্গে সিরিমা স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
হইল ।

॥ উত্তরা উপাসিকার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মহামোগ্গল্লান্থেরগণ্ণ্‌হবথু । ৪

‘সচ্চং ভণে’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো মহামোগ্গল্লান্থেরস্স পঞ্‌হং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিং হি সময়ে থেরো দেবচারিকং গন্ত্বা মহেসক্‌থায় দেবতায় বিমানদ্বারে ঠস্থা তং অন্তনো সন্তিকং আগন্ত্বা বন্দিত্বা ঠিতং এবমাহ—‘দেবতে মহতী তে সম্পত্তি, কিং কস্মং কস্থা ইমং অলথা’তি ? ‘মা মং, ভন্তে, পদুচ্ছথা’তি । দেবতা কির অন্তনো পরিত্তকস্মেন লজ্জমানা এবং বদতি । সা পন থেরেন ‘কথেষিযেবা’তি বদুচ্ছমানা আহ—‘ভন্তে, ময়া নেব দানং দিন্নং, ন পদুজা কতা, ন ধম্মো সদুতো, কেবলং সচ্চমত্তং রক্‌খিতুং’তি । থেরো অঞ্‌ঞানি বিমান-দ্বারানি গন্ত্বা আগতাগতা অপরাপি দেবধীতরো পদুচ্ছি ।

*

*

*

মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের প্রস্নের উগাখ্যান । ৪ ।

‘সত্য বলিবে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে মহামৌদ্‌গল্যায়ন স্থবিরের প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একসময় স্থবির (মহামৌদ্‌গল্যায়ন) দেবলোকে যাইয়া জনৈক মহেশাখ্য দেবতার বিমানদ্বারে দাঁড়াইলে সেই দেবতা তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একপাশে দাঁড়াইলে তিনি এইরূপ বলিলেন—‘হে দেবতে, আপনার ত মহতী সম্পত্তি, কি কর্ম করিয়া ইহা লাভ করিয়াছেন ?’ ‘ভন্তে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না ।’ দেবতা সামান্য কর্মের কারণে ইহা লাভ করিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় বলিতে চাহিতেছেন না । স্থবির আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আপনি বলুন না ।’ ‘ভন্তে, আমি দানও দিই নাই, পূজাও করি নাই, ধর্মও শ্রুতি নাই, কেবল সত্যমাত্র রক্ষা করিয়াছিলাম ।’ স্থবির অন্যান্য বিমানদ্বারে যাইয়াও আগতাগত দেবকন্যাদের প্রত্যেককে ঐ একই প্রশ্ন

তাসদ্বাপি তথৈব নিগদুহিহ্বাথেরং পটিবাহিতুং অসক্কোন্তীসু
 একা তাব আহ—‘ভন্তে, ময়া নৈব দানাদীসু কতং নাম
 অথি, অহং পন কস্সপবুদ্ধকালে পরস্স দাসী অহোসিং,
 তস্সা মে সামিকো অতিবিয় চন্ডো ফরুসো গহিতপ্গহিতেনেব
 কট্টেন বা কলিঙ্গরেন বা সীসং ভিন্দতি । সাহং উম্পনে
 কোপে ‘এস তব সামিকো লক্খণাহতং বা কাতুং নাসাদীনি
 বা ছিন্দিতুং ইস্সরো, মা কুণ্ণী’তি অন্তানমেব পরিভাসেহ্বা
 কোপং নাম ন অকাসিং, তেন মে অয়ং সম্পত্তি লদ্ধা’তি ।
 অপরা আহ—‘অহং, ভন্তে, উচ্ছুথেন্তং রক্খমানা একস্স
 ভিক্খুনো উচ্ছুযট্ঠিং অদাসিং ।’ অপরা ‘একং তিস্সবরু-
 সকং অদাসিং ।’ অপরা ‘একং এলাল্লকং অদাসিং’ ।
 অপরা ‘একং ফারুসকং অদাসিং ।’ অপরা ‘একং মূল-

করিলেন । তাহারাও নিজ নিজ কর্মের কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিল ।
 কিন্তু স্থবির না জানিয়া ছাড়িবেন না । তখন এক দেবকন্যা বলিলেন—
 ‘ভন্তে, আমি দানাদি কোন পুণ্য কাজ করি নাই । আমি কাশ্যপ বুদ্ধের
 সময়ে অন্যের দাসী ছিলাম । আমার প্রভু ছিলেন অত্যন্ত চন্ডাল এবং ক্রুর,
 যখন তখন তিনি আমাকে ঘণ্টি বা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা মাথায় আঘাত
 করিতেন, আমার তখন ক্রোধ হইলে আমি নিজেকে এইভাবে তিরস্কৃত
 করিয়া সংবত করিতাম—‘ইনি তোমার প্রভু, তোমাকে লক্ষণাহত (=কোন
 একটি অঙ্গে স্থায়ী চিহ্ন করিয়া দেওয়া) করিবার বা তোমার নাসিকাদি ছেদন
 করিবার তিনি ঈশ্বর (=মালিক) । অতএব ক্রুদ্ধ হইয়োনা ।’—ইহারই
 ফলে আমি এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছি । আর একজন বলিলেন—‘ভন্তে,
 আমি ইন্দুক্ষেত পাহারা দিবার সময় একজন ভিক্ষুকে একখানি ইন্দু দান
 করিয়াছিলাম ।’ আর একজন বলিলেন—‘তিনি সন্নিষ্ট তিস্সদক (তিস্সবরু)
 কল দান করিয়াছিলেন । আর একজন বলিলেন যে তিনি ‘এল্লার্ক’ নামক
 লম্বা দান করিয়াছিলেন । আর একজন বলিলেন—‘তিনি ‘পারুসক’ নামক
 পুষ্প দান করিয়াছিলেন । এইভাবে একজন বলিলেন তিনি এক বৃদ্ধি

মদুট্ঠিং।’ অপরা ‘নিম্বমদুট্ঠিং’তি আদিদনা নয়েন অন্তনা
অন্তনা কতং পরিত্তদানং আরোচেত্বা ‘ইমিনা ইমিনা কারণেন
অম্‌হেহি অয়ং সম্পত্তি লদ্ধা’তি আহংসদ।

থেরো তাহি কতকম্মং সদ্বা সথারং উপসঙ্কমিদ্‌ভা পদুচ্ছি—
‘সক্কা নদু থো, ভন্তে, সচ্চকথনমত্তেন, কোপনিব্বাপনমত্তেন,
অতিপরিত্তকেন তিস্বরদুসকাদিদানমত্তেন দিব্বসম্পত্তিং
লদ্ধা’তি ? ‘কম্মা মংমোগ্গল্লান, পদুচ্ছিসি, ননদু তে দেবতাহি
অয়ং অথো কথিতো’তি ? ‘আম, ভন্তে, লব্‌ভতি মএংএ
এত্তকেন দিব্বসম্পত্তী’তি । অথ নং সথা ‘মোগ্গল্লান,
সচ্চমত্তং কথেন্নাপি কোপমত্তং জহিহ্বাপি পরিত্তকং দানং
দহ্বাপি দেবলোকং গচ্ছতিয়েবা’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

মূলা দান করিয়াছিলেন, অপর কেহ বলিলেন—তিনি এক মদুষ্টি নিম্ব দান
করিয়াছিলেন।—এইভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামান্য দানের কথা জ্ঞাপন
করিয়া শ্ববিরকে বলিলেন—‘এই এই কারণে আমরা ঈদৃশ সম্পত্তি লাভ
করিয়াছি।’

শ্ববির তাঁহাদের কৃতকর্মের কথা শুনিয়া শান্তার নিকট উপস্থিত হইয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘ভন্তে, সত্যকথনমাত্রের দ্বারা, কোপসংযতকরণমাত্রের দ্বারা
অতিসামান্য তিস্দুক প্রভৃতি দানমাত্রের দ্বারা কি দিব্যসম্পত্তি লাভ করা
যায় ?’

‘মৌদ্‌গল্যায়ন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? তুমি কি দেবলোকে
দেবতাদের মূখে এই কথা শোন নাই ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে, মনে হয় এতটুকুর দ্বারাও দিব্যসম্পত্তি লাভ করা যায়।’

তখন শান্তা বলিলেন—‘মৌদ্‌গল্যায়ন, সত্যমাত্র কথনের দ্বারাও, কোপমাত্র
ত্যাগের দ্বারাও, সামান্য দান দিয়াও দেবলোকে যাইতে পারে’ বলিয়া এই
গাথা ভাষণ করিলেন—

‘সচ্চং ভণে, ন কুঙ্কেয্যা, দম্ভজা অম্পম্পি যাচতো ।

এতেহি তীহি ঠানেহি, গচ্ছে দেবান সম্বিক্কে’তি ॥ ২২৪ ॥

তথ ‘সচ্চং ভণে’তি সচ্চং দীপেয্য বোহরেয্য, সচ্চে পতিট্ঠ-
হেয্যাতি অথো । ‘ন কুঙ্কেয্যা’তি পরস্স ন কুঙ্কেয্য ।
‘যাচতো’তি যাচকা নাম সীলবন্তো পম্বজিতা । তে হি
কিণ্ণাপি ‘দেথা’তি অযাচিহ্নাব ঘরদ্বারে তিট্ঠন্তি, অথতো
পন যাচিস্তেযেব নাম । এবং সীলবন্তেহি যাচিতো অম্পম্পিং
দেয্যধম্মে বিজ্জমানে অম্পমত্তকম্পি দদেয্য । ‘এতেহি
তীহি’তি এতেস্ তীস্ একেনাপি কারণেন দেবলোকং
গচ্ছেয্যাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গংসুতি ।

॥ মহামোঙ্গল্লাথেরপণ্ণহবত্থ চতুথং ॥

*

*

*

‘সত্য বলিও, ক্রোধ করিও না ; প্রার্থিত হইয়া সামান্য কিছু দান
করিও ।—এই ত্রিবিধ উপায়ে দেবগণের সান্নিধ্যে গমন করিবে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২২৪ ।

অম্বয় : ‘সচ্চং ভণে’ সত্য প্রকাশ করিবে, সত্য ব্যবহার করিবে এবং
সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । ‘ন কুঙ্কেয্য’ অন্যকে ক্রোধ করিবে না । ‘যাচিতো’
এখানে যাচক বলিতে শীলবান প্রব্রজিতের কথাই বলা হইয়াছে । তাঁহারা
‘আমাকে কিছু দাও’ বলিয়া প্রার্থনা না করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন ।
তাঁহাদের উপস্থিতির দ্বারাই তাঁহারা জ্ঞাপন করেন যে তাঁহারা ভিক্ষাপ্রার্থী ।
এইভাবে শীলবান ব্যক্তিগণ যাচ্ঞা করিলে দেয় বস্তু অম্প থাকিলে অম্পই
দেওয়া উচিত । ‘এতেহি তীহি’ এই তিনটির কোন একটি কারণের দ্বারা
দেবলোকে যাওয়া যায়—এই অর্থ ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

। মহামৌদগল্যায়ন শ্রুবিরের প্রশ্নের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

বুদ্ধগিত্তুরাক্ষণবথু । ৫

‘অহিংসকা ষে’তি ইমং ধম্মদেসনং সখা সাকেতং নিস্সায়
অঞ্জনবনে বিহরন্তো ভিক্খুহি পদুট্ঠপঞ্ছং আরম্ভ
কথেসি ।

ভগবতো কির ভিক্খুসঙ্ঘপরিবৃত্তস্স সাকেতং পিণ্ডায়
পবিসনকালে একো সাকেতবাসী মহল্লকব্রাক্ষণো নগরতো
নিক্খমন্তো অন্তরঘরদ্বারে দসবলং দিম্বা পাদেসদু নিপতিত্বা
গোপফকেসদু দল্হং গহেত্বা, ‘তাত, ননদু নাম পদুত্তোহি
জিন্নকালে মাতাপিতরো পটিজ্জিগতব্বা, কস্মা এত্তকং
কালং অম্হাকং অন্তানং ন দস্সেসি । ময়া তাব দিট্ঠোসি,
মাতরম্পি পস্সিতুং এহী’তি সখারং গহেত্বা অন্তনো গেহং
অগমাসি । সখা তথ গন্ত্বা পঞ্ছং আসনে নিসীদি
সদ্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেন । ব্রাক্ষণীপি আগন্ত্বা সথদু পাদেসদু

*

*

*

বুদ্ধগিত্তা ব্রাক্ষণের উপাখ্যান । ৫ ।

‘যাহারা অহিংসক’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা সাকেতের নিকটে অঞ্জনবনে
অবস্থানকালে ভিক্ষুদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহা ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ভগবান একসময় ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া সাকেতে পিণ্ডপাতের জন্য
প্রবেশকালে এক সাকেতবাসী বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ নগর হইতে বাহির হইবার সময়
অন্তরগৃহদ্বারে দশবল বৃদ্ধকে দেখিয়া বৃদ্ধের পায়ে নিপতিত হইয়া পদগদুষ্ক-
ষয়কে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—‘বাবা, মাতাপিতা বৃদ্ধ হইলে
পুত্রগণের কি উচিত নয় তাঁহাদের সেবা করা ! কেন এতকাল তুমি আমাদের
দর্শন দাও নাই । আমি না হয় এখন তোমাকে দেখিলাম, তোমার মাতাকে
একবার দর্শন দাও’ এবং শাস্তাকে লইয়া নিজের গৃহে উপস্থিত হইলেন ।
শাস্তা সেখানে ষাইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ সেখানে প্রজ্ঞপ্ত আসনে উপবেশন
করিলেন । ব্রাক্ষণীও আসিয়া শাস্তার পায়ে নিপতিত হইয়া বলিলেন—

নিপতিত্বা, ‘তাত, এত্তকং কালং কুহিং গতোসি, নন্দ নাম
মাতাপিতরো মহল্লককালে উপট্ঠাতব্বা’তি বস্বা পদ্বত্ত-
ধীতরো ‘এথ ভাতরং বন্দথা’তি বন্দাপেসি। তে উভোপি
তুট্ঠমানসা বুদ্ধস্পমদুখং ভিক্ষুসঙ্ঘং পরিবিসিহ্বা, ‘ভন্তে,
ইধেব নিবদ্ধং ভিক্ষুং গণ্হথা’তি বস্বা ‘বুদ্ধা নাম একট্-
ঠানেয়েব নিবদ্ধং ভিক্ষুং ন গণ্হন্তী’তি বুদ্ধে, ‘তেন হি,
ভন্তে, স্বে বো নিমন্তেতুং আগচ্ছন্তি, তে অম্হাকং সন্তিকং
পহিণেয্যাথা’তি আহংসু। সখা ততো পট্ঠায় নিমন্তেতুং
আগতে ‘গন্হা ব্রাহ্মণস্স আরোচেয্যাথা’তি পেসেসি। তে
গন্হা ‘ময়ং স্বাতনায় সখারং নিমন্তেমা’তি ব্রাহ্মণং বদন্তি।
ব্রাহ্মণো পদ্বনিবসে অস্তনো গেহতো ভত্তভাজনসুপেয্য-
ভাজনানি আদায় সখা নিসীদনট্ঠানং গচ্ছতি। অএওএও
পন নিমন্তনে অসতি সখা ব্রাহ্মণস্সেব গেহে ভত্তিকচ্চং

*

*

*

‘বাবা, এতকাল তুমি কোথায় গিয়াছিলে? মাতাপিতা বুদ্ধ হইলে তাঁহাদের
সেবা করা কি পুত্রের উচিত নয়?—বলিয়া পুত্রকন্যাদের ডাকিয়া—‘আইস,
তোমাদের ভ্রাতাকে বন্দনা কর’ বলিয়া বন্দনা করাইলেন। তাঁহারা উভয়ে
তুট্ঠাচিন্তে বুদ্ধ প্রমদুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পরিবেশন করিয়া বলিলেন—‘ভন্তে,
এখানেই প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ করুন।’

‘বুদ্ধগণ প্রত্যহ একস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।’

‘ভন্তে, তাহা হইলে যাঁহারা আপনাদের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিবেন
তাঁহাদের আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।’

ইহার পর হইতে যাহারা নিমন্ত্রণ করিতে আসিতেন শাস্তা তাঁহাদের
পাঠাইয়া দিতেন—‘যাও, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।’ তাঁহারা যাইয়া
ব্রাহ্মণকে বলিতেন—‘আমরা আগামীকালের জন্য শাস্তাকে নিমন্ত্রণ
করিতেছি।’ ব্রাহ্মণ পরের দিন নিজের গৃহ হইতে অম্বপাক, সুপপাক লইয়া
শাস্তার উপবেশনস্থানে যাইতেন। অন্যত্র নিমন্ত্রণ না থাকিলে শাস্তা ব্রাহ্মণের

করোতি । তে উভোপি অন্তনো দেব্যধম্মং নিচ্চকালং
তথাগতস্স দেন্তা ধম্মকথং সুদল্লতা অনাগামিফলং
পাপদুগিৎসু ।

ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদুং—‘আবুসো,
ব্রাহ্মণো ‘তথাগতস্স সুদ্ধোদনো পিতা, মহামায়া মাতা’তি
জানাতি, জানন্তোব সন্ধি ব্রাহ্মণিয়া তথাগতং ‘অম্‌হাকং
পুত্তো’তি বদতি, সথাপি তথেব অধিবাসেতি । কিং নু
খো কারণং’তি ? সথা তেসং কথং সুদুয়া, ‘ভিক্খবে,
উভোপি তে অন্তনো পুত্তমেব পুত্তোতি বদন্তী’তি বস্বা
অতীতং আহরি—

অতীতে, ভিক্খবে, অয়ং ব্রাহ্মণো নিরন্তরং পণ্ড জাতি-
সতানি ময়্‌হং পিতা অহোসি, পণ্ড জাতিসতানি
চুলপিতা, পণ্ড জাতিসতানি মহাপিতা । সাপি মে
ব্রাহ্মণী নিরন্তরমেব পণ্ড জাতিসতানি মাতা অহোসি,

*

*

*

গৃহেই ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিতেন । তাঁহারা উভয়েই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও
ব্রাহ্মণী) নিত্য তথাগতকে দান দিয়া ধর্মকথা শুনিয়া অনাগামিফল প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ।

ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথা সমুদ্বাপিত করিলেন—“আবুসো, ব্রাহ্মণ জানেন
যে, ‘তথাগতের পিতা সুদ্ধোদন এবং মাতা মহামায়া’ । জানা সত্ত্বেও
ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তথাগতকে ‘আমাদের পুত্র’ বলিয়া বলিতেছেন
এবং শাস্তাও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । কি ব্যাপার বলুন ত ?”
শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, উভয়েই (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী)
নিজেদের পুত্রকেই পুত্র বলিয়া বলিতেছেন’ বলিয়া অতীতের কথা বলিতে
লাগিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, অতীতে নিরন্তর পঞ্চশত জন্মে এই ব্রাহ্মণ আমার পিতা
ছিলেন, পঞ্চশত জন্মে খল্লভাত, পঞ্চশত জন্মে জ্যেষ্ঠাতা ছিলেন । সেই
ব্রাহ্মণীও নিরন্তর পঞ্চশত জন্মে আমার মাতা ছিলেন । পঞ্চশত জন্মে ছোট

পণ্ড জাতিসতানি চুল্লমাতা, পণ্ড জাতিসতানি মহামাতা ।
এবাহং দিয়ড্‌জাতিসহস্সং ব্রাহ্মণস্স হথে সংবড্‌টো,
দিয়ড্‌জাতিসহস্সং ব্রাহ্মণিয়া হথেতি তীণি জাতি-
সহস্সানি তেসং পদুত্তভাবং দস্সেস্সা ইমা গাথা অভাসি—

‘যস্মিৎ মনো নিবিসতি, চিত্তগ্যাপি পসীদতি ।

অদিট্‌পদুস্বকে পোসে, কামং তস্মিম্পি বিস্সসে ॥

‘পদুস্বেব সন্নিবাসেন, পচ্চদুস্পন্নহিতেন বা ।

এবং তং জায়তে পেমং উস্পলং ব যথোদকে’তি ॥

সখা তেমাসমেব তং কুলং নিস্সায় বিহাসি । তে উভোপি
অরহত্তং সচ্ছিক্সা পরিনিব্বায়িৎসু । অথ নেসং মহাসঙ্কারং
ক্সা উভোপি এককুটাগারমেব আরোপেস্সা নীহরিৎসু ।
সখাপি পণ্ডসত্ভিক্‌খুপরিবারো তেহি সন্ধিৎসেব আলাহনং

*

*

*

মা এবং পণ্ডশত জন্মে বড় মা ছিলেন । এইভাবে দেড় হাজার জন্মে আমি
এই ব্রাহ্মণের দ্বারাই সংবর্ধিত হইয়াছি এবং দেড় হাজার জন্মে ব্রাহ্মণীর হস্তে
সংবর্ধিত হইয়াছি’—এইভাবে তিন সহস্র জন্মে তাঁহাদের পদুত্তভাব দর্শন
করাইয়া শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যাহার প্রতি মন নিবিষ্ট হয়, চিত্তও প্রসন্ন হয়, অদিট্‌পদুর্বে (অর্থাৎ
যাহার সহিত ইতিপূর্বে দেখা হয় নাই) ব্যক্তি হইলেও তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য
মনে করা যাইতে পারে’ । [সাক্ষেত জাতক, নং ৬৮]

‘পূর্বের সহবাস অথবা বর্তমানের হিতের কারণে এইরূপ প্রেম জাগ্রত
হয় । যেমন জলে পদ্ম ।’

শাস্তা তিনমাস যাবত সেই পরিবারের নিকট অবস্থান করিলেন । তাঁহারা
উভয়ে (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী) অহঁত্ব লাভ করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন ।

অনন্তর তাঁহাদের মহা সংকার করিয়া উভয়কে একই শবধানে আরোপিত
করাইয়া বাহির করা হইল । শাস্তাও পণ্ডশত ভিক্ষু পরিবৃত্ত হইয়া তাহাদের

অগমাসি । ‘বুদ্ধানং কিং মাতাপিতরো’তি মহাজনো
নিক্খমি । সথাপি আলাহনসমীপে একং সালং পবিষিদ্ধা
অট্ঠাসি । মনুস্সা সথারং বন্দিহা একমন্তে ঠহা ‘ভন্তে,
মাতাপিতরো বো কালকতাতি মা চিন্তয়িত্বা’তি সথারা
সন্ধিং পটিসন্হারং করোন্তি । সথা তে ‘মা এবং অবচুত্বা’তি
অম্পটিক্খপিহা পরিসায় আসয়ং ওলোকেহা তত্ত্বণান্দ-
রূপং ধম্মং দেসেন্তো—

‘অম্পং বত জীবিতং ইদং,

ওরং বম্মসতাপি মিয়্যাতি ।

যো চোপি অতিচ্চ জীবতি,

অথ সো জরসাপি মিয়্যাতী’তি ।—ইদং ‘জরা-
সদন্ত’ কথেসি । দেসনাবসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহম্মানং
ধম্মাভিসময়ো অহোসি । ভিক্খু ব্রাহ্মণস্স চ ব্রাহ্মণিয়া চ

*

*

*

সঙ্গে শ্মশানে গেলেন । ‘বুদ্ধগণের মাতাপিতা’ এই কথা শুনিয়া অজস্র
লোক বহির্গত হইল । শান্তা শ্মশানসমীপস্থ একটি পর্ণশালায় প্রবেশ
করিয়া অবস্থান করিলেন । লোকেরা শান্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে স্থিত
হইয়া ‘ভন্তে, আপনার মাতাপিতা কালগত হইয়াছে, চিন্তা করিবেন না’
বলিয়া শান্তার সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ করিল । শান্তা তাহাদের ‘এইরূপ বলিও
না ।’ না বলিয়া উপস্থিত জনতার মনোভাব অবলোকন করিয়া সেই
মুহূর্তের অনূরূপ ধর্মদেশনা করিতে যাইয়া—

‘এই জীবন ক্ষণস্থায়ী, একশত বৎসরের নিম্নেও মৃত্যু হয়, যে উহাপেক্ষা
দীর্ঘকাল জীবনধারণ করে, তাহার জরার দ্বারা মৃত্যু হয় ।’

—সদন্তনিপাত, শ্লোক ৮১০ ।

এই ‘জরাসদন্ত’ (সদন্তনিপাত) ভাষণ করিলেন । দেশনাবসানে চতুরাশীতি
সহস্র প্রাণীর ধর্মাভিসময় হইয়াছিল । ভিক্ষুগণ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের
পারিনিবৃত্তিভাব না জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

বেলায় নিন্দং ন উপেমি, ভন্দস্তা কিং কারণা ন নিন্দা-
য়ন্তী'তি চিন্তেহা 'অন্ধা কস্সচি ভিক্খুনো অফাসুকং বা
ভবিম্সতি, দীঘজাতিকেন বা উপম্দবো ভবিম্সতী'তি
সঞ্‌ঞং কহা পাতোব কুণ্ডকং আদায় উদকেন তেমেহা
হথতলে প্‌বং কহা অঙ্গারেসু পচিহা উচ্ছঙ্গে কহা
তিথমগ্গে খাদিম্সামী'তি ঘটং আদায় তিথাভিমুখী
পায়াসি। সথাপি গামং পিন্ডায় পবিসিতুং তমেব
মগ্গং পটিপত্তি।

সা সথারং দিম্বা চিন্তেসি—'অঞ্‌ঞেসু দিবসেসু সথারি
দিট্ঠেপি মম দেয্যধম্মো ন হোতি, দেয্যধম্মে সতি সথারং
ন পম্সামি, ইদানি মে দেয্যধম্মো চ অথি, সথা চ সম্মুখী-
ভূতো। সচে লুখং বা পণীতং বাতি অচিন্তেহা গণ্‌হেয্য,
দদেয্যাহং ইমং প্‌বং'তি ঘটং একমন্তে নিক্খিপিত্বা
সথারং বন্দিহা, 'ভন্তে, ইমং লুখং দানং পটিগ্গহন্তা

ভদন্তগণ কি কারণে ঘুমাইতেছেন না? তারপর ভাবিল—'নিশ্চয়ই কোন
ভিক্ষু অসুস্থ হইয়াছেন, অথবা কোন সাপের উপদ্রব হইয়াছে কি?' প্রাতঃকালে
পূজা কিছ্র চালের গড়া লইয়া জল দিয়া মাখিয়া হাতের তালুতে পিষ্টক
বানাইয়া আগুনে সেকিয়া কোঁচড়ে বাঁধিয়া 'স্নানঘাটে যাইবার সময় খাইব'
চিন্তা করিয়া পানীয়ঘট লইয়া স্নানঘাটের দিকে প্রস্থান করিল। শান্তাও
গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়া সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে শান্তাকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'অন্যান্যদিন শান্তাকে দেখিলেও
আমার নিকট দান করিবার মত কিছ্রই থাকে না। আবার যেদিন কিছ্র দান
করিবার মত থাকে, সেদিন শান্তার দর্শন পাই না। এখন আমার নিকট
দান করিবার মত কিছ্র বস্তুও আছে, শান্তাও সম্মুখীভূত। যদি ভাল হউক
বা মন্দ হউক চিন্তা না করিয়া গ্রহণ করেন, আমি এই পিষ্টক তাঁহাকে দিব।'
—এই চিন্তা করিয়া সে পানীয়ঘট একদিকে নিক্ষেপ করিয়া শান্তাকে বন্দনা
করিয়া বলিল—'ভন্তে, আমার এই রন্ধ দান গ্রহণ করিয়া আমাকে অনু-

মম সঙ্গহং করোথার্থীতি আহ। সখা আনন্দথেরং ওলোকেত্বা তেন নীহরিত্বা দিম্মং মহারাজদত্তিয়ং পত্তং উপনামেত্বা পদ্বং গণ্হি। পদ্মাপি তং সখ্যং পত্তে পতিট্টপেত্বাব পণ্ডপতিট্টিতেন বন্দিত্বা ‘ভন্তে, তুম্হেহি দিট্ট-ধম্মোষেব মে সমিচ্ছতদু’তি আহ। সখা ‘এবং হোতদু’তি ঠিতকোব অনুমোদনং অকাসি।

পদ্মাপি চিন্তেসি—‘কিঞ্চাপি মে সখা সঙ্গহং করোন্তো পদ্বং গণ্হি, ন পনিদং ঋদিম্মসিতি। অন্ধা পুরতো কাকম্ম বা সন্নখম্ম বা দত্বা রঞ্ণো বা রাজপদুত্তম্ম বা গেহং গম্মা পণীতভোজনং ভুঞ্জিম্মসতী’তি। সখাপি ‘কিং নু থো এসা চিন্তেসী’তি তম্মা চিন্তাচারং ঞ্ছা আনন্দ-থেরং ওলোকেত্বা নিসীদনাকারং দম্মেসি। থেরো চীবরং পঞ্ণোপেত্বা অদাসি। সখা বহিনগরেয়েব নিসীদিত্বা ভত্তিকিচ্ছং অকাসি। দেবতা সকলচক্রবালগণ্ঠে দেব-

গৃহীত করুন।’ শাস্তা আনন্দ স্থবিরের দিকে তাকাইলে আনন্দ মহারাজ-প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া তাহাতে পিষ্টক গ্রহণ করিলেন। পদ্মাও পিষ্টক শাস্তার ভিক্ষাপাত্রে দিয়াই পণ্ডপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া বলিল ‘ভন্তে, আপনার দ্বারা দৃষ্টধর্ম ই যেন আমি লাভ করিতে পারি।’ শাস্তা ‘তাহাই হউক’ বলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দান অনুমোদন করিলেন।

পদ্মাও চিন্তা করিল—‘শাস্তা হয়ত আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আমার পিষ্টক গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় খাইবেন না। নিশ্চয়ই সম্মুখে কাক বা কুকুরকে দিয়া রাজা বা রাজপুত্রের গৃহে যাইয়া উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিবেন।’ শাস্তাও ‘পদ্মা কি চিন্তা করিতেছে’ ভাবিয়া তাহার মনের কথা জানিয়া আনন্দ স্থবিরের দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিত করিলেন যে তিনি আসন গ্রহণ করিবেন। স্থবির চীবর পাতিয়া দিলেন। শাস্তা নগরের বাহিরেই বসিয় ভোজনকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। দেবতাগণ সকল চক্রবালগণ্ঠে দেব-

মনুস্সানং উপকম্পনকং ওজং মধুপটলং বিয় পীলেত্বা
 তথ্বপক্খিপিংসু। পদ্মা চ ওলোকেস্তী অট্ঠাসি।
 ভত্ত্বকিচ্চাবসানে ত্থেরো উদকং অদাসি। সত্থা কতভত্ত-
 কিচ্চো পদ্মং আমন্তেত্বা ‘কম্মা ত্বং পদ্মে মম সাবকে পরি-
 ভবসী’তি আহ। ‘ন পরিভবামি, ভন্তে’তি। ‘অথ তয়া
 মম সাবকে ওলোকেত্বা কিং কথিতং’তি? ‘অহং তাব
 ইমিনা দুক্খপদ্দবেন নিদ্দং ন উপেমি, ভদ্দন্তা কিমত্থং
 নিদ্দং ন উপেত্তি, অত্থা কম্মসি অফাসদুকে বা ভবিম্মসতি,
 দীঘজ্জাতিকেন বা উপদ্দবো ভবিম্মসতী’তি এত্তকং ময়া,
 ভন্তে, চিস্তিতং’তি। সত্থা তস্সা বচনং সুত্বা ‘পদ্মে, ত্বা
 ন তাব দুক্খপদ্দবেন নিদ্দায়সি, মম সাবকা সদা
 জাগরিম্মনদুদত্ততায় ন নিদ্দায়স্তী’তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

মনুস্যাগণের হিতকর ওজঃ মধুপটলের ন্যায় নিষ্পেষিত করিয়া তাহাতে
 প্রক্ষেপ করিলেন। পদ্মা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। শাস্তার ভোজন-
 কৃত্য শেষ হইলে স্থবির জল দিলেন। ভোজনকৃত্য শেষ হইলে শাস্তা পদ্মাকে
 ডাকিয়া বলিলেন—‘পদ্মে, তুমি আমার শ্রাবকদের নিন্দা কর কেন?’

‘না ভন্তে, আমি ত নিন্দা করি না।’

‘তাহা হইলে তুমি আমার শ্রাবকদের দেখিয়া কি বলিয়াছিলে?’

‘আমি না হয় দঃখের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ঘুমাইতে পারিতোঁছি না,
 কিন্তু ভদন্তগণ কেন ঘুমাইতেছেন না। নিশ্চয়ই কোন ভিক্ষু
 অসদৃশ হইয়া থাকিবেন। অথবা কোন সাপের উপদ্রব হইয়াছে কি?
 ভন্তে, আমি এইটুকু মাত্র চিন্তা করিয়াছি।’ শাস্তা তাহার কথা শুনিয়া
 বলিলেন—

‘পদ্মে, তুমি নিজের দঃখের কারণে ঘুমাইতে পার না, কিন্তু আমার
 শ্রাবকগণ সদা জাগ্রত থাকে বলিয়া ঘুমায় না।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই
 গাথা ভাষণ করিলেন—

‘সদা জাগরমানানং, অহোরতান্দুসিক্খিনং ।

নিব্বানং অধিমুত্তানং, অথং গচ্ছন্তি আসবা’তি ॥ ২২৬ ॥

তথ ‘অহোরতান্দুসিক্খিনং’তি দিবা চ রত্তিং চ তিস্সো সিক্খা সিক্খমানানং । ‘নিব্বানং অধিমুত্তানং’তি নিব্বানম্বাসয়ানং । ‘অথং গচ্ছন্তী’তি এবরূপানং সবেপি আসবা অথং বিনাসং নখিভাবং গচ্ছন্তী’তি অথো ।

দেশনাবসানে যথাঠিতা পদ্মা সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি, সম্পত্তপরিসায়পি সার্থিকা ধম্মদেশনা অহোসী’তি ।

সথা কুন্ডকঅঙ্গারপূবেন ভত্তিকচ্চং কহা বিহারং অগমাসি ।

ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসদং— ‘দুস্করং, আবুসো, সম্মাসম্বুদ্ধেন কতং পদ্মায় দিমেণ কুন্ডকঅঙ্গার-পূবেন ভত্তিকচ্চং করোন্তেনা’তি । সথা আগম্বা ‘কায় নুথ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি পুচ্ছিত্বা

*

*

*

‘যাহারা সর্বদা স্মৃতিমান, অহোরাত্র শিক্ষানুশীলনে রত, যাহারা নির্বাণ অভিলাষী তাহাদের পাপ প্রবৃত্তিসমূহ অস্তমিত হয় ।

—ধম্মপদ, শ্লোক ২২৬ ।

অবয়ব : ‘অহোরতান্দুসিক্খিনং’ যাহারা দিবারাত্র তিনপ্রকার শিক্ষায় রত থাকে (যথা, অধিশীল শিক্ষা, অধিচিন্তা শিক্ষা এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা) । ‘নিব্বানং অধিমুত্তানং’ যাহারা নির্বাণে অভিলাষী । ‘অথং গচ্ছন্তি’ যাহারা এইরূপ তাহাদের সকল আশ্রব (=পাপ প্রবৃত্তিসমূহ) অস্তমিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত হয়, নাস্তিভাব প্রাপ্ত হয় ।

দেশনাবসানে পদ্মা দণ্ডায়মান অবস্থাতেই স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল । উপস্থিত জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

শাস্তা চালের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত এবং আগুনে সেকা পিষ্টকের দ্বারা আহারকৃত্য সম্পাদন করিয়া বিহারে চলিয়া গেলেন । ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় কথ্য সমুৎখাপিত করিলেন—‘আবুসো, পদ্মাপ্রদত্ত কুন্ডক অঙ্গারপিষ্টকের দ্বারা আহারকৃত্য সম্পাদন করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ দুস্কর কার্য করিয়াছেন ?’ শাস্তা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে একত্রিত হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে’ ।

‘ইমায় নামা’তি বদন্তে ‘ন, ভিক্ষবে, ইদানেব, পদ্বৈপি
ময়া ইমায় দিনকুন্ডকং পরিভুক্তমেবা’তি বহা অতীতং
আহরিত্বা—

‘ভুত্বা তিণপরিঘাসং, ভুত্বা আচামকুন্ডকং ।
এতং তে ভোজনং আসি, কস্মা দানি ন ভুঞ্জসি ॥
‘যথ পোসং ন জানন্তি, জাতিয়া বিনয়েন বা ।
বহুং তথ মহারক্কে, অপি আচামকুন্ডকং ॥
‘ত্বং থো মং পজানাসি, যাদিসায়ং হয়ন্তমো ।
জানন্তো জানমাগম্ম, ন তে ভক্খামি কুন্ডকং’তি ॥
—ইমং ‘কুন্ডকসিদ্ধবপোতকজাতকং’ বিখ্যারেত্বা কথেসি ।

॥ পদ্মদাসীবথু ছট্ঠং ॥

‘হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারই নহে, পূর্বেও ইহার দ্বারা প্রদত্ত কুন্ডক
আমার দ্বারা পরিভুক্ত হইয়াছে ।’ এই বলিয়া অতীতের ঘটনা উল্লেখ করিয়া
এই গাথাগদূলি ভাষণ করিলেন—

[সিদ্ধবপোতক অশ্ববর্ণিক (= বোধিসত্ত্ব) কে বলিতেছে]

‘এতদিন তোমার খাদ্য ছিল পরের উচ্ছিষ্ট তৃণ এবং কুন্ডকের ফেন, তবে
কেন তুমি এই খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না ?’

‘হে মহারক্কে, যেখানে কুল, শীল অবিদিত, সেখানে কুন্ডকের ফেন
ইত্যাদিও অনেক ।’

‘কিন্তু তুমি ত জান যে আমি হয়োত্তম । জানি আমি, জান তুমি এই হেতু
আমার আর কুন্ডকের ফেন খাইতে ইচ্ছা করিতেছেন না ।’—এইভাবে শাস্তা ‘কুন্ডক
সিদ্ধবপোতকজাতক’ (জাতক সংখ্যা ২৫৪) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলেন ।*

। পদ্মা দাসীর উপাখ্যান সমাপ্ত ।

* ‘কুন্ডকসিদ্ধবপোতক’ জাতক অনুসারে সিদ্ধবপোতক ছিলেন
বর্তমানের শারিপদন্ত যিনি ঐ জন্মে বুদ্ধাপ্রদত্ত কুন্ডকের ফেন এবং উচ্ছিষ্ট
তৃণও ভোজন করিয়াছিলেন ।

কিন্তু বুদ্ধ যে বুদ্ধদেবতা হইয়া দর্গত ব্যক্তি হইতে কুন্ডকপিষ্টক গ্রহণ
করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন তাহা আছে ‘কুন্ডকপূব’ জাতকে (জাতক
সংখ্যা ১০৯) । কিন্তু সেই অতীতের দর্গত ব্যক্তিই যে বর্তমানের পদ্মা
দাসী সেইকথা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে ।

অতুলউপাসকবধু । ৭

‘পৌরাণমেত’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অতুলং নাম উপাসকং আরব্ভ কথেসি ।

সো হি সাবখিবাসী উপাসকো পণ্ডসতউপাসকপরিবারো
একদিবসং তে উপাসকে আদায় ধম্মস্সবনথায় বিহারং গন্ত্বা
রেবতথেরস্স সন্তিকে ধম্মং সোতুকামো হুত্বা রেবতথেরং
বন্দিত্বা নিসীদি । সো পনায়স্সা পটিসল্লানারামো সীহো
বিয় একচারো, তস্সা তেন সন্ধিং ন কিণ্ণ কথেসি । সো
‘অয়ং থেরো ন কিণ্ণ কথেসী’তি কুদ্ধো উট্ঠায় সারিপদন্ত-
থেরস্স সন্তিকং গন্ত্বা একমন্তং ঠিতো থেরেন ‘কেনথেন
আগতথা’তি বদন্তে ‘অহং, ভন্তে, ইমে উপাসকে আদায়
ধম্মস্সবনথায় রেবতথেরং উপসংকমিং, তস্স মে থেরো ন

*

*

*

অতুল উপাসকের উপাখ্যান । ৭ ।

‘ইহা পুরাণ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অতুল
নামক উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীবাসী সেই (অতুল নামক) উপাসক পণ্ডসতউপাসকপরিবার যুগ্ম ।
একদিন তিনি উপাসকদের লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে যাইয়া রেবত-
স্থবিরের নিকট ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা করিয়া রেবত স্থবিরকে বন্দনা করিয়া
উপবেশন করিলেন । সেই আয়দস্সান (রেবত স্থবির) কিন্তু ছিলেন সিংহের
ন্যায় একচারী এবং নিজের ধ্যানে উৎসাহী । তাই তিনি অতুলকে কিছুই
বলিলেন না । অতুল—‘এই স্থবির কিছুই বলিতেছেন না’ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া
শারিপদ্র স্থবিরের নিকট যাইয়া একপাশে দাঁড়াইলে স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন
—‘কিজন্য আসিয়াছেন ?’

‘ভন্তে, আমি এই উপাসকদের লইয়া ধর্মশ্রবণের জন্য রেবত স্থবিরের

কিঞ্চি কথেসি, স্বাহং তস্স কুজ্জিহ্বা ইধাগতো, ধম্মং মে কথেথা'তি আহ। অথ থেরো 'তেন হি উপাসকা নিসীদ-থা'তি বহু বহু কং কহা অভিধম্মকথং কথেসি। উপাস-কোপি 'অভিধম্মকথা নাম অতিসংহা, থেরো বহুং অভিধম্মমেব কথেসি, অম্‌হাকং ইমিনা কো অথো'তি কুজ্জিহ্বা পরিসং আদায় আনন্দথেরস্স সন্তিকং অগমাসি। থেরেনাপি 'কিং উপাসকা'তি বুদ্ধে, "ভস্তু, ময়ং ধম্মস্সবন-থায় রেবতথেরং উপসঙ্কমিম্‌হা, তস্স সন্তিকে আলাপ-সল্লাপমত্তম্পি অলভিত্বা কুদ্ধা সারিপপুত্তথেরস্স সন্তিকং অগমিম্‌হা, সোপি নো অতিসংহং বহুং অভিধম্মমেব কথেসি, 'ইমিনা অম্‌হাকং কো অথো'তি এতস্সাপি কুজ্জিহ্বা ইধাগমিম্‌হা, কথোহি নো, ভস্তু, ধম্মকথং'তি। 'তেন হি নিসীদিত্বা সূনাথা'তি থেরো তেসং সুবিঞ্ঞেয়্যাং

*

*

*

নিকট গিয়াছিলাম। সেই স্থবির আমাকে কিছুই বলিলেন না। তাই আমি তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমাদের ধর্মদেশনা করুন।' স্থবির বলিলেন—'তাহা হইলে হে উপাসক, আসন গ্রহণ কর' বলিয়া বহু অভিধর্মকথা দেশনা করিলেন। উপাসকও 'অভিধর্মকথা অতি সূক্ষ্ম, স্থবির আমাদের বহু অভিধর্মকথাই দেশনা করিলেন, আমাদের ইহাতে কি প্রয়োজন?' বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সপারিষদ্ আনন্দ স্থবিরের নিকট গেলেন।

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে উপাসক, কি ব্যাপার?'

'ভস্তু, আমরা ধর্মশ্রবণের জন্য রেবত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া-ছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ-সলাপও করিতে পারিলাম না। তাই ক্রুদ্ধ হইয়া শারিপপুত্থ-স্থবিরের নিকট গিয়াছিলাম। তিনিও অতি সূক্ষ্ম বহু অভিধর্মকথা দেশনা করিলেন। 'ইহাতে আমাদের কি প্রয়োজন? ভাবিয়া তাঁহার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি। ভস্তু, আমাদের ধর্মোপদেশ দিন।'

তাহা হইলে আপনারা বসুন এবং ধর্ম শ্রবণ করুন। বলিয়া (আনন্দ)

কহা অম্পকমেব ধম্মং কথেসি । তে থেরস্সাপি কুষ্ণিহা
সথদ্দ সন্তিকং গল্লহা বন্দিহা একমন্তং নিসীদিংসদ্দ, অথ নে
সথা আহ—‘কস্সা উপাসকা আগতথা’তি ? ‘ধম্মস্সবনার,
ভন্তে’তি । ‘সদ্দতো পন বো ধম্মো’তি ? ‘ভন্তে, ময়্যং
আদিতো রেবতথেরং উপসস্কমিম্হা, সো অম্হেহি সন্ধিং
ন কিণ্ণ কথেসি, তস্স কুষ্ণিহা সারিপদ্দতথেরং উপসস্ক-
মিম্হা, তেন নো বহদ্দ অভিধম্মো কথিতো, তং অসল্লক্-
থহা কুষ্ণিহা আনন্দথেরং উপসস্কমিম্হা, তেন নো
অম্পমত্তকোব ধম্মো কথিতো, তস্সাপি কুষ্ণিহা ইধাগ-
তম্হা’তি ।

সথা তস্স কথং সদ্দহা, ‘অতুল, পোরাণতো পট্ঠায়
আচিল্লমেবেতং, তদ্গ্হীভূতম্পি বহদ্দকথম্পি মন্দকথম্পি

*

*

*

স্থবির স্দবোধ্য করিয়া অম্পমাত্র ধর্মদেশনা করিলেন । তাঁহারা স্থবিরের
প্রতিও ব্রুদ্ধ হইয়া শাস্তার নিকট যাইয়া বন্দনা করিয়া একপাশে বসিলেন ।
তখন শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে উপাসকগণ, আপনাদের
আগমনের কারণ কি ?’

‘ভন্তে, ধর্ম শ্রবণের জন্য ।’

‘আপনারা কি ধর্ম শ্রবণ করিয়াছেন ?’

‘ভন্তে, আমরা প্রথমে রেবত স্থবিরের নিকট গিয়াছিলাম । তিনি
আমাদের কি ছুই বলিলেন না । ইহাতে তাঁহার উপর ব্রুদ্ধ হইয়া শারিপদ্দ
স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম । তিনি আমাদের বহু অভিধর্মকথা
দেশনা করিয়াছেন । তাহাকে গুরুদ্বন্দ্ব না দিয়া ব্রুদ্ধ হইয়া আনন্দ স্থবিরের
নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম । তিনি আমাদের অম্পমাত্র ধর্মই দেশনা
করিয়াছেন । অতএব, তাঁহার প্রতিও ব্রুদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি ।’

শাস্তা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন—

‘অতুল, প্রাচীনকাল হইতে এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে যে লোকে
তুষ্কীভূতকেও নিন্দা করে, বহুদুঃখীকেও নিন্দা করে এবং অম্পভাষীকেও

গরহন্তিষেব । একন্তং গরহিতম্বোষেব বা হি পসংসিতম্বো-
 ষেব বা নখি । রাজানোপি একচে নিন্দন্তি, একচে
 পসংসন্তি । মহাপথবিম্পি চন্দিমসূরিয়োপি আকাসাদয়োপি
 চতুপরিসমজ্জো নিসীদিদ্বা ধম্মং কথেন্তম্পি সম্মাসম্বুদ্ধং
 একচে গরহন্তি, একচে পসংসন্তি । অন্ধবালানং হি
 নিন্দা বা পসংসা বা অম্পমাণা, পিণ্ডিতেন পন মেধাবিনা
 নিন্দিতো চ নিন্দিতো নাম, পসংসিতো চ পসংসিতো
 নাম হোতী'তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি—

‘পোরাণমেতং অতুল, নেতং অজ্জতনামিব ।

নিন্দন্তি তুণ্হিমাঙ্গীনং, নিন্দন্তি বহুভাণিনং ।

মিতভাণিম্পি নিন্দন্তি, নখি লোকে অনিন্দিতো ॥ ২২৭ ॥

‘ন চাহু ন চ ভবিম্সতি, ন চেতরহি বিজ্জতি ।

একন্তং নিন্দিতো পোসো, একন্তং বা পসংসিতো ॥ ২২৮ ॥

*

*

*

নিন্দা করে । এমন কেহ নাই যিনি একান্তভাবেই নিন্দনীয় হইয়া থাকেন বা
 একান্তভাবে প্রশংসিত হইয়া থাকেন । রাজাদেরও কেহ কেহ নিন্দা করেন,
 অন্যরা প্রশংসা করেন । মহাপৃথিবীকেও, চন্দ্রসূর্যকেও, আকাশাদিকেও
 এবং চারি পরিষদের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনাকারী সম্যক্ সম্বুদ্ধকেও
 কেহ কেহ নিন্দা করেন, কেহ কেহ প্রশংসা করেন । সাধারণ অজ্ঞ-মূর্খদের
 নিন্দা বা প্রশংসায় কিছুই আসিয়া যায় না । পিণ্ডিত মেধাবী ব্যক্তির দ্বারা
 নিন্দিত বা প্রশংসিত হইলে তাহাকেই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত ।’ এই
 কথা বলিয়া শান্তা এই গাথাগুলি ভাষণ করিয়াছিলেন—

‘হে অতুল, লোকে নীরবে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করে, বহু-
 ভাষীকে এবং মিতভাষীকেও তেমনই নিন্দা করে—ইহা আজিকার কথা নহে,
 ইহা চিরকালেরই (—পোরাণ) কথা । একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত
 প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে ছিলনা, ভবিষ্যতেও হইবেনা, এখনও বিদ্যমান নাই ।

—ধম্মপদ, স্লোক ২২৭-২২৮ ।

‘যং চে বিঞ্ঞং পসংসন্তি, অনন্দিচ্চ স্দবে স্দবে ।

অচ্ছন্দবদন্তি মেধাবিঃ, পঞ্ঞাসীলসমাহিতং ॥ ২২৯ ॥

‘নিক্খং জম্বেনদস্সেব, কো তং নিন্দিতুমরহতি ।

দেবাপি নং পসংসন্তি, ব্রহ্মানাপি পসংসিতো’তি ॥ ২৩০ ॥

তথ ‘পোরাণমেতং’তি পুরাণকং এতং । ‘অতুলা’তি তং উপাসকং নামেন আলপতি । ‘নেতং অজ্জতনামিবা’তি ইদং নিন্দন্তং বা পসংসনং বা অজ্জতনং অধুনা উপপন্নং বিয় ন হোতি । ‘তুণ্হিমাঙ্গীনং’তি কিং এসো মৃগো বিয় বধিরো বিয় কিঞ্চিৎ অজানন্তো বিয় তুণ্হী হৃদ্বা নিসিন্নোতি নিন্দন্তি । ‘বহুভাণিনং’তি কিং এস বাতাহততালপন্নং বিয় তটতটায়তি, ইমস্স কথাপরিয়ন্তোয়েব নখীতি নিন্দন্তি । ‘মিতভাণিম্পী’তি কিং এস সুবল্লহিরঞ্ঞং বিয় অন্তনো বচনং মঞ্ঞম্মানো একং বা

*

*

*

‘যদি বিজ্ঞগণ, কোন নিষ্কলঙ্কবৃত্তি, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, শীলবান ও সমাধিপরায়ণ ব্যক্তিকে দিনের পর দিন বিচার করিয়া প্রশংসা করেন, তবে জম্বদন (= স্বৰ্ণ) নির্মিত নিষ্ককে (বহুমূল্য স্বৰ্ণমুদ্রাকে) যেমন কেহ নিন্দা করে না, তেমন তাঁহাকেও কে নিন্দা করিতে সক্ষম ? দেবতাগণও তাঁহাকে প্রশংসা করেন, ব্রহ্মাকর্তৃকও তিনি প্রশংসিত ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২২৯—২৩০ ।

অর্থ : ‘পোরাণমেতং’ ইহা প্রাচীন । ‘অতুল’ উপাসককে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছেন । ‘নেতং অজ্জতনামিব’ এই নিন্দা বা প্রশংসা অদ্যতনীয় অর্থাৎ অধুনা উৎপন্নবৎ নহে । ‘তুণ্হিমাঙ্গীনং’ এই লোকটি মৃক এবং বধিরের ন্যায় কিছু না জানার মত নীরবে উপবিষ্ট আছে বলিয়া নিন্দা করে । ‘বহুভাণিনং’ এই লোকটি বাতাহত তালপত্রের ন্যায় বেশী বেশী কথা বলিলে লোকে বলে ইহার কথার বোধ হয় শেষ নাই বলিয়া নিন্দা করে । ‘মিতভাণিম্পি’ কেন এই লোকটি নিজের কথাকে হিন্দগ্যসুবর্ণের ন্যায় মনে

দ্বৈ বা বহ্বা তুণ্হী অহোসী'তি নিন্দন্তি । এবং সম্বথাপি ইমস্মিং লোকে অনিন্দিতো নাম নথীতি অথো । 'ন চাহু'তি অতীর্থেপ নাহোসি, অনাগর্থেপ ন ভবিম্‌সতি । 'যং চে বিঞ্‌ঞু'তি বালানং নিন্দা বা পসংসা বা অস্পামাণা, যং পন পণ্ডিতা দিবসে দিবসে অনুবিচ নিন্দকারণং বা পসংসকারণং বা জানিত্বা পসংসন্তি, অচ্ছিন্দায় বা সিক্‌থায় অচ্ছিন্দায় বা জীবিতবদ্বিত্তয়া সমন্বাগতত্তা অচ্ছিন্দবদ্বিত্তং ধম্মোজপঞ্‌ঞায় সমন্বাগতত্তা মেধাবিং লোকিয়লোকুত্তরপঞ্‌ঞায় চেব চতুপারিসদ্বন্ধী-সীলেন চ সমন্বাগতত্তা পঞ্‌ঞাসীলসমাহিতং পসংসন্তি, তং সুবল্লদোসবিরহিতং ঘটনমজ্জনকখমং জম্বোনদনিক্‌খং বিয় কো নিন্দিতত্তমরহতী'তি অথো । 'দেবাপী'তি দেবতাপি পণ্ডিতমনুস্সাপি তং ভিক্‌খুং উপট্‌ঠায় থোমেন্তি পসংসন্তি । 'ব্রহ্মদূনাপী'তি ন কেবলং দেবমনুস্সেহি,

*

*

*

করিয়া একটি বা দুইটি কথা বলিয়া নীরব হইয়া গেলেন বলিয়া নিন্দা করে । এইভাবে সব'থা এই জগতে অনিন্দিত বলিয়া কেহ নাই । 'ন চাহু' অতীতেও ছিল না, অনাগতেও হইবে না ।

'যং চে বিঞ্‌ঞু' মূর্খদের বা সাধারণ লোকের নিন্দা বা প্রশংসার কোন মূল্য নাই । কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন সম্যক্ বিবেচনা সহকারে নিন্দা-প্রশংসা অবগত হইয়া বিশুদ্ধ শিক্ষা, বিশুদ্ধ জীবিকার দ্বারা সমন্বাগত অচ্ছদবৃত্তি এবং ধম্মোজ প্রজ্ঞার দ্বারা সমন্বাগত, লৌকিক-লোকোত্তর প্রজ্ঞা এবং চতুপারিশুদ্ধশীল্যে দ্বারা সমন্বাগত প্রজ্ঞাশীল সমাহিত মেধাবী ব্যক্তিকে প্রশংসা করেন । সেই ধার্মিক পুরুষকে সুবর্ণদোষবিরহিত এবং ঘটন-মার্জনক্ষম (উত্তম) বহু মূল্যবান স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় কেহ নিন্দা করিতে সমর্থ হয় না ।

'দেবাপি' দেবতারাত্ত পণ্ডিত মনুষ্যগণও সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্তুতি করে, প্রশংসা করে । 'ব্রহ্মদূনাপি' শব্দ মনুষ্যগণের দ্বারা

দশসহস্রচক্রবালে মহারক্ষদ্ব্যাপি এস পশংসিতোষেবাতি
অথো ।

দেশনাবসানে পশুসতাপি উপাসকা সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংসদ্বিতি ।

॥ অতুল উপাসকবৎস সন্তমং ॥

*

*

*

নহে, দশসহস্র চক্রবালে মহারক্ষার দ্বারাও এইরূপ ব্যক্তি প্রশংসিত হইয়া
থাকেন ।

দেশনাবসানে পশুসত উপাসক সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

॥ অতুল উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ছব্বগুণিয়বন্ধ । ৮

‘কায়প্পকোপং’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে
বিহরন্তো ছব্বাংগিয়ে ভিক্খু আরম্ভ কথেসি ।

একদিবসং হি সথা বেল্লবনে বিহরন্তো তেসং
ছব্বাংগিয়ানং উভোহি হথোহি ষট্ঠিয়ো গহেত্তা কট্ঠ-
পাদদুকা আরদুয়্হ পিট্ঠিপাসানে চঙ্কমন্তানং
খট্ঠাট্ঠিতিসম্মদং সুত্তা, ‘আনন্দ, কিং সম্মো নামেসো’তি
পুচ্ছিত্ত্বা ‘ছব্বাংগিয়ানং পাদদুকা আরদুয়্হ চঙ্কমন্তানং
খট্ঠাট্ঠিসম্মো’তি সুত্তা সিক্খাপদং পঞ্জাপেত্তা
‘ভিক্খুনানা নাম কায়াদানি রক্খিতুং বট্টতী’তি বত্তা
ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

*

*

*

ষড়্‌বর্গীর উপাখ্যান । ৮ ।

‘শারীরিক অত্যাচার’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থানকালে
ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্তা বেণুবনে বিহারকালে ষড়্‌বর্গীয়গণ দুই হাতে ষণ্ঠি লইয়া
কাঠের পাদদুকা আয়োজন করিয়া পাথরের চাতালের উপর চক্ষুর্মণ করিবার
সময় খট্‌খট্‌ শব্দ হইতেছিল । শাস্তা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আনন্দ, এইটা কিসের শব্দ ?’

‘ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাঠের পাদদুকা পড়িয়া পাথরের চাতালের উপর
ক্ষুর্মণ করিতেছে বলিয়া তদ্রূপ খট্‌খট্‌, শব্দ হইতেছে ।’ ইহা শুনিয়া শাস্তা
নূতন শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপিত করিলেন—

‘ভিক্ষুকে কায়াদিকে (অর্থাৎ কায়, বাক্‌ এবং মন) রক্ষা করিয়া চলিতে
হইবে ।’ ইহা বলিয়া ধর্মদেশনা করা কালে এই গাথাগুলি ভাষণ
করিলেন—

‘কায়ম্পকোপং রক্‌থেয়া, কায়েন সংবদতো সিয়া ।
কায়দুচ্চরিতং হিহ্বা, কায়েন সুচ্চরিতং চরে ॥

২৩১ ॥

‘বচীপকোপং রক্‌থেয়া, বাচায় সংবদতো সিয়া ।
বচীদুচ্চরিতং হিহ্বা, বাচায় সুচ্চরিতং চরে ॥

২৩২ ॥

‘মনোপকোপং রক্‌থেয়া, মনসা সংবদতো সিয়া ।
মনোদুচ্চরিতং হিহ্বা, মনসা সুচ্চরিতং চরে ॥

২৩৩ ॥

‘কায়েন সংবদতা ধীরা, অথো বাচায় সংবদতা ।
মনসা সংবদতা ধীরা, তে বে সুপারিসংবদতা’তি ॥

২৩৪ ॥

তথ ‘কায়ম্পকোপং’তি ত্রিবিধং কায়দুচ্চরিতং রক্‌থেয়া ।
‘কায়েন সংবদতো’তি কায়দ্বারে দুচ্চরিতপবেসনং নিবারণেহ

•

•

•

‘কায়িক অত্যাচার দমন করিবে, কায় সংযত হইবে, কায়দুচ্চরিততা
পরিত্যাগ করিয়া কায়সুচ্চরিত হইবে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৩১ ।

‘বাচনিক প্রকোপ দমন করিবে । বাক্যে সংযত হইবে । বাক্-দুচ্চরিততা
পরিত্যাগ করিয়া বাক্-সুচ্চরিত হইবে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৩২ ।

‘মানসিক প্রকোপ দমন করিবে । মনে সংযত হইবে । মনোদুচ্চরিত
ত্যাগ করিয়া মনঃসুচ্চরিত হইবে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৩৩ ।

‘যে ধীরগণ কয়ে সংযত, বাক্যে সংযত ও মনে সংযত হন, তাঁহারা ই
সর্বতোভাবে সুসংযত ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৩৪ ।

অম্বয় : ‘কায়ম্পকোপ’ ত্রিবিধ কায়দুচ্চরিততা (প্রাণীহত্যা, চৌৰ্য ও
ব্যভিচার) পরিত্যাগ করিতে হইবে । ‘কায়েন সুসংবদতো’ কায়দ্বারে দুচ্চ-

সংবদতো পিহিতদ্বারো সিয়া । যস্মা পন কায়দদুচ্চরিতং
হিহা কায়সদুচ্চরিতং চরন্তো উভয়ম্পেতং করোতি,
তস্মা 'কায়দদুচ্চরিতং হিহা, কায়েন সদুচ্চরিতং চরে'তি
বদন্তঃ । অনন্তরগাথাসদুপি এসেব নয়ো । 'কায়েন
সংবদতা ধীরা'তি যে পশ্চিডতা পাণাতিপাতাদীনি
অকরোন্তা কায়েন, মদুসাবাদাদীনি অকরোন্তা বাচায়,
অভিষ্বাদীনি অসমদুট্টপেন্তা মনসা সংবদতা, তে ইধ
লোকস্মিং সদুসংবদতা সদুরক্ষিতা সদুগোপিতা
সদুপিহিতদ্বারাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি

পাপদুগিংসদীতি ।

। ছব্বাঙ্গিয়বথু অট্টমং ।

॥ কোথবগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ॥

সত্তরসমো বগ্গো

*

*

*

রিতের প্রবেশ নিবারণ করিয়া সংযত বন্ধদ্বার হইতে হইবে । যেহেতু
কায়দদুচ্চরিত পরিহারকরতঃ কায়সদুচ্চরিত রক্ষা করিলে উভয়ই করা হয়, তাই
'কায়দদুচ্চরিত ত্যাগ করিয়া কায়সদুচ্চরিত' পালন করিবে ইহাই অর্থ ।

অন্যান্য গাথাসমূহেও (অর্থাৎ বচীদদুচ্চরিত, মনোদদুচ্চরিত ক্ষেত্রে)
অনুরূপ জানিতে হইবে । 'কায়েন সংবদতা ধীরা' যে সকল পশ্চিডত কায়ের
দ্বারা প্রাণাতিপাতাদি না করিয়া, বাক্যের দ্বারা মদুসাবাদাদি না বলিয়া, মনের
দ্বারা অভিধ্যাদি (—লোভাদি) উৎপন্ন না করিয়া সংযত হইয়াছেন, তাঁহারা ই
ইহলোকে সদুসংবত, সদুরক্ষিত, সদুগোপিত, সদুবদ্ধ (ইন্দ্রিয়) দ্বার ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ ষড়্‌বগ্গের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ ক্লোথবগ্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তদশতম বগ্গ ॥

১৮। মল্লবগুণো

গোঘাতকপুস্তক ১। ১।

‘পল্লুপলাসোব দানিসী’তি ইমং ধম্মদেসনং সন্না জেতবনে
বিহরন্তো একং গোঘাতকপুস্তং আরম্ভ কথেসি।
সাবাখিয়ং কিরেকো গোঘাতকো গাবো বধিহা বরমংসানি
গহেহা পচাপেহা পুস্তদারেহি সন্ধিং নিসীদিহা মংসে
খাদতি, মুলেন চ বিক্কিণিহা জীবিতং কম্পেসি। সো
একং পণ্ডপল্ল্যস বস্মানি গোঘাতককম্মং করোন্তো ধুরবিহারে
বিহরন্তস্স সন্না একদিবসম্পি কটচ্ছুমত্তম্পি যাগুং বা ভত্তং
বা ন অদাসি। সো চ বিনা মংসেন ভত্তং ন ভুঞ্জতি।
সো একদিবসং দিবসভাগে মংসং বিক্কিণিহা অন্তনো অন্না
পাচিছুং একং মংসখন্ডং ভরিয়ায় দহা ন্‌হায়িতুং অগমাসি।

১৮। মল্লবর্গ

গোঘাতকপুস্ত্রের উপাখ্যান ১। ১।

‘তুমি এখন শব্দক পত্রের ন্যায়’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে
অবস্থানকালে এক গোঘাতক পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর জনৈক গোঘাতক গো বধ করিয়া তাহার উৎকৃষ্ট মাংস লইয়া
রন্ধন করাইয়া স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে তাহা ভোজন করিতেন এবং (অবশিষ্ট)
মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকানিবাহ করিত। এইভাবে সে পঞ্চম বৎসর যাবৎ
গোঘাতক কর্ম করিয়া জীবিকানিবাহ করা কালে একদিনও নিকটস্থ বিহারে
বসবাসকারী শাস্ত্রকে এক চামচ মাংসও বাগ্‌ বা ভত্ত দান করে নাই। সে কিন্তু
মাংস ছাড়া কোন দিন ভাত খায়নি। একদিন সে দিনের বেলায় মংস বিক্রয়
করিয়া একখন্ড মাংস নিজের জন্য ভাবকে রান্না করিতেছিল স্নান করিতে

অথস্স সহায়কো গেহং গন্ত্বা ভরিয়ং আহ—‘থোকং মে বিক্কিণিয়মংসং দেহি, গেহং মে পাহনকো আগতো’তি । ‘নথি বিক্কিণিয়মংসং, সহায়কো তে মংসং বিক্কিণিহা ইদানি ন্হায়িতুং গতো’তি ।’ ‘মা এবং করি, সচে মংসখণ্ডং অস্থি, দেহী’তি । ‘সহায়কস্স তে নিক্কিত্তমংসং ঠপেহা অঞ্ঞং নথী’তি । সো ‘সহায়কস্স মে অথায় ঠপিতমংসতো অঞ্ঞং মংসং নথি, সো চ বিনা মংসেন ন ভুঞ্জতি, নায়ং দস্সতী’তি সামংয়েব তং মংসং গহেহা পক্কামি ।

গোঘাতকোপি ন্হহা আগতো তায় অন্তনো পক্কপল্লেন সন্ধিা বড্ঢেহা ভন্তে উপনীতে আহ—‘কহং মংসং’তি ? ‘নথি সামী’তি । ‘ননু অহং পচ্চনথায় মংসং দহা গতো’তি ?

গেল । তখন একজন বশ্ধু তাহার গৃহে আসিয়া (তাহার) ভাষাকে বলিল—‘তোমাদের বিক্রয়ের জন্য যে মাংস আছে তাহা হইতে আমাকে কিছ্ দাও, আমার গৃহে অতিথি আসিয়াছে ।’

‘বিক্রয়যোগ্য মাংস নাই । আপনার বশ্ধু মাংস বিক্রয় করিয়া আসিয়া এখন স্নান করিতে গিয়াছে ।’

‘এইরূপ করিয়ো না, মাংসখণ্ড থাকিলে আমাকে দাও ।’

‘আপনার বশ্ধু নিজের জন্য যাহা রাখিয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য কোন মাংস নাই ।’

‘আমার বশ্ধুর জন্য রাখা মাংস ব্যতীত অন্য কোন মাংস নাই । সে মাংস ছাড়া ভোজন করিতে পারে না । অতএব, চাহিলে সে দিবে না’—ইহা চিন্তা করিয়া স্বয়ং ঐ মাংসখণ্ড লইয়া চলিয়া গেল ।

গোঘাতকও স্নান করিয়া আসিলে তাহার ভাষা শাকপাতা সিদ্ধসহ ভাত তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিলে সে বলিল—‘মাংস কোথায় ?’

‘নাই, প্রভু ।’

‘কেন আমি কি রাস্তা করার জন্য মাংস দিয়া যাই নি ?’

“তব সহায়কো আগম্ভা ‘পাহনকো মে আগতো, বিক্ৰিগ্ন-
মংসং দেহী’তি বহ্না ময়া ‘সহায়কস্স তে ঠপিতমংসতো
অণ্ণ-এং মংসং নখি, সো চ বিনা মংসেন ন ভুঞ্জতী’তি
বদন্তেপি বলক্লারেন তং মংসং সামংয়েব গহেহ্মা গতৌ’তি ।
‘অহং বিনা মংসেন ভন্তং ন ভুঞ্জামি হরাহি নং’তি । ‘কিং
সক্কা কাতুং, ভুঞ্জ, সামী’তি । সো ‘নাহং ভুঞ্জামী’তি তং
ভন্তং হরাপেহ্মা সখং আদায় পচ্ছাগেহে ঠিতো গোণো অখি,
তস্স সন্তিকং গম্ভা মদুখে হখং পক্খিপম্ভা জিব্হং
নীহরিহ্মা সথেন মূলে ছিন্দিহ্মা আদায় গম্ভা অজ্জারেসু
পচাপেহ্মা ভন্তমখকে ঠপেহ্মা নিসিম্বো একং ভন্তপিন্ডং
ভুঞ্জিহ্মা একং মংসখণ্ডং মদুখে ঠপেসি । তৎখণ্ণ-এংবস্স
জিব্হা ছিভ্জিহ্মা ভন্তপাতিয়ং পতি । তৎখণ্ণ-এংব
কম্মসরিক্কং বিপাকং লভি । সোপি খো গোণো বিয়

‘আপনার বন্ধু আসিয়াছিলেন মাংস কিনিতে । আমি বলিলাম, আপনি
খাইবার জন্য যে মাংস রাখিয়াছেন তাহা ছাড়া অন্য মাংস নাই । (তিনিও
জানেন যে আপনি মাংস ছাড়া ভোজন করিতে পারেন না । তৎসত্ত্বেও জোর
করিয়া সেই মাংসখণ্ড লইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন ।’

‘আমি মাংস ছাড়া ভেজেন করিব না । এই ভাত সরাইয়া রাখ ।’

‘প্রভু, কি আর করা যাইবে, ভোজন করুন ।’ সে ‘আমি ভোজন করিব
না’ বলিয়া ভাতের থালা একদিকে সরাইয়া অস্ত্র লইয়া বাড়ীর পশ্চাতে গেল ।
সেখানে একটি গরু ছিল । সে যাইয়া গরুটির মদুখে হাত ঢুকাইয়া তাহার
জিহ্বা বাহির করিয়া অস্ত্রদ্বারা জিহ্বার মূল ছেদন করিয়া আনিয়া আগদনে
ঝলসাইয়া ভাতের থালার অগ্রভাগে রাখিল এবং এক একটি ভাতের গ্রাস মদুখে
দিয়া এক এক খণ্ড মাংস মদুখে পদুরিতে লাগিল । তৎক্ষণাৎ তাহার জিহ্বা
খসিয়া ভাতের পাশ্রে পড়িল । মদুহৃতমধ্যে সে যেমন পাপকর্ম করিয়াছে
তেমন ফল পাইল । গরুটির যেমন অবস্থা হইয়াছে তেমনি তাহার মদুখ

লোহিতখারায় মূখতো পঙ্গুঘরাভিয়া অস্ত্রোপেহং পবিসিদ্ধা
জন্মকোহি বিচরন্তো বিরবি ।

তামিহ সময়ে গোঘাতকস পদন্তো পিতরং ওলোকেন্তো
সমীপে ঠিতো হোতি । অথ নং মাতা আহ—‘পঙ্গু, পদন্ত,
ইমং গোঘাতকং গোপং বিসং গেহমন্ত্যে জন্মকোহি বিচরিত্তা
বিরবন্তং, ইদং দৃক্খং তব মথকে পতিস্ফুটিত, মমস্মি
অনোলোকিত্তা অস্ত্রনো সোমিহং করোন্তো পলায়ন্তু’তি ।
সো ময়গভস্রতজ্জিতো মাতরং বন্দিয়া পলায়ি, পলায়িত্তা চ
পন তদ্বসিলং অগমাসি । গোঘাতকোপি গোপো বিসং
গেহমন্ত্যে বিরবন্তো বিচরিত্তা কালকতো অবাচিচ্ছি
নিব্বাসি । গোণোপি কালমকাসি । গোঘাতকপদন্তোপি
তদ্বসিলং গম্বা সুবল্লকারকম্মং উৎপস্ছি । অথস্চাচারিয়ো
গামং গচ্ছন্তো ‘এবরুপং নাম অলঙ্কারং কথেষ্যাসীতি

হইতে সন্তানরা বহিতে লাগিল এবং সে ঘরের জিন্সে বাইয়া হামাগুড়ি দিয়া
গরুড়টির ন্যায় বিসব করিতে লাগিল ।

সেই সময় গোঘাতকের পুত্র পিতাকে অবলোকন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া-
ছিল । তখন মাতা তাহাকে বলিল—

‘বাবা দেখ, তোমার পিতা গোহত্যা করিয়া গৃহমধ্যে হামাগুড়ি দিয়া
চলিতেছেন এবং বিরব করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন । এই দৃঃখ
তোমার মাথায় পড়িবে, আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না, তুমি
পলায়ন করিয়া নিজের জীবন রক্ষা কর ।’ পুত্র মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া
মাতাকে প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল । পলায়ন করিয়া সে তদ্বসিলায়
চলিয়া গেল । গোঘাতকও গৃহমধ্যে গরুর মত বিরব করিতে করিতে বিচরণ
করিয়া কালকাত হইয়া অবাচি নরকে উৎপন্ন হইল । গরুটোও মরিয় গেল ।
গোঘাতকের পুত্র তদ্বসিলায় বাইয়া স্বর্ণকারের কাজ শিখিল । একদিন
তাহার ‘অচাৰ’ নামে বাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গেলেন—‘এইরূপ

বহা পক্কামি । সোপি তথারূপং অলঙ্কারং অকাসি ।
 অথস্সাচরিয়ো আগন্হা অলঙ্কারং দিম্বা ‘অয়ং যথ কথংচি
 গন্হা জীবিতুং সমথো’তি বয়স্পত্তং অন্তনো ধীতরং
 অদাসি । সো পুত্তুধীতাহি বড্টি ।

অথস্স পুত্তা বয়স্পত্তা সিম্পং উগ্গণ্হিহা অপরভাগে
 সাবথিয়ং গন্হা তথ ঘরাবাসং সন্ঠপেহা বসন্তা সদ্ধা পসন্না
 অহেসুং । পিতাপি নেসং তক্কসিলায়ং কিণ্ঠ কুসলং
 অকম্মাব জরং পাপদুণি । অথস্স পুত্তা ‘পিতা নো
 মহল্লকো’তি অন্তনো সন্তিকং পক্কোসাপেহা ‘পিতু অথায়
 দানং দস্সামা’তি বুদ্ধস্পমদুখং ভিক্খুদুসঙ্ঘং নিমন্তীয়িসু ।
 তে পুন্নদিবসে অন্তোগেহে বুদ্ধস্পমদুখং ভিক্খুদুসঙ্ঘং
 নিসীদাপেহা সক্কচ্চং পরিবিসিহা ভত্তকিচ্চাবসানে সথারং
 আহংসু—‘ভস্কে, অম্হেহি ইদং পিতু জীবিত্তং দিনং,

*

*

*

অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ।’ সেও আচার্য ষেরূপ চাহিয়াছিলেন
 সেরূপ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিল । আচার্য ফিরিয়া আসিয়া অলঙ্কার
 দেখিয়া ‘এই ছেলেটি যেখানেই যাউক না কেন নিজের জীবিকা নির্বাহ করিতে
 পারিবে’—ইহা চিন্তা করিয়া নিজের বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাকে তাহার সহিত বিবাহ
 দিলেন । পুত্রকন্যার দ্বারা তাহার সংসারও বাড়িয়া গেল ।

অনন্তর তাহার পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরবর্তীকালে
 প্রাবল্লীতে ঘাইয়া সেখানে ঘরাবাসের ব্যবস্থা করিয়া (ভগবান বুদ্ধের প্রতি)
 শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন হইয়াছিল । তাহাদের পিতা তক্কশিলাতে কোন কুশল কর্ম
 সম্পাদন না করিয়াই জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন । তখন পুত্রগণ ‘আমাদের পিতা
 বৃদ্ধ হইয়াছেন’ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে নিজেদের কাছে আনিয়া (অর্থাৎ
 প্রাবল্লীতে লইয়া আসিয়া) ‘পিতার জন্য দান দিব’ বলিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্খু-
 সম্মুখে নিমন্ত্রণ করিল । পরের দিন তাহারা গৃহাভ্যন্তরে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্খু-
 সম্মুখে উপবেশন করাইয়া সাদরে (খাদ্যাভোজ্য) পরিবেশন করিয়া ভোজন-
 কৃত্যাবসানে শাস্ত্রকে বলিল—‘ভস্কে, আমাদের এই দানের দ্বারা আমাদের

পিতৃ নো অনন্মোদনং করোমা'তি । সখা তং আমন্তেহ্বা,
'উপাসক, ত্বং মহল্লকো পরিপক্কসরীরো প'ডুপলাসসাদিসো,
তব পরলোকগমনায় কুসলপাথেয়াং নখি, অন্তনো পতিট'ঠং
করোহি, প'ডতো ভব, মা বালো'তি অনন্মোদনং
করোন্তো ইমা দে গাথা অভাসি—

‘প'ডুপলাসো'ব দানিসি,

যমপ'রিসাপি চ তে উপট'ঠিতা ।

উযোগমুখে চ তিট'ঠসি

পাথেয়াম্পি চ তে ন বিজ্জ'তি ॥ ২৩৫ ॥

‘সো করোহি দীপমন্তনো,

খিম্পং বায়ম প'ডতো ভব ।

নিদ্ধম্মলো অনঙ্গণো,

দিব্বং অরিয়ভূমিং উপেহিসী'তি ॥ ২৩৬ ॥

পিতা যেন সূখে (অবশিষ্ট জীবন) কাটাইতে পারে । অতএব আমার
পিতার দান হিসাবেই ইহাকে অনন্মোদন করুন ।’ শাস্তা তাঁহাদের পিতাকে
ডাকাইয়া বলিলেন—‘উপাসক, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনার শরীর শব্দ
পত্রের ন্যায় পরিপক্ক হইয়াছে । আপনার পরলোক গমনের জন্য উত্তম পাথের
নাই । নিজের প্রতিষ্ঠা প্রস্তুত করুন । জ্ঞানী হউন, মূখ' নহে ।’ এইভাবে
অনন্মোদন করিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘এখন তুমি (পতনোন্মুখ) পান্ডুবর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছ, যমদূতগণ
তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । তুমি মৃত্যুমুখে দাঁড়াইয়া আছ, অথচ
তোমার (পরলোক গমনের) পাথেরও নাই ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ২৩৫ ।

‘তুমি নিজের জন্য স্বীপ (সুরক্ষিত আশ্রয়) গঠন কর । অবিলম্বে
উদ্যম কর, প'ডিত হও । যখন তুমি বিধৌতমল (=নির্মল) ও নিষ্কলঙ্ক
হইবে, তখন দিব্য আৰ্ঘ'ভূমিতে (=শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) (মৃত্যুর পর)
গমন করিবে ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ২৩৬ ।

তথ 'প'ডুপলাসো'ব দানিসী'তি, উপাসক, স্বং ইদানি
 ছিঞ্জিহ্বা ভূমিয়ং পতিতপ'ডুপলাসেন বিয় অহোসি ।
 'যমপদুরিসা'তি যমদুতা বদুচ্চিস্তি, ইদং পন মরণমেব সন্ধ্যায়
 বদুত্তং, মরণং তে পচ্চদুপট্ঠিতং'তি অথো । 'উষ্যোগ-
 মদুথে'তি পরিহানিমদুথে, অবদুড্টিমদুথে চ ঠিতোসী'তি
 অথো । 'পাথেয্য'তি গমিকস্স তন্তুলাদিপাথেয্যং বিয়
 পরলোকং গচ্ছন্তস্স তব কুসলপাথেয্যাম্পি নথী'তি অথো ।
 'সো করোহী'তি সো স্বং সমদুস্শেদে নাবায় ভিন্নায় দীপ-
 সঙ্খাতং পতিট্ঠং বিয় অন্তনো কুসলপতিট্ঠং করোহি ।
 করোস্সো চ থিপ্পং বায়ম, সীঘং সীঘং বীরিয়ং আরভ,
 অন্তনো কুসলকস্সপতিট্ঠকরণেন প'ডিতো ভব । যো হি
 মরণমদুখং অস্পদ্বা কাতুং সমথকালেব কুসলং করোতি, এস
 প'ডিতো নাম, তাদিসো ভব । মা অন্ধবালো'তি অথো ।
 দিস্বং অরিয়ভূমিং'তি এবং বীরিয়ং করোস্সো রাগাদীনং

*

*

*

অম্বয় : 'শব্দক পত্রের ন্যায় হইয়াছে' । হে উপাসক, তুমি এখন বৃক্ষ-
 ছাত পাণ্ডুবর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়াছ । 'যমপদুরিসা' অর্থাৎ যমদুতগণ, মৃত্যুর
 বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে । মৃত্যু তোমার সন্নিগটে উপস্থিত হইয়াছে অর্থ ।
 'উষ্যোগমদুথে' পরিহানিমদুথে, অবদুচ্চিমদুথে, মৃত্যুমদুথে উপস্থিত হইয়াছে এই
 অর্থ । 'পাথেয্য' অর্থাৎ যাত্রীর তন্তুলাদি পাথেয়ের ন্যায় পরলোকে গমনকারী
 তোমার কুশলাদি পাথেয়ও নাই—এই অর্থ । 'সো করোহি' অর্থাৎ সমদুস্শে-
 দপোতভয় হইলে যাত্রীগণ যেমন স্বীপরূপ আশ্রয়ের সন্ধান করে, তুমিও সেই-
 রূপ নিজের কুশল প্রতিষ্ঠা কর । (কুশল প্রতিষ্ঠা) করা কালে ক্ষিপ্ৰগতিতে
 পরিশ্রম কর, শীঘ্র শীঘ্র বীর্য আরভ কর । নিজের কুশল কর্ম প্রতিষ্ঠা করার
 দ্বারা প'ডিত হও । যে ব্যক্তি মৃত্যুমদুথে পতিত হইবার পূর্বে (দৈহিক)
 সামর্থ্য থাকাকালীন সময়ে কুশল সম্পাদন করে, তিনিই প'ডিত, সেইরূপই
 হও, অজ্ঞানান্ধ নিবোধের মত কাজ করিও না । 'দিস্বং অরিয়ভূমিং' এই
 প্রকারে বীর্য বা পরাক্রম করাকালে রাগাদি মলসমূহের দূরীকরণের দ্বারা

মলানং নীহটেতায় নিদ্ধন্তমলো অঙ্গ্যভাবেন অনঙ্গ্যো
নিঙ্কিলেসো হুত্বা পণ্ডবিধং সুদ্ধাবাসভূমিং পাপদুগ্ধস-
সী'তি অথো ।

দেসনাবসানে উপাসকো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী'তি ।

তে পদ্বদিবসথায়পি সথারং নিমন্তেত্বা দানং দত্ত্বা কতভত্ত-
কিচ্চং সথারং অনুমোদনকালে আহংসু—‘ভন্তে, ইদম্পি
অম্বহাকং পিতু জীবভত্তমেব, ইমস্সেব অনুমোদনং করো-
মা'তি । সথা তস্স অনুমোদনং করোন্তো ইমা হে গাথা
অভাসি—

‘উপনীতবয়ো চ দানিসি

সম্পন্নাতোসি ধম্মস্স সন্তিকং ।

বাসো তে নখি অন্তরা,

পাথেষ্যম্পি চ তে ন বিজ্জতি ॥ ২৩৭ ॥

বিধৌতমল, (অঙ্গ) বা চিত্তক্লেশের অভাবের দ্বারা অনঙ্গ অর্থাৎ ক্লেশশূন্য
হইয়া পণ্ডবিধ শুদ্ধাবাসভূমি (=অবিহ, আতম্প, সুদম্মস, সুদম্মসী এবং
অকনিট্ঠ) লাভ করিবে এই অর্থ ।

দেশনাবসানে উপাসক স্নোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

তাহারা পরের দিনের জন্যও শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া দান দিয়া ভোজন-
কৃত্যাবসানে শাস্তাকে দানানুমোদনকালে বলিল—‘ভন্তে, ইহাও আমাদের
পিতার জীবৎকর্ম, তাহার দান হিসাবেই অনুমোদন করুন ।’

শাস্তা দান অনুমোদনকালে এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘এখন তোমার বয়স হইয়াছে, মৃত্যুর সমীপে অগ্রসর হইতেছ, পথিমধ্যে
তোমার কোন বিশ্রামস্থান নাই, অথচ তোমার (কুশলকর্মরূপ) পাথের সঞ্চিত
নাই ।’

সো করোহি দীপমন্তনো

খিম্পং বায়ম পশ্চিমো ভব ।

নিবৃত্তমলো অনঙ্গো,

ন পদন জাতিজরং উপেহেসী'তি ॥ ২৩৮ ॥

তথ 'উপনীতবয়ো'তি 'উপা'তি নিপাতমন্তং, 'নীতবয়ো'তি বিগতবয়ো অতিক্রান্তবয়ো, ত্বণ্ডসি দানি তয়ো বয়ে অতিক্রমিত্বা মরণমুখে ঠিতো'তি অথো । 'সম্প্রাতোসি যমস্ সন্তিকং'তি মরণমুখং গন্তুং সজ্জা হুত্বা ঠিতোসী'তি অথো । 'বাসো তে নখি অন্তরা'তি যথা মগ্গং গচ্ছন্তা তানি তানি কিচ্চানি করোন্তা অন্তরামগ্গে বসন্তি, ন এবং পরলোকং গচ্ছন্তা । ন হি সন্ধা পরলোকং গচ্ছন্তেন 'অধিবাসেথ কতিপাহং, দানং তাব দেমি, ধম্মং তাব সুগামী'তি আদিনা বন্তুং । ইতো পন চবিহ্বা পরলোকে নিব্বত্তো'ব হোতি । ইমমথং

*

*

*

'সুতরাং তুমি নিজের জন্য কুশলকর্মরূপ স্বীপের (আশ্রয়ের) প্রতিষ্ঠা কর । সম্বর উদ্যোগী ও পশ্চিম হও । বিধৌতমল (= নিমল) ও নিব্বলম্বক হইলে তুমি আর জন্ম ও জরার অধীন হইবে না ।' —ধম্মপদ, শ্লোক ২৩৮ ।

অম্বয় : 'উপনীতবয়ো'—'উপ' হইতেছে অব্যয়মাত্র । 'নীতবয়ো' অর্থাৎ বিগতবয়ঃ, অতিক্রান্তবয়ঃ—তুমি এখন তিন বয়স অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ শৈশব, যৌবন ও বাধক্য অতিক্রম করিয়া) মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইয়াছ—এই অর্থ । 'সম্প্রাতোসি যমস্ সন্তিকং' তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ । 'বাসো তে নখি অন্তরা' যেমন পথিক ভ্রমণকালে যথাকৃত্য সম্পাদন করিতে করিতে মাঝপথে বিশ্রাম করে, পরলোকযাত্রায় তাদৃশ বিশ্রামস্থান নাই । পরলোক গমনকারীর এই কথা বলা নিরর্থক যে 'আমাকে কিছুদিন সময় দিন, আমি দান দিব. ধর্মশ্রবণ করিব ।' ইহলোক হইতে চ্যুত হইয়া পরলোকেই (সরাসরি) উপস্থিত হয় । ইহা প্রকাশ করিতেই এই কথা বলা

সম্ভায়েতং বদন্তঃ । ‘পাথেয্যং’তি ইদং কিণ্ণাপি হেট্ঠা বদন্তমেব, উপাসকস্স পন পদুপ্পনং দল্হীকরণথং ইধাপি সথারা কথিতং । ‘জাতিজরং’তি এথ ব্যাধিমরগানাপি গহিতানেব হোন্তি । হেট্ঠিমগাথাহি চ অনাগামিমগ্গো কথিতো, ইধ অরহত্তমগ্গো কথিতো । এবং সন্তোপি যথা নাম রঞ্ঞা অন্তনো মদুখপমাণেন কবলং বড্ঢেহা পদুত্তস্স উপনীতে নো কুমারো অন্তনো মদুখপমাণেনেব গগ্হাতি, এবমেব সথারা উপরিমগ্গবসেন ধম্মে দেসিতেপি উপাসকো অন্তনো উপনিষসয়বসেন হেট্ঠা সোতাপত্তিফলং পত্তা ইমিস্সা অমদুমোদনায় অবসানে অনাগামিফলং পত্তো । সেসপারিসায়াপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসী’তি ।

॥ গোঘাতকপদন্তবথু পঠমং ॥

*

*

*

হইয়াছে । ‘পাথেয্য’—এই বিষয়ে উপরে কিছু বলা হইয়াছে । ‘উপাসকের চিন্তকে পদনঃপদনঃ দঢ় করার জন্যই শাস্তা ইহা বলিয়াছেন । ‘জাতিজরং’ জন্ম, জরার সঙ্গে ব্যাধি ও মৃত্যুকেও এখানে গ্রহণ করিতে হইবে । পূর্বের দুই গাথার দ্বারা অনাগামি মার্গ দেখিত হইয়াছে—এবং পরের দুইটি গাথার দ্বারা অহত্তমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে । এতৎ সত্ত্বেও রাজা যেমন নিজের মদুখ-প্রমাণ কবল (=গ্রাস) তৈয়ার করিয়া পুত্রের নিকট ধরিলেও পুত্র নিজের মদুখপ্রমাণই গ্রহণ করে, তদ্রূপ শাস্তা উপরিমার্গবশে ধর্মদেশনা করিলেও (বদ্ধ) উপাসক নিজের উপনিশ্রয়বশে পূর্বের অনুমোদনকালে স্নোতাপত্তি-ফল লাভ করিয়াছেন এবং পরের অনুমোদন শেষে অনাগামি ফলই প্রাপ্ত হইয়াছেন । উপস্থিত অন্যান্য সকলের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ গোঘাতকপুত্রের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অষ্টমোত্তরব্রাহ্মণবখ । ২ ।

‘অনুপদুশ্বেনা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
অষ্টমোত্তরব্রাহ্মণং আরম্ভ কথেষি ।

সো কির একাদিবসং পাতোব নিক্খমিহা ভিক্খুনং
চীবরপারুপনট্ঠানে ভিক্খু চীবরং পারুপন্তে ওলো-
কেন্তো অট্ঠাসি । তং পন ঠানং বিরুদ্ধহতিং হোতি ।
অথেকস্স ভিক্খুনো চীবরং পারুপন্তস্স চীবরকম্মো
তিণেসু পবট্টেত্তো উস্সাববিন্দুহি তেমি । ব্রাহ্মণো ‘ইমং
ঠানং অম্পহরিতং কাতুং বট্টতী’তি পদুদিবসে কুন্দালং
আদায় গম্ভা তং ঠানং তছেহা খলমুডলসদিং অকাসি ।
পদুদিবসেপি তং ঠানং আগম্ভা ভিক্খুসু চীবরং
পারুপন্তেসু একস্স চীবরকম্মং ভূমিয়ং পতিহা পংসুদুহি
পবট্টমানং দিম্বা ‘ইধ বাল্লুকং ওকিরিতুং বট্টতী’তি চিস্তেহা
বাল্লুকং আহরিত্বা ওকিরি ।

জৈনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ২ ।

‘কমে কমে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জৈনৈক
ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই ব্রাহ্মণ একদিন সকালে বাহির হইয়া ভিক্ষুরা যেখানে চীবর পরিধান
করেন সেখানে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুদের চীবর পরিধান করা অবলোকন করিতে
ছিলেন । সেই স্থান তৃণপরিপূর্ণ ছিল । জৈনৈক ভিক্ষু চীবর পরিধান
কালে চীবরের কোণা তৃণে জড়াইয়া শিশিরবিন্দুর দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল ।
ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—‘এই স্থান তৃণশূন্য করিতে হইবে’ ভাবিয়া কোদাল লইয়া
যাইয়া তৃণশূন্য করিয়া মসৃণ করিয়া দিলেন । পরের দিন তিনি আবার
ঐস্থানে আসিয়া দেখিলেন ভিক্ষুরা চীবর পরিধান কালে চীবরের কোণা
ভূমিতে পড়িয়া পাংশুর দ্বারা ক্লিষ্ট হইল । তিনি ভাবিলেন—‘এই স্থানে
বাল্লুকা ছড়াইতে হইবে ।’ ভাবিয়া বাল্লুকা ছড়াইয়া দিলেন ।

অথেকদিবসং পদুরেভত্তং চন্ডো আত্তপো অহোসি, তদাপি
 ভিক্খুনং চীবরং পারদপত্তানং গন্ততো সেদে মদুচ্চন্তে দিম্বা
 'ইধ ময়া ম'ডপং কারেতুং বট্টতী'তি চিন্তেত্বা ম'ডপং
 কারেসি। পদুনিদিবসে পাতোব বস্সং বস্সি, বন্দালকং
 অহোসি। তদাপি ব্রাহ্মণো ভিক্খু ওলোকেন্তোব ঠিতো
 তিন্তচীবরকে ভিক্খু দিম্বা 'এথ ময়া সালং কারেতুং
 বট্টতী'তি সালং কারেত্বা 'ইদানি সালমহং করিস্সামী'তি
 চিন্তেত্বা বুদ্ধপমদুখং ভিক্খুসঙ্ঘং নিমন্তেত্বা অন্তো চ
 বহি চ ভিক্খু নিসীদাপেত্বা ভত্তকিচ্চাবসানে অনদু-
 মোদনথায় সত্থু পত্তং গহেত্বা, 'ভন্তে, অহং ভিক্খুনং
 চীবরপারদপনকালে ইমস্মিং ঠানে ওলোকেন্তো ঠিতো
 ইদণ্ণদণ্ড দিম্বা ইদণ্ণদণ্ড কারেসিং'তি আদিতো পট্টায়
 সম্বং তং পবত্তিং আরোচেসি। সত্থা তস্স বচনং সুত্বা,
 'ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতা নাম খণে খণে থোকং কুসলং করোন্তা

*

*

*

আর একদিন পূর্বাঙ্কে সূর্যের প্রথর উত্তাপ হইল, তখন চীবর পরিধান
 কালে ভিক্ষুদের শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে, দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন—'এখানে
 আমি একটি ম'ডপ প্রস্তুত করিয়া দিব।' এবং একটি ম'ডপ প্রস্তুত করিয়া
 দিলেন। পরের দিন সকালেই বট্টিপাত হইল এবং আকাশে আরও প্রচুর
 মেঘ ছিল। সেদিনও ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে চীবর পরিধানকালে ভিক্ষুদের
 চীবর ভিজিয়া গেল। তিনি চিন্তা করিলেন—'এখানে একটি শালা তৈয়ার
 করিতে হইবে' এবং শালা তৈয়ার করাইয়া 'আমি শালা উৎসর্গের জন্য উৎসব
 করিব' ভাবিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া (শালায়) ভিতরে
 এবং বাহিরে ভিক্ষুদের বসাইয়া ভোজনকৃত্যাবসানে অনুমোদনের জন্য শাস্ত্রার
 জিজ্ঞাপাত্র গ্রহণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শাস্ত্রাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য
 বলিলেন—'ভন্তে, আমি ভিক্ষুদের চীবর পরিধানস্থলে দাঁড়াইয়া নানা
 অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া অনেক কিছুর ব্যবস্থা করিয়াছি।' শাস্ত্রা ইহা শুনিয়া
 বলিলেন—'হে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কণে কণে অল্প অল্প কুশল সম্পাদন

অনুপদুশ্বেন অন্তনো অকুসলমলং নীহরন্তিরেবাণীতি বহ্না
ইমং গাথমাহ—

‘অনুপদুশ্বেন মেধাবী, থোকেং থোকেং খণে খণে ।

কম্মারো রজতস্বেব, নিদ্ধমে মলমন্তনো’তি ॥ ২৩৯

তথ ‘অনুপদুশ্বেনা’তি অনুপটিপাটিয়া । ‘মেধাবী’তি
ধম্মোজ্জপপ্পেজ্জায় সমম্বাগতো । ‘খণে খণে’তি ওকাসে
ওকাসে কুসলং করোন্তো । ‘কম্মারো রজতস্বেবা’তি যথা
সুবল্লকারো একবারমেব সুবল্লং তাপেহা কোট্টেহা মলং
নীহরিত্বা পিলল্খনবির্কতিং কাতুং ন সঙ্কোতি, পদনপদনং
তাপেন্তো কোট্টেন্তো পন মলং নীহরতি, ততো অনেকবিধং
পিলল্খনবির্কতিং করোতি, এবমেব পদনপদনং কুসলং
করোন্তো খণ্ডিতো অন্তনো রাগাদিমলং নিদ্ধমেয্য, এবং
নিদ্ধন্তমলো নিদ্ধিলেসোব হোতীতি অথো ।

করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজের অকুশলমন দ্রুতীভূত করেন’ বলিয়া এই গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘স্বর্ণকার যেমন বারবার উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা রজতের মল দ্রুতীভূত
করে, তদ্রূপ মেধাবী ব্যক্তিও ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আপনার অশুদ্ধি
বিদূরিত করিবেন ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ২৩৯ ।

অর্থঃ : ‘অনুপদুশ্বেন’ ক্রমে ক্রমে । ‘মেধাবী’ ধর্মরূপ ওজঃ এবং
প্রজ্ঞার দ্বারা সমম্বাগত । ‘খণে খণে’ অবকাশে অবকাশে কুশল করিতে
করিতে । ‘কম্মারো রজতস্বেব’ যেমন স্বর্ণকার একবার মাত্র স্বর্ণকে তপ্ত
করিয়া খণ্ডিত করিয়া, মল দ্রুতীভূত করিয়া পরিধানযোগ্য অলংকার প্রস্তুত
করিতে পারে না, পদনঃ পদনঃ তপ্ত করিয়া খণ্ডিত করিয়া মল দ্রুতীভূত
করে, তারপর নানাপ্রকার অলংকার প্রস্তুত করিতে পারে, তদ্রূপ পদনঃ পদনঃ
কুশল সম্পাদন করিয়া মেধাবী ব্যক্তি নিজের রাগাদি মল দূরিত করেন ।
এইভাবে ধৌতমল এবং ক্লেশশূন্য হইয়া থাকেন ।

দেসনাবসানে ব্রাহ্মণো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
মহাজনস্সাপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

। অত্রৈতরব্রাহ্মণবৎস দদতিয়ং ।

দেশনাবসানে ব্রাহ্মণ সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই ধর্মদেশনা
মহতী জনতার নিকটও সার্থক হইয়াছিল ।

। জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

তিস্‌স্‌থেরবন্ধু । ৩ ।

‘অয়সাব মলং’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
তিস্‌স্‌থেরং নাম ভিক্‌খুং আরম্ভ কথেসি ।

একো কির সার্বাথিবাসী কুলপদন্তো পম্ব্বজিহা লঙ্কপ-
সম্পদো তিস্‌স্‌থেরোতি পঞ্‌ঞায়ি । সো অপরভাগে
জনপদবিহারে বস্সদুপগতো অট্‌ঠহথকং থলসাটকং
লভিহা বদুথবস্সো পবারেহা তং আদায় গম্‌হা ভগিনিয়
হথে ঠপেসি । সা ‘ন মে এসো সাটকো ভাতু
অনুচ্ছবিকো’তি তং তিথিণায় বাসিয়া ছিন্দিহা হীরহীরং
কহা উদক্‌খলে কোট্টেহা পবিসেহা পোথেহা বট্টেহা
সদুখ্‌মসদুত্তং কস্‌সিহা সাটকং বায়াপেসি । থেরোপি সদুত্তেএব
সুচিয়ো চ সংবিদহিহা চীবরকারকে দহরসামণেরে

তিস্য্‌ স্থবিরের উপাখ্যান । ৩ ।

‘লৌহজাত ময়লা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তিস্য
স্থবির নামক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীবাসী জনৈক কুলপুত্র প্রব্রজিত হইয়া ও উপসম্পদা লাভ করিয়া
তিস্য্‌ স্থবির নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । তিনি একবার জনপদবিহারে
বর্ষাবাস করিয়া আটহাত বিশিষ্ট মূল বস্ত্র লাভ করিয়া বর্ষাবাসের শেষে
প্রবারণা শেষ করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড লইয়া ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন ।
‘এই বস্ত্র আমার স্নাতার উপযুক্ত নহে’ ইহা চিন্তা করিয়া ভগিনী সেই বস্ত্রটি
তীক্ষ্ণ ছুরিকার দ্বারা কতিত করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া উদ্বলে কুটিয়া
পিটিয়া ধ্বনিত করিয়া সুক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা মস্‌গ
বস্ত্র নির্মাণ করিলেন । স্থবিরও সুতা এবং সুচ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়া চীবর-
কারক তরুণ শ্রামণেরগণকে একত্রিত করিয়া ভগিনীর নিকট যাইয়া

সান্নিপাতেহা ভাগিনীয়া সন্তিকং বস্তুদা তু মে সাটকং দেথ,,
 চীবরং কারেঙ্গামী'তি আহ। সা নবহথং সাটকং
 নীহরিয়া কনিট্ঠভাতিকঙ্গ হথে ঠপেসি। সো তং
 গহেহা বিখারেহা ওলোকেহা 'মম সাটকো থলো
 অট্ঠহেহো, অয়ং সুখুদমো নবহথো। নায়ং মম সাটকো,
 তুহ্মাকং এস, ন মে ইমিনা অথো, তমেব মে দেথা'তি আহ।
 'ভস্কে, তুহ্মাকমেব এসো, গণ্হথ নং'তি। সো নেব ইচ্ছি।
 অঙ্গঙ্গ অন্তনা কতকিচ্ছং সম্বং আরোচেহা। 'ভস্কে,
 তুহ্মাকমেবেস, গণ্হথ নং'তি অদাসি। সো তং আদায়
 বিহারং গম্বা চীবরকম্মং পট্ঠপেসি।

অঙ্গঙ্গ ভাগিনী চীবরকারুণং অখায় যাগদুত্তাদানি
 সম্পাদেসি। চীবরঙ্গ নিট্ঠিতদিবসে পণ অতিরেক-
 সঙ্কারং কারেসি। সো চীবরং ওলোকেহা তিস্সি

বলিলেন—‘আমার ঐ বস্ত্রখানি দাও, আমি চীবর প্রস্তুত করাইব।’ ভাগিনী
 নয়হাতের বস্ত্রখানি বাহির করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে অর্পণ করিলেন।
 তিনি সেই বস্ত্রখানি খুলিয়া দেখিয়া ভাগিনীকে বলিলেন—‘আমার বস্ত্রখণ্ড
 ছিল স্থূল এবং আট-হাতের আর এইটা সুক্ষ্মবস্ত্র এবং নয়-হাতের। ইহা
 আমার বস্ত্র নহে। ইহা তোমারই হইবে, আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই,
 আমারটাই আমাকে দাও।’

‘ভস্কে, ইহা আপনারই কাপড়, ইহা গ্রহণ করুন।’ তিনি তাহা লইতে
 চাহিলেন না। ভাগিনী তখন তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন সমস্ত জ্ঞাপন
 করিয়া ‘ভস্কে, ইহা আপনারই কাপড় গ্রহণ করুন।’ বলিয়া তাহা প্রদান
 করিলেন। তিনি তাহা লইয়া বিহারে যাইয়া চীবর-প্রস্তুতি-কর্ম আরম্ভ
 করিলেন।

তাহার ভাগিনী চীবর-প্রস্তুতকারকদের জন্য যাগদু-ভাত প্রভৃতির ব্যবস্থা
 করিলেন। যেদিন চীবর তৈয়ারীর কাজ সম্পন্ন হয় সেইদিন তাঁহাদের জন্য
 বিশেষ সেবা-সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। চীবর দেখিয়া হুবির ইহার প্রতি

উপন্যাসিনেহা 'স্বে দানি নং পার্দুপিস্সামী'তি সংহরিষ্বা
চীবরবৎসে ঠপেছা তং রন্তি ভুত্তাহারং জিরাপেতুং
অসক্কোন্তো কালং কছা তস্মিংষেব চীবরে উকা হুদ্বা
নিষ্বন্তি । ভাগিনীপিস্স কালকিরিয়ং সুদ্বা ভিক্খুদং
পাদেসু পবত্তমানা রোদি । ভিক্খু তস্স সরীরকিচ্চং
কছা গিলান্দপট্ঠাকস্স অভাবেন সঙ্ঘস্সেব তং
পাপদুগাতি । 'ভাজেস্সাম নং'তি তং চীবরং নীহরাপেসদং ।
সা উকা 'ইমে মম সন্তকং বিলুপন্তী'তি বিরবন্তী ইতো
চিতো চ সন্ধাবি । সখা গম্ধকুটিয়ং নিসিন্নোব দিব্বায়
সোতধাতুরা তং সন্দং সুদ্বা 'আনন্দ, তিস্সস্স চীবরং
অভাজেছা সত্তাহং নিক্খিপিতুং বদেহী'তি আহ । থেরো
তথা কারেসি । সাপি সত্তমে দিবসে কালং কছা তুসিত-
বিমানে নিষ্বন্তি । সখা 'অট্ঠমে দিবসে তিস্সস্স চীবরং
ভাজেছা গণ্হথা'তি আণাপেসি । ভিক্খু তথা করিৎসু ।

মমতাগ্রস্ত হইলেন এবং ভাবিলেন—'আগামীকল্য ইহা পরিধান করিব ।
এবং ইহা ভাঁজ করিয়া চীবর রাখিবার বাঁশে রাখিলেন এবং সেই রাত্রিতেই
অজ্ঞীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগত হইয়া সেই চীবরেই উকুন হইয়া জন্ম
গ্রহণ করিলেন । ভাগিনীও তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভিক্ষুদের পদতলে
পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । তাহার দেহসংকার করিয়া
ভিক্ষুগণ রোগীর সেবাকারী কাহাকেও না পাইয়া ভাবিলেন ইহা সম্বেরই
প্রাপ্য, অতএব আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইব ।' বলিয়া চীবর
খানি বাহির করিলেন । 'ইহারা আমার জিনিস নষ্ট করিতেছে' ভাবিয়া
উকুনটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল । শাস্তা গম্ধকুটিতে
বসিয়াই এই ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া আনন্দকে বলিলেন—'আনন্দ, চীবরখানি
ভাগ না করিয়া সাত দিন রাখিয়া দিতে বল ।' ছবির তাহাই করিলেন ।
সেই উকুনটিও সপ্তম দিবসে কালগত হইয়া তুর্ভিত বিমানে জন্মগ্রহণ করিল ।
শাস্তা আদেশ দিলেন—'অষ্টম দিবসে তিব্যের চীবর ভাগ করিয়া গ্রহণ কর ।'
ভিক্ষুরা তাহাই করিলেন ।

ভিক্ষু ধম্মসভারং কথং সমুট্টাপেসদং—‘কস্মা নু খো
 সখা তিস্সস চীবরং সত্তু দিবসে ঠপাপেত্বা অট্টমে দিবসে
 গণ্হিতুং অনুজ্ঞানী’তি। সখা আগম্বা ‘কায় নুখ
 ভিক্ষবে, এতরহি কথায় সন্নিসিমা’তি পদচ্ছিত্বা ‘ইমায়
 নামা’তি বদন্তে ‘ভিক্ষবে, তিস্সো অন্তনো চীবরে উকা
 হুত্বা নিম্বন্তো, তদ্মেহি তস্মিং ভাজয়মানে ‘ইমে মম
 সন্তকং বিলম্পন্তী’তি বিরবন্তী ইতো চিত্তো চ ধাবি।
 সা তদ্মেহি চীবরে গম্হমানে তদ্মেহসু মনং পদুস্সিত্বা
 নিরয়ে নিম্বন্তেয়া, তেন চাহং চীবরং নিকখিপাপেসিং।
 ইদানি পন সা তুসিতবিমানে নিম্বন্তা, তেন বো মল্লা
 চীবরগহণং অনুএ্ণাতং’তি বদ্বা পদন তেহি ‘ভারিয়া,
 বত অয়ং, ভন্তে, তণ্হা নামা’তি বদন্তে ‘আম, ভিক্ষবে,
 ইমেসং সত্তানং তণ্হা নাম ভারিয়া। যথা অয়তো মলং

ভিক্ষুগণ ধম্মসভার কথা উত্থাপিত করিলেন—‘শান্তা কেন তিস্যের চীবর
 সাত দিন রাখিয়া দিয়া অষ্টম দিবসে গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন?’

শান্তা আসিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি বিষয় লইয়া এখন আলোচনা
 করিতে সম্মিলিত হইয়াছ?’ জিজ্ঞাসা করিলে ‘এই বিষয়ে ভন্তে’ বলিয়া
 উক্ত হইলে শান্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তিস্যা (মৃত্যুর পর) নিজের
 চীবরেই উকুন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তোমরা চীবরখানি ভাগ করিতে
 থাকিলে সে ‘ইহারা আমার জিনিস নষ্ট করিতেছে’ বলিয়া রোদন করিতে
 করিতে ইতস্ততঃ ছোটাহুটি করিতেছিল। তোমরা চীবর ভাগ করিয়া লইলে
 সে তাহারি চিন্তকে প্রদুষ্ট করিয়া নরকে উৎপন্ন হইত, তাই আমি সাত দিন
 চীবরখানি রাখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। এখন সে তুষিত বিমানে জন্মগ্রহণ
 করিয়াছে, তাই তোমাদের চীবর গ্রহণকে আমি অনুমোদন করিয়াছি।’—
 শান্তা এইরূপ বলিলে ভিক্ষুগণ বলিলেন—‘ভন্তে, তুষা বাস্তবিকই
 ভীষণ কৃতকারক।’ শান্তা বলিলেন—‘হ্যাঁ, ভিক্ষুগণ, সত্তুগণের তুষা

উট্ঠিহিত্ব অয়মেব খাদতি বিনাসেতি অপরিভোগং
করোতি, এবমেবায়ং তৎহা ইমেসং সন্তানং অবন্ততরে
উম্পিঞ্জিত্বা তে সন্তে নিরয়াদীসু নিবন্তাপেতি, বিনাসং
পাপেতী'তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘অয়সাব মলং সমুট্ঠিতং

ততুট্ঠায় তমেব খাদতি ।

এবং অতিধোনচারিনং

সানি কস্মানি নয়ন্তি দৃগ্গতিং'তি । ২৪০ ।

তথ ‘অয়সাবা’তি অয়তো সমুট্ঠিতং । ‘ততুট্ঠায়া’তি
ততো উট্ঠায় । ‘অতিধোনচারিনং’তি ধোনা বুদ্ধতি
চন্তারো পচ্চয়ে ‘ইদমথং এতে’তি পচ্চবেক্খিত্বা পরিভূজন-
পঞ্ঞা, তং অতিক্রমিত্বা চরন্তো অতিধোনচারী নাম ।
ইদং বৃত্তং হোতি—যথা অয়তো মলং সমুট্ঠায় ততো

*

*

*

অত্যন্ত অনিষ্টকারক । যেমন লৌহ হইতে মল উৎপন্ন হইয়া লৌহকেই
ভক্ষণ করে, বিনাশ করে, অব্যবহার্য করিয়া দেয়’ তদ্রূপ এই তৃক্ষা সত্ত্বগণের
অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়া সত্ত্বগণকে নরকাদিতে জন্মগ্রহণ করায়, বিনষ্ট
করে’—ইহা বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘লৌহ হইতে জাত কলংক যেমন লৌহকেই ভক্ষণ করে তদ্রূপ অধর্মচারীর
স্বকৃতকর্ম তাহাকেই দৃগ্গতিগ্রস্ত করে ।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ২৪০ ।

অন্বয় : ‘অয়সাব’ অর্থাৎ অয় বা লৌহ হইতে সমুৎস্থিত । ‘ততুট্ঠায়’
অর্থাৎ তাহা হইতে (নিজ হইতে) উৎখত হইয়া । ‘অতিধোনচারিনং’—
ধোন হইতেছে চারি প্রকার ‘নিম্মসয়’ বা প্রত্যয় (যেমন, ভোজন, চীবর,
বাসস্থান এবং ভৈষজ্য) যেগুলিকে যথাযথভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া ভোগ করা
উচিত । মাত্রা অতিক্রমকারীকে বলা হয় ‘অতিধোনচারী’ । তাই বলা
হইয়াছে—যেমন লৌহ হইতে উৎখত মল লৌহকেই ভক্ষণ করে, তদ্রূপ চারি

সমদুর্গতিং তথৈব খাদতি, এমমেবং চতুপচ্চয়ে অপচ্চবেক্-
খিহ্মা পরিভুঞ্জন্তং অতিধোনচারিনং সানি কম্মানি
অন্তনি ঠিতত্ত্বা অন্তনো সন্তকানেব তানি কম্মানি দুর্গতিং
নয়ন্তীতি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গতিংসুতীতি ।

॥ তিস্সথেরবথু ততিয়ং ॥

*

*

*

প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া ভোগ করিলে 'অতিধোনচারী' বলা হয় এবং
স্বীয় কৃত কর্মসমূহ নিজ স্থানে বর্তমান থাকিয়া অতিধোনচারীকে
দুর্গতিপ্রাপ্ত করায় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। তিস্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

লালুদায়িখেরবথু । ৪ ।

‘অসম্ভায়ামলা’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
লালুদায়িখেরং আরম্ভ কথেসি ।

সাবাথিয়ং কির হে কোটিমত্তা অরিয়সাবকা বসন্তি, হে
কোটিমত্তা পদুথুজ্জনা বসন্তি । তেসু অরিয়সাবকা
পদুরেভত্তং দানং দত্ত্বা পচ্ছাভত্তং সিম্পিতেলমধু-
ফাণিতবথাদীনি গহেত্ত্বা বিহারং গন্ত্বা ধম্মকথং সুদন্তি ।
ধম্মং সুদত্ত্বা গমনকালে চ সারিপপ্তমোগ্গল্লানানং
গুণকথং কথন্তি । উদায়িখেরো তেসং কথং সুদত্ত্বা
“এতেসং তাব ধম্মং সুদত্ত্বা তুম্হে এবং কথেথ, মম
ধম্মকথং সুদত্ত্বা কিং নু থো ন কথেস্সথা”তি বদতি ।
মনুস্সা তস্স কথং সুদত্ত্বা ‘অয়ং একো ধম্মকথিকো
ভবিস্সতি, ইমস্সিম্পি অম্হেহি ধম্মকথং সোতুং বটুতী’তি

*

*

*

লালুদায়ি স্থবিরের উগাথ্যান । ৪ ।

‘পুনঃ পুনঃ অভ্যাস না করার মল’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
অবস্থানকালে লালুদায়ি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

প্রাথমিকভাবে পাঁচ কোটি আর্ষ প্রাবক এবং দুই কোটি সাধারণ লোক বাস
করিতেন । আর্ষ প্রাবকগণ পূর্বাঙ্কে দান দিয়া অপরাঙ্কে ঘৃত-তৈল-মধু-গুড়-
বস্তাদি লইয়া বিহারে যাইয়া ধর্মকথা শুনিতেন । ধর্মপ্রবণ করিয়া ফিরিবার
সময় শারিপপ্ত-মোদ্গল্যায়ন প্রমুখদের গুণকীর্তন করিতেন । উদায়ি
স্থবির তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিতেন—‘ইহাদের ধর্মকথা শুনিয়া তোমরা
এইরূপ বলিতেছ, আমার ধর্মকথা শুনিলে কি না বলিবে।’ লোকেরা
তাঁহার কথা শুনিয়া ‘ইনি নিশ্চয়ই একজন ধর্মকথিক হইবেন, ইঁহারও
ধর্মকথা আমাদের শোনা উচিত’ চিন্তা করিয়া একদিন স্থবিরকে বলিল—

তে একদিবসং থেরং যাচিহ্মা, ‘ভন্তে, অজ্জ অম্‌হাকং ধম্ম-
স্সবনদিবসো’তি সঙ্ঘস্স দানং দহ্মা, ‘ভন্তে, তুম্‌হে
অম্‌হাকং দিবা ধম্মকথং কথেস্সাথা’তি আহংসু । সোপি
তেসং অধিবাসেসি ।

তৌহি ধম্মস্সবনবেলায় আগন্ত্বা, ‘ভন্তে, নো ধম্মং কথেথা’তি
বুত্তে লালদুদায়িথেরো আসনে নিসীদিহ্মা চিত্তবীজনিং
গহেহ্মা চালেত্তো একম্পি ধম্মপদং অদিম্বা ‘অহং সরভ-
এ-এং ভণিস্সামি, অএ-এং ধম্মকথং কথেতু’তি বহ্মা
ওতরি । তে অএ-এং ধম্মকথং কথাপেহ্মা সরভাণ-
থায় পুন তং আসনং আরোপয়িংসু । সো পুনপি কিণ্ঠ
অদিম্বা ‘অহং রত্তিং কথেস্সামি, অএ-এং সরভএ-এং
ভণতু’তি বহ্মা আসনা ওতরি । তে অএ-এং সরভএ-এং
ভণাপেহ্মা পুন রত্তিং থেরং আনয়িংসু । সো রত্তিম্পি
কিণ্ঠ অদিম্বা ‘অহং পচ্চদুসকালে কথেস্সামি, রত্তিং

*

*

*

‘ভন্তে, অদ্য আমাদের ধম্মশ্রবণের দিন’ এবং সঙ্ঘকে দান দিয়া বলিল—
‘ভন্তে, অদ্য আপনি আমাদের ধর্মকথা শ্রবণ করাইবেন ।’ স্থবিরও অনর্দ্রমতি
দিলেন ।

ধর্মশ্রবণের সময় তাহারা আসিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমাদের ধর্ম শ্রবণ
করান’ । লালদুদায়ি স্থবির আসনে বসিয়া চিত্রব্যজনী লইয়া ব্যজন করিতে
করিতে একটিও ধর্মপদ মনে করিতে না পারিয়া বলিলেন—‘আমি আবৃত্তি
করিব, অন্য কেহ ধর্মকথা বলুন’ এবং আসন হইতে অবতরণ করিলেন ।
তাহারা অন্যের দ্বারা ধর্মকথা বলাইয়া পুনরাবৃত্তির জন্য স্থবিরকে আসনে
বসাইল । তিনি পুনরায় কিছু আবৃত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন—‘আমি
রাশ্ত্রবেলায় ধর্মোপদেশ দিব, তখন অন্য কোন ভিক্ষু ধর্মপদ আবৃত্তি করুক ।’
এবং আসন হইতে অবতরণ করিলেন । তাহারা অন্যের দ্বারা ধর্মপদ আবৃত্তি
করাইয়া রাশ্ত্রবেলায় তাহার নিকট আসিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিল ।
স্থবির রাশ্ত্রবেলায়ও কোন ধর্মপদ আবৃত্তি করিতে না পারিয়া ‘আমি

অগ্র-এণ্ডা কথিত্ব'তি বহু ওতরি। তে অগ্র-এণ্ডা রতিং
কথাপেয়া পদন পচ্চুসে তং আনিয়সু। সো পদনপি কিণ্ড
নাম্দস। মহাজনো লেডুদ'ডাদীনি গহেহা, 'অন্ধবাল, স্বং
সারিপদন্তমোগল্লানানং বগ্নে কথিয়মানে এবণ্ডেবণ্ড বদেসি,
ইদানি কস্মা ন কথেসী'তি সন্তজ্জহা পলায়ন্তং অনুবন্দি।
সো পলায়ন্তো একিস্সা বচকুটিয়া পতি।

মহাজনো সথং সমুট্টাপেসি—'অজ্জ লালদায়ী সারিপদন্ত-
মোগল্লানানং গুণকথায় পবত্তমানায় উস্সয়ন্তো অন্তনো
ধম্মকথিকভাবং পকাসেহা মনুস্সেসিহি সন্ধারং কহা ধম্মং
সুগোমা'তি বুদ্ধে চতুচ্ছত্তং আসনে নিসীদিহা কথিত্ব-
যদন্তকং কিণ্ড অপস্সন্তো 'স্বং অম্হাকং অসুযেহি
সারিপদন্তমোগল্লানথেরেহি সা যদুগগাহং গণ্হাসী'তি

*

*

*

প্রত্যক্ষকালে বলিব, এখন অন্য কেহ বলুক' বলিয়া আসন হইতে অবতরণ
করিলেন। তাহার রাগিবেলায় অন্যের দ্বারা ধর্ম ভাষণ করাইয়া প্রত্যবে
শ্রবিরের নিকট আসিল। শ্রবির কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন
লোকেরা লোন্ট্র, দ'ডাদি লইয়া 'মুখ', আমরা শারিপদন্ত মৌদ'গল্যায়ন
প্রমুখদের গুণকীর্তন করিলে তুমি নানা কথা বলিতে, এখন কেন কিছু
বলিতে পারিতেছনা' বলিয়া প্রহার করিতে থাকিলে শ্রবির পলায়ন করিল।
জনগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তিনি পলায়ন করিতে করিতে একটি
গুপ্তকূপে পতিত হইলেন।

জনগণ কথা উত্থাপন করিল—'শারিপদন্ত মৌদ'গল্যায়ন প্রমুখদের গুণ-
কীর্তন হইতে থাকিলে লালদায়ী দীর্ঘাপরবশ হইয়া নিজের ধর্ম'কথিকভাব
প্রকাশ করিতে থাকিলে জনগণ তাহার সৎকার করিয়া 'আমাদের ধর্ম' শ্রবণ
করান' বলিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি চারিবার ধর্মসিনে বসিয়াও কিছুই
বলিতে পারিলেন না। তখন লোকেরা 'তুমি আমাদের আর্থ' শারিপদন্ত-
মৌদ'গল্যায়ন প্রমুখদের সমকক্ষ হইতে দাও' বলিয়া লোন্ট্র-দ'ডাদি লইয়া

লেড্‌ডুদ'ডাদীনি গহেহা সম্তজ্জহা পলাপিয়মানো বচ্-
কুটিয়া পতিতো'তি । সখা আগম্হা 'কায় নুথ, ভিক্‌খবে,
এতরেহি কথায় সন্মিসিন্না'তি পদুচ্ছিত্তা 'ইমায় নামা'তি
বদন্তে 'ন ভিক্‌খবে, ইদানেব, পদুস্বেপি এসো গুথকুপে

নিমদুগ্গোষেবা'তি বহা অতীতং আহরিহা—

‘চতুস্পদো অহং সম্ম, ঙ্খম্পি সম্ম চতুস্পদো

এহি সম্ম নিবত্তস্সদ, কিং নু ভীতো পলায়সি ॥

‘অসদুচিপ্‌তিলোমোসি, দদুগ্গম্হো বাসি স্কর ।

সচে যদুত্তিতুকামোসি জয়ং সম্ম দদামি তে'তি ॥

[জাতক, ১, ২, ৫-৬]

ইমং ‘জাতকং’ বিখারেহা কথেসি । তদা সীহো সারি-
পদন্তো অহোসি, স্করো লালদুদায়ী'তি । সখা ইমং
ধম্মদেসনং আহরিহা, ‘ভিক্‌খবে, লালদুদারিনা অম্পমত্তকোব

*

*

*

প্রহার করিতে থাকিলে সে পলায়ন করিতে করিতে গুথকুপে পতিত
হইয়াছে ।’ শাস্তা আসিয়া ‘হে ভিক্ষুগণ তোমরা কি বিষয় লইয়া আলোচনা
করিতে এখন সম্মিলিত হইয়াছ ?’ ‘এই বিষয়ে, ভগ্নে’ বলিলে শাস্তা
বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, শুধু এইবারেই নহে, অতীতেও একবার সে
গুথকুপে পতিত হইয়াছিল’—বলিয়া অতীতের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া জাতক
কথা বলিয়া এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘হে সৌম্য, আমিও চতুস্পদ, তুমিও চতুস্পদ । সৌম্য তুমি কিরিয়
আইস, ভীত হইয়া কেন পলায়ন করিতেছ ?’ —[শূকর বলিল] ।

‘হে শূকর, তোমার গায়ে অশুচি-পূতি লোম, দদুগ্গম্হ নিগত হইতেছে ।
তুমি যদি আমার সঙ্গে লড়িতে চাহ, আমি তোমাতেই জয়ী ঘোষণা করিব ।’
—[সিংহ বলিল] ।

তখন শারিপদ ছিলেন সেই সিংহ এবং লালদুদায়ী ছিল সেই শূকর ।
শাস্তা এই ধর্মদেশনা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, লালদুদায়ী

ধম্মো উঙ্গাহিতো, সচায়ং পন নেব অকাসি, কিঞ্চি পরি-
য়ন্তি উঙ্গহেত্বা তস্মা অসম্বায়করণং মলমেবাতি বহ্বা ইমং
গাথমাহ—

‘অসম্বায়মলা মন্তা, অনুট্ঠানমলা ঘরা ।

মলং বগ্গস্স কোসজ্জং, পমাদো রক্খতো মল’ন্তি । ২৪১ ।

তথ ‘অসম্বায়মলা’তি যা কাচি পরিয়ন্তি বা সিম্পং বা যস্মা
অসম্বায়ন্তস্স অননুযুজ্জন্তস্স বিনস্সতি বা নিরন্তরং বা
ন উপট্ঠাতি, তস্মা ‘অসম্বায়মলা মন্তা’তি বদন্তং । যস্মা
পন ঘরাবাসং বসন্তস্স উট্ঠাবুট্ঠায় জিহ্পপিটসত্ত্বরগাদীনি
অকরোন্তস্স ঘরং নাম বিনস্সতি, তস্মা ‘অনুট্ঠানমলা-
ঘরা’তি বদন্তং । যস্মা গিহিস্স বা পব্বজিতস্স বা
কোসজ্জবসেন সরীরপিটজঙ্গনং বা পরিক্খারপিটজঙ্গনং
বা অকরোন্তস্স কায়ো দুব্বল্লো হোতি, তস্মা ‘মলং বগ্গস্স

নামমাত ধর্ম শিক্ষা করিয়াছে, ইহার চর্চা করে নাই । যে কেহ কম বা বেশী
ধর্ম শিক্ষা করিয়া যদি চর্চা না করে তাহার সমস্তই বৃথা যায় ।’—ইহা বলিয়া
শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘অনভ্যাস মন্তের মল, অসংস্কার গৃহের মল, আলস্য সৌন্দর্যের মল,
অনবধানতা রক্ষীর মল ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৪১ ।

অর্থ : ‘অসম্বায়মলা’—যাহা কিছু শাস্ত্র বা শিক্ষা পুনঃ পুনঃ
চিন্তন-মনন না করিলে তাহা বিনষ্ট হয় অথবা (প্রয়োজনে) স্মৃতিপথে
জাগ্রত থাকে না । তাই বলা হইয়াছে ‘অনভ্যাস মন্তের মল’ । গৃহে বাস
করিলে সর্বদা গৃহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ সংস্কার করিতে হয়, তাহা
না হইলে গৃহ নষ্ট হইয়া যায় । তাই বলা হইয়াছে ‘অসংস্কার গৃহের মল’ ।
গৃহী হউক বা প্রব্রজিত হউক, আলস্যবশতঃ শরীর পরিস্কার না করিলে
ইহা দুর্বর্ণ হয়, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পরিস্কার না রাখিলে বিনষ্ট হয় । তাই
বলা হইয়াছে ‘আলস্য সৌন্দর্যের মল ।’ অসাবধানতায় রক্ষকের প্রচুর ক্ষতি

কোসজ্জলিত বদন্তং । যস্মা গাবো রক্খন্তস্স পমাদবসেন
 নি বা কীলন্তস্স বা তা পাবো অতিথপক্খন্দনাদিনা বা
 বালমিবাচ্চারাদিউপ বেন বা পরেসং সালিথেত্তাদীনি
 ওতরিহ্বা খাদনবসেন বিনাসং আপজ্জলিত, সস্সম্পি দন্ডং বা
 পরিভাসং বা পাপদুগ্ধাতি, পব্বজিতং বা পন দ্বারানি
 অরক্খতং পমাদবসেন কিলেসা ওতরিহ্বা সাসনা
 চাবেত্তি, তস্মা ‘পমাদো রক্খতো মল’লিত বদন্তং । সো
 হিঙ্গস বিনাসাবহনেন মলট্ঠানিয়ত্তা মললিত অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুতি ।

। লালদুদায়িথেরবথু চতুথং ।

*

*

*

হয় । যেমন গো-রক্ষক ‘যদি নিদ্রালু কিংবা ক্রীড়াপরায়ণ হয়, তাহা হইলে
 গরুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরের ক্ষেত নষ্ট করে, কিংবা হিংস্র জন্তুর
 কবলে পড়ে । ইহাতে সে প্রভু কর্তৃক তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হয় । সেরূপ
 যে প্রব্রজিত ব্যক্তি নিজের ষড়্ভিন্দ্রিয়কে প্রলোভন হইতে রক্ষা না করে, তাহাতে
 তাহার চিত্তে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়া প্রব্রজ্যাত হইবার আশঙ্কা প্রবল হয় ।
 সেজন্য বলা হইয়াছে—‘প্রমাদ রক্ষকের মল স্বরূপ ।’

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তি ফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। লালদুদায়ি স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

অঞ্জনকুলগুণবন্ধু । ৫ ।

‘মলিখিয়া দূচরিতন্তি’ ইমং ধম্মদেশনং সখা বেলুবনে
বিহরন্তো অঞ্জনকুলপদ্মং আরম্ভ কথেসি ।

তস্ম কিং সমানজাতিকং কুলকুমারিকং আনেসুং । সা
আনীতদিবসতো পট্ঠায় অতিচারিণী অহোসি । সো
কুলপদ্মো তস্মা অতিচারেণ লজ্জিতো কস্সচি সম্মুখী-
ভাবং উপগমুং অসক্কোন্তো বুদ্ধপট্ঠানাদীনি পচ্ছিন্দিত্বা
কতিপাহচ্চয়েন সখারং উপসংকমিত্বা বন্দিত্বা একমন্তং
নিসিন্নো ‘কিং উপাসক, ন দিস্সসী’তি বত্তে তমথং
আরোচেসি । অথ নং সখা, ‘উপাসক, পদুস্বপি ময়া
‘ইথিয়ো নাম নদী আদিসাদিসা, তাসু পণ্ডিতেন কোধো ন

*

*

*

জৈনৈক কুলগুণের উপাখ্যান । ৫ ।

‘দূচরিত্তা স্ত্রীলোকের মল’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণুবনে অবস্থান-
কালে জৈনৈক কুলপদ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই কুলপদ্মের জন্য সদৃশ বংশ হইতে কুমারিকা আনা হইয়াছিল ।
সেই কুমারিকাকে ষোদিন হইতে আনা হইয়াছিল সেদিন হইতে সে অতিচারিণী
হইয়াছিল । সেই কুলপদ্ম তাহার দূচরিত্তার জন্য লোকের কাছে মদুখ
দেখাইতে পারিত না । এমন কি (ভগবান) বুদ্ধের সেবা সংকারাদিও
করিত না । কিছুদিন পর সে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিয়া
একপার্শ্বে উপবেশন করিল । শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কি উপাসক,
তোমাকে ত দেখাই পাওয়া যায় না ।’ কুলপদ্ম সমস্ত ব্যাপার শাস্তাকে
জ্ঞানাইল । তখন শাস্তা তাহাকে বলিলেন—‘হে উপাসক, আমি পূর্বেও
বলিয়াছি যে, স্ত্রীলোকেরা হইতেছে নদী প্রভৃতির ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির
উচ্চিষ্ট নয় তাহাদের প্রতি ক্রোধ করা । কিন্তু ভব-প্রতিচ্ছন্নতা হেতু তুমি তাহা

কাতম্বো'তি বদন্তং, ত্বং পন ভবপিটচ্ছমন্তা ন সল্লক্খেসী'তি
বহ্মা তেন যাচিতো—

‘যথা নদী চ পন্থো চ, পানাগারং সভা পপা ।

এবং লোকিখিয়ো নাম, বেলা তাসং চ বিজ্জতী'তি ॥

[জাতক, ১. ১. ৬৫ ; ১. ১২. ৯]

‘জাতকং’ বিখ্যারেহা, ‘উপাসক, ইখিয়া হি অতিচারি-
নিভাবো মলং, দানং দেন্তস্স মচ্ছেরং মলং, ইধলোক-
পরলোকেসু সত্তানং অকুসলকম্মং বিনাসনথেন মলং,
অবিজ্জা পন সম্বমলানং উত্তমমল'ন্তি বহ্মা ইমা গাথা
অভাসি—

‘মলিখিয়া দুচ্চারিতং, মচ্ছেরং দদতো মলং ।

মলা বে পাপকা ধম্মা, অস্মিং লোকে পরম্হি চ । ২৪২ ।

‘ততো মলা মলতরং, অবিজ্জা পরমং মলং ।

এতং মলং পহন্তান, নিম্মলা হোথ ভিক্খবো'তি । ২৪৩ ।

*

*

*

বদ্বিতে পারিতেছ না ।’ ইহার পর তাহার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শাস্তা জাতক
কাহিনীর (জাতক সংখ্যা ৬৫) অবতারণা করিয়া এই গাথা বলিলেন—

‘নদী, পথ, পানাগার, সভা এবং পথিপার্শ্বে বর্তমান বিশ্রামাগারের ন্যায়
জগতে স্ত্রীলোকের স্বভাব-সীমা জানা যায় না ।’ তারপর বলিলেন—‘হে
উপাসক, স্ত্রীলোকের মল হইতেছে তাহার দুচ্চারিততা, মাৎসর্য হইতেছে
দান দাতার মল, ইহ-পরলোকে বিনাশপ্রাপ্ত ঘটায় বলিয়া অকুশলকর্ম হইতেছে
সত্ত্বগণের মল, অবিদ্যা হইতেছে সর্বনিকৃষ্ট মল ।’ তারপর শাস্তা এই গাথা দ্বয়
ভাষণ করিলেন—

‘দুচ্চারিততা স্ত্রীলোকের মল, মাৎসর্য দাতার মল, ইহলোক ও পরলোকে
পাপকর্মসমূহ মলস্বরূপ ।

‘এই সকল মল অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট মল হইতেছে অবিদ্যা । হে
ভিক্ষুগণ, তোমরা মল পরিহার পূর্বক নির্মল হও ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ২৪২-২৪৩ ।

তথ “দুচ্চারিতান্ত্র” অতিচারো । অতিচারিনিষ্ক্ৰিহি ইথিং
সামিকোপি গেহা নীহরতি, মাতাপিতৃনং সন্তিকং গতম্পি
“স্বং কদলস্স অগারবভূতা, অক্খীহিপি ন দট্ঠব্বা”তি
তং নীহরন্তি । সা অনাথা বিচরন্তী মহাদুক্খং
পাপদুগাতি । তেনস্সা দুচ্চারিতং “মল”ন্তি বদন্তং ।
“দদতো”তি দায়কস্স । যস্স হি খেত্তকসনকালে “ইমস্মিং
খেত্তে সম্পন্নে সলাকভত্তাদীনি দস্সামী”তি চিন্তেহ্বা
নিফ্ফণে সস্সেপি মচ্ছেরং উম্পজ্জিহ্বা চাগচিন্তং নিবারেতি,
সো মচ্ছেরবসেন চাগচিন্তে অবিরহন্তে মনুস্সসম্পত্তিং
দিব্বসম্পত্তিং নিব্বানসম্পত্তিস্তি তিস্সো সম্পত্তিয়ো ন
লভতি । তেন বদন্তং “মচ্ছেরং, দদতো মল”ন্তি ।
সেসেসদাপি এসেব নয়ো । “পাপকা ধম্মাতি” অকুসলধম্মা
পন ইথলোকে চ পরলোকে চ মলমেব ।

•

•

•

অম্বয় : ‘দুচ্চারিতং’ পাপাচার । পাপাচারিণী স্ত্রীলোককে স্বামীও
গৃহ হইতে বহিস্কার করিয়া দেয়, মাতাপিতার নিকট যাইয়া বলিলেও ‘তুমি
কুলের কলঙ্ক, তোমাকে দর্শন করাও পাপ ।’ বলিয়া তাহাকে বহিস্কার
করে । সেই স্ত্রীলোক অনাথার মত বিচরণ করিতে করিতে মহাদুঃখ ভোগ
করে । তাই তাহার দুচ্চারিততাকে ‘মলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ।’
‘দদতো’ দাতার । ক্ষেত্র কর্ষণ কালে দাতার চিন্ত উৎপন্ন হয় ‘ফসল হইলে
শলাক ভত্তাদি (—ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রদত্ত এক প্রকার দান । যখন ভিক্ষুসঙ্ঘের
সকলকে দান দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন শলাকা চালনের দ্বারা নির্দিষ্ট
কয়েকজনকে দান দেওয়া হয় বলিয়া উক্ত দানের নাম ‘সলাকভত্ত’) দান দিব
মনস্কর করিয়া ফসল উৎপন্ন হইলে মাৎসর্ষবশতঃ ত্যাগচিন্ত (—দানচিন্ত)-কে
নিবারিত করে । সে তখন মাৎসর্ষবশে ত্যাগচিন্ত উৎপন্ন করিতে না পারিয়া
মনুষ্যসম্পত্তি, দিব্যসম্পত্তি ও নিব্বানসম্পত্তি—এই ত্রিবিধ সম্পত্তিলাভ হইতে
বঞ্চিত হয় । তাই বলা হইয়াছে ‘মাৎসর্ষ’ হইতেছে দাতার মল’ । পরবর্তী-
গদ্যলির ব্যাপারেও এই নিয়ম জানিতে হইবে । ‘পাপকা ধম্মা’ অকুসল
পাপধর্মসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে মলসদৃশ ।

“ততো”তি হেট্ঠা বদন্তমলতো । “মলতর”ন্তি অতিরেক-
মলং বো কথেমীতি অথো । “অবিজ্ঞাতি” অট্টবন্ধকং
অঞ্ঞাণমেব পরমং মলং । “পহম্বানাতি” এতং মলং
জহিহ্বা, ভিক্খবে তদম্হে নিম্মলা হোথাতি অথো ।

দেমনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসুতি ।

অঞ্ঞতরকুলপদন্তবন্ধ পম্পমং ।

‘ততো’ অর্থাৎ উপরের দ্বারকে বর্ণিত মল অপেক্ষা । ‘মলতরং’ অর্থাৎ
‘আরও নিকৃষ্ট মল বলিয়া তোমাদের বলিতেছি’ এই অর্থ । ‘অবিজ্ঞাতি’
অষ্টবন্ধক অজ্ঞানই পরম বা নিকৃষ্ট মল । পূর্বোক্তাখিত মল বা অন্তরায়
অপেক্ষা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা মানবের মনুষ্যলাভের গুরুতর অন্তরায় ।
অবিদ্যাচ্ছন্ন মানব বহু ‘জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া সংসারে দুঃখ-ষণ্ণা ভোগ
করে ।’ ‘পহম্বান’ উক্ত অবিদ্যারূপ মলকে দূরীভূত করিয়া, হে ভিক্ষুগণ,
তোমরা নির্মল হও, বিশুদ্ধ হও—এই অর্থ ।

দেমনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

। জনৈক কুলপদন্তের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

চুলসারিবন্ধ । ৬ ।

“সুজীবন্তি” ইমং ধম্মদেসনং সত্থা জেতবনে বিহরন্তো চুলসারিং নাম সারিপপুত্তথেরস্স সাক্খিবিহারিকং আরভ্ভ কথেসি ।

সো কির একদিবসে বেজ্জকম্মং কত্থা পণীতভোজনং লভিত্বা আদায় নিক্খমন্তো অন্তরামণ্ণে থেরং দিম্বা, “ভন্তে, ইদং ময়া বেজ্জকম্মং কত্থা লন্ধং তদুম্হে অঞ্‌ঞথ এবরুপং ভোজনং ন লভিস্সথ ইমং ভুঞ্জথ, অহং তে বেজ্জকম্মং কত্থা নিচ্চকালং এবরুপং আহারং আহরিস্সামী”তি আহ । থেরো তস্স বচনং সুত্বা তুণ্হীভূতোব পক্কামি । ভিক্খু বিহারং গন্ত্বা সথু তমথং আরোচেসুং । সত্থা, “ভিক্খবে, অহরিকো নাম পগব্ভো কাকসাদিসো হুত্বা একবীসতিবিধায় অনেসনায় ঠত্বা সুখং জীবতি,

চুলশারির উপাখ্যান । ৬ ।

‘জীবিকা সহজ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে চুলশারি নামক শারিপুত্র স্থবিরের জনৈক সাক্ষিবিহারিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন চুলশারি বৈদ্যকর্ম করিয়া উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ করিয়া প্রত্যাগমন কালে শারিপুত্র স্থবিরকে দেখিয়া বলিল—‘ভন্তে, আমি বৈদ্যকর্ম করিয়া ইহা লাভ করিয়াছি, আপনি অন্যত্র এইরূপ ভোজন লাভ করিবেন না । ইহা ভোজন করুন । আমি বৈদ্যকর্ম করিয়া প্রত্যহ আপনার জন্য এইরূপ আহার আনয়ন করিব ।’ স্থবির তাহার কথা শুনিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন । ভিক্ষুগণ বিহারে যাইয়া এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন । শাস্ত্র—‘হে ভিক্ষুগণ, নির্লজ্জ প্রগল্ভ ব্যক্তি ধৃত কাকের ন্যায় একুশ প্রকার অশ্বেষণায়

হিরিওত্তম্পসম্পন্নো পন দুঃখং জীবতী”তি বহ্বা ইমা
গাথা অভাসি—

“সুজীবং অহিরিকেন, কাকসুরেন ধংসিনা ।

পক্খন্দিনা পগবেভন, সংকিলট্টেনু জীবিতং ॥ ২৪৪

“হিরীমতা চ দুঃজীবং, নিচ্চং সুচিগবেসিনা ।

অলীনেনাপগবেভন, সুদ্ধাজীবেন পস্সতা”তি ॥ ২৪৫ ॥

তথ “অহিরিকেনা”তি” ছিন্নহিরোত্তম্পকেন । এবরূপেন হি
অমাতরমেব “মাতা মে”তি অপিতাদয়ো এব চ “পিতা মে”তি
আদিনা নয়েন বহ্বা একবীসতিবিধায় অনেসনায় পতিট্ঠায়
সুথেন জীবিতুং সন্ধা । “কাকসুরেনা”তি সুরকাকসদিসেন ।
যথা হি সুরকাকো কুলঘরেসু যাগদাদীনি গৃহিতকামো
ভিত্তিআদীসু নিসীদিহা অন্তনো ওলোকনভাবং ঐহা

•

•

•

থাকিয়া সুথে জীবিকা নির্বাহ করে । পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন
ব্যক্তি দুঃখীই হয়—এই কথা বলিয়া এই গাথাষয় ভাষণ করিলেন—

‘যে খাদ্যসংগ্রহে নিলজ্জ কাকের ন্যায় ধূর্ত, পরের অনিষ্টকারী,
দুঃসাহসী, প্রগল্ভ এবং যে কলঙ্কিত জীবন যাপন করে তাহার পক্ষে
জীবিকা নির্বাহ সহজ ।’

‘যিনি পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন, সর্বদা জীবনের পবিত্রতা অন্বেষণ
করেন, অপ্রগল্ভ বা উচ্ছৃঙ্খলতাবিহীন ও শুদ্ধজীবিকা আদর্শ করেন,
তাদৃশ ধর্মিকের জীবিকানির্বাহ কষ্টসাধ্য ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৪৪-২৪৫ ।

অর্থ : ‘অহিরিকেন’ পাপকার্যে লজ্জা ও ভয়হীন ব্যক্তির দ্বারা ।
এইরূপ ব্যক্তি যে মাতা নহে তাহাকে ‘মাতা’, যে পিতা নহে তাহাকে ‘পিতা’
ইত্যাদি সম্বোধনের দ্বারা এবং ঐদৃশ একবিংশতি প্রকার ছলনার আহ্বারের
সংস্থানপূর্বক সুথে জীবন যাপন করে । ‘কাকসুরেন’ ধূর্ত কাকের ন্যায় ।
ধূর্ত কাক যেমন লোকের গৃহ হইতে যাগ ইত্যাদি খাইতে ইচ্ছা করিয়া
গৃহের প্রাচীর প্রভৃতি স্থানে বসিয়া তাহাকে (লোকেরা) দেখিতে পাইলেও

অনোলোকেন্তো বিয় অণ্ণ্ণবিহিতকো বিয় নিন্দাষন্তো
 বিয় চ হুত্বা মনুস্সানং পমাদং সল্লক্খেত্বা অনুপতিত্বা
 “সুসু”তি বদন্তেসুয়েব ভাজনতো মুখপুৰং গহেত্বা
 পলীয়তি, এবমেবং অহিৰিকপুণ্ণলোপি ভিক্খুহি সন্ধিং
 গামং পবিসিত্বা যাগদুত্তট্ঠানাৰীনি ববথপেতি । তথ
 ভিক্খু পিন্ডায় চৰিত্বা যাপনমত্তং আদায় আসনসালাং
 গন্ত্বা পচ্চবেক্খন্তা যাগদুং পবিত্বা কম্মট্ঠানং মনসি
 কৰোন্তি সজ্জায়ন্তি আসনসালাং সম্মজ্জন্তি । অয়ং পন
 অকত্বা গামাভিমুখো বহোতি ।

সো হি ভিক্খুহি “পস্সথিম”তি ওলোকিয়মানোপি
 অনোলোকেন্তো বিয় অণ্ণ্ণবিহিতো বিয় নিন্দায়ন্তো বিয়
 গতিষ্ঠকং পটিমুত্তন্তো বিয় চীবরং সংবিদহন্তো বিয় হুত্বা
 “অসুদকং নাম মে কম্মং অখী”তি বদন্তো উট্ঠায়াসনা

*

*

*

যেন দেখিতে পায় নি, যেন সে অন্য কিছু লইয়া ব্যস্ত আছে, যেন ধূমাইতেছে
 এইভাবে নানা ছলনায় অবস্থান করিয়া লোকদের অন্যমনস্কভাব দেখামাত্রই
 উড়িয়া যাইয়া লোকেৰা ‘সু সু’ শব্দ করিলেও (অন্নব্যঞ্জনৰ) পাত্র হইতে
 চন্দ্রপূৰ্ণ আহাৰ্যদ্রব্য লইয়া পলায়ন কৰে, তদুপ নিল’জ্ঞ ও দঃশীল ব্যক্তি
 ভিক্ষুদের সঙ্গে গ্রামে যাইয়া যাগদু-অন্ন-ব্যঞ্জনাদিৰ ব্যবস্থা করিয়া থাকে ।
 ভিক্ষুগণ পিন্ডাচরণ করিয়া নিজের যাপনমাত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসন-
 শালায় যাইয়া প্রত্যবেক্ষণ সহকাৰে যাগদু পান করিয়া ‘কৰ্মস্থানে’ মনোনিবেশ
 করেন, স্বাধ্যায়ে রত হন এবং আসনশালা সম্মার্জিত করেন । কিন্তু
 দঃশীল ভিক্ষু কোন কাৰ্যই সম্পাদন না করিয়া পুনৰায় (ভিক্ষাস্থল সম্বন্ধে)
 গামাভিমুখী হয় ।

ভিক্ষুগণ ‘ইহাৰ কাৰ্যকলাপ দেখ’ বলিয়া তাহাৰ দিকে তাকাইলেও যেন
 তাহাৰা তাহাৰ দিকে তাকাননি, যেন অন্য বিশেষ কিছু লইয়া ব্যস্ত, যেন
 নিদ্রারত আছে, যেন চীবরের গ্রন্থি বন্ধন করিতেছে, যেন চীবর গুহাইয়া
 রাখিতেছে ইত্যাদি নানাবিধ ছলনা করিয়া ‘আম্ভাৰ অল্পক কাজ আছে’ বলিয়া

গামং পবিসিহা পাতোব ববখাপিতগেহেসু অঞ্‌ঞত্তরং গেহং
উপসঙ্কমিহা ঘরমানুসকেসু থোকং কবাটং পিধায় দ্বারে
নিসীদিহা কন্দন্তেসুপি একেন হথেন কবাটং পণামেহা
অন্তো পবিসতি । অথ নং দিম্বা অক্কমকাপি আসনে
নিসীদাপেহা যাগুআদীসু যং অখি, তং দেন্তি । সো
যাবদথং ভুজ্জিহা অবসেসং পত্তেনাদায় পক্কমতি অয়ং
কাকসুরো নাম । এবরুপেন অহিরিকেন সুজীবন্তি
অথো ।

‘ধংসিনা’তি “অসুদুখেয়ো নাম অস্পিচ্ছো”তি আদীনি
বদন্তেসু—“কিং পন ময়ং ন অস্পিচ্ছা”তি আদিবচনেন
পরেসং গুণধংসনতায় ধংসিনা । তথারুপস্স বচনং সুহা
“অস্পি অস্পিচ্ছতাদিগুণে যদন্তো”তি মঞ্‌ঞমানা
মনুস্সা দাতব্বং মঞ্‌ঞন্তি । সো পন ততো পট্ঠায়
বিঞ্‌ঞপুদুরিসানং চিত্তং আরাধেতুং অসক্কোন্তো তম্‌হাপি

*

*

*

আসন হইতে উঠিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া পূর্বেই নির্দিষ্টীকৃতম গৃহসূহের
কোন না গৃহে যাইয়া গৃহের লোকজন কপাট সামান্য বন্ধ করিয়া দরজায়
বসিয়া ক্রন্দনরত থাকিলেও একহাতে কপাটখুলি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ।
তাহাকে দেখিয়া ইচ্ছা না থাকিলেও আসনে বসাইয়া ঘরে যা আছে তাহাই
প্রদান করে । সে প্রয়োজনমত খাইয়া অবশিষ্ট পাত্রে লইয়া চলিয়া যায় ।
এইরূপ ভিক্ষুকে কাকশূর বা কাকের ন্যায় ধূর্ত বলা হইয়াছে । এইরূপ
নির্লজ্জ ব্যক্তিরা সুখেই জীবনযাপন করে এই অর্থ ।

‘ধংসিনা’ ‘অমুদু ভিক্ষু নিলোভ’ ইত্যাদি বাহারা বলে তাহাদের
‘আমরা কি নিলোভ নহি’ ইত্যাদি বচনের দ্বারা সুশীল ভিক্ষুদের গুণ
ধংস করে বলিয়া ‘ধংসিনা’ । তদ্রূপ কথা শুনিয়া ‘ইনিও নিশ্চয়ই
নিলোভাদি গুণযুক্ত’ তাহা মনে করিয়া সাধারণ মনুষ্যগণ তাহাকে দান
দেওয়া কর্তব্য মনে করে । তখন হইতে বিজ্ঞলোকদের মন জয় করিতে

লাভা পরিহার্যতি । এবং ধংসিপদ্গলো অন্তনোপি
পরস্পপি লাভং নাসেতিয়েব ।

“পক্খন্দিনাতি” পক্খন্দচারিণা । পরেসং কিচ্চানিপি
অন্তনো কিচ্চানি বিয় দস্সেন্তো পাতোব ভিক্খুসু
চেতিয়ঙ্গণাদীসু বত্তং কত্ত্বা কস্মট্ঠানমনসিকারেণ থোকং
নিসীদিহা উট্ঠায় গামং পবিসন্তেসু মদুখং ধোবিহা পণ্ডু-
কাসাবপারুপনঅক্খিঅঙ্গনসীসমক্খনাদীহি অন্তভাবং
মণ্ডেহা সম্মজ্জন্তো বিয় হে তয়ো সম্মজ্জনিপহারে দত্ত্বা
দ্বারকোট্ঠকাভিমুখো হোতি । মনুস্সা পাতোব “চেতিয়ং
বন্দিস্সাম, মালাপুজং করিস্সামা” তি আগতা তং দিস্স্বা
“অয়ং বিহারো ইমং দহরং নিস্সায় পটিজ্জগ্গনং লভতি,
ইমং মা পমজ্জিতথা” তি বহ্বা তস্স দাতব্বং মণ্ডেহন্তি ।
এবরুপেন পক্খন্দিনাপি সুজীবং । “পগব্ভেনাতি” কায়-
পাগবিভয়াদীহি সমন্নাগতেন । “সংকিলিট্ঠেন জীবিতন্তি”

*

*

*

না পারিয়া সেই লাভ হইতেও চ্যুত হয় । এইভাবে ধংসী ব্যক্তি নিজের এবং
পরের লাভসংকার নষ্ট করিয়া থাকে ।

‘পক্খন্দিনা’ প্রবঞ্চকের দ্বারা । অন্যদের কাজকেও নিজের কাজের মত
দেখানোর ভাণ করিয়া সকালেই ভিক্ষুগণ যখন চৈত্যাঙ্গণাদির ব্রত সম্পাদন
করিয়া ‘কর্মস্থান’ ভাবনার জন্য স্বপক্ষণ বসিয়া উঠিয়া গ্রামে প্রবেশকালে
স্বয়ং মদুখ প্রক্ষালন করিয়া হরিদ্রাভ রঙের কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া চোখের
কাজল এবং মাথার তেল ইত্যাদির দ্বারা নিজেকে মণ্ডিত করিয়া সম্মার্জন
করিতেছে ভাণ করিয়া দুই-তিন বার সম্মার্জনীর শব্দ করিয়া দ্বারকোষ্ঠাভি-
মুখী হয় । মনুষ্যগণ সকালেই ‘চৈত্যা বন্দনা করিব, মালাপূজা করিব’
বলিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া ‘এই বিহার এই তরুণ ভিক্ষুর কারণেই
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ইহাকে অবহেলা করা উচিত নহে’ বলিয়া তাহাকে
দান দিয়া থাকে । এইরূপ ভণ্ড প্রবঞ্চকেরাও সুখে জীবন যাপন করে ।
‘পগব্ভেন’ কায়-ঔদ্ধত্যাদি দোষের দ্বারা যুক্ত । ‘সংকিলিট্ঠেন জীবিতং’

এবং জীবিকং কম্পেত্বা জীবন্তেন হি পদংগলেন সংকিলি-
ট্টেন হৃদ্বা জীবিতং নাম হোতি, তং দৃষ্টজীবিতং পাপ-
মেবাতি অথো ।

“হিরীমতা চাতি” হিরোত্তম্পসম্পন্নেন পদংগলেন দৃষ্টজীবং ।
সো হি অমাতাদয়োব “মাতা মে” তি আদীনি অবস্থা
অধিম্মকে পচয়ে গৃথং বিয় জিগৃচ্ছন্তো ধম্মেন সমেন
পরিয়েসন্তো সপদানং পিণ্ডায় চরিষ্বা জীবিকং কম্পন্তো
লুখং জীবিকং জীবতীতি অথো । “সুচিগবেসিনা”তি
সুচীনি কায়কম্মাদীনি গবেসন্তেন । “অলীনেনা”তি
জীবিতবৃন্তিমনল্লীনেন । “সুদ্ধাজীবেন পম্সতা”তি এব-
রূপো হি পদংগলো সুদ্ধাজীবো নাম হোতি । তেন
এবং সুদ্ধাজীবেন তমেব সুদ্ধাজীবং সারতো পম্সতা
লুখজীবিতবসেন দৃষ্টজীবং হোতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসূতি ।

চুলসারিবথু ছট্ঠং ।

*

*

*

এইভাবে জীবিকা নিবাহকারী ব্যক্তির জীবিকাকে সংক্লিষ্টই বলা যায় । ইহাই
দৃষ্টজীবিত এবং পাপ ।

‘হিরীমতা চ’ লজ্জা ও ভয়সম্পন্ন ব্যক্তির জীবিকা কষ্টসাধ্য । তিনি
অ-মাতাকে ‘মাতা’ ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া আহারাদি সংগ্রহ করেন না ।
অধর্মতঃ লব্ধ দ্রব্যকে বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মানুসারে ও শমানুসারে
প্রতি গৃহে ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ আহারাদির দ্বারা কৃচ্ছ্রতাসহকারে তিনি
জীবিকা নিবাহ করেন । ‘সুচিগবেসিনা’ তিনি কায়-বাক্য-মনের শূচিতা
অনুসন্ধান করেন । ‘অলীনেন’ জীবিকা-বৃন্তির প্রতি অসংশলীন বা অনাসক্ত
হইয়া । ‘সুদ্ধাজীবেন পম্সতা’ এইরূপ ব্যক্তিকে শুদ্ধাজীব বলা হয় অর্থাৎ
শুদ্ধজীবী । এইরূপ শুদ্ধ জীবিকার দ্বারা সেই শুদ্ধাজীবকে সাররূপে গ্রহণ
করার কারণে তাঁহার জীবন কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ চুলসারির উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

গণউପাসকবন্ধ (ক) । ୧ ।

“ସୋ ପାଣନ୍ତି” ଇମଂ ଧର୍ମଦେଶନଂ ସଥା ଜ୍ଞେତବନେ ବିହରନ୍ତୋ
ପଞ୍ଚ ଉପାସକେ ଆରବ୍ଧ କଥେସି ।

ତେସ୍ମ ହି ଏକୋ ପାଣାତିପାତାବେରମ୍ଭାଂ ସିକ୍‌ଧାପଦମେବ
ରକ୍ଷାତି, ଇତରେ ଇତରାନ୍ତି । ତେ ଏକାଦିବସଂ “ଅହଂ ଦୁଃସ୍ବରଂ
କରୋମି, ଦୁଃସ୍ବରଂ ରକ୍ଷାମୀ”ତି ବିବାଦାପନ୍ନା ସଥ୍ମା ସନ୍ତି-
କଂ ଗନ୍ତ୍ବା ବନ୍ଦିତ୍ବା ତସ୍ମିନ୍ ଆରୋଚେସ୍ମଂ । ସଥା ତେସଂ
କଥଂ ସ୍ମତ୍ତ୍ବା ଏକସୀଲମ୍ପି କନିଟ୍‌ଥକଂ ଅକତ୍ତ୍ବା “ସନ୍ଧ୍ୟାନ୍ତେ
ଦୁଃସ୍ବରାନ୍ତି”ତି ବଦ୍ଧା ଇମା ଗାଥା ଅଭାସି—

“ସୋ ପାଣାତିପାତେତି, ମୁସାବାଦଞ୍ଚ ଭାସତି ।

ଲୋକେ ଅଦିନିୟମାଦିୟତି, ପରଦାରଞ୍ଚ ଗଚ୍ଛତି ॥ ୨୪୬ ॥

“ସୁରାମେରୟପାନଞ୍ଚ, ସୋ ନରୋ ଅନୁଷ୍ଠାଜତି ।

ଇଧେବ ମେସୋ ଲୋକସ୍ମିନ୍, ମୂଳଞ୍ଚ ଧୃତି ଅନ୍ତନୋ ॥ ୨୪୭ ॥

*

*

*

ଗଣ ଉପାସକେର ଉପାଧ୍ୟାନ (କ) । ୧ ।

‘ସେ ପ୍ରାଣୀକେ’ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମଦେଶନା ଶାସ୍ତ୍ରା ଜ୍ଞେତବନେ ଅବସ୍ଥାନକାଳେ ପଞ୍ଚ
ଉପାସକଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ଭାଷଣ କରିଗଲାହୁଁଲେନ ।

ପଞ୍ଚ ଉପାସକଦେର ଏକଜନ ‘ପ୍ରାଣୀହତ୍ୟା ହିତେ ବିରାତି’ ଏହି ଶିକ୍ଷାପଦ ରକ୍ଷା
କରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟା ଉପାସକ ଶିକ୍ଷାପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରେ । ତାହାଙ୍କୁ ଏକାଦିବସ
‘ଆମିହି ଦୁଃସ୍ବର କର୍ମ କରି, ଆମିହି ଦୁଃସ୍ବର ରକ୍ଷା କରି’—ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର
ବିବାଦାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିକଟ ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ଓ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ
କରିଲେନ । ଶାସ୍ତ୍ରା ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା କେବଳ ଶୀଳକେହି ଛୋଟ ମନେ ନା କରିବା
ସମସ୍ତ ଶୀଳହି ଦୁଃସ୍ବରାନ୍ତି ବାକ୍ୟରୁ ଏହି ଗାଥାଗୁଡ଼ିକ ଭାଷଣ କରିଲେନ ।

‘ଜଗତେ ସେ ଜୀବିହିଂସା କରେ, ମିଥ୍ୟା କଥା ବାକ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ ଧୃତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ,
ପରଦାର ଗମନ କରେ, ସୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାଦକ ଧୃତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆସତ୍ୟ ହୁଅ ଇହଜୀବିହେ

“এবং ভো পদ্বিস জানাহি, পাপধম্মা অসঞ্জাতা ।

মা তং লোভো অধম্মো চ, চিরং দুক্খায় বন্ধয়দ্” স্তি ॥

২৪৮ ॥

তথ “যো পাণমতিপাতেতী” তি যো সাহাখিকাদীসদ্
হসদ্ পয়োগেসদ্ একপয়োগেনাপি পরস্স জীবিতিন্দ্রিয়ং
উপচ্ছিন্দতি । “মুসাবাদস্তি” পরেসং অথভঞ্জনকং মুসা-
বাদঞ্চ ভাসতি । “লোকে অদিম্মাদিয়তীতি” ইমস্মিং
সত্ত্বলোকে থেয়্যাবহারাদীসদ্ একেনাপি অবহারেন পরপরি-
গাহিতং আদিয়তি । “পরদারঞ্চ গচ্ছতী”তি পরস্স রক্-
খিগোপিতেসদ্ ভণ্ডেসদ্ অপরউম্পথচারং চরতি । “সুদ্রা-
মেরয়পানস্তি” যস্স কস্সচি সুদ্রায় চেব মেরয়স্স চ পানং ।
“অনুযুজ্জতীতি” সেবতি বহুলীকরোতি । “মূলং খণতী”তি
তিট্ঠতু পরলোকো, সো পন পদুগলো ইধ লোকস্সিংয়েব
যেন খেত্তবথুআদিনা মূলেন পতিট্ঠপেয্য, তম্পি,

*

*

*

সে নিজের সুখের মূল উৎপাদিত করে । ওহে পদরুষ, ষাহারা অসংযত
তাহারা পাপাচারী ইহা জানিও । লোভ ও অধর্ম যেন দীর্ঘকাল দুঃখভোগের
নিমিত্ত তোমাকে অবরুদ্ধ না করে ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৪৬—২৪৮ ।

অম্বয় : যো পাণমতিপাতেতি’ যে ম্বাহাশিকাদি (অর্থাৎ নিজের হাতে
প্রাণীবধ করা) ছয় প্রকার প্রয়োগের মধ্যে কোন একটি প্রয়োগের দ্বারা অন্যের
জীবিতেন্দ্রিয় (= প্রাণ) নষ্ট করে । ‘মুসাবাদং’ পরের কল্যাণনাশক মিথ্যা
ভাষণ করে । ‘লোকে অদিম্মাদিয়তি’ এই সত্ত্বলোকে চৌষাবহারাদি যে
কোন একটি অপহরণকৃত্যের দ্বারা অন্যের গৃহীত দ্রব্য গ্রহণ করে । ‘পরদারঞ্চ
গচ্ছতি’ পরের রক্ষিত-গুপ্ত দ্রব্যসমূহে অপরাধ করিয়া মিথ্যাপথে বিচরণ করে
(= পরদারবৃত্তি প্রভৃতি) । ‘সুদ্রামেরয়পানং’ যে কোন সুদ্রা বা মেরয়
(= নেশাদ্রব্য) এর পান । ‘অনুযুজ্জতি’ যে এইসব সেবন করে ও বারবার এই
পাপকর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে । ‘মূলং খণতি’ পরলোকের কথা বাদই দিন,
তাদৃশ ব্যক্তি ইহলোকেই ক্ষেত্রবস্তু প্রভৃতি মৌলিক কর্ম সম্পাদন না করিয়া,

অট্টপেহা বা বিস্সম্ভেজা বা সুরং পিবন্তো অন্তনো মূলং
খণতি, অনাথো বাপণো হুহ্বা বিচরতি । “এবং ভোতি”
পণ্ডদুসসী পদুগলং আলপতি । “পাপধম্মাতি” লামক-
ধম্মা । “অসঞ্ঞতা”তি কায়মঞ্ঞতাদিরহিতা অচেত-
নাতিপি পাঠো, অচিন্তকাতি অথো । “লোভো অধম্মো
চাতি” লোভো চেব দোসো চ । উভয়ম্পি হেতং অকুস-
লমেব । “চিরং দুক্খায় রম্ময়দ্বন্তি” চিরকালং নিরয়-
দুক্খাদীনং অথায় তং এতে ধম্মা মা রম্মেস্তু মা
মথেস্তুতি অথো ।

দেসনাবসানে তে পঞ্চ উপাসকা সোতাপত্তিফলে পতিট্ট-
হিংসু । সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

পঞ্চউপাসকবথু সত্তমং ।

*

*

*

তাদৃশ কর্ম বিসর্জন দিয়া সুরাপানের দ্বারা নিজের সুখের মূল উৎপাটিত
করে । তাদৃশ ব্যক্তি অনাথ, কুপণ হইয়া বাঁচিয়া থাকে । ‘এবং, ভো’
পণ্ডদুঃশীল্য কর্মকারক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হইতেছে । ‘পাপধম্মা’ হীন-
ধর্মসমূহ । ‘অসঞ্ঞতা’ কায়সংঘমাদিরহিত । ‘অচেতসা’ (= অচিন্তের
দ্বারা) পাঠও আছে, অচিন্তক এই অর্থ । ‘লোভো অধম্মো চ’ লোভ এবং
দ্বেষ, উভয়ই এখানে অকুশল । ‘চিরং দুক্খায় রম্ময়দ্বং’ চিরকাল নরকদুঃখাদি
ভোগ করিবার জন্য এই সকল ধর্ম তাহাকে অবরুদ্ধ না করুক, মথিত না
করুক ইত্যর্থ ।

দেশনাবসানে পঞ্চ উপাসক সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, উপস্থিত
জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

তিস্‌সদহরবধু । ৮ ।

“দদাতি বোতি” ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো তিস্‌সদহরং নাম আরব্ধ কথেসি ।

সো কির অনার্থপিণ্ডকস্স গহপাতিনো বিসাখায় উপা-
সিকায়্যাতি পণ্ডনং অরিয়সাবককোটীনং দানং নিন্দন্তো
বিচরি, অসাদিসদানম্পি নিন্দিয়েব । তেসং তেসং দানপে
সীতলং লভিত্বা ‘সীতল’ন্তি নিন্দি, উণ্‌হং লভিত্বা
‘উণ্‌হ’ন্তি নিন্দি । অম্পং দেন্তেপি ‘কিং ইমে অম্পমত্তকং
দেন্তী’তি নিন্দি, বহুং দেন্তেপি ‘ইমেসং গেহে ঠপনট্ঠানং
মণ্ণে নথি নন্দ নাম ভিক্ষুদনং যাপনমত্তং দাতব্বং,
এত্তকং যাগদ্ভত্তং নিরথকমেব বিসসজ্জতী’তি নিন্দি । অন্তনো
পন জাতকে আরব্ধ ‘অহো অম্‌হাকং ণাতকানং গেহং
চতুর্‌হি দিসাহি আগতাগতানং ভিক্ষুদনং ওপানভূতং’তি

*

*

*

তরুণ তিষ্যের উপাখ্যান । ৮ ।

‘দান করে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে তরুণ
তিষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই তিষ্য অনার্থপিণ্ডক প্রেষ্ঠি, বিসাখা উপাসিকা প্রমুখ পাঁচকোটি
আর্থপ্রাবন্ধের দানের নিন্দা করিয়া বেড়াইত, এমন কি অসদৃশ (—অতুলনীয়)
দানেরও নিন্দা করিত । দানশালায় বাইয়া ‘সীতল’ লাভ করিলে ‘সীতল’
বলিয়া নিন্দা করিত । ‘উক্ক’ লাভ করিলে ‘উক্ক’ বলিয়া নিন্দা করিত ।
অল্প দান করিলেও নিন্দা করিত—‘ইহারা অল্পমাত্র দান করে কেন ?’ বেশী
দান করিলেও নিন্দা করিত—‘মনে হয়, ইহাদের গৃহে রাখার জায়গা নাই ।
ভিক্ষুদের যাপনমাত্রই ত দান করা উচিত, এত যাগদ্ভাত নিরর্থক নষ্ট
করিতেছে ।’ কিন্তু নিজেদের জ্ঞাতিদের নিন্দা না করিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিত—
‘অহো, আমার জ্ঞাতিদের গৃহে চতুর্দিক হইতে আগত ভিক্ষুদের জন্য যনে

আম্বাণীনি বন্ধা পসংসং পবন্তেহি । সো পনেকস্স দোবারি-
কস্স পদন্তো জনপদং বিচরন্তেহি বড়্‌টকীহি সন্ধিং
বিচরন্তো সার্বাখিং পদ্মা পস্বজিতো । অথ নং ভিক্‌খু এবং
মনুস্সানং দানাদীনি নিন্দন্তং দিস্সা “পরিপ্পাণ্‌হিস্সাম
ন”ন্তিচিন্তেহা, “আবুসো, তব কহং বাসন্তী”তি পদ্বিচ্ছা
“অসুদুগগামে নামা” তি সুদুহাব কতিপয়ে দহরে পেসেসুং ।
তে তথ গন্তা গামবাসিকেহি আসনসালায় নিসীদাপেহা
কতসঙ্কারা পদ্বিচ্ছসু—“ইমম্‌হা গামা নিক্‌খমিহা
পস্বজিতো তিস্সো নাম দহরো অখি । তস্স কতমে”তি ?
মনুস্সা “ইধ কুলগেহতো নিক্‌খমিহা পস্বজিতদারকো
নাখি, কিং নু খো ইমে বদন্তী”তি চিন্তেহা, “ভন্তে, একো
দোবারিকপদন্তো বড়্‌টকীহি সন্ধিং বিচরিহা পস্বজিতোতি
সুগোম, তং সন্ধ্যায় বদেথ মএওএও”তি আহংসু । দহর-

•

*

•

দানের ফোয়ারা ছোটো ইত্যাদি । সে ছিল এক দোবারিকের পুত্র । কয়েকজন
ছুতোর-মিস্ত্রীদের সঙ্গে জনপদে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে ষাইয়া
প্রব্রাজিত হইয়াছিল । সে সর্বদা মনুষ্যগণের দানের নিন্দা করিত বলিয়া
ভিক্ষুগণ একদিন ‘তাহাকে পরীক্ষা করিব’ বলিয়া চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—‘আবুসো, তোমার জ্ঞাতিগণ কোথায় বাস করে ?’ ‘ঐ গ্রামে ।’
ইহা শুনিয়া তাহারা কতিপয় তরুণ ভিক্ষুদের পাঠাইলেন ঐ গ্রামে । তাহারা
সেখানে গেলে গ্রামবাসীরা তাহাদের আসনে বসাইয়া সৎকারাদি করিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—‘এই গ্রাম হইতে নিষ্কান্ত হইয়া প্রব্রাজিত হইয়াছে, যাহার
নাম তিষ্য দহর । তাহার জ্ঞাতিরা কাহার ?’ মনুষ্যগণ চিন্তা করিল—
‘এইখানের কোন গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া কোন বালক প্রব্রাজিত হইয়াছে
এই কথা শুনি নাই । কিন্তু ইহারা কাহার কথা বলিতেছে ?’ এবং বলিল—
‘ভন্তে, আমরা শুনিয়াছি যে এখানকার জনৈক দোবারিকের পুত্র ছুতোর-
মিস্ত্রীদের সঙ্গে ষড়্বিহতে ষড়্বিহতে প্রব্রাজিত হইয়াছে । মনে হয় আপনারা
তাহার কথাই বলিতেছেন ।’ সেই তরুণ ভিক্ষুগণ তিষ্যের কোন ধনী জ্ঞাতি

ভিক্‌খু তিস্সস তথ ইস্সর অভাবং সাবখিং গম্‌হা
“অকারণমেব, ভন্তে, তিস্সো বিলপন্তো বিচরতী”তি তং
পবাতিং ভিক্‌খুনাং আরোচেসদং । ভিক্‌খুপি তং তথাগতস্স
আরোচেসদং ।

সখা “ন, ভিক্‌খবে, ইদানেব বিকথেন্তো বিচরতি, পদুস্বেপি
বিকথকোব অহোসী”তি বহ্বা ভিক্‌খুহি যাচিতো অতীতং
আহরিস্বা—

বহুদম্পি সো বিকথেয়্য অঞ্‌ঞং জনপদং গতো ।

অন্বাগম্‌হান দসেয্য, ভুজ্জ ভোগে কটাহকা”তি ॥

[জাতক, ১১, ১২৫]

ইমং কটাহজাতকং বিখ্যারেহ্বা, ভিক্‌খবে, যো হি পদুঙ্গলো
পরেহি অম্পকে বা বহুকে বা লুথে বা পণীতে বা দিন্নে
অঞ্‌ঞেসং বা দহ্বা অন্তনো অদিন্নে মঞ্চু হোতি, তস্স

*

*

*

নাই জানিয়া প্রাবল্যীতে যাইয়া সেই সমস্ত ঘটনা ভিক্ষুদের জানাইয়া বলিল—
‘ভন্তে, তিস্য অকারণেই বড় বড় কথা বলে জ্ঞাতীদের সম্বন্ধে ।’ ভিক্ষুরাও
সেই কথা তথাগতকে জানাইলেন ।

শান্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তিস্য যে এইবারেই অহংকারী হইয়াছে
তাহা নহে পূর্বেও সে অহংকারী ছিল’ এবং ভিক্ষুদের দ্বারা যাচিত হইয়া
‘কটাহক জাতক’ (জাতক নং ১২৫) বর্ণনাচ্ছলে এই গাথাটি ভাষণ
করিলেন—

‘বিদেশে যাইয়া অনেকে বড় বড় কথা বলে’ কিন্তু পরে জানাজানি
হইলে সব মিথ্যা ধরা পড়ে । হে কটাহক, (চূপ করিয়া)
নিজের খাবার খাও ।’

তারপর ভিক্ষুদের বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি অন্যের
প্রদত্ত অম্প বা বেশী, ভাল বা মন্দ দান অন্যদের দিতে দেখিয়া
এবং নিজেকে না দিলে অসন্তুষ্ট হয় । সেই ব্যক্তির শমথ ধ্যান, বিপশ্যান-

বা বিপস্সনং বা মঙ্গফলাদীনি বা ন উপপজ্জন্তীণিত বহ্মা
ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

“দদাতি বে যথাসন্ধং, যথাপসাদনং জনো ।

তথ যো চ মঙ্কু হোতি, পরেসং পানভোজনে ।

ন সো দিবা বা রত্তিং বা, সমাধিমধিগচ্ছতি ॥ ২৪৯ ॥

“যস্স চেতং সমদুচ্ছিন্নং, মূলঘচ্চং সমদুহতং ।

স বে দিবা বা রত্তিং বা, সমাধিমধিগচ্ছতীণিত ॥ ২৫০

তথ “দদাতি বে যথাসন্ধ”ন্তি লুখপণীতাদীসু যংকিঞ

দেন্তো জনো যথাসন্ধং অন্তনো সন্ধানরূপমেব দেতি ।

“যথাপসাদনন্তি” থেরনবাদীসু চস্স যস্সিং যস্মিং পসাদো

উপপজ্জতি, তস্স দেন্তো যথাপসাদনং অন্তনো পসাদানরূ-

পমেব দেতি । “তথাতি” তস্মিং পরস্স দানে “ময়া

অপ্পং বা লন্ধং, লুখং বা লন্ধ”ন্তি মঙ্কুভাবং আপজ্জতি ।

*

*

*

ধ্যান বা মার্গফল প্রাপ্তি কিছুই হয় না ।’ এই কথা বলিয়া দুইটি গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘মনুষ্য স্বীয় শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারে দান করে । অপরের পান-

ভোজন দেখিয়া যাহার চিত্ত ক্ষুধ্ব হয়, সে দিবা বা রাত্রি কোন

সময়েই সমাধিতে উপনীত হয় না ।

কিন্তু যাহার সেই চিন্তাক্রোভ সমদুচ্ছিন্ন, মূলোৎপাটিত ও সম্পূর্ণ

বিনষ্ট হইয়াছে, তিনিই দিবারাত্রি সমাধি লাভ করিয়া থাকেন ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৪৯-২৫০ ।

অম্বয় : ‘দদাতি বে যথাসন্ধং’—ভালমন্দ যাহা কিছুই দান করার

সময় মানুষ শ্রদ্ধাসহকারে নিজের শ্রদ্ধানরূপ দান করে । ‘যথাপসাদনং’

হৃবির হউন বা তরুণ ভিক্ষু হউন যাহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাঁহাকে দান

দিবার সময় নিজের শ্রদ্ধা অনুসারেই দান দিয়া থাকে । ‘তথ’ অপরের

পানভোজন দেখিয়া ‘আমি অল্প পাইয়াছি, আমি মন্দটা পাইয়াছি’ ইত্যাদি

“সমাধি”ন্তি সো পদংগলো দিবা বা রাত্রিঃ বা উপচারস্পনা-
বসেন বা মঙ্গলফলবসেন বা সমাধিং নাধিগচ্ছতি । “বস-
চেত”ন্তি যস্মৈ পদংগলস্মৈ এতং একেসদৃ ঠানেসদৃ মণ্ডুভাব-
সংখ্যাতং অকুশলং সমদৃচ্ছিন্নং মূলঘটং কথ্য অন্নহন্তমঙ্গ-
ঞ্গণেন সমদৃহতং, সো বদন্তস্পকারং সমাধিং অধিগচ্ছতীতি
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদূর্নিগংসদৃতি ।

তিস্মদহরবন্ধু অট্টমং ।

*

*

*

চিন্তা করিয়া যাহার চিন্ত ক্ষুদ্র হয় । ‘সমাধি’ সেই ব্যক্তি দিবা বা রাত্রিতে
ধ্যানোপচার ও অর্পণাবশে বা মার্গফলবশে সমাধি লাভ করিতে পারে না ।
‘বস চেত’ যেই ব্যক্তির উপরিউক্ত কোনও একটির ক্ষেত্রে যদি চিন্তাক্রোধ
নামক অকুশল সমদৃচ্ছিন্ন হয়, ইহার মূল উৎপাটিত হয়, অহংভুমার্গ জ্ঞানের
দ্বারা সমদৃহত হয়, সে উক্তপ্রকার সমাধি লাভ করে—এই অর্থ ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

। তরুণ তিস্যের উপাখ্যান সমাপ্ত ।

পঞ্চউপাসকবধু (খ) । ১ ।

‘নখি রাগসমো অঙ্গী’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ড উপাসকে আরব্ভ কথেসি ।

তে কির ধম্মং সোতুকামা বিহারং গম্বা সথারং বন্দিহা
একমন্তং নিসীদিংসু । বুদ্ধানণ্ড ‘অয়ং খন্তিয়ো, অয়ং
ব্রাহ্মণো, অয়ং অড্‌টো, অয়ং দৃগতো, ইমস্স উলারং কহা
ধম্মং দেসেস্সামি, ইমস্স নো’তি চিত্তং ন উম্পজ্জতি । যং
কিণ্ড আরব্ভ ধম্মং দেসেন্তো ধম্মগারবং পদরক্‌খহা
আকাসগগাং ওতারেন্তো বিয় দেসেতি । এবং দেসেন্তস্স
পন তথাগতস্স সন্তিকে নিসিমানং তেসং একো নিসিম্ব-
কোব নিম্মদায়ি, একো অঙ্গুলিয়া ভূমিং লিখন্তো নিসীদি,

পঞ্চ উপাসকের উপাখ্যান (খ) । ১ ।

‘আসত্তির ন্যায় অগ্নি নাই’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে পণ্ড উপাসককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই পাঁচজন উপাসক ধর্ম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া বিহারে যাইয়া শাস্তাকে
বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । বুদ্ধগণের এইরূপ চিত্ত
উৎপন্ন হয় না—‘এই ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এই ব্যক্তি ধনী, এই
ব্যক্তি দৃগত । ইহাকে উদারভাবে ধর্মদেশনা করিব, ইহাকে করিব না ।’
স্বাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ধর্মদেশনা করুন না কেন তাঁহারা ধর্মগৌরবকে
সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে রাখিয়া আকাশ হইতে গঙ্গা অবতরণের ন্যায় ধর্মদেশনা
করেন । তথাগত যখন এইভাবে সেই পাঁচজন উপাসকের নিকট ধর্মদেশনা
করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল,
কেহ অঙ্গুলির দ্বারা মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিল, কেহ একটি গাছকে

একো একং রুদ্ধং চালেন্তো নিসীদি, একো আকাসং
 উল্লোকেন্তো নিসীদি, একো পন সন্ধচ্চং ধম্মং অস্সেসি ।
 আনন্দথেরো সথারং বীজয়মানো তেসং আকারং ওলো-
 কেন্তো সথারং আহ—‘ভন্তে, তুম্‌হে ইমেসং মহামেষ-
 গম্ভিজতং গম্ভজন্তাবিয় ধম্মং দেসেথ, এতে পন তুম্‌হেসদ্পি
 ধম্মং কথেন্তেসদ্পি ইদম্‌গদম্‌ করোন্তা নিসিন্না’তি । ‘আনন্দ,
 ত্বং এতে ন জানাসী’তি ? ‘আম ন জানামি, ভন্তে’তি ।
 এতেসদ্পি হি যো এস নিম্মদায়ন্তো নিসিন্নো, এস পণ্ড জাতি-
 সতানি সম্পযোনিয়ং নিম্মত্তিত্ত্বা ভোগেসদ্পি সীসং ঠপেত্বা
 নিম্মদায়ি, ইদানিপিম্ম নিম্মদায় তিত্ত্বি নথি, নাম্মস কল্পং মম
 সম্মো পবিসতী’তি । ‘কিং পন, ভন্তে, পটিপাটিয়া কথেথ,
 উদাহু অন্তরন্তরা’তি । ‘আনন্দ, এতস্স হি কালেন
 মনুস্সন্তং, কালেন দেবন্তং, কালেন নাগন্তন্তি এবং অন্তর-

*

*

*

দোলাইতে লাগিল । কেহ বা আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল । শূদ্র
 একজন সাদরে ধর্ম শ্রবণ করিতেছিল ।

আনন্দ স্থবির শাস্ত্রকে ব্যাজন করা কালে ঐ পাঁচজনের অবস্থা দেখিয়া
 শাস্ত্রকে বলিলেন—‘ভন্তে, আপনি মহামেষের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিয়া
 ইহাদের ধর্মদেশনা করুন, কারণ আপনার মত ব্যক্তি যখন ধর্মদেশনা
 করিতেছেন ইহারা এইরকম এইরকম করিতেছিল ।’

‘আনন্দ, তুমি ইহাদের জান না ?’

‘না ভন্তে, জানি না ।’

‘ইহাদের মধ্যে যে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছিল সে পাঁচশত জন্মে
 সম্প্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজভোগে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছিল,
 এখনও তাহার নিদ্রায় তৃপ্তি নাই, তাহার কর্ণে আমার শব্দ প্রবেশ করিতেছে
 না ।’

‘ভন্তে, প্রত্যেক জন্মেই সে কি তদ্রূপ করিয়াছিল না মাঝে মধ্যে ?’

‘আনন্দ, সে মাঝে মাঝে কখন মনুষ্য, কখন বা দেব এবং কখন কখন ব ।

ন্তরা উপজন্তস উপপত্তিয়ো সৰ্ব্বত্রুতত্রুণেনাপি
ন সন্ধাপরিচ্ছিন্দিতুং । পটিপাটিয়া পনেন পঞ্চ জাতিসতানি
নাগযোনিয়ং নিব্বত্তিত্বা নিন্দায়ন্তোপি নিন্দায় অতি-
ত্তোযেব । অঙ্গুলিয়া ভূমিং লিখন্তো নিসিন্ধপদুরিসোপি
পঞ্চ জাতিসতানি গণ্ডুপাদয়োনিয়ং নিব্বত্তিত্বা ভূমিং খণি,
ইদানিপি ভূমিং খণন্তোব মম সন্দং ন স্দগাতি । এস রুদ্ধং
চালন্তো নিসিন্ধপদুরিসোপি পটিপাটিয়া পঞ্চ জাতিসতানি
মক্কটয়োনিয়ং নিব্বত্তি, ইদানিপি পদ্বাচিল্লবসেন রুদ্ধং
চালোতিয়েব, নান্স কল্লং মম সন্দো পবিসতি । এস আকাসং
উল্লোকেস্বা নিসিন্ধপদুরিসোপি পঞ্চ জাতিসতানি নক্কন্ত-
পাঠকো হুস্বা নিব্বত্তি, ইদানি পদ্বাচিল্লবসেন অজ্জাপি
আকাসমেব উল্লোকেতি, নান্স কল্লং মম সন্দো পবিসতি ।
এস সন্ধচ্চংস্মং স্দগন্তো নিসিন্ধপদুরিসো পন পটিপাটিয়া
পঞ্চ জাতিসতানি তিল্লং বেদানং পারগ্গ মন্তজ্জায়করান্নাগো

*

*

*

নাগস্ব লাভ করিয়াছিল তাহা সৰ্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারাও জানা সম্ভব নহে । তবে
নিরবচ্ছিন্নভাবে সে পাঁচশত জন্মে নাগস্ব লাভ করিয়া নিদ্রায় কাটাইলেও
তাহার নিদ্রায় তৃপ্ত হয় নাই । আর যে ব্যক্তি বসিয়া বসিয়া মাটিতে দাগ
কাটিতেছিল সে পাঁচশত জন্মে কেঁচো হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া মাটি খনন
করিয়াছিল, এই জন্মেও ভূমিতে দাগ কাটিতে কাটিতে আমার কথা শুনিতে
পায় নাই । যে ব্যক্তি গাছ দোলাইতেছিল সে পরপর পাঁচশত জন্মে মক্কট হইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনও পূর্বের অভ্যাসবশতঃ গাছকে দোলাইতেছে ।
তাহার কর্ণে আমার ধর্ম প্রবেশ করে নাই । যে ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকাইয়া
বসিয়াছিল সে পাঁচশত জন্মে জ্যোতির্বিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অদ্যও
পূর্বের অভ্যাসবশতঃ সে আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল, তাহার কর্ণেও
আমার শব্দ প্রবেশ করে নাই । আর যে ব্যক্তি সাদরে আমার ধর্ম শ্রবণ
করিতেছিল সে পরপর পাঁচশত জন্মে ত্রিবেদজ্ঞ মন্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ হইয়া

হৃদ্বা নিব্বাস্তি, ইদানিপি মন্তং সংসন্দন্তো বিয় সন্ধচ্চং
সুগাতীতি ।

‘ভন্তে তুম্হাকং ধম্মদেসনা ছবিআদীনি ছিন্দিহা অট্ঠি-
মিঞ্জং আহচ্চ তিট্ঠতি, কস্মা ইমে তুম্হেসদাপি ধম্মং
দেসেন্তেসদু সন্ধচ্চং ন সুগন্তী’তি ? ‘আনন্দ মম ধম্মো
সুস্সবনীয়োতি সঞ্ঞং করোসি মঞ্ঞে’তি । ‘কিং পন,
‘ভন্তে, দস্সবনীযো’তি ? ‘আম, আনন্দা’তি । ‘কস্মা,
ভন্তে’তি ? ‘আনন্দ, বুদ্ধোতি বা ধম্মোতি বা সম্মোতি
বা পদং ইমোহি সত্তোহি অনেকেসদাপি কম্পকোটিসত-
সহস্সেসদু অসুতপদ্বৎ । যস্মা ইমং ধম্মং সোতুং ন সঙ্কোন্তা
অনমত্তং সংসারে ইমে সত্তা অনেকাবিহিতং তিরচ্ছানকথং-
যেব সুগন্তা আগতা, তস্মা সুরাপানকেলিমণ্ডলাদীসু
গায়ন্তা নচ্ছন্তা বিচরন্তি, ধম্মং সোতুং ন সঙ্কোন্তী’তি ।
‘কিং নিম্মসায় পনেতে ন সঙ্কোন্তি, ভন্তে’তি ?

*

*

*

জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনও সে মন্ত অধ্যয়নের ন্যায় সাদরে আমার ধর্ম
শ্রবণ করিয়াছে ।’

‘ভন্তে, আপনার ধর্মদেশনা চর্ম ভেদ করিয়া অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া
অবস্থান করে । কিন্তু আপনার ধর্মদেশনাও ইহারা সাদরে শুনিল না কেন ?’

‘আনন্দ, আমার ধর্ম সুশ্রবণযোগ্য বলিয়া তুমি মনে কর তাই না ?’

‘ভন্তে, দঃশ্রবণীয় কি ?’

‘হ্যাঁ আনন্দ ।’

‘কেন ভন্তে ?’

‘আনন্দ, এই সত্ত্বগণ অনেক শত সহস্র কোটি কল্পে কখনও বুদ্ধ শব্দ,
ধর্ম শব্দ বা সম্ব শব্দ শ্রবণ করে নাই । যেহেতু এই ধর্ম শ্রবণ করিতে না
পারিয়া অনন্ত সংসারে এই সত্ত্বগণ নানা প্রকার তির্ষক-কথাই শুনিয়া
আসিয়াছে, তাই তাহারা সুরাপানকেলি মণ্ডলাদিতে নৃত্যগীত করিয়া
বিচরণ করিতেছে, ধর্ম শ্রবণ করিতে পারিতেছে না ।’

‘ভন্তে, কি কারণে ইহারা ধর্মশ্রবণ করিতে পারে না ?’

অথস্স সখা, ‘আনন্দ, রাগং নিস্সায় দোসং নিস্সায় মোহং নিস্সায় তণ্হং নিস্সায় ন সঙ্কোন্তি । রাগাঙ্গিসাদিসো অঙ্গি নাম নখি, সো ছারিকম্পি অসেসেত্তা সন্তে দহতি । কিণ্ণাপি সত্তসুৱিয়পাতুভাবং নিস্সায় উম্পনো কল্প-বিনাসকো অঙ্গিপি কিণ্ণ অনবসেসেত্তাব লোকং দহতি, সো পন অঙ্গি কদাচিয়েব দহতি । রাগাঙ্গিনো অদহন-কালো নাম নখি, তস্মা রাগসমো বা অঙ্গি দোসসমো বা গহো মোহসমং বা জালং ত’হাসমা বা নদী নাম নখী’তি বহা ইমং গাথমাহ—

‘নখি রাগসমো অঙ্গি, নখি দোসসমো গহো ।

নখি মোহসমং জালং, নখি তণ্হাসমা নদী’তি ॥ ২৫১ ॥

তথ ‘রাগসমোতি’ ধূমাদীসু কিণ্ণ অদস্সেত্তা অন্তোয়েব উট্ঠায় ঝাপনবসেন রাগেন সমো অঙ্গি নাম নখি । ‘দোসসমোতি’ যক্খগহঅজগরগহকুম্ভিলগহাদয়ো এক-

•

•

•

তখন শাস্তা বলিলেন—‘আনন্দ, আসক্তির কারণে, দ্বেষের কারণে, তৃষ্ণার কারণে ইহরা পারে না । আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, ইহা সত্ত্বগণকে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিয়া দেয় । সপ্তসূর্যের প্রাদুর্ভাবের কারণে উৎপন্ন কল্পবিনাশক অগ্নিও নিরবশেষে জগৎকে দগ্ধ করে, তবে সেই অগ্নি কদাচিৎই দগ্ধ করে (কারণ সপ্তসূর্যের প্রাদুর্ভাব কদাচিৎই হয়) । রাগাসক্তির অদহনকাল বলিয়া কিছুই নাই, তাই আসক্তির ন্যায় অগ্নি, দ্বেষের ন্যায় গ্রহ, মোহের ন্যায় জাল, এবং তৃষ্ণার ন্যায় নদী নাই’—এই কথা বলিয়া শাস্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষসম গ্রহ (গ্রাসকারী) নাই, মোহের ন্যায় জাল নাই ও তৃষ্ণার ন্যায় নদী নাই ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৫১ ।

অন্বয় : ‘রাগসম’ ধূমাদি কোন কিছু প্রদর্শন না করিয়া অভ্যন্তরে উদ্ভিত হইয়া দগ্ধ করে বলিয়া আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই । ‘দ্বেষসম’ যক্ষগ্রহ,

স্মিংয়েব অন্তভাবে গাংহুং সঙ্কোন্তি, দোসগহো পন সম্বথ একন্তমেব গাংহাতীতি দোসেন সমো গহো নাম নথি । ‘মোহসমন্তি’ । ওনন্ধন পরিয়োনন্ধনট্টেন । পন মোহসমং জালং নাম নথি । “তংহাসমাতি” গঙ্গাদীনং নদীনং পদ্বল্লকালোপি উনকালোপি সদুখকালোপি পঞ্ণায়তি, তংহায় পন পদ্বল্লকালো বা সদুখকালো বা নথি, নিচ্চং উনাব পঞ্ণায়তীতি দদ্পদ্রণট্টেন তংহায় সমা নদী নাম নথীতি অথো ।

দেশনাবসানে সন্ধচ্চং ধম্মং সুগন্তো উপাসকো সোতাপত্তি-ফলে পতিট্টহি, সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

পণ্ডউপাসকবত্থু নবমং ।

*

*

*

অজগরগ্রহ, কুম্ভীর গ্রহাদি একই জন্মে গ্রাস করিতে পারে, কিন্তু ঘেষরূপ গ্রহ সর্বত্র নিশ্চিতভাবে গ্রাস করে, তাই বলা হইয়াছে ঘেষসম গ্রহ নাই ।

‘মোহসমং’ বন্ধন করে সর্বতোভাবে বন্ধন করে বলিয়া বলা হইয়াছে মোহসম জাল নাই । ‘তংহাসম’ গঙ্গাদি নদীর পূর্ণকাল, উনকাল এবং শুষ্ককাল জানা যায়, কিন্তু তৃষ্ণার কোন পূর্ণকাল বা শুষ্ককাল নাই, নিত্যই উন বলিয়া প্রতিভাত হয়, পূরণ করা দূষকর বলিয়া তৃষ্ণার সমান নদী নাই বলা হইয়াছে ।

দেশনাবসানে সাদরে ধর্মশ্রবণকারী উপাসক সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত অনেকের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ পণ্ড উপাসকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মেডকসেট্টিবন্ধু । ১০ ।

‘সুদসং বজ্জন্তি’ ইমং ধম্মদেশনং সথা ভন্দিয়নগরং নিস্সায়
জাতিয়াবনে বিহরন্তো মেডকসেট্টিং আরব্ভ কথেসি ।
সথা কির অঙ্গুত্তরাপেসু চারিকং চরন্তো মেডকসেট্-
ঠিনো চ, ভরিষায় চস্স চন্দপদুমায়, পুত্তস্স চ ধনঞ্জয়-
সেট্ঠিনো, সুগিসায় চ সুমনদেবিয়া, নত্তায় চস্স বিসাখায়,
দাসস্স চ পুত্তস্সাতি ইমেসং সোতাপত্তিফলপুণিস্সয়ং দিস্সা
ভন্দিয়নগরং গম্ব্বা জাতিয়াবনে বিহাসি । মেডকসেট্টি
সথু আগম্নং অস্সেসি । কস্মা পনেস মেডকসেট্টি
নাম জাতোতি ? তস্স কির পচ্ছিমগেহে অট্ঠকরীসমত্তে
ঠানে হিথিঅস্সউসভপমাণা সুবল্লমেডকা পথবিং
ভিন্দিয়া পিট্ঠিয়া পিট্ঠিং পহরমানা উট্ঠহিংসু । তেসং
মুখেসু পণ্ডবল্লানং সুত্তানং গেডুকা পক্খিত্তা হোন্তি ।

*

*

*

মেডক শ্রেষ্ঠির উপাখ্যান । ১০ ।

‘দোষ সহজেই দৃষ্ট হয়’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা ভন্দিয়নগরে অবস্থান-
কালে মেডকশ্রেষ্ঠিকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাস্তা অঙ্গুত্তরাপে বিচরণকালে মেডকশ্রেষ্ঠি, তদ্ভাষা চন্দপদুমা,
তৎপুত্র ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠি, পুত্রবধু সুমনদেবী, নাতনী বিশাখা এবং পুত্র নামক
দাসের স্নোতাপত্তিফলের উপনিশ্রয় দেখিয়া ভন্দিয়নগরে যাইয়া জাতিয়াবনে
অবস্থান করিতেছিলেন । মেডকশ্রেষ্ঠি শাস্তার আগমনের কথা
শুনিয়াছিলেন ।

তাহার নাম ‘মেডকশ্রেষ্ঠি’ কেন হইয়াছিল ? তাহার পশ্চিমগৃহে অট-
করীষমাত্র স্থানে হস্তী-অশ্ব-বৃষভ প্রমাণের সুবর্ণমেডকসমূহ পৃথিবী ভেদ
করিয়া পিঠে পিঠে লাগাইয়া উৎখাত হইয়াছিল । ইহাদের মূখ্য একটি করিয়া
পঞ্চবর্ণের সুতা দিয়া প্রস্তুত বল (গোলাকার খেলার বস্তু) দ্বারা বদ্ধ ছিল ।

সম্পিতেলমধুফাণিতাদীর্ঘ বা বখচ্ছাদনহিরণ্ণসুবল্লা-
দীর্ঘ বা অথে সতি তেসং মদুখতো গে'ডুকে অপনেন্তি,
একস্সাপি মে'ডকস্স মদুখতো জম্বদুদীপবাসীনং পহোনকং
সম্পিতেলমধুফাণিতবখচ্ছাদনহিরণ্ণসুবল্লং নিক্খ-
মতি । ততো পট্ঠায় মে'ডকসেট্ঠীতি পএ'ঞায়ি ।

কিং পনস্স পদ্বকস্সম্ভি ? বিপস্সীবদ্ধকালে কির এস
অবরোজস্স নাম কুট্টম্বিকস্স ভাগিনেষ্যো মাতুলেন সমান-
নামো অবরোজো নাম অহোসি । অথস্স মাতুলো সখদু
গন্ধকুটিং কাতুং আরভি । সো তস্স সন্তিকং গন্ধা, 'মাতুল,
উভোপি সহেব করোমা'তি বস্সা 'অহং অএ'ঞেহি সন্ধিং
অসাধারণং কস্সা এককোব করিস্সামী'তি তেন পন পটিক্-
খিত্তকালে 'ইমস্সিং ঠানে গন্ধকুটিয়া কতায় ইমস্সিং নাম
ঠানে কুঞ্জরসালং নাম লদ্ধং বটুতী'তি চিস্তেত্বা অরএ'ঞতো

*

*

*

ঘৃত-তৈল-মধু-গুড় প্রভৃতি বা বস্ত্রাচ্ছাদন ও হিরণ্যসুবর্ণাদির প্রয়োজন হইলে
মে'ডকের মদুখ হইতে উক্ত বল অপসারিত করা হইত । একটিমাত্র মে'ডকের
মদুখ হইতে যে ঘৃত-তৈল-মধু-গুড়-বস্ত্রাচ্ছাদন ও হিরণ্যসুবর্ণ বাহির
হইত তদ্ দ্বারা সমগ্র জম্বদুদীপবাসী জনগণের প্রয়োজন সমাধা হইত ।
ইহার পর হইতে তাঁহার 'মে'ডকশ্রেষ্ঠি' নাম হইয়াছে ।

তাঁহার পদ্ব'কম' কি ছিল ? বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে তিনি অবরোজ
নামক কুট্টম্বিকের ভাগিনেষ্য ছিলেন ; মাতুলের নামানুসারে তাঁহারও নাম
হইয়াছিল অবরোজ । একদিন তাঁহার মাতুল শাস্ত্রার জন্য গন্ধকুটি বানাইতে
সুন্দর করিলেন । তিনি মাতুলের নিকট যাইয়া বলিলেন—'মামা, আসন্ন
আমরা উভয়ে একত্রে এই কার্য সুসম্পন্ন করি ।'

মামা বলিলেন—'আমি এই কাজ অন্যের সঙ্গে ভাগ করিতে চাহি না,
শাস্ত্রার গন্ধকুটি আমি একাই নির্মাণ করাইব ।' এইভাবে মাতুলের দ্বারা
প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি চিন্তা করিলেন—'এই স্থানে গন্ধকুটি নির্মিত হইলে
ইহার সম্মুখে একটি কুঞ্জরশালাও থাকা প্রয়োজন ।' ইহা চিন্তা করিয়া

দব্বসম্ভারে আহরাপেত্বা একং থম্ভং সুবল্লখাচিতং,
 একং রজতখাচিতং, একং মণিখাচিতং, একং সত্তরতনখাচিতান্তি
 এবং তুলাসম্ভাতদ্বারকবাটবাতপানগোপানসীছদনিট্ঠকা
 সম্বাপি সুবল্লাদিখাচিতাব কারেত্বা গন্ধকুটিয়া সম্মুখট্ঠ-
 ঠানে তথাগতস্স সত্তরতনময়ং কুঞ্জরসালং কারেসি । তস্সা
 উপরি ঘনরত্তসুবল্লময়া কম্বলা পবালময়া শিখরখুদ্বিপিকায়ো
 অহেসুং । কুঞ্জরসালায় মম্বে ঠানে রতনমণ্ডপং কারেত্বা
 ধম্মাসনং পতিট্ঠাপেসি । তস্স ঘনরত্তসুবল্লময়া পাদা
 অহেসুং তথা চতস্সো অট্টানয়ো । চত্তারো পন সুবল্লমোঁডকে
 কারাপেত্বা আসনস্স চতুন্নং পাদানং হেট্ঠা ঠপেসি, দ্বৈ
 মোঁডকে কারাপেত্বা পাদপীঠকায় হেট্ঠা ঠপেসি, ছ
 সুবল্লমোঁডকে কারাপেত্বা মণ্ডপং পরিক্খিপেত্তো ঠপেসি ।
 ধম্মাসনং পঠমং সুত্তময়েহি রজ্জুকোহি বায়াপেত্বা মম্বে

*

*

*

তিনি অরণ্য হইতে দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করাইয়া সুবর্ণখচিত একটি স্তম্ভ,
 রজতখচিত একটি স্তম্ভ, মণিখচিত একটি স্তম্ভ এবং আর একটি সম্প্রদ্বারখচিত
 স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া অনদ্রুপভাবে তুলাদণ্ডসদৃশ দ্বারকপাট, বাতপান,
 গোপানসী, আচ্ছাদনের ইষ্টক প্রভৃতি সমস্তই সুবর্ণাদির দ্বারা খচিত
 করাইয়া গন্ধকুটির সম্মুখভাগে তথাগতের জন্য সম্প্রদ্বার কুঞ্জরশালা
 নির্মাণ করাইলেন । ইহার উপরে ঘনরত্তসুবর্ণময় কম্বলসমূহ আচ্ছাদিত
 ছিল । এবং ইহার শিখরচূড়াসমূহ প্রবালময় ছিল । কুঞ্জরশালার মধ্যস্থানে
 রজ্জুমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ধম্মাসন প্রতিষ্ঠাপিত করা হইল । ইহার
 পাদসমূহ ছিল ঘনরত্তসুবর্ণময় এবং চারিটি কাঠামও তদ্রূপ ঘনরত্ত-
 সুবর্ণময় ছিল । চারিটি সুবর্ণময় মোঁডক নির্মাণ করাইয়া উক্ত ধম্মাসনের
 চারি পাদের নীচে স্থাপিত করিয়াছিলেন । দুইটি মোঁডক নির্মাণ
 করাইয়া পাদপীঠের নীচে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ছয়টি সুবর্ণময়
 মোঁডক নির্মাণ করাইয়া মণ্ডপের চতুর্দিকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ধম্মাসনকে

সুবল্লসুত্তময়েহি উপরি মত্তময়েহি সুত্তেহি বায়্যাপেসি ।
 তস্স চন্দনময়ো অপস্সযো অহোসি । এবং কুঞ্জরসালাং
 নিট্ঠাপেত্বা সালামহং করোন্তো অট্ঠসট্ঠীহি ভিক্খু-
 সতসহস্সেহি সন্ধিং সথারং নিমন্তেত্বা চত্তারো মাসে দানং
 দত্ত্বা ওসানদিবসে তিচীবরং অদাসি । তথ সঙ্ঘনবকস্স
 সতসহস্সস্মানিকং পাপদুগি ।

এবং বিপস্সীবুদ্ধকালে পুণ্ড্রকস্মং কত্ত্বা ততো চুত্তো
 দেবেসু চ মনুস্সেসু চ সংসরন্তো ইমস্মিং ভন্দকপ্পে
 বারাণসিয়ং মহাভোগকুলে নিব্বত্তিত্বা বারাণসিসেট্ঠি
 নাম অহোসি । সো একদিবসং রাজদুপট্ঠানং
 গচ্ছন্তো পুরোহিতং দিম্বা “কিং, আচারিয়, নক্খত্ত-
 মদুত্তং উপধারেথা”তি আহ । ‘আম, উপধারেমি,
 কিং অণ্ড্রং অম্হাকং কস্মন্তি ।’ ‘তেন হি কীদিসং

*

*

*

প্রথমে সুত্তময় রজ্জুর দ্বারা বয়ন করিয়া মধ্যে সুবর্ণময় সুত্তের দ্বারা এবং
 উপরে মত্তময় সুত্তের দ্বারা বয়ন করাইয়াছিলেন । ধর্মাসনের পশ্চাদ্ভিত্তির
 আলম্ব (ঠেকনো) ছিল চন্দনকাঠ দ্বারা প্রস্তুত । এইভাবে কুঞ্জরশালার
 নিষ্কাশের কাজ সমাপ্ত করিয়া শালার উদ্বোধনই উৎসবে আটবাটি লক্ষ ভিক্ষুসহ
 শান্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া চারিমাস ধরিয়া দান দিয়া অস্তিমদিবসে সকল
 ভিক্ষুকে ত্রিচীবর দান করিয়াছিলেন । সঙ্ঘের নবতম সদস্যও যাহা লাভ
 করিয়াছিলেন তাহার মূল্য এক লক্ষ (স্বর্ণ মদ্রা) ।

এইভাবে বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে পুণ্যকর্ম করিয়া তথা হইতে চ্যুত হইয়া
 দেবলোকে এবং মনুষ্যালোকে (বহুবার) সংসরণ করিতে করিতে তিনি এই
 ভন্দকপ্পে বারাণসীতে মহাভোগকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বারাণসি শ্রেষ্ঠ নামে
 পরিচিত হইয়াছিলেন । তিনি একদিন রাজার সেবা করিতে গমনকালে রাজ-
 পুত্রোহিতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আচার্যদেব, এখন নগরবিচারে কিছু
 পাইতেছেন কি ?’ ‘হ্যাঁ, পাইতেছি, বৈকি ! আমাদের আর অন্য কি কর্মই বা
 আছে !’ এই জনপদের অদূর ভবিষ্যতে মন্দ কিছু দেখিতেছেন কি ?’

জনপদচারিত্তি ?’ ‘একং ভয়ং ভবিষ্যতীতি’ । ‘কিং ভয়ং নামা’তি ? ‘ছাতকভয়ং সেট্ঠীতি’ । ‘কদা ভবিষ্যতীতি ?’ ‘ইতো তিগ্নং সংবচ্ছরানং অচ্চয়েনাতি ।’ তং সদ্ভা সেট্ঠি বহুং কসিকম্মং কারেহা গেহে বিজ্জমান-ধনেনাপি ধণ্ণেমেব গেহেহা অড্ঢতেরসানি কোট্ঠসতানি কারেহা সম্বকোট্ঠকে বীহীহি পরিপদুরেসি । কোট্ঠেসদ্ অম্পহোন্তেসদ্ চাটিআদীনি পদুরেহা অবসেসং ভূমিয়ং আবাতে কহা নিখাণি । নিধানাবসেসং মত্তিকায় সন্ধিং মন্দিহা ভিত্তিয়ো লিম্পাপেসি ।

সো অপরেন সময়েন ছাতকভয়ে সম্পত্তে যথানিক্খিত্তং ধণ্ণেং পরিভুজন্তো কোট্ঠেসদ্ চ চাটিআদীসদ্ চ নিক্খিত্তধণ্ণেং পরিবুজ্জীয়ে পরিজনে পক্কোসাপেহা আহ—
“গচ্ছথ, তাতা, পব্বতপাদং পবিসিহা জীবন্তা সদ্ভিক্খ-

*

*

*

‘হ’্যা, এক প্রকার ভয় উৎপন্ন হইবে।’

‘কি রকম ভয় ?’

‘হে শ্রেষ্ঠ, দূর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে ।’

‘কবে হইবে ?’

‘এখন হইতে তিন বৎসর পরে ।’

ইহা শুনিয়া শ্রেষ্ঠ পূর্বাপেক্ষাও অধিক কৃষিকর্ম করাইয়া এবং নিজের বর্তমান ধনের দ্বারা আরও অনেক ধান্য ক্রয় করিয়া সার্থদ্বাদশ শত শস্যাগার ধান্যের দ্বারা পূর্ণ করিলেন । শস্যাগার পরিপূর্ণ হইলে মটকা প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট ধান্য মাটির নীচে প্রোথিত করিলেন এবং তথাপি যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহা মাটির সহিত মিশাইয়া প্রাচীরসমূহ লেপন করাইলেন ।

অন্য এক সময় দূর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যথারীতি ধান্য পরিভোগ করিতে করিতে শস্যাগারসমূহ এবং মটকাসমূহে রক্ষিত ধান্য পরিষ্কণ হইলে তিনি পরিজনদের ডাকিয়া বলিলেন—‘বাবা, তোমরা যাও, পর্বতপাদে

কালে মম সন্তিকং আগন্তুকামা আগচ্ছথ, অনাগন্তুকামা
 তথ তথৈব জীবথা”তি। তে রোদমানা অস্ফুটমুখা
 হৃদ্বা সেট্ঠিঃ বন্দিষ্মা থমাপেষ্মা সন্তাহং নিসীদিষ্মা তথা
 অকংসু। তস্ম পন সন্তিকে বেষ্ণাবচ্চকরো একোব
 পদ্রো নাম দাসো ওহীয়ি, তেন সন্ধিঃ সেট্ঠিজায়া
 সেট্ঠিপদ্রো সেট্ঠিসদৃগিসাতি পণ্ডেব জনা অহেসুং।
 তে ভূমিয়ং আবাটেসু নিহিতধণ্ড্ৰেপ পিরিক্খীণে
 ভিত্তিমত্তিকং পাতেষ্মা তেমেষ্মা ততো লঙ্কধণ্ড্ৰেপ
 যাপিয়ংসু। অথস্স জায়া ছাতকে অবথরন্তে মত্তিকায়
 খীয়মানায় ভিত্তিপাদেসু অবসিট্ঠমত্তিকং পাতেষ্মা তেমেষ্মা
 অড্ঢালহকমত্তং বীহিং লভিষ্মা কোট্টেষ্মা একং তণ্ডুল-
 নালিং গহেষ্মা “ছাতককালে চোরা বহু হোন্তী”তি চোর-
 ভয়েন একস্মিং কুটে পক্খিপিয়া পিদিহিষ্মা ভূমিয়ং নিখ-

*

*

*

প্রবেশ করিয়া জীবনধারণ কর এবং সদুদিন আসিলে পুনরায় যাহারা আমার
 নিকট আসিতে চাও আসিবে, যাহারা চাও না তাহারা সেইখানেই থাকিয়া
 জীবন ধারণ কর।’ তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুস্রব্ধে শ্রেষ্ঠিকে
 বন্দনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়া চলিয়া গেল।
 তাঁহার নিকট বর্তমান ছিল একজন মাত্র কাজের লোক যাহার নাম ‘পূর্ণ’।
 পূর্ণসহ পাঁচজন লইয়া শ্রেষ্ঠির পরিবার বর্তমান থাকিল—শ্রেষ্ঠিভার্মা,
 শ্রেষ্ঠিপুত্র এবং শ্রেষ্ঠির পুত্রবধূ। তাঁহারা মাটিতে প্রোথিত ধান্য পরিভোগ
 করিতে করিতে তাহাও নিঃশেষ হইলে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সিন্ত করিয়া তাহা
 হইতে ধান্য বাছিয়া লইয়া কিছুদিন কাটাইলেন। ক্রমে দুর্ভিক্ষ বাড়িতে
 থাকিলে প্রাচীরস্থ মাটিও ক্ষয় হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠিজায়া তখন অবশিষ্ট
 মাটি লইয়া জলে সিন্ত করিয়া অর্ধটুক মাত্র ধান পাইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া এক
 পালিমাত্র তণ্ডুল পাইলেন। ‘দুর্ভিক্ষের সময় চোরের উপদ্রব হয়’ ভাবিয়া
 তিনি ঐ তণ্ডুল একটি কলসীতে রাখিয়া কলসীর মূখ বন্ধ করিয়া মাটির

গিহ্বা ঠপেসি । অথ নং সেট্ঠি রাজ্‌দপট্ঠানতো আগম্বা
 আহ—“ভন্দে, ছাতোম্‌হি, অথি কিণ্ণী”তি । সা বিজ্জমানং
 “নথী”তি অবহ্বা “একা ত’ডুলনালি অথী”তি আহ ।
 “কহং সা”তি ? “চোরভয়েন মে নিথগিহ্বা ঠপিতা”তি ।
 “তেন হি নং উদ্ধরিহ্বা কিণ্ণি পচাহী”তি । “সচে যাগদুং
 পচিস্সামি, হে বারে লভিস্সতি । সচে ভত্তং পচিস্সামি,
 একবারমেব লভিস্সতি, কিং পচামি, সামী”তি আহ ।
 “অম্‌হাকং অঞ্‌ঞো পচ্চয়ো নথি, ভত্তং ভুজ্জিহ্বা মরিস্সাম,
 ভত্তমেব পচাহী”তি । সা ভত্তং পচিহ্বা পণ্ড কোট্ঠাসে
 কহ্বা সেট্ঠিনো কোট্ঠাসং বড্‌ডেহ্বা পদুরতো ঠপেসি ।

তস্মিং খণে গম্‌মাদনপৰ্বতে পচ্চেকবুদ্ধো সমাপত্তিতো
 বদুট্ঠতি । অন্তোসমাপত্তিয়ং কির সমাপত্তিবলেন

*

*

*

নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন । এদিকে রাজার সেবা করিয়া ফিরিয়া শ্রেষ্ঠি
 ভাষাকে বলিলেন—‘ভদ্রে, আমি খুব ক্ষুধাত’, কিছ্‌দ আছে কি ?’ শ্রেষ্ঠিভাষা
 ‘নাই’ কথাটা না বলিয়া বলিলেন—‘এক নালিমা ত’ডুল আছে ।’

‘কোথায় তাহা রাখিয়াছ ?’

‘চোরের ভয়ে মাটির নীচে রাখিয়াছি ।’

‘তাহা হইলে তাহা বাহির করিয়া রান্না কর ।’

‘যদি যাগদুপাক করি তাহা হইলে দুইবার খাওয়া যাইতে পারে, অল্পপাক
 করিলে একবার মাত্র খাওয়া যাইতে পারে । স্বামিন্‌, বলদন কি রান্না
 করিব ।’ ‘আমাদের ত আর অন্য কিছ্‌দই নাই । ভাত খাইয়াই মরিব,
 ভাতই রান্না কর ।’ শ্রেষ্ঠিভাষা ভাত রান্না করিয়া পাঁচ ভাগ করিয়া শ্রেষ্ঠির
 সম্মুখে একভাগ উপস্থাপিত করিলেন ।

সেই মদুহর্তে গম্‌মাদন পৰ্বতে জনৈক প্রত্যেকবুদ্ধ সমাপত্তি ধান হইতে
 উঠিলেন । সমাপত্তিতে থাকিলে সমাপত্তিবলপ্রভাবে ক্ষুধার কষ্ট হয় না ।

জিঘৃহ্ষা ন বাধতি । সমাপত্তিস্থো বদুট্ঠিতানং পন বলবতী
 হুহ্বা উদরপটলং ডম্হন্তী বিয় উম্পজ্জতি । তস্মা তে
 লভনট্ঠানং ওলোকেহ্বা গচ্ছন্তি । তং দিবসং তেসং
 দানং দহ্বা সেনাপতিট্ঠানাদীসু অণ্ড্ণতরসম্পত্তিং
 লভন্তি । তস্মা সোপি দিম্বেন চক্খুনা ওলোকেন্তো
 “সকলজম্বদীপে ছাতকভয়ং উম্পন্নং, সেট্ঠিগেহে চ
 পণ্ডন্নং জনানং নালিকোদনোব পক্কো, সন্ধা নু থো এতে,
 সন্ধাথিস্সন্তি বা মম সঙ্গহং কাতু”ন্তি তেসং সন্ধাভাবণ
 সঙ্গহং কাতুং সমথভাবণ দিম্বা পত্তচীবরমাদায় মহা-
 সেট্ঠিস্স পুরতো দ্বারে ঠিতমেব অন্তানং দম্বেসি ।
 সো তং দিম্বা পসন্নচিন্তো “পদুবেপি ময়া দানস্স
 অদিম্মত্তা এবরুপং ছাতকং দিট্ঠং, ইদং থো পন ভত্তং
 মং একাদিবসমেব রক্খেয্য । অয্যস্স পন দিন্নং অনে-

*

*

*

কিন্তু সমাপত্তি হইতে উঠিলে ক্ষুধা বলবতী হইয়া উদরপটলকে যেন দংশ
 করিতে থাকে । তাই কোথায় খাদ্য লাভ করিবেন সেই উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে
 (বুদ্ধ দৃষ্টিতে) অবলোকন করিতে থাকেন । ঠিক এই দিনে যাহারা
 (তাঁহার ন্যায় প্রত্যেক বুদ্ধকে) দান করেন তাঁহারা সেনাপতিস্থান বা তদনু-
 রূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন । সেইজন্য তিনিও দিব্যচক্ষুর দ্বারা
 অবলোকন করিতে করিতে দেখিলেন—‘সমগ্র জম্বদ্বীপে দুর্ভিক্ষ উপন্ন
 হইয়াছে, শ্রেষ্ঠিগেহেও পাঁচজনের উপযোগী নালিকমাত্র তণ্ডুলের অন্ন পত্র
 হইয়াছে । ইহারা কতটা শ্রদ্ধাবান ? ইহারা আমার সংকার করিতে
 পারিবে কি ?’—দিব্যচক্ষুর দ্বারা তাঁহাদের সামর্থ্যভাব দেখিয়া পাণ্ডচীবর
 লইয়া মহাশ্রেষ্ঠির সম্মুখে দ্বারে দণ্ডায়মান অবস্থায় নিজেকে প্রদর্শন
 করিলেন । শ্রেষ্ঠি তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভাবিলেন—‘পদুবেও
 দান না দিবার ফলে এখন এইরূপ দুর্ভিক্ষ দেখিলাম । এই অন্ন আমাকে
 মাত্র একদিন রক্ষা করিবে । যদি আমি ইহা আৰ্হকে দান করি তাহা হইলে

কাস্‌ কম্পকোটীস্‌ মম হিতস্‌খাবহং ভবিষ্যতী'তি তং
ভক্তপাতিং অপনেহা পচেকবুদ্ধং উপসঙ্কমিহা পশুপতিট্-
ঠিতেন বন্দিহা গেহং পবেসেহা আসনে নিসিন্‌স পাদে
ধোবিহা স্‌বল্লপাদপীঠে ঠপেহা ভক্তপাতিমাদায় পচেক-
বুদ্ধস্‌ পত্তে ওঁকিরি । উপড্‌ঢাবসেসে ভত্তে পচেকবুদ্ধো
হথেন পত্তং পিদিহি । অথ নং 'ভন্তে, একায় ত'ডুলনালিয়া
পশুন্নং জনানং পক্কওদনস্‌ অয়ং একো কোট্‌ঠাসো, ইমং
দ্বিধা কাতুং ন সন্ধা, মা মঘ্‌হং ইধলোকে সঙ্গহং করোথ,
অহং নিরবসেসং দাতুকামোহী'তি বহা সৰ্বং ভক্তম-
দাসি । দ্বহা চ পন পথনং পট্‌ঠপেসি, 'মা, ভন্তে, প্‌দন
নিষ্‌ভনিবদন্তট্‌ঠানে এবরুপং ছাতকভয়ং অন্দসং, ইতো
পট্‌ঠায় সকল জম্বদীপবাসীনং বীজভত্তং দাতুং সমথো

*

*

*

ইহা আমার অনেক কম্পকোটী জন্মে হিতসুখের কারণ হইবে ।"—ইহা চিন্তা
করিয়া ভাতের থালা সরাইয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট উপস্থিত
হইয়া পশুপ্রতিষ্ঠিতের দ্বারা বন্দনা করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া
আসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহার পদধৌত করিয়া স্‌বর্ণপাদপীঠে প্রত্যেক
বুদ্ধের পদদ্বয় সংস্থাপিত করিয়া ভাতের থালা লইয়া আসিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের
পাত্রে সমস্তই প্রদান করিতেছিলেন । অর্ধেকমাত্র প্রদত্ত হইলে প্রত্যেকবুদ্ধ
হস্ত দ্বারা ভিক্ষাপাত্র ঢাকিয়া রাখিলেন । তখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিলেন—
'ভন্তে, একটিমাত্র নালির তন্ডুল পাঁচজনের জন্য রান্না করা হইয়াছে—ইহা
তাহার পাঁচভাগের একভাগ মাত্র । ইহাকে ত আর দুইভাগ করা যায় না ।
ভন্তে, আমি বর্তমান জন্মের জন্য আপনার অনুরূপ চাহি না । আমি ইহার
সমস্তটাই আপনাকে দান করিতে ইচ্ছুক' বলিয়া সমস্তটাই তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে
প্রদান করিলেন । প্রদান করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আমি যেন
ভবিষ্যৎ জন্ম-জন্মান্তরে এইরূপ দুর্ভিক্ষ না দেখি । ইহার পর হইতে আমি
যেন সকল জম্বদীপবাসীদের বীজধান দান করিতে সমর্থ হই । আমাকে

ভবেষ্যং, সহস্রেন কস্মং কহা জীবিকং ন কস্পেয্যং, অড্-
তেরস কোট্টসতানি সোধাপেহা সীসং ন্হায়িহা তেসং
দ্বারে নিসীদিহা উদ্ধং ওলোকিতক্খণেযেব মে রত্তসালিধারা
পতিহা সম্বকোট্টে প্দরেষ্যং । নিব্বত্তানিব্বত্তট্টানে চ
অয়মেব ভরিয়া, অয়মেব প্দত্তো, অয়মেব স্দাণিসা,
অয়মেব দাসো হোত্‌তি ।

ভরিয়াপিস্স ‘মম সান্নিকৈ জিঘচ্ছায় পীলিয়মানে ন সঙ্ক্কা
ময়া ভুঞ্জিতু’ন্তি চিন্তেহা অন্তনো কোট্টাসং পচ্চেকবুদ্ধস্স
দহা পথনং পট্টপেসি, ‘ভন্তে, ইদানি নিব্বত্তানিব্বত্তট্টানে
এবরুপং ছাতকভয়ং ন পস্সেয্যং, ভত্তথালিকং প্দরতো
কহা সকলজম্বদীপবাসীনং ভত্তং দেত্তিযাপি চ মে যাব ন
উট্টহিস্সামি, তাব গহিতগহিতট্টানং প্দরিতমেব হোতু ।
অয়মেব সান্নিকো, অয়মেব প্দত্তো, অয়মেব স্দাণিসা, অয়মেব
দাসো হোত্‌তি । প্দত্তোপিস্স অন্তনো কোট্টাসং পচ্চেক-

*

*

*

যেন নিজের হাতে কাজ করিয়া জীবিকা নিবাহি করিতে না হয় । সার্থ-
স্বয়াদশ শত কোষ্ঠাগার শোধন করাইয়া শীর্ষস্নাত হইয়া ঐ কোষ্ঠাগার
সমূহের দ্বারদেশে বসিয়া উর্দ্ধদিকে অবলোকন করা মাত্রই যেন রত্তবর্ণের
শালিধান্যের ধারা পতিত হইয়া সমস্ত কোষ্ঠাগার পরিপূর্ণ করে । জন্ম-
জন্মান্তরে যেন আমার এই ভাষা, এই পুত্র, এই পুত্রবধু এবং এই দাস
আমারই হইয়া থাকে ।

তাহার ভাষাও ‘আমার স্বামী ক্ষুধায় পীড়িত থাকা অবস্থায় আমি
ভোজন করিতে পারি না’ চিন্তা করিয়া নিজের ভাগ প্রত্যেক বুদ্ধকে দান
করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন—‘ভন্তে, আমি যেন ভবিষ্যৎ জন্ম-জন্মান্তরে
এইরূপ দর্ভিক্ষ না দেখি । ভাতের থালা পূর্ণ করিয়া সকল জম্বদীপ-
বাসীদের ভাত দিতে দিতে যতক্ষণ না আমি গাত্রোখান করি ততক্ষণ যেন
আমি যাহা স্পর্শ করিব তাহা যেন পরিপূর্ণ হইয়া যায় । আর এই স্বামী,
এই পুত্র, এই পুত্রবধু এবং এই দাস যেন আমারই থাকে ।’ পুত্রও নিজের

বুদ্ধস্স দত্তা পথনং পট্টপেসি, ‘ভস্কে, ইতো পট্টায়
এবরূপং ছাতকভয়ং ন পস্কেষ্যং, একণ্ড মে সহস্সর্থবিকং
গহেত্তা সকল জম্বদ্বীপবাসীনাং কহাপণং দেত্তম্মাপি অয়ং
সহস্সর্থবিকা পরিপদ্বাব হোতু, ইমেয়েব মাতাপিতরো
হোন্তু, অয়ং ভরিয়া, অয়ং দাসো হোতু’তি ।

সদ্বিগ্গসাপিস্স অন্তনো কোট্টাসং পচেকবুদ্ধস্স দত্তা পথনং
পট্টপেসি, ‘ইতো পট্টায় এবরূপং ছাতকভয়ং ন পস্কেষ্যং,
একণ্ড মে ধণ্ডপটকং পদুরতো ঠপেত্তা সকলজম্বদ্বীপ-
বাসীনাং বীজভত্তং দেত্তিয়াপি খীণভাবো মা পণ্ডপিয়াথ,
নিম্বত্তনিম্বত্তট্টানে ইমেয়েব সসুরা হোন্তু, অয়মেব
সামিকো, অয়মেব দাসো হোতু’তি । দাসোপি অন্তনো
কোট্টাসং পচেকবুদ্ধস্স দত্তা পথনং পট্টপেসি, ‘ইতো
পট্টায় এবরূপং ছাতকভয়ং ন পস্কেষ্যং, সবে ইমে

*

*

*

ভাগ প্রত্যেক বুদ্ধকে দান করিয়া প্রার্থনা করিল—‘ভস্কে, আমি যেন এইরূপ
দর্ভিক্ষ ভবিষ্যতে আর না দেখি । সহস্রকার্যপণ যুক্ত থলিকা লইয়া সকল
জম্বদ্বীপবাসীদের কার্যপণ বিতরণ করিয়াও যেন আমার থলিকা পরিপূর্ণই
থাকে । আর এই মাতা-পিতা, এই ভাষা এবং এই দাস যেন আমারই থাকে
(জন্ম-জন্মান্তরে) ।’

পুত্রবধুও নিজের অংশ প্রত্যেক বুদ্ধকে দান করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন
—‘ভস্কে, আমি যেন ভবিষ্যতে আর এইরূপ দর্ভিক্ষ না দেখি । একটি
মাত্র ধান্যপেটিকা সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত জম্বদ্বীপবাসীদের বীজধান দিয়াও
যেন নিঃশেষ না হয়, এবং জন্ম-জন্মান্তরে যেন ইহারা আমার শ্বশুর-
শাশুড়ী হন, এই স্বামীই যেন আমার স্বামী থাকেন এবং এই দাসই যেন
আমার দাস থাকে ।’ দাসও নিজের অংশ প্রত্যেকবুদ্ধকে দান করিয়া এইরূপ
প্রার্থনা করিল—‘ভস্কে, আমি যেন আর এইরূপ দর্ভিক্ষ না দেখি । ইহারা
যেন (জন্ম-জন্মান্তরে) আমার প্রভু থাকেন, আর চাষ করার সময় প্রতিবারেই

সামিকা হোন্তু, কসন্তুস চ মে ইতো তিস্সো, এত্তো তিস্সো,
মম্বে একাতি দারুঅম্বণমত্তা সন্ত সন্ত সীতায়ো গচ্ছন্তু”তি ।
সো তং দিবসং সেনাপতিট্ঠানং পথেত্ত্বা লঙ্কং সমথোপি
সামিকেসু সিনেহেন ‘ইমেয়েব মে সামিকা হোন্তু”তি
পথনং পট্ঠপেসি । পচেকবুদ্ধো সবেবসম্পি বচনাবসানে
‘এবং হোতু”তি বত্তা—

‘ইচ্ছিতং পথিতং তুয়ং, থিম্পমেব সমিস্সাতু ।

সবে পদরেন্তু সঙ্কম্পা, চন্দো পন্নরসো যথা ॥

ইচ্ছিতং পথিতং তুয়ং, থিম্পমেব সমিস্সাতু ।

সবে পদরেন্তু সঙ্কম্পা, মণি জোতিরসো যথা”তি ॥—

পচেকবুদ্ধগাথাহি অনন্মোদনং কত্ত্বা ‘ময়া ইমেসং চিত্তং
পসাদেতুং বটুতী”তি চিন্তেত্ত্বা ‘যাব গন্ধমাদনপম্বতা ইমে মং

*

*

*

একদিকে তিন অপরদিকে তিন এবং মধ্যে এক—এইভাবে দারু-অম্বণমাত্রের
(=চারি একর জমি) সন্ত সন্ত সীতার সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ ঐ পরিমাণ জমি
কর্ষিত হয় প্রতিবারে)।’ সে সেই দিনই ইচ্ছা করিলে সেনাপতিপদে
অধিষ্ঠিত হইতে পারিত (ঐ দানের প্রভাবে) কিন্তু প্রভুদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ
সে প্রার্থনা করিল—‘আমার প্রভুরাই এই সকল পদে অধিষ্ঠিত হউন ।’
প্রত্যেক বুদ্ধ সকলেরই বস্ত্রব্যের শেষে ‘বেশ তাহাই হউক’ বলিয়া দুইটি গাথা
ভাষণ করিলেন—

‘তোমাদের প্রার্থনা শীঘ্রই পূর্ণ হউক ।

পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তোমাদের সকল সঙ্কম্প পূর্ণ হউক ।

‘তোমাদের প্রার্থনা শীঘ্রই পূর্ণ হউক । জ্যোতিষ্মান্ মণির ন্যায়
তোমাদের সকল সঙ্কম্প পূর্ণ হউক ।’

গাথাদ্বয়ের দ্বারা অনন্মোদন করিরা প্রত্যেকবুদ্ধ ‘আমার উচিত ইহাদের
চিত্ত প্রসন্ন করা’ ইহা ভাবিয়া ‘আমি গন্ধমাদন পর্বতে না পৌঁছা পর্যন্ত

পম্পস্তু'তি অধিট্ঠহিহা পক্কামি । তেপি ওলোকেহাব
অট্ঠংসু । সো গম্বা তং ভত্তং পণ্ণহি পচ্চেকবুদ্ধসতেহি
সন্ধিং সংবিভজি । তং তম্মানুভাবেন সম্বেসম্পি পহোতি ।
তে ওলোকেস্তায়েব অট্ঠংসু ।

অতিক্রান্তে পন মম্বাহিকে সেট্ঠিভরিয়া উক্খলিং ধোবিহা
পিদাহিহা ঠপেসি । সেট্ঠিপি জিঘচ্ছায় পীলিতো নিপ-
জ্জিহা নিন্দং ওক্কমি । সো সাযন্হে পবুজ্জিহা ভরিয়ং আহ
—‘ভদ্রে, অতিবিয় ছাতোম্হি, অথি নু খো উক্খলিয়া
তলে ঝামকসিথানী’তি । সা ধোবিহা উক্খলিয়া ঠপিতভাবং
জানন্তীপি ‘নথী’তি অবহা ‘উক্খলিং বিবরিহা আচিক্-
খিস্সামী’তি উট্ঠায় উক্খলিমূলং গম্বা উক্খলিং
বিবরি, তাবদেব সুমনমকুলসদিসবল্লস ভত্তস পুরা উক্-
খলি পিধানং উক্খপিহা অট্ঠাসি । সা তং দিম্বাব

*

*

*

ইহারা আমাকে দর্শন করুক’ এই অধিষ্ঠান করিয়া চলিয়া গেলেন । তাহারা
সকলেই তাঁহার গমনমার্গের দিকে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ।
প্রত্যেকবুদ্ধ যাইয়া ঐ অন্ন পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধের সহিত ভাগ করিয়া
গ্রহণ করিলেন । তাঁহার প্রভাবে ঐ অন্ন সকলেই লাভ করিয়াছিলেন ।
তাঁহারা তাঁহার গমন পথে তাকাইরা রহিলেন ।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইলে শ্রেষ্ঠিভাষা ভাতের হাঁড়ি ধুইয়া ঢাকিয়া রাখিয়া
দিলেন । শ্রেষ্ঠিও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া শুইয়া নির্দ্রিত হইলেন । তিনি
সায়াক্ষে ঘুম হইতে উঠিয়া ভাষাকে বলিলেন—‘ভদ্রে, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত,
ভাতের হাঁড়ির তলায় পুড়িয়া যাওয়া কিছ্র ভাত লাগিয়া আছে কিনা দেখ ।’
ভাষা ভাতের হাঁড়ি ধুইয়া রাখিয়াছেন জানা সত্ত্বেও ‘নাই’ না বলিয়া
‘হাঁড়ির মূখ খুলিয়া বলিব’ বলিয়া উঠিয়া হাঁড়ির নিকট যাইয়া হাঁড়ির মূখ
খুলিলেন । তৎক্ষণাৎ দেখা গেল সুমনপুরুষের মকুলসদৃশ বর্ণসম্পন্ন
ভাত হাঁড়ির ঢাকা উপচাইয়া পড়িতেছে । তিনি তাহা দেখিয়া আনন্দে

পীতিয়া ফট্টসরীরা সেট্ঠিং আহ—‘উট্ঠেহি, সামি, অহং উক্খলিং ধোবিহা পিদাহং, সা পন সন্মনমকুলসাদিস-বল্লস্স ভত্তস্স পদ্বারা, পদ্বাণ্ণানি নাম কত্তব্বরুপানি, দানং নাম কত্তব্বদত্তকং । উট্ঠেহি, সামি, ভুজ্জস্সদ্বীতি । সা দ্বিন্নং পিতাপদ্ভানং ভত্তং অদাসি । তেসদ্ব সদ্দ্বা উট্ঠিতেসদ্ব সদ্দ্বাণিসায় সদ্ধিং নিসীদিহা ভুজ্জিহা পদ্দস্স ভত্তং অদাসি । গহিতগহিতট্ঠানং ন খীয়তি, কটচ্ছদ্বনা সাকিং গহিতট্ঠানমেব পণ্ণাণীয়তি । তং দিবসমেব কোট্ঠাদয়ো পদ্বেষে পদ্বিরতিনিয়ামেনেব পদ্বন পদ্বরিয়সদ্ব । ‘সেট্ঠিস্স গেহে ভত্তং উস্পন্নং, বীজভত্তেহি অথিকা আগন্না গ্গহত্তদ্বীতি নগরে ঘোষনং কারেসি । মনদ্বস্সা তস্স গেহতো বীজভত্তং গগ্গহিংসদ্ব । সকলজম্বদ্বীপবাসিনো তং নিস্সায় জীবিতং লভিস্সয়েব ।

*

*

*

রোমাণ্ডিত কায়ে শ্রেষ্ঠিকে বলিলেন—‘স্বামিন্, উঠুন, দেখুন আমি ভাতের হাঁড়ি ধুইয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা সন্মনপদ্বপের মকুলসদৃশ বর্ণের ভাতের দ্বারা হাঁড়ি পূর্ণ হইয়াছে । পদ্ব্যকর্ম বিফলে যায় না । দানকর্মও বিফলে যায় না । স্বামিন্, উঠুন, ভাত খান ।’ তিনি পিতাপদ্ভ উভয়কে ভাত খাইতে দিলেন । আহারান্তে তাহারা উঠিলে তিনি স্বয়ং পদ্ভবধূকে লইয়া খাইলেন এবং পদ্ব্যকেও ভাত খাইতে দিলেন । এত ভাত পাত্র হইতে গ্রহণ করিলেও পাত্র বিন্দুমাত্রও খালি হয় নাই, মনে হইতেছে যেন চামচ দ্বারা একবার মাত্র ভাত লওয়া হইয়াছে । সেইদিনই সমস্ত শস্যাগার (= ধানের গোলা) পদ্ব্যের ন্যায় পরিপূর্ণ হইল । নগরে ঘোষণা করা হইল—‘শ্রেষ্ঠের গৃহে ধান্য পাওয়া যাইতেছে, বাহাদের বীজধানের প্রয়োজন তাহারা আসিয়া লইয়া যাক ।’ মনদ্ব্যগণ তাঁহার গৃহ হইতে বীজধান গ্রহণ করিল । সকল জম্বদ্বীপবাসী তাঁহারই কারণে প্রাণরক্ষা পাইল ।

সো ততো চুতো দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা দেবমনুস্বেসু সংস-
রন্তো ইমস্মিৎ বুদ্ধপ্পাদে ভন্দিয়নগরে সেট্ঠিকুলে
নিব্বত্তি। ভরিয়াপিস্স মহাভোগকুলে নিব্বত্তিত্বা বয়ম্পত্তা
তস্সেব গেহং অগমাসি। তস্স তং পদ্ববকস্মং নিস্সায়
পচ্ছাগেহে পদ্ব্বে বদন্তম্পকারা মেডকা উট্ঠহিংসু।
পদ্বত্তোপি নেসং পদ্বত্তোব, সুণিসা সুণিসাব, দাসো দাসোব
অহোসি। অথেকদিবসং সেট্ঠি অন্তনো পদ্ব্বেং বীমং-
সিতুকামো অড্ঢতেরসানি কোট্ঠসতানি সোধাপেত্বা সীসং
নহাতো দ্বারে নিসীদিত্বা উদ্ধং ওলোকেসি। সন্ধানিপি
বদন্তম্পকারানং রত্তসালীনং পদ্বয়িংসু। সো সেসানম্পি
পদ্ব্বেং এণানি বীমংসিতুকামো ভরিয়ণ্ড পদ্বত্তাদয়ো চ
‘তুম্হাকম্পি পদ্ব্বেং এণানি বীমংসিস্সথা’তি আহ।

অথস্স ভরিয়া সন্ধানলঙ্কারেহি অলঙ্কারিত্বা মহাজনস্স

*

*

*

শ্রেষ্ঠি তথা হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং
দেবলোক-মনুষ্যলোকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া বর্তমান বুদ্ধের উৎপত্তি-
কালে ভন্দিয়নগরে শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভাষাও মহাভোগ-
সম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে (তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে
আবদ্ধ হইয়া) তাঁহার গৃহেই ষাইলেন। তাঁহার পূর্ব সৎকৃতির কারণে
তাঁহার গৃহের পশ্চাতে (পূর্বে বর্ণিত প্রকারে) মেন্ডকসমূহ উৎখত হইল।
পূর্বজন্মের পুত্র, পুত্রবধু ও দাস এইজন্মেও তাঁহার নিকট আসিল।
একদিন শ্রেষ্ঠি তাঁহার পুণ্যকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সাধারণ্যোদশ
শত শস্যাগার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া, স্বয়ং স্নান করিয়া গৃহদ্বারে
উপবেশন করিয়া উদ্বেদ অবলোকন করিলেন। পূর্বোক্ত প্রকারে সমস্ত
শস্যাগার রক্তবর্ণের শালিধান্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি অন্যান্যদের পুণ্য-
ফল পরীক্ষা করার জন্যও ভাষা এবং পুত্রাদিকে বলিলেন—‘তোমরাও
তোমাদের পুণ্যফল পরীক্ষা কর।’

তাঁহার ভাষাও সবালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া জনতার সম্মুখেই সামান্য

পস্সন্তস্সেব ত'ডুলে মিনাপেহা তেহি ভত্তং পচাপেহা দ্বার-
কোট্টকে পঞ্ঞত্তাসনে নিসীদিহা সুবল্লকটচ্ছুং আদায়
'ভন্তেন অথিকা আগচ্ছন্ত'তি ঘোসাপেহা আগতাগতানং
উপনীতভাজনানি পুরেহা অদাসি। সকলদিবসম্পি
দেন্তিয়া কটচ্ছুনা গহিতট্টানমেব পঞ্ঞয়তি। তস্সা
পন পুরিমবুদ্ধানম্পি ভিক্ষুসঙ্ঘস্স বামহথেন উক্খলিং
দক্খিণহথেন কটচ্ছুং গহেহা এবমেব পত্তে পুরেহা ভত্তস্স
দিনত্তা বামহথতলং পুরেহা পদুমলক্খণং নিব্বত্তি,
দক্খিণহথতলং পুরেহা চন্দলক্খণং নিব্বত্তি। যস্মা
পন বামহথতো ধম্মকরণং আদায় ভিক্ষুসঙ্ঘস্স উদকং
পরিম্সাবেহা দদমানা অপরাপরং বিচারি, তেনস্সা
দক্খিণপাদতলং পুরেহা চন্দলক্খণং নিব্বত্তি, বাম-
পদতলং পুরেহা পদুমলক্খণং নিব্বত্তি। তস্সা ইমিনা
কারণেন চন্দপদুমাতি নামং করিৎসু।

*

*

*

ত'ডুল মাপিয়া লইয়া ভাত রান্না করিয়া দ্বারকোট্টকে উপযুক্ত আসনে বসিয়া
সোনার চামচ লইয়া 'বাহাদের ভাতের প্রয়োজন তাহারা আসিয়া ভাত লইয়া
যাক' বলিয়া ঘোষণা করাইয়া আগতাগত সকলের পাত্র পূর্ণ করিয়া ভাত
প্রদান করিলেন। এইভাবে সারাদিন দিলেও মনে হইল যেন এক চামচ মাত্র
ভাত লওয়া হইয়াছে। তিনি পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের উৎপত্তিকালে ভিক্ষু-
সঙ্ঘকে বামহস্তে ভাতের পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে চামচ লইয়া সকলের পাত্র পূর্ণ
করিয়া অন্নদানের ফলে তাঁহার বামহস্ততলের সর্বত্র পশ্মাচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে
এবং দক্ষিণহস্ততলের সর্বত্র চন্দ্রচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু বামহস্তে ধর্ম-
করুণ্ডক লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে জল ছাঁকিয়া দিতে দিতে বিচরণ করিয়া-
ছিলেন, তজ্জ্বতু তাঁহার দক্ষিণ পাদতলের সর্বত্র চন্দ্রচিহ্ন এবং বামপাদতলের
সর্বত্র পশ্মাচিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল
চন্দপদুমা।

পদস্তোপিপ্সসীসং ন্‌হাতো সহস্সথবিকং আদায় 'কহাপণেহি
অথিকা আগচ্ছন্তু'তি বহ্বা আগতাগতানং গহিতভাজনানি
পদ্রেহ্বা অদাসি । থবিকায় কহাপণসহস্সং অহোসিষেব ।
সদৃগিসাপিপ্সস সব্বালঙ্কারেহি অলঙ্করিত্বা বীহিপিটকং
আদায় আকাসঙ্গণে নিসিন্না 'বীজভন্তেহি অথিকা আগচ্ছ-
ন্তু'তি বহ্বা আগতাগতানং গহিতভাজনানি পদ্রেহ্বা
অদাসি । পিটকং যথাপদুরিতমেব অহোসি । দাসোপিপ্সস
সব্বালঙ্কারেহি অলঙ্করিত্বা সদ্বল্লয়দুগেসদু সদ্বল্লযোত্তেহি
গোণে যোজেষ্বা সদ্বল্লপতোদয়ট্ঠিৎ আদায় দ্বিনং গোণানং
গন্ধপণ্ডঙ্গুলিকানি দহ্বা বিসাগেসদু সদ্বল্লকোসকে পটিমদুগিৎ
খেত্তং গন্ত্বা পাজেসি । ইতো তিস্সো, এত্তো তিস্সো, মস্সে
একতি সত্ত সীতা ভিজ্জিহ্বা অগমংসদু । জম্বদুদীপবাসিনো
ভত্তবীজহিরণ্ণসদ্বল্লাদীসদু যথারুচিৎ, সেট্ঠিগেহ-
তোয়েব গণ্‌হিংসদু । ইমে পণ্ড মহাপদুণ্‌ঞা ।

*

*

*

তাঁহার পুত্রও স্নান করিয়া সহস্র কাষাপণের থলিকা লইয়া 'যাহাদের
কাষাপণের প্রয়োজন তাহারা আসুক' বলিয়া (ঘোষণা করিয়া) আগতাগত
সকলকে পাত্র পূর্ণ করিয়া কাষাপণ প্রদান করিলেন । কিন্তু থলিকাতে এক
সহস্র কাষাপণই থাকিয়া গেল । পুত্রবধুও সব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া
ধানের পেটিকা লইয়া উন্মদুস্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া 'যাহাদের বীজধানের প্রয়োজন
তাঁহারা আসুন' বলিয়া আগতাগতগণের পাত্র পূর্ণ করিয়া ধান দিলেন ।
কিন্তু ধানের পেটিকা পূর্ববৎ পূর্ণই থাকিয়া গেল । (পূর্ণ) দাসও
সব্বালঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃত করিয়া সুবর্ণ লাঙ্গলে এবং সুবর্ণ জোয়ালে
গোদ্বয় যোজনা করিয়া সুবর্ণ ঘটি লইয়া গোদ্বয়ের শরীরে সুগন্ধময়
পণ্ডঙ্গলিক চিহ্ন লাগাইয়া, ইহাদের শৃঙ্গে সুবর্ণময় ঝালর ঝুলাইয়া ক্ষেতে
যাইয়া লাঙ্গল চালাইতে লাগিল । লাঙ্গল উভয়দিকে তিন তিন করিয়া ছয়
এবং মধ্যে এক—এইভাবে সপ্ত সীতা ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল । জম্বদু-
দীপবাসীরা ভাত, বীজধান, হিরণ্যসুবর্ণ যথেষ্টভাবে শ্রোষ্ঠিগৃহ হইতে লইয়া
আসিল । ইহারাই হইলেন পণ্ড মহাপদুণ্যবান ব্যক্তি ।

এবং মহানুভাবো সেট্‌টি ‘সখা কির আগতো’তি সদ্‌হা
 ‘সখদ্‌ পচ্ছদ্‌গমনং করিস্সামী’তি নিক্‌খমন্তো অন্তরামগ্গে
 তিথিয়ে দিস্সা তেহি ‘কস্সা তং, গহপতি, কিরিয়বাদো
 সমানো অকিরিয়বাদস্স সমগস্স গোতমস্স সন্তিকং গচ্ছ-
 সী’তি নিবারিয়মানোপি তেসং বচনং অনাদিয়িত্তা গম্ভা
 সথারং বন্দিহা একমন্তং নিসীদি । অথস্স সখা অনদ্‌পদ্‌বিং
 কথং কথোঁসি । সো দেসনাবসানে সোতাপত্তিফলং পদ্‌হা সখদ্‌
 তিথিয়েহি অবল্লং বত্তা অন্তনো নিবারিতভাবং আরো-
 চেসি । অথ নং সখা, ‘গহপতি, ইমে সত্তা নাম মহত্তম্পি
 অন্তনো দোসং ন পস্সন্তি, অবিজ্জমানম্পি পরেসং দোসং
 বিজ্জমানং কত্তা তথ তথ ভুসং বিয় ওপদ্‌নন্তী’তি বদ্‌হা ইমং
 গাথমাহ—

*

*

*

এইরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ‘শাস্তা আসিয়াছেন’ শূন্য ‘শাস্তার
 প্রত্যুদ্‌গমন করিব’ বলিয়া নিষ্কান্ত হইয়া পৃথিবীতে তীর্থকগণ তাঁহাকে ‘হে
 গহপতি, আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কেন অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গোতমের
 নিকট যাইতেছেন?’—এইভাবে নিবারিত হইয়াও তাঁহাদের কথায় আমল
 না দিয়া যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপাশে উপবেশন করিলেন । শাস্তা
 তখন আনুপূর্বিকভাবে (অর্থাৎ দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা ইত্যাদি)
 ধর্মদেশনা করিলেন । দেশনাবসানে তিনি সোতাপত্তিফল লাভ করিয়া
 শাস্তাকে জানাইলেন কিভাবে তীর্থকগণ শাস্তার দূরনির্দেশ গাহিয়া তাঁহাকে
 নিবারিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন । শাস্তা তখন তাঁহাকে বলিলেন—‘হে
 গহপতি, এই সত্ত্বগণ নিজেদের অনেক দোষ থাকিলেও তাহা দেখেন না,
 লোকে যেমন বাতাসে শস্যের ভূষি উড়াইয়া দেয়, তেমনি অন্যের দোষ না
 থাকিলেও মিথ্যা তাহা প্রচার করিয়া থাকেন’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা
 ভাষণ করিলেন—

‘সুদদসং বজ্জং এ'হি সো পু'ন্যং, অন্তনো পন দদ'দসং ।

পরেসং এ'হি সো বজ্জানি, ওপদ'ন্যতি যথা ভুসং । ।

অন্তনো পন ছাদেতি, কলিংব কিতবা সঠো'তি ॥ ২৫২ ॥

তথ ‘সুদদসং বজ্জং’স্তি পরসং অণুদত্তম্পি বজ্জং খলিতং
সুদদসং সুদথেনেব পসিসতুং সন্ধা, অন্তনো পন অতিমহন্তম্পি
দদ'দসং । ‘পরেসং হীতি’ তেনেব কারণেন সো পদ'পলো
সঙ্ঘমম্বাদীসু পরেসং বজ্জানি উচ্চট্টানে ঠপেহা ভুসং
ওপদ'নন্তো বিয় ওপদ'ন্যতি । ‘কলিংব কিতবা সঠো'তি এথ
সকুণেসু অপরম্বন ভাবেন অন্তভাবো কলি নাম, সাখভঙ্গা-
দিকং পটিচ্ছাদনং কিতবা নাম, সাকুণিকো সঠো নাম । যথা
সকুণল'দকো সকুণে গহেহা মারেতুকামো কিতবা বিয়

*

*

*

‘অপরের দোষ সহজেই দৃষ্ট হয়, নিজের দোষ দেখা কঠিন । মানুষ
যেমন করিয়া বাতাসে শস্যের ভূষি উড়াইয়া দেয়, তেমনিভাবে (মিথ্যা)
পরের দোষ প্রচার করিয়া থাকে । আর ধূর্ত ব্যাধের আত্মগোপনের ন্যায়
মানুষ স্বীয় দোষ গোপন করিয়া থাকে ।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ২৫২ ।

অর্থ : ‘সুদদসং বজ্জং’ অন্যের সামান্যমাত্রও দৃষ্ট (বাহ্য দেখা
যায় না) দোষকে সহজেই দর্শন করিয়া থাকে, নিজের দোষ (বা অপরাধ)
যত বড়ই হউক না কেন তাহা দেখিতে পায় না । ‘পরেসং হি’ সে কারণে
সেই ব্যক্তি সঙ্ঘমধ্যে (অর্থাৎ বহুলোকের সমাবেশে) অন্যের দোষকে বড়
করিয়া তুষ উড়ানোর ন্যায় প্রচার করিয়া থাকে । ‘কলিংব কিতবা সঠো’
বিহঙ্গাদিকে মারিবার জন্য যে চেষ্টা তাহা হইতেছে ‘কলি’ (—দোষ),
শাখাদি ভগ্ন করিয়া তদ্বারা যে আত্মগোপন তাহা হইতেছে ‘কিতবা’ (—শঠ)
ব্যাধ হইতেছে শঠ । যেমন পক্ষী শিকারকারী ব্যাধ পক্ষীদের ধরিয়া

অন্তভাবং পটিচ্ছাদেতি, এবং অন্তনো বজ্জং ছাদেতীতি
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুদীতি ।

মেণ্ডকসেট্ঠিবথু দসমং ।

*

*

*

মারিবার ইচ্ছায় নিজেকে শঠের ন্যায় গোপন করে তদ্রূপ নিজের দোষকে
গোপন করে ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ মেণ্ডক শ্রেষ্ঠির উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



উজ্জ্বানসঙ্গ্ৰহীথেরবন্ধু । ১১।

‘পরবজ্ঞানদুপসিস্সা’তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো উজ্জ্বানসঙ্গ্ৰহীত্বে নাম একং থেরং আরব্ভ কথেসি ।
সো কির ‘অয়ং এবং নিবাসেতি, এবং পারদপতী’তি ভিক্-
খুনং অন্তরমেব গবেসন্তো বিচরতি । ভিক্খু ‘অসদুকো
নাম, ভন্তে, থেরো এবং করোতী’তি সখদু আরোচেসদুং ।
সথা, ‘ভিক্খবে, বত্তসীসে ঠত্থা এবং ওবদন্তো অননদুপ-
বাদো । যো পন নিচ্চং উজ্জ্বানসঙ্গ্ৰহীত্বেতায় পরেসং অন্তরং
পরিয়েসমানো এবং বত্তা বিচরতি, তস্স ঝানাদীসদু একোপি
বিসেসো নদুপপজ্জতি, কেবলং আসবায়েব বড্ঢন্তী’তি বত্তা
ইমং গাথমাহ—

উজ্জ্বানসঙ্গ্ৰহী স্থবিরের উপাখ্যান । ১১ ।

‘পরের ছিদ্রাবেষণকারী’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে
উজ্জ্বানসঙ্গ্ৰহী নামক স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এই ভিক্ষু নাকি অন্য ভিক্ষুদের দোষ অবেষণ করিয়া বেড়াইতেন ।
যেমন ‘এই ভিক্ষু এইভাবে অস্তবাস পরিধান করে, ঐ ভিক্ষু এইভাবে বহিবাস
(উত্তরাসঙ্গ) পরিধান কয়ে……ইত্যাদি ।’ ভিক্ষুরা শাস্ত্রকে এইরূপ
জানাইলেন—‘ভন্তে, ঐ ভিক্ষু এইরূপ করিয়া থাকে ।’ শাস্ত্র বলিলেন—
‘হে ভিক্ষুগণ, ঋতব্যের খাতিরে যদি কেহ এইরূপ বলিয়া থাকে তাহা
অপরাধ নহে, কিন্তু যদি কেহ নিত্যই অন্যদের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং
প্রকাশ্যে তাহা বলিয়া থাকে, তাহার ধ্যানাদি কোন বিশেষ সমাপত্তি লাভ হয়
না । কেবলমাত্র আশ্রয়বসম্ভূত তাহার মধ্যে বৃদ্ধি পায়’—ইহা বলিয়া শাস্ত্র
এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘পরবজ্জানুপমিস্সস, নিচ্চং উম্মানসঞ্জ্ঞেনো ।

আসবা তস্স বড্ঢন্তি, আরা সো আসবক্খয়া’তি । ২৫৩।

তথ ‘উম্মানসঞ্জ্ঞেনোতি’ এবং নিবাসেতস্বং এবং পারদুপিত-
স্বন্তি পরেসং অন্তরগবেসিতায় উম্মানবহুলস্স পুঙ্গ-
লস্স ঝানাদীসু একধম্মোপি ন বড্ঢতি, অথ থো আসবাব
তস্স বড্ঢন্তি । তেনেব কারণেন সো অরহন্তমঙ্গসংখাতা
আসবক্খয়া আরা দুরং গতৌব হোতীতি ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

। উম্মানসঞ্জ্ঞেথেরবথু একাদসমং ।

*

*

*

‘যে সর্বদা পরের ছিদ্রান্বেষণ ও অপরকে ভৎসনা করে, তাহার দোষসমূহ
(—আশ্রব) বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে আশ্রবক্ষয় হইতে দূরবর্তী হয় ।’

—ধম্মপদ, গ্লোক ২৫৩ ।

অম্বয় : ‘উম্মানসঞ্জ্ঞেনো’ ‘এইভাবে অন্তর্বাস পরিধান করিতে হইবে,
এইভাবে বহির্বাস পরিধান করিতে হইবে’—এইপ্রকারে সর্বদা অন্যের দোষ-
দর্শনকারী ব্যক্তির ধ্যানাদি কোন সমাপত্তি বৃদ্ধি পায় না, অধিকন্তু আশ্রব-
সমূহই তাহার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । সেই কারণে তাদৃশ ব্যক্তি অহংমার্গ
নামক আশ্রবক্ষয় হইতে অনেক দূরেই থাকিয়া যায় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ উম্মানসঞ্জ্ঞে স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



সুভদ্রাপরিব্রাজকবধু । ১২ ।

‘আকাসেতি’ ইদং ধম্মদেসনং সথা কুসিনারায়ং উপবত্তনে
মল্লানং সালবনে পরিনিব্বানমণ্ডকে নিপন্নো সুভদ্রং পরি-
ব্রাজকং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির অতীতে কনিট্ঠভাতরি একস্মিং সস্সে নবক্-
খত্তং অঙ্গদানং দেন্তে দানং দাতুং অনিচ্ছন্তো ওসক্কিহা
অবসানে অদাসি । তস্মা পঠমবোধিয়ম্পি মণ্ডিমবোধি-
য়ম্পি সথারং দট্ঠং নালথ । পচ্ছিমবোধিয়ং পন সথদু
পরিনিব্বানকালে ‘অহং তীসদু পঞ্‌হেসদু অন্তনো কথং
মহল্লকে পরিব্রাজকে পদচ্ছিহা সমগং গোতমং ‘দহরো’তি
সঞ্‌ঞায় ন পদচ্ছিং, তস্স চ দানি পরিনিব্বানকালো, পচ্ছা
মে সমগস্স গোতমস্স অপদচ্ছিতকারণা বিম্পটিসারো

*

*

*

সুভদ্র পরিব্রাজকের উগাখ্যান । ১২ ।

‘আকাশে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা কুশীনগরের নিকট মল্লদের শালবনে
পরিনিব্বানমণ্ডে শায়িত থাকাকালীন সময়ে সুভদ্র পরিব্রাজককে উদ্দেশ্য
করিয়া বলিয়াছিলেন ।

অতীতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাকি যখন নূতন ফসল ঘরে আসিত তিনি
নয়বার (ভিক্ষুসংঘকে) দান দিতেন, কিন্তু তিনি কখনও দান দিতে ইচ্ছুক
হন নাই ; শেষের দিকে অবশ্য দান দিয়াছেন । তাই তিনি বুদ্ধের বোধি
লাভের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি সময়ে শাস্তাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন
নাই । বোধিলাভের শেষ সময়ে অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনিব্বানকালে ‘আমার
তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা ছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পরিব্রাজকদের জিজ্ঞাসা করি-
য়াছি, শ্রমণ গোতম ‘ছেলেমানুষ’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই । এখন তাঁহার
পরিনিব্বানকাল উপস্থিত, পাছে শ্রমণ গোতমকে জিজ্ঞাসা না করিতে পারায়

উপপ্জ্জিয়া’তি সখারং উপসঙ্কমিত্বা আনন্দথেরেন
নিবারিয়মানো’পি সখারা ওকাসং কত্ত্বা, ‘আনন্দ, মা সুভদ্রং
নিবারয়ি, পদচ্ছতু মং পঞ’হ’ন্তি বদন্তে অন্তোসাণিং পবি-
সিত্বা হেট্ঠামণ্ডকে নিসিন্নো, ‘ভো সমণ, কিং নু খো
আকাসে পদং নাম অথি, ইতো বহিদ্ধা সমণো নাম অথি,
সখারা সস্সতা নাম অথী’তি ইমে পঞ’হে পদচ্ছি । অথস্স
সখা তেসং অভাবং আচিক্খন্তো ইমাহি গাথাহি ধম্মং
দেসেসি—

‘আকাসেব পদং নথি, সমণো নথি বাহিরে ।

পপণ্ণাভিরতা পজা, নিম্পপণ্ণা তথাগতা ॥ ২৫৪ ॥

‘আকাসেব পদং নথি, সমণো নথি বাহিরে ।

সখারা সস্সতা নথি, নথি বুদ্ধাননিম্জিত’ন্তি ॥ ২৫৫ ॥

তথ ‘পদন্তি’ ইমস্মিং আকাসে ব্লগসট্ঠানবসেন এবরুপন্তি
পঞ’ঞাপেতস্বং কস্সচি পদং নাম নথি । ‘বাহিরেতি’ মম

*

*

*

পরে আমাকে অনুতাপ করিতে হইবে’ চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত
হইলেন এবং আনন্দ বারণ করা সত্ত্বেও শাস্তার অনুমতি লাভ করিলেন—
‘আনন্দ, সুভদ্রকে বারণ করিওনা । তিনি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন ।’
সুভদ্র পদার অভ্যস্তরে যাইয়া বুদ্ধের পরিনিবাণমণ্ডের নীচে বসিয়া তিনটি
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে গৌতম, আকাশে পদ নাই, আৰ্যমার্গের বহির্ভূত
শ্রমণ (—আৰ্যপ্রাবক) নাই এবং সংস্কারসমূহ শাস্বত নহে ।’ অনন্তর
শাস্তা ঐ তিনটি বিষয়ের অভাবের কথা জানিয়া এই দুইটি গাথার দ্বারা
ধর্মদেশনা করিলেন—

‘আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আৰ্যমার্গের বহির্ভূত শ্রমণ নাই ।
জনগণ (ভৃক্ষাদি) প্রপঞ্চে নিরত, কিন্তু তথাগত নিম্প্রপঞ্চে হইয়াছেন ।

‘আকাশে যেমন পদচিহ্ন নাই, তদ্রূপ আৰ্যমার্গের বহির্ভূত শ্রমণ নাই ।
সংস্কারসমূহ শাস্বত নহে এবং বুদ্ধগণ নিয়তই অবিচলিত থাকেন ।’

—ধম্মপদ, স্কন্ধ ২৫৪—২৫৫ ।

অন্বয় : ‘পদং’ এই আকাশে বর্ণসংস্থানবশে ‘ইহা এইরূপ’ বলিবার
মত কোন পদ নাই, স্থান নাই । ‘বাহিরে’ আমার শাসনের বাহিরে মার্গ-

সাসনতো বহিদ্ধা মঙ্গফলট্টো সমণো নাম নথি ।
 ‘পজ্জাতি’ অয়ং সত্তলোকসংখাতা পজ্জা তণ্হাদীসু
 পপণ্ডেসুযেবাভিরুতা । ‘নিপ্পপণ্ডাতি’ বোধিমূলেয়েব
 সম্বপপণ্ডানং সমুচ্ছিন্নত্তা নিপ্পপণ্ডা তথাগতা । ‘সংখা-
 রাত্তি’ পণ্ডক্খন্ধা । তেসু হি একোপি সস্সতো নাম
 নথি । ‘ইঞ্জিতন্তি’ বুদ্ধানং পন তণ্হামানাদীসু ইঞ্জিতেসু
 যেন সংখারা সস্সতাত্তি গণহেয্য, তং একং ইঞ্জিতম্পি নাম
 নথীতি অথো ।

দেসনাবসানে সুভদ্দো অনাগামিফলে পতিট্টহি, সম্পত্ত-
 পরিসারপি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

সুভদ্দপরিব্রাজকবথু দ্বাদসমং ।

মলবগ্গবগ্গনা নিট্ঠিতা ।

অট্ঠারসমো বগ্গো ।

ফলস্থ শ্রমণ নাই । ‘পজ্জা’ এই যে সত্তলোকনামক প্রজা (সাধারণ লোকেরা)
 তৃষ্ণাদি প্রপঞ্চসমূহেই অভিরত থাকে । ‘নিপ্পপণ্ডা’ বোধিমূলেই সমস্ত প্রকার
 প্রপঞ্চকে সমুচ্ছিন্ন করিয়া শুদ্ধাগতগণ নিপ্পপণ্ড হইয়াছেন । ‘সংখারা’ পণ্ড-
 স্কন্ধ । ইহাদের মধ্যে কোন স্কন্ধই শাস্বত নহে । ‘ইঞ্জিতং’ তৃষ্ণামানাদি
 চাঞ্চল্যসমূহের কোন একটির দ্বারা ‘সংস্কারসমূহ শাস্বত’ বলিয়া গ্রহণ করার
 মত কোন চাঞ্চল্য বুদ্ধগণের নাই ।

দেসনাবসানে সুভদ্দ অনাগামিফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত
 জনগণের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ সুভদ্দ পরিব্রাজকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মলবগ্গ বগ্গনা সমাপ্ত

॥ অষ্টাদশ বগ্গ ॥

১১। ধম্মট্টবগ্গো বিনিচ্ছয়মহামত্তবঞ্চু। ১

“ন তেন হোতীতি” ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো বিনিচ্ছয়মহামত্তে আরম্ভ কথেসি ।
একদিবসএহি ভিক্ষু সাবখিয়ং উত্তরদ্বারগামে পিণ্ডায়
চরিত্ত্বা পিণ্ডপাতপটিক্কন্তা নগরম্ভেমন বিহারং আগচ্ছন্তি ।
তস্মিং খণে মেঘো উট্ঠায় পাবস্সি । তে সম্মুখাগতং
বিনিচ্ছয়সালং পবিসিত্ত্বা বিনিচ্ছয়মহামত্তে লঞ্জং গহেত্বা
সামিকে অসামিকে করোন্তে দিস্সা “অহো ইমে অধম্মিকা,
ময়ং পন ‘ইমে ধম্মেন বিনিচ্ছয়ং করোন্তী’তি সএহিএনো
অহম্‌হা”তি চিস্তেত্বা বস্সে বিগতে বিহারং গন্ত্বা সথারং
বন্দিত্বা একমন্তং নিসিন্না তমখং আরোচেসুং । সথা “ন,

*

*

*

১১। ধম্মস্থ বগ্গ বিচারামাত্যের উপাখ্যান। ১।

‘ইহার দ্বারা হয় না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
বিচারামাত্যদের উদ্দেশ্য করিয়া এই গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে উত্তরদ্বার গ্রামে পিণ্ডপাত শেষ করিয়া
নগরের মধ্য দিয়া বিহারে ফিরিতেছিলেন । সেই মূহুর্তে বৃষ্টিপাত হইল ।
তাহারা সম্মুখাগত বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বিনিচ্ছয় মহা-
মাত্রগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া (জমির) মালিকদের মালিকানা হইতে চ্যুত
করিতেছে । তাহারা চিন্তা করিলেন—‘অহো, ইহারা অধার্মিক । আমরা
মনে করিতাম যে ইহারা ধর্মোপায়ে বিচার করিয়া থাকে ।’ বৃষ্টি থামিলে
তাহারা বিহারে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করতঃ
ঐ বিষয় শাস্তাকে জানাইলেন । শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ যাহারা

ভিক্খবে, ছন্দাদিবসিকা হুত্তা সাহসেন অথং বিনিচ্ছিন্ত্তা
ধম্মট্ঠা নাম হোন্তি । অপরাধং পন অনর্দবিজ্জত্বা
অপরাধানরূপং অসাহসেন বিনিচ্ছয়ং করোন্তা এব
ধম্মট্ঠা নাম হোন্তী”তি বহু ইমা গাথা অভাসি—

“ন তেন হোতি ধম্মট্ঠা, যেনথং সাহসা নয়ে ।

যো চ অথং অনথং, উভো নিচ্ছেয্য পিণ্ডতো । ২৫৬ ।

“অসাহসেন ধম্মেন, সমেন নয়তী পরে ।

ধম্মস্স গদত্তো মেধাবী, ধম্মট্ঠোতি পবুদ্ধতী”তি । ২৫৭ ।

তথ “তেনাতি” এত্বকেনেব কারণেন । “ধম্মট্ঠোতি”
রাজা হি অন্তনো কাতম্বে বিনিচ্ছয়ধম্মে ঠিতোপি
ধম্মট্ঠো নাম ন হোতি । “যেনাতি” যেন কারণেন ।
“অথন্তি” ওতিগ্নং বিনিচ্ছিত্ত্বং অথং । “সাহসা নয়েতি”
ছন্দাদীসু পতিট্ঠিতো সাহসেন মদুসাবাদেন বিনিচ্ছয়্য ।

*

*

*

রাগদ্বেষাদি ছন্দবশতঃ সত্যের অপলাপ করে তাহারা ধর্মস্ব বা ন্যায় বিচারক
হইতে পারে না । যাহারা সত্যকার অপরাধকে জানিয়া অপরাধানরূপ
এবং সত্যের অপলাপ না করিয়া বিচার করিয়া থাকে তাহারাই ধর্মস্ব বা ন্যায়
বিচারক হইয়া থাকে—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘যিনি (রাগ-দ্বেষ-মোহ-ভয় বশতঃ) বিচারে পক্ষপাতিত্ব করেন তদ্বারা
তিনি ধর্মস্ব (ন্যায় বিচারক) হইতে পারেন না । যে পিণ্ডত ব্যক্তি অর্থ ও
অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করিয়া ন্যায়তঃ নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইয়া
অপরাধানরূপ অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনি ন্যায়ধর্মের রক্ষক
বুদ্ধিমান ও ন্যায় বিচারক বলিয়া উক্ত হন ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৫৬-২৫৭ ।

অন্বয়ঃ ‘তেন’ এতটা কারণের দ্বারা । ‘ধম্মট্ঠো’ রাজা নিজের
করণীয় বিচার ধর্মে থাকিয়াও ধর্মস্ব (—ন্যায় বিচারক) হইতে পারেন না ।
‘যেন’ যেই কারণে । ‘অথং’ বিচারণীয় কোন বিষয় । ‘সাহসা নয়ে’ রাগ-
দ্বেষাদিবশতঃ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বিচার করিয়া থাকেন । যিনি রাগ বা

যো হি ছন্দে পতিট্ঠায় ঐতীতি বা মিত্তোতি বা মদুসা
 বহ্বা অসামিকমেব সামিকং করোতি, দোসে পতিট্ঠায়
 অন্তনো বেরীনাং মদুসা বহ্বা সামিকমেব অসামিকং
 করোতি, মোহে পতিট্ঠায় লজ্জং গহেহ্বা বিনিচছয়কালে
 অঞ্-ঞবিহিতো বিয় ইতো চিত্তো চ ওলোকেন্তো
 মদুসা বহ্বা “ইমিনা জিতং, অয়ং পরাজিতো”তি পরং
 নীহরতি, ভয়ে পতিট্ঠায় কস্সচিদেব ইস্সরজাতিকস্স
 পরাজয়ং পাপদুগন্তস্সাপি জয়ং আরোপেতি, অয়ং
 সাহসেন অথং নেতি নাম । এসো ধম্মট্ঠো নাম ন
 হোতীতি অথো । “অথং অনথংগতি” ভূতং অভূতং
 কারণং । “উভো নিচ্ছেয্যতি” যো পন পিণ্ডতো উভো
 অথানথে বিনিচ্ছিনিহ্বা বদতি । “অসাহসেনাতি” অমদুসা-
 বাদেন । “ধম্মেনাতি” বিনিচ্ছয়ধম্মেন, ন ছন্দাদিবসেন ।
 “সমেনাতি” অপরাধানদুরূপেনেব পরে নয়তি, জয়ং বা

*

*

*

ছন্দের বশীভূত হইয়া ‘আমার জ্ঞাতি’, ‘আমার মিত্র’ এই বলিয়া মিথ্যার
 আশ্রয় লইয়া মালিকবিহীনকে মালিক করেন ; দ্বেষের বশীভূত হইয়া মিথ্যার
 আশ্রয় লইয়া নিজের শত্রুকে মালিকানা হইতে চ্যুত করেন ; মোহের বশীভূত
 হইয়া উৎকোচ গ্রহণ পূর্বক বিচারকালে মতিচ্ছন্ন হইয়া এইদিকে ঐদিকে
 অবলোকন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইয়া জয়ীকে পরাজিত এবং পরাজিতকে
 জয়ী করিয়া থাকেন , ভয়ের বশীভূত হইয়া বিস্তালালী লোকের পক্ষাবলম্বন-
 পূর্বক অন্যায়ভাবে পরাজিতকে জয়ী করেন, এইরূপ ব্যক্তি ধর্ম্ম বা ন্যায়-
 বিচারক নহেন । ‘অথং অনথং চ’ সত্য এবং মিথ্যা কারণ । ‘উভো নিচ্ছেয্য’
 যে পিণ্ডত ব্যক্তি সত্য-মিথ্যা উভয় দিক বিবেচনা করিয়া সর্বাচার করেন ।
 ‘অসাহসেন’ মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া । ‘ধম্মেন’ ষথার্থ বিচারের দ্বারা,
 ছন্দাদিবসে নহে । ‘সমেন’ অপরাধানদুযায়ী বিচার করেন এবং জয় বা

পরাজয়ং বা পাপেতি । “ধম্মস্স গুত্তোতি” সো ধম্মগুত্তো
ধম্মরক্কিতো ধম্মোজপপ্পোয়ায় সমন্নাগতো মেধাবী
বিনিচ্ছয়ধম্মে ঠিতত্তা ধম্মট্টোতি পবুদ্ধতীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসদ্বিতি ।

বিনিচ্ছয়মহামত্তবত্থু পঠমং ।

*

*

*

পরাজয় সাব্যস্ত করেন । ‘ধম্মস্স গুত্তো’ তিনিই ধর্মগুপ্ত ধর্মরক্ষিত ধর্মোজ
প্রজ্ঞাসম্মিত মেধাবী ন্যায়বিচারে স্থিত—তাই তাঁহাকে ধর্মস্থ বা প্রকৃত
ধার্মিক ও ন্যায়বিচারক বলা হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ বিচারামাত্যের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

ছব্বগ্গীয়বখ্ণু । ২

“ন তেন পণ্ডিতো হোতী”তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো ছব্বগ্গিয়ে আরব্ভ কথেসি ।

তে কির বিহারেপি গামেপি ভত্তগ্গং আকুলং করোস্তা
বিচরন্তি । অথেকদিবসে ভিক্খু গামে ভত্তকিচ্চং কত্তা
আগতে দহরে সামণেরে চ পদুচ্ছিংসু—“কীদিসং,
আব্দসো, ভত্তগ্গ”ন্তি ? “ভন্তে, মা পদুচ্ছথ, ছব্বগ্গিয়া
‘ময়মেব বিয়ত্তা, ময়মেব পণ্ডিতা, ইমে পহরিহ্বা সীসে
কচবরং আকিরিহ্বা নীহরিহ্বাসামা’তি বহ্বা অম্হে পিট্ঠিয়ং
গহেহ্বা কচবরং ওকিরন্তা ভত্তগ্গং আকুলং অকংসু”তি ।
ভিক্খু সখু সন্তিকং গন্ত্বা তমথং আরোঢ়েসুং । সথা
“নাহং, ভিক্খবে, বহুং ভাসিহ্বা পরে বিহেঠয়মানং

*

*

*

ষড়্‌বগ্গীয়গণের উপাখ্যান । ২ ।

‘তদ্‌দ্বারা পণ্ডিত হয় না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে ষড়্‌বগ্গীয়দের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ষড়্‌বগ্গীয় ভিক্ষুরা বিহারে এবং গ্রামে সর্বত্র ভিক্ষুদের ভোজনশালায়
যাইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । একদিন ভিক্ষুগণ গ্রামে ভোজনকৃত্য শেষ
করিয়া আগত তরুণ শ্রামণেরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আব্দসো, ভোজনশালা কি প্রকার ছিল ?’

‘ভন্তে, আর বলিবেন না, ষড়্‌বগ্গীয়রা ‘আমরাই দক্ষ, আমরাই
পণ্ডিত ; ইহাদের প্রহার করিয়া মাথায় নোংড়া মাখাইয়া বাহির করিয়া
দিব’ বলিয়া আমাদের ঘাড় ধরিয়া (মাথায়) নোংড়া মাখাইয়া ভোজন-
শালায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল ।’ ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট যাইয়া উক্ত
বিষয় শাস্তাকে জানাইলেন । শাস্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যাহারা বহু
ভাষণ করিয়া অন্যদের অপদস্থ করে তাহাদের আমি পণ্ডিত বলি না । যে

‘পাণ্ডিত্য’তি বদামি, খেমিনং পন অবেরীনং অভয়মেব
পাণ্ডিত্যতি বদামী”তি বহ্না ইমং গাথমাহ—

“ন তেন পাণ্ডিত্যে হোতি, যাবতা বহ্ন ভাসতি ।

খেমী অবেরী অভয়ো, পাণ্ডিত্যতি পবচ্চতী”তি । ২৫৮ ।

তথ “যাবতা”তি যন্তু কেন কারণেন সঙ্ঘমজ্জাদীসু বহ্নং
কথোতি, তেন পাণ্ডিত্যে নাম ন হোতি । যো পন সয়ং
খেমী পণ্ডনং বেরানং অভাবেন অবেরী নিব্ভয়ো, যং বা
আগম্ম মহাজনস্স ভয়ং ন হোতি, সো পাণ্ডিত্যে নাম
হোতীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহ্ন সোত্তাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগংসুতি ।

ছব্বাঙ্গিয়বহ্ন দত্তিয়ং ।

*

*

*

সহিষ্ণু, অবেরী ও নির্ভীক তাহাকেই আমি পাণ্ডিত্য বলি—ইহা বলিয়া শাস্তা
এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘বাচালতা দ্বারা কেহ পাণ্ডিত্য হয় না, যে সহিষ্ণু, অবেরী ও ভয়হীন সে-ই
পাণ্ডিত্য ।’

—ধম্মপদ, স্লোক ২৫৮ ।

অন্বয় : ‘যাবতা’ সঙ্ঘমধ্যে বা অন্যত্র নানা কারণে যে বাচালতা করে,
তদ্বারা সে পাণ্ডিত্য হয় না । যে সহিষ্ণু, পাঁচপ্রকার বৈরিতার অভাবে যে
অবেরী ও নির্ভয়, যাহার কারণে লোকের মধ্যে ভয় উৎপন্ন হয় না, সে-ই
ষথার্থ পাণ্ডিত্য ।

দেশনাবসানে বহ্ন ব্যক্তি সোত্তাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ ষড়্‌বর্গীয়গণের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

একুদানখীণাসবখেববখু । ৩

“ন তাবতাতি” ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
একুদানথেবং নাম খীণাসবং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির এককোব একস্মিং বনসণ্ডে বিহরতি, একমেবস্স
উদানং পগদুং—

“অধিচেতসো অস্পমজ্জতো,

মুদানিনো মোনপথেসু সিক্খতো ।

সোকা ন ভবন্তি তাদিনো,

উপসন্তস্স সদা সতীমতো”তি ॥ [উদান, ৩৭]

সো কির উপোসথাদিবসেসু সয়মেব ধম্মস্সবনং ঘোসেহা
ইমং গাথং বদতি । পথবিউন্দিয়নসন্দো বিয় দেবতানং
সাধুকারসন্দো হোতি । অথেকস্মিং উপোসথাদিবসে পণ্ড-
পণ্ডসতপরিবারা হে তিপিটকধরা ভিক্খু তস্স বসনট্ঠানং

*

*

*

একুদান-অহঁৎ-স্ববিবের উগাখ্যান । ৩ ।

‘তদ্দ্বারা’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে একুদান-
অহঁৎ-স্ববিবেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় তিনি একাকী এক বনে বাস করিতেছিলেন । তখন একটি
উদান গাথা তাঁহার সব সময় মনে পড়িত—

‘যে ভিক্ষু অধিচিন্তসম্পন্ন, অপ্রমাদী, মৌনব্রতী, উপশাস্ত এবং সদা
স্মৃতিমান, তাদৃশ ভিক্ষুর শোক-দুঃখ উৎপন্ন হয় না !’ [উদান ৪। ৭। ৪৩]

তিনি উপোসথ দিনগুলিতে স্বয়ং ধর্মশ্রবণের কথা ঘোষণা করিয়া উপরি
উক্ত গাথা ভাষণ করিতেন । ইহাতে দেবতারা (সন্তুষ্ট হইয়া) যে সাধুবাদ
দিতেন তাহাতে মনে হইত যেন মেদিনী বিদীর্ণ হইতেছে । অনন্তর একদিন
প্রত্যেকের পণ্ডসত পরিবার সম্পন্ন দুইজন ত্রিপিটকধর ভিক্ষু তাঁহার

অগমংসু । সো তে দিম্বাব তুট্ঠমানসো “সাধু বো কতং ইধ আগচ্ছন্তেহি, অজ্জ ময়ং তুম্হাকং ধম্মং সদ্দণ্ণসাম্মা”-তি আহ । ‘অথি পন, আব্দসো ইধ ধম্মং সোতুকাম্মা’তি । ‘অথি, ভন্তে, অয়ং বনসণ্ডো ধম্মস্সবনদিবসে দেবতানং সাধুকারসম্মেন একনিম্বাদো হোতী’তি । তেসু একো তিপিটকধরো ধম্মং ওসারেসি, একো কথেসি । এক-দেবতাপি সাধুকারং নাদাসি । তে আহংসু—“ঈং, আব্দসো, ধম্মস্সবনদিবসে ইম্মস্মিং বনসণ্ডো দেবতা মহন্তেন সম্মেন সাধুকারং দেন্তী’তি বদেসি, কিং নামেত”-ন্তি । “ভন্তে, অণ্ডেণ্ডেসু দিবসেসু সাধুকারসম্মেন এক-নিম্বাদো এব হোতি, ন অজ্জ পন জানামি ‘কিমেত’ন্তি । “তেন হি, আব্দসো, ঈং তাব ধম্মং কথেহী’তি । সো বীজ্জনিং গহেহা আসনে নিসিন্নো তমেব গাথং বদেসি ।

*

*

*

বাসস্থানে উপনীত হইলেন । তিনি তাঁহাদের দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—‘আপনারা এখানে আসিয়া ভালই করিয়াছেন । অদ্য আমরা আপনাদের ধর্মকথা শ্রবণ করিব ।’

‘আব্দসো, এখানে ধর্ম শ্রবণ করার মত কে আছে ?’

‘হ্যাঁ ভগ্নে, আছে । ধর্মশ্রবণদিবসে এই বন দেবতাদের সাধুবাদের দ্বারা নিনাদিত হয় ।’ একজন ত্রিপিটকধর ভিক্ষু ধর্ম আবৃত্তি করিলেন, একজন ব্যাখ্যা করিলেন । কিন্তু একজন দেবতাও সাধুবাদ দিলেন না । তখন ভিক্ষুগণ বলিলেন—‘আব্দসো, আপনি যে বলিলেন ধর্মশ্রবণদিবসে এই বনে দেবতার উচ্চশব্দে সাধুবাদ দিয়া থাকেন । কিন্তু, কই কেহ সাধুবাদ দিলেন না ত !’

‘ভগ্নে, অন্যান্য দিন সাধুবাদের শব্দে এই বন নিনাদিত হয় । কিন্তু অদ্য জানি না কেন তদ্রূপ হইতেছে না ।’

‘আব্দসো, তাহা হইলে আপনি ধর্মশ্রবণ করুন ।’ তিনি ব্যজনী লইয়া আসনে বসিয়া সেই ঐকদান-গাথাটি ভাষণ করিলেন । দেবতার মহাশব্দে

দেবতা মহতেন সন্দেশ সাধুকারমদংসু । অথ নেসং
পরিবারা ভিক্খু উজ্জ্বাষিংসু “ইমস্মিং বনসন্ডে দেবতা
মুখোলোকতেন সাধুকারং দদন্তি, তিপিটকধরভিক্খুসু
এতকং ভগন্তেসুপি কিঞ্চি পসংসনমত্তম্পি অবস্থা একেন
মহল্লকথেৱেন একগাথায় কথিতায় মহাসন্দেশ সাধুকারং
দদন্তী”তি । তেপি বিহারং গম্বা সথু তমথং
আরোচেসুং ।

সথা “নাহং, ভিক্খবে, যো বহুস্পি উগ্গগ্হতি বা
ভাসতি বা তং ধম্মধরোতি বদামি । যো পন একস্পি
গাথং উগ্গগ্হিহ্বা সচ্চানি পটিবজ্জতি, অয়ং ধম্মধরো
নামা”তি বহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং গাথমা—

“ন তাবতা ধম্মধরো, যাবতা বহু ভাসতি ।

যো চ অস্পস্পি সুত্থান, ধম্মং কায়েন পস্সতি ।

স বে ধম্মধরো হোতি, যো ধম্মং নস্পমজ্জতী”তি । ২৫৯ ।

•

•

•

সাধুবাদ দিলেন । ইহাতে আগন্তুক সকল ভিক্ষুগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে
লাগিলেন—‘এই বনে দেখিতেছি দেবতারা মুখ দেখিয়া সাধুবাদ দেন।
তিপিটকধর ভিক্ষুরা এইরূপ ধর্মপ্রবণ করাইলেও দেবতারা এতটুকু প্রশংসা
করিলেন না, আর এই বৃদ্ধ ভিক্ষু একটিমাত্র গাথা ভাষণ করার সঙ্গে সঙ্গে
দেবতারা মহাশব্দে সাধুবাদ দিলেন ।’ তাঁহারা বিহারে যাইয়া শান্তাকে এই
বিষয় জ্ঞাপন করিলেন ।

শান্তা বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যে ভিক্ষু বহু শিক্ষা করে ও ভাষণ করে
তাহাকে আমি ধর্মধর বলি না । যে একটিমাত্র গাথাও শিক্ষা করিয়া চারি
আর্ষসত্য বদ্বিতে পারে, তাহাকেই আমি ধর্মধর বলি ।’—এই বলিয়া ধর্ম-
দেশনাকালে শান্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাহাতে তিনি ধর্মধর হইতে
পারেন না । যিনি অল্পমাত্রও ধর্মকথা শুনিয়া নিজের জীবনে তাহা
আচরণ করেন এবং ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্মধর ।’

তথ “যাবতা”তি যত্তকেন উগ্গহণধারণবাচনাদিনা কারণেন
বহুং ভাসতি, তাবত্তকেন ধম্মধরো ন হোতি, বংশানু-
রক্খকো পন পবেণিপালকো নাম হোতি । “যো চ
অম্পম্পীতি” যো পন অম্পমত্তকম্পি সদ্ধা ধম্মমব্বায়
অথমব্বায় ধম্মানুধম্মম্পটিপন্নো হুত্বা নামকায়েন দুক্খা-
দীনি পরিজানন্তো চতুসচ্চধম্মং পস্সতি, স বে বম্মধরো
হোতি । “যো ধম্মং নম্পমম্ভজতীতি” যোপি আরদ্ধবীরিয়ো
হুত্বা অম্ভজ অম্ভেজবাতি পটিবেধং আকম্ভন্তো ধম্মং নম্পম-
ম্ভজতি, অম্মম্পি ধম্মধরোয়েবাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুতি ।

একুদানখীগাসবত্থেরবত্থু ততিয়ং ।

*

*

*

অবয় : ‘যাবতা’ অনেক শিক্ষা-ধারণ-বাচনাদির কারণে বহু ভাষণ
করিলে, তদ্বারা কেহ ধর্মধর হন না, বংশানুরক্ষক ও বংশধারার পালক মাত্র
হইয়া থাকেন । ‘যো চ অম্পম্পি’ যে ব্যক্তি অল্পমাত্র শ্রবণ করিয়াও ধর্মার্থকে
জানিয়া ধর্মানুধর্মপ্রতিপন্ন হইয়া নামকায়ের দ্বারা দুঃখাদিকে জানিতে
জানিতে চারি আর্ষসত্যমূলক ধর্মকে উপলব্ধি করেন তাহাকেই ধর্মধর বলা
হয় । ‘যো ধম্মং নম্পমম্ভজতি’ যিনি আরদ্ধবীর্ষ হইয়া ‘অদ্যই ধর্মকে
উপলব্ধি করিব’ এই আকাঙ্ক্ষায় ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই ষথার্থ অর্থে
ধর্মধর আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন ।

দেশনাবসানে বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ একুদান-অহং-স্ববিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

লকুণ্ডকভূদ্বিধিখেরবখ্য । ৪

“ন তেন থেরো সো হোতীতি” ইমং ধম্মদেসনং সথা
 জেতবনে বিহরন্তো লকুণ্ডকভূদ্বিধিখেরং আরব্ধ কথেসি ।
 একাদিবসএহি তস্মিং থেরে সথদ্ উপট্ঠানং গন্ত্বা
 পক্কন্তমন্তে তিংসমত্তা আরএহিএকা ভিক্খু তং পস্সন্তা
 এব আগন্ত্বা সথারং বন্দিহা নিসীদিংসদ্ । সথা
 তেসং অরহত্ত্ৱপনিস্সয়ং দিম্বা ইমং পএহং পদুচ্ছি—
 “ইতো গতং একং থেরং পস্সথা”তি ? “ন পস্সাম
 ভন্তে”তি । “কিং নদ্ দিট্ঠো বো”তি ? “একং,
 ভন্তে, সামগেরং পস্সিম্হা”তি । “ন সো, ভিক্খবে,
 সামগেরো, থেরো এব সো”তি ? “অতিবিয় খদ্দকো,

*

*

*

লকুণ্ডক ভূদ্বিধি স্থবিরের উপাখ্যান । ৪ ।

‘তদ্দ্বারা স্থবির হওয়া যায় না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
 অবস্থানকালে লকুণ্ডক ভূদ্বিধি স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন সেই স্থবির শাস্তার সেবা করিতে গিয়াছিলেন । তিনি চলিয়া
 যাইবামাত্র গ্রিহজন আরণ্যক ভিক্ষু তাহাকে দেখিয়া আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা
 করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন । তাহাদের অহংভূলাভের উপনিশ্রয়
 দেখিয়া শাস্তা তাহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা আসিবার সময়
 এখান হইতে ফিরিয়া যাইতেছে এইরকম কোন স্থবিরকে দেখিয়াছ কি ?’

‘ভস্তু, দেখি নাই ।’

‘তোমরা কি দেখিয়াছ ?’

‘ভস্তু, আমরা একজন শ্রামণেরকে দেখিয়াছি ।’

‘হে ভিক্ষুগণ, সে শ্রামণের নহে, সে স্থবির ভিক্ষু ।’

‘ভস্তু, খুব অল্পবয়সের তু ।’

ভস্মে”তি । “নাহং, ভিক্ষবে, মহল্লকভাবেন থেরাসনে
নিসিন্ধমত্তকেন থেরোতি বদামি । যো পন সচ্চানি পটি-
বিস্বাহা মহাজনস্স অহিংসকভাবে ঠিতো, অয়ং থেরো
নামা”তি বত্তা ইমা গাথা অভাসি—

“ন তেন থেরো সো হোতি, যেনস্স পলিতং সিরো ।
পরিপক্কো বয়ো তস্স, মোঘজিঞ্জোতি বুদ্ধতি । ২৬০ ।

“যম্‌হি সচ্চণ্ড ধম্মো চ, অহিংসা সংঘমো দমো ।
স বে বন্তমলো ধীরো, থেরো ইতি পবুদ্ধতী”তি । ২৬১ ।

তথ “পরিপক্কোতি” পরিণতো, বুদ্ধভাবং পত্তোতি
অথো । “মোঘজিঞ্জোতি” অন্তো থেরকরানং ধম্মানং
অভাবেন তুচ্ছজিঞ্জো নাম । “যম্‌হি সচ্চণ্ড ধম্মো চাতি”
যম্‌হি পন পদুগ্গলে সোলসহাকারেহি পটিবিক্কত্তা
চতুস্বিধং সচ্চং, এণাণেন সচ্ছিকতত্তা নববিধো লোকুত্তর-

*

*

*

‘হে ভিক্ষুগণ, বার্থক্যে উপনীত কেহ স্থবিরাসনে বসিলেই আমি তাহাকে
স্থবির বলি না । যে সত্যসমূহ উপলব্ধি করিয়া অহিংসকচিত্তে (—মৈত্রীচিন্তে)
সকলের সহিত ব্যবহার করে, তাহাকেই আমি স্থবির বলি ।’—ইহা বলিয়া
শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘শির-কেশ পক্ব হইয়াছে বলিয়া কেহ স্থবির হয় না । তাহার বয়স
পরিপক্ব বটে, তবে তাহার সেই বার্থক্য নিরর্থক ।

সত্য, ধর্ম, অহিংসা, সংঘম, দম যাহাতে বিদ্যমান সেই নির্মল ও
জ্ঞানবান পুরুষকেই স্থবির বলা হয় ।’ —ধম্মপদ, স্লোক ২৬০—২৬১ ।

অন্বয় : ‘পরিপক্কো’ পরিণত বুদ্ধভাব প্রাপ্ত । ‘মোঘজিঞ্জো’ স্থবির-
কারক ধর্মসমূহের অভাববশতঃ সে বৃথা জীর্ণমাত্র । ‘যম্‌হি সচ্চণ্ড ধম্মো চ’
যে ব্যক্তি ষোল প্রকার উপায়ে চারি আশ্রম সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, যে জ্ঞানের
দ্বারা নব লোকোত্তর ধর্ম উপলব্ধি করিয়াছে । ‘অহিংসা’ অহিংসার ভাব ।

ধম্মো চ অস্থি । “অহিংসাত্তি” অহিংসনভাবো ।
 দেসনামত্তমেতং, যম্মহি পন চতুর্বিধাপি অম্পমঞ্ণা-
 ভাবনা অত্থীতি অথো । “সংযমো দম্মোতি” সীলশ্রেণ-
 ইন্দ্রিয়সংবরো চ । “বস্তুমলোতি” মঙ্গলগুণেন নীহটমলো ।
 “ধীরোতি” ধীতিসম্পন্নো । “থেরো”তি সো ইমেহি থির-
 ভাবকারকেহি সমনাগতত্তা থেরোতি বুদ্ধতীতি অথো ।

দেসনাবসানে তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্টহিংসদ্বিত্তি ।

। লক্কুডকভান্দিয়থেরবথু চতুথং ।

*

*

*

ইহা দেশনামাত্রই । ষড়্ভাষ্য মধ্যে চতুর্বিধ অম্পমঞ্ণা (= মৈত্রী, করুণা, মৃদুতা ও উপেক্ষা) বর্তমান । ‘সংযমো দম্মো’ শীলসংবর এবং ইন্দ্রিয়সংবর । ‘বস্তুমলো’ মার্গজ্ঞানের দ্বারা চিন্তামল দূরীভূত । ‘ধীরো’ ধীতিসম্পন্ন । ‘থেরো’ সে এইসকল স্থিরকারক (= স্থবিরকারক) ধর্ম-সমস্বাগত বলিয়া তাহাকে স্থবির বলা হয় ।

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

॥ লক্কুডক-ভান্দিয় স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



সম্বলভিক্খুবখ্খ । ৫

“ন বাক্করণমত্তেনাতি” ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো সম্বহদুলে ভিক্খু আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিণ্ণহি সময়ে দহরে চেব সামণেহে চ অন্তনো ধম্মা-
চরিয়ানমেব চীবররজনাদীনি বেষ্ণাবচ্চানি করোন্তে
দিস্সা একচে থেরা চিস্তয়িস্সদু--“ময়ম্পি ব্যাঞ্জনসময়ে
কুসলা, অম্‌হাকমেব কিণ্ণি নথি । যংনুন ময়ং সথারং
উপসঙ্কমিস্সা এবং বদেষ্‌সাম, “ভস্তু, ময়ং ব্যাঞ্জনসময়ে
কুসলা, অণ্ণেণসং সন্তিকে ধম্মং উগ্গণ্ণহিহাপি ইমেসং
সন্তিকে অসোধেহা মা সঙ্কায়িত্থাতি দহরসামণেহে আণা-
পেত্থাতি । এবণ্ণহি অম্‌হাকং লাভসঙ্কারো বড্‌টিস্সতী”-
তি । তে সথারং উপসঙ্কমিস্সা তথা বদিংসদু ।

•

•

•

বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৫ ।

‘কেবল বাক্যবিন্যাস দ্বারা নহে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে
অবস্থানকালে বহু ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এক সময় তরুণ ভিক্ষু এবং শ্রামণেরগণকে কেবল তাহাদের নিজ নিজ
ধর্মচার্যদেরই চীবর রঞ্জিত করা এবং অন্যান্য সেবাসুশ্রুতার কাজ করিতে
দেখিয়া কোন কোন স্থবির চিন্তা করিলেন—‘আমরাও ত ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে
পারি । অথচ আমাদের ত এইরূপ সেবক নাই । আমরা শাস্ত্রকে গিয়া
বলিব—‘ভস্তু, আমরাও ত ধর্মভাষণে দক্ষ । অতএব আপনি তরুণ ভিক্ষু
এবং শ্রামণেরগণকে অনুমতি দিন যাহাতে তাহারা অন্যদের নিকট হইতে
ধর্ম শিক্ষা করিলেও তাহাদের নিকট আসিয়া তাহা শোধন করিয়া লইয়াই
যেন অন্যদের নিকট ব্যক্ত করে ।’ তাহা হইলে আমাদের লাভসংকারও বৃদ্ধি
পাইবে ।’ তাহারা ষাইয়া শাস্ত্রকে তদ্রূপ বলিলেন ।

সথা তেসং বচনং সদ্ভা “ইমস্মিং সাসনে পবেণিবসেনেব
এবং বত্তুং লভতি, ইমে পন লাভসঙ্কারে নিস্সিতাতি ঞ্জা
অহং তুম্হে বাক্করগমত্তেন সাধুরূপাতি ন বদামি । যস্স
পনেতে ইস্সাদয়ো ধম্মা অরহত্তমগ্গেন সমুচ্ছিন্না, এসো
এব সাধুরূপো’তি বহা ইমা গাথা অভাসি—

‘ন বাক্করগমত্তেন, বগ্নপোক্খরতায় বা ।

সাধুরূপো নরো হোতি, ইস্সদুকী মচ্ছরী সঠো । ২৬২ ।

‘যস্স চেতং সমুচ্ছিন্নং, মূলঘচ্চং সমুদতং ।

স বত্তদোসো মেধাবী, সাধুরূপো’তি বুদ্ধতী’তি । ২৬৩ ।

তথ ‘ন বাক্করগমত্তেনাতি’ বচীকরগমত্তেন সন্দলক্খণ-
সম্পন্নবচনমত্তেন । ‘বগ্নপোক্খরতায় বা’তি সরীরবগ্নস্স
মনাপভাবেন বা । ‘নরো’তি এত্তকেনেব কারণেন পর-

*

*

*

শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া ভাবিলেন—এই শাসনের বিধি অনুসারে
ইহারা এইরূপ বলিতে পারে, কিন্তু ইহারা ত লাভসংস্কারের উদ্দেশ্যেই
এইরূপ বলিতেছে । তখন শাস্তা তাহাদের বলিলেন—‘তোমাদের বাক্-
চাতুষ্যের জন্যই আমি তোমাদের উত্তম বলিতে পারি না । অহংভুমাগের
দ্বারা যাহার মধ্যে ঈর্ষাদি অকুশল ধর্ম তিরোহিত হইয়াছে তাহাকেই আমি
সাধু বলি ।’ এই কথা বলিয়া তিনি এই গাথাঙ্ঘ্র ভাষণ করিলেন—

‘কেবল বাক্যবিন্যাস বা শারীরিক বর্ণসৌন্দর্য দ্বারা ঈর্ষুক, মাৎসর্য-
পরায়ণ ও শঠ ব্যক্তি কদাপি সাধু বা মহাত্মা হয় না ।

‘যাহার এই সকল দোষ সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে সেই
নির্দোষ প্রজ্ঞাবান পুরুষই সাধু বলিয়া উক্ত হয় ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৬২—২৬৩ ।

অন্বয় : ‘ন বাক্করগমত্তেন’ বাক্যবিন্যাস দ্বারা, শব্দলক্ষণসম্পন্ন বচন-
মাত্রের দ্বারা । ‘বগ্নপোক্খরতায় বা’ দেহবর্ণের সৌন্দর্যের দ্বারা । ‘নরো’

লাভাদীসু ইন্সামনকো পণ্ডবিধেন মচ্ছেরেন সমন্বাগতো
কেরাটিকভাবেন সঠো নরো সাধুরূপো ন হোতি । ‘যস্স
চেতন্তি’ যস্স চ পঙ্গলস্সেতং ইন্সাদিদোসজাতং অরহত্ত-
মঙ্গণাণেন সমূলকং ছিন্নং, মূলঘাতং কহ্মা সমুহতং, সো
বস্তুদোসো ধম্মোজ্জপণ্ণায় সমন্বাগতো সাধুরূপোতি
বুদ্ধতীতি অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদগিংসদীতি ।

। সম্বহুলভিক্খবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

এই কারণেপরের লাভসংকারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, পণ্ডবিধ মাৎসর্য সমন্বাগত
এবং শাঠ্যভাবে দ্বারা শঠ ব্যক্তি উত্তম হইতে পারে না । ‘যস্স চেতং’ যে
ব্যক্তির ঈদৃশ ঈর্ষাদিদোষ অহংমার্গ জ্ঞানের দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে,
মূলঘাত করিয়া সমুহত সেই নির্দোষ ধর্মোজ্জ প্রজ্ঞাসমন্বাগত ব্যক্তিকেই সাধু
বলা হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ বহু ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



হথকবথু । ৬

‘ন মদুডকেন সমগোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা সাবখিঙ্গং
বিহরন্তো হথকং আরম্ভ কথেসি ।

সো কির বাদক্খিত্তো ‘তুম্হে অসদুকেবেলায় অসদুকট্ঠানং
নাম আগচ্ছেয্যাথ, বাদং করিস্সামা’তি বহ্বা পদুরেতরমেব
তথ গন্ত্বা ‘পস্সথ, তিখিয়া মম ভয়েন নাগতা, এসোব পন
নেসং পরাজয়ো’তি আদীনি বহ্বা বাদক্খিত্তো অঞ্ঞেন-
ঞ্ঞং পটিচরন্তো বিচরতি । সথা ‘হথকো কির এবং
করোতী’তি সদুহা তং পক্কোসাপেহ্বা ‘সচ্চং কির হুং, হথক,
এবং করোসী’তি পদুচ্ছিহ্বা ‘সচ্চ’ন্তি বদন্তে, ‘কস্সমা এবং
করোসি ? এবরুপঞ্ছি হি মদুসাবাদং করোন্তো সীসমদুড-

*

*

*

হস্তকের উপাখ্যান । ৬ ।

‘কেবল শিরোমদুডন দ্বারা শ্রমণ হয় না’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা
শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে হস্তক নামক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

তর্কে পরাস্ত সেই ভিক্ষু—‘তোমরা অমরুকদিন অমরুক জায়গায় আসিও,
তোমাদের সহিত তর্ক করিব’ ঘোষণা করিয়া (নির্দিষ্ট সময়ের) পূর্বেই
সেখানে উপস্থিত হইয়া ‘দেখিলে ত, তীর্থিকেরা আমার ভয়ে আসে নাই ।
ইহা তাহাদের পরাজয় নহে কি ?’ এইভাবে সে একের পর এক (অনেককে)
তর্কে আহ্বান করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল । শাস্তা হস্তক (ভিক্ষু)
এইরূপ করিতেছে শুনিয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে হস্তক,
সত্যই কি তুমি এইরূপ করিতেছ ?’

‘হ্যাঁ ভগ্নে ।’

‘কেন করিতেছ ? এইভাবে শিরোমদুডন করিয়া মিথ্যা কথা ভাষণের

নাদিমন্তেনেব সমগো নাম ন হোতি । যো পন অগ্নিনি বা
থূলানি বা পাপানি সমেত্বা ঠিতো, অয়মেব সমগো'তি বহ্না
ইমা গাথা অভাসি—

‘ন মদু'ডকেন সমগো, অস্বতো অলিকং ভগং ।

ইচ্ছালোভসমাপনো, সমগো কিং ভবিষসতি । ২৬৪ ।

‘যো চ সমেতি পাপানি, অগ্নং থূলানি সম্বসো ।

সমিতত্ত্বা হি পাপানং, সমগোতি পবুদ্ধতী'তি । ২৬৫ ।

তথ ‘মদু'ডকেনা'তি সীসমদু'ডনমন্তেন । ‘অস্বতো'তি
সীলবতেন চ ধুতঙ্গবতেন চ বিরহিতো । ‘অলিকং
ভগন্তি’ মদুসাবাদং ভগন্তো অসম্পত্তেসু আরম্মণেসু
ইচ্ছায় পত্তেসু চ লোভেন সমন্যগতো সমগো নাম কিং
ভবিষসতি ?

•

*

•

দ্বারা শ্রমণ হওয়া যায় না । যে ব্যক্তি অগ্নি বা বৃহৎ কোন পাপকর্ম করে না,
তাহাকেই শ্রমণ বলা হয়—’ এই কথা বলিয়া শান্তা দুইটি গাথা ভাষণ
করিলেন—

‘মিথ্যাকথনশীল ব্রতহীন (ধুতঙ্গ ব্রতবিহীন) বাসনা ও লোভযুক্ত
ব্যক্তি কেবল মন্তক মদু'ডন দ্বারা শ্রমণ হয় না ।

‘যিনি ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত করেন, পাপের প্রশমন'হেতু,
তিনিই শ্রমণ বলিয়া কথিত হন ।’ —ধর্মপদ, শ্লোক ২৬৪—২৬৫ ।

অন্বয় : ‘মদু'ডকেন' অর্থাৎ শিরোমদু'ডন মাত্রের দ্বারা । ‘অস্বতো' শীল-
ব্রত এবং ধুতঙ্গব্রত বিরহিত । অলিকং ভগং' মিথ্যাকথা বলিতে বলিতে
অসম্প্রাপ্ত আলম্বনসমূহে বাসনা উৎপন্ন করে এবং লোভসহগত হয় । সে কি

‘সমেতীতি’ যো চ পরিস্তানি বা মহস্তানি বা পাপানি
ব্দপসমেতি, সো তেসং সমিতত্তা সমণোতি পবুদ্ধতীতি
অথো ।

দেশনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধংসুতি ।

। হথকবথু ছট্ঠং ।

*

*

*

করিয়া শ্রমণ হইবে ? ‘সমেতি’ অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত পাপকে প্রশমন
করিয়াছে, সেই প্রশমনতা হেতু তাহাকে ‘শ্রমণ’ আখ্যা দেওয়া হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ হস্তকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অষ্টমোত্তরব্রাহ্মণবখু । ৭

‘ন তেন ভিক্খু সো হোতীতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা
 জেতবনে বিহরন্তো অষ্টমোত্তরং ব্রাহ্মণং আরব্ভ কথেসি ।
 সো কির বাহিরসময়ে পব্বজিহ্বা ভিক্খং চরন্তো চিন্তেসি—
 “সমণো গোতমো অন্তনো সাবকে ভিক্খায় চরণেন
 ‘ভিক্খু’তি বদতি, মম্পি ‘ভিক্খু’তি বত্তুং বট্টতী”তি ।
 সো সথারং উপসংকমিহ্বা, “ভো গোতম, অহম্পি ভিক্খং
 চরিহ্বা জীবামি, মম্পি ‘ভিক্খু’তি বদেহী”তি আহ । অথ
 নং সথা ‘নাহং ব্রাহ্মণ, ভিক্খনমন্তেন ভিক্খুতি বদামি ।
 ন হি কিস্সং ধম্মং সমাদায় বত্তন্তো ভিক্খু নাম হোতি ।
 যো পন সত্ত্বসংস্কারেসু সৎথায় চরতি, সো ভিক্খু নামা’তি
 বহ্বা ইমা গাথা অভাসি—

*

* ৫

*

জৈনিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান । ৭ ।

‘তদ্বারা সে ভিক্ষু হইতে পারে না’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেত-
 বনে অবস্থানকালে জৈনিক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

সেই ব্রাহ্মণ সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়া ভিক্ষার জন্য বিচরণ-
 কালে চিন্তা করিলেন—“শ্রমণ গোতম নিজের শিষ্যদের ‘ভিক্ষু’ বলিয়া থাকেন
 যেহেতু তাঁহারা ভিক্ষাচরণ করেন, তাহা হইলে আমাকেও ‘ভিক্ষু’ বলা
 উচিত !” তিনি শাস্ত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘হে গোতম, আমিও
 ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবনধারণ করি, আমাকেও আপনি ‘ভিক্ষু’ সম্বোধন
 করুন ।’ তখন শাস্ত্রা তাঁহাকে বলিলেন—“হে ব্রাহ্মণ, কেবল ভিক্ষাচরণের
 জন্য আমি ‘ভিক্ষু’ বলি না । বিষম (= সন্ধর্মের বিপরীত) ধর্মচরণকারী
 কেহ ভিক্ষু হইতে পারে না । সমস্ত সংস্কারসমূহকে জ্ঞান সহকারে জানিয়া
 যে বিচরণ করে তাহাকেই ‘ভিক্ষু’ বলা হয় ।” এই কথা বলিয়া শাস্ত্রা এই
 দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘ন তেন ভিক্ষু সো হোতি, যাবতা ভিক্ষতে পরে ।

বিস্সং ধম্মং সমাদায়, ভিক্ষু হোতি ন তাবতা । ২৬৬ ।

‘যোধ পদুঞ্ঞপ্প পাপপ্প, বাহেত্তা বস্কাচরিয়বা ।

সংখায় লোকে চরতি, স বে ভিক্ষুতি বুদ্ধতী’তি । ২৬৭ ।

তথ ‘যাবতাতি’ যত্নকেন পরে ভিক্ষতে, তেন ভিক্ষন-
মত্তেন ভিক্ষু নাম ন হোতি । ‘বিস্সন্তি’ বিসমং ধম্মং,
বিস্সগন্ধং বা কায়কম্মাদিকং ধম্মং সমাদায় চরন্তো ভিক্ষু
নাম ন হোতি । ‘যোধাতি’ যো ইধ সামনে উভযম্পেতং
পদুঞ্ঞপ্প পাপপ্প মঙ্গবস্কাচরিয়েন বাহেত্তা পনুদিত্তা বস্কা-
চরিয়বা হোতি । ‘সংখায়াতি’ ঔগণেন । ‘লোকেতি’
খন্দাদিলোকে ‘ইমে অস্মান্তিকা খন্দা ইমে বাহিরা’তি এবং

•

•

•

‘অপরের নিকট ভিক্ষা করা দ্বারা কেহ ভিক্ষু হইতে পারে না । সন্ধর্মের
বিপরীত ধর্মানুশীলনের দ্বারা কেহ ভিক্ষু হইতে পারে না ।

জগতে যিনি পাপপুণ্য অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মচর্যবান হন এবং ইহলোকে
(সমস্ত সংস্কার সমূহকে জানিয়া) সজ্ঞানে বিচরণ করেন তিনিই ভিক্ষু
বলিয়া কথিত হন ।

ধম্মপদ, শ্লোক ২৬৬—২৬৭ ।

অম্বয় : ‘যাবতা’ যদি কেহ পরগৃহে ভিক্ষা করে, কেবল ভিক্ষাচার্যের
জন্য কাহাকেও ‘ভিক্ষু’ বলা যায় না । ‘বিস্সং’ বিষম ধর্ম অর্থাৎ ধর্মনীতির
বিরুদ্ধ কায়কর্মাদি ধর্ম আচরণ করিলেও ভিক্ষু বলা যায় না । ‘যোধ’—যে
ব্যক্তি এই বুদ্ধশাসনে মার্গ এবং ব্রহ্মচর্য প্রভাবে পাপপুণ্যকে প্রবাহিত
করিয়া, দূর করিয়া, ব্রহ্মচর্যশীলাচরণে রত থাকেন । ‘সংখায়’ অর্থাৎ জ্ঞানের
দ্বারা । ‘লোকে’ এই পঞ্চস্কন্ধময় জগতে ‘এইগুণি আধ্যাত্মিক ধর্ম এবং
এইগুণি বাহ্যিক ধর্ম’ এইভাবে সমস্ত ধর্ম পরিজ্ঞাত হইয়া যিনি বিচরণ করেন

সর্ব্বোপ ধম্মে জানিহা চরতি, সো তেন এগণেন কিলেসানং
ভিন্নত্তা 'ভিক্কু'তি বুদ্ধতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুর্গিৎসুতি ।

। অএৎ-এতরব্রাহ্মণবথু সত্তমং ।

*

*

*

এবং যিনি সেই জ্ঞানের দ্বারা ক্লেসসমূহকে বিনাশ করেন, তাহাকেই 'ভিক্কু'
নামে অভিহিত করা হয় ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

■ জনৈক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত ■

তিথিবন্ধ । ৮

“ন মোেননাতি” ইমং ধর্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তে
তিথিয়ে আরব্ধ কথেসি ।

তে কির ভুত্তট্ঠানেসু মনুস্সানং “খেমং হোতু, সুখং
হোতু, আয়ু বড্ঢতু, অসুদকট্ঠানে নাম কললং অথি,
অসুদকট্ঠানে নাম কট্টকো অথি, এবরুপং ঠানং গন্তুং ন
বটুত্তীতিআদিনা নয়েন মঙ্গলং বহ্বা পক্কমসি । ভিক্খু
পন পঠমবোধিয়ং অনন্মোদনাদীনং অনন্মুৎপাতকালে
ভত্তপ্পে মনুস্সানং অনন্মোদনং অকহ্বা পক্কমসি । মনুস্সা
‘তিথিয়ানং সন্তিকা মঙ্গলং সুদগাম, ভদ্দন্তা পন তুহীভূতা
পক্কমসীতি উস্সায়িসু । ভিক্খু তমখং সখু
আরোচেসু । সখা, “ভিক্খবে, ইতো পট্ঠায়

তীর্থিকদের উপাখ্যান । ৮ ।

‘মৌনব্রতের দ্বারা নহে’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
তীর্থিকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

তাহারা (তীর্থিকগণ) কোন স্থানে ভোজন করিয়া এইভাবে জনগণকে
মঙ্গলবাণী শ্রবণ করাইয়া চলিয়া যাইতেন—‘মঙ্গল হউক, সুখ হউক, আয়ু
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হউক, অমর স্থানে কলল আছে, অমর স্থানে কটক আছে—ঐ
সকল স্থানে যাইও না’ ইত্যাদি । কিন্তু বুদ্ধের বোধিলাভের গোড়ার দিকে
এইজাতীয় দানানন্মোদনের ব্যবস্থা ভগবান প্রদান করেন নাই । তাই ভিক্ষুগণ
(দানশালায় ভোজন গ্রহণ করিয়া) জনগণের নিকট দানানন্মোদন না করিয়া
চলিয়া যাইতেন । জনগণ এই বলিয়া নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করিত—
‘আমরা তীর্থিকগণের নিকট মঙ্গলকথা শুনি, কিন্তু ভদ্দন্ত ভিক্ষুগণ চূপচাপ
চলিয়া যান ।’ ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন । শাস্তা এই বলিয়া
অনন্মোদন প্রদান করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, এখন হইতে তোমরা যে স্থান

ভক্তগাদীসু যথাসুখ অনমোদনং করোথ, উপনিষদকথং করোথ, ধর্মং কথোথা”তি অনুজানি । তে তথা করিৎসু । মনুস্মা অনমোদনাদীনি সুগন্তা উস্মাহম্পত্তা ভিক্খু নিমন্তেহা সঙ্কারং করোন্তা বিচরন্তি । তিথিয়া পন “ময়ং মূর্নিনো মোনং করোম, সমগস্স গোতমস্স সাবকা ভক্তগাদীসু মহাকথং কথোন্তা বিচরন্তী”তি উজ্জায়িৎসু ।

সখা তমথং সুহা “নাহং ভিক্খবে, তুগ্হীভাবমন্তেন ‘মূর্নী’ তি বদামি । একচে হি অজানন্তা ন কথোন্ত, একচে অবিসারদতায়, একচে ‘মা নো ইমং অতিসয়থং অঞ্ঞে জ্যানিৎসু’তি মছেহেন । তস্মা মোনমন্তেন মূর্নি ন হোতি, পাপবুপসমেন পন মূর্নি নাম হোতী”তি বহা ইমা গাথা অভাসি—

হইতে দান গ্রহণ করিবে, দান অনমোদন করিবে, উপবিষ্ট হইয়া কথা বলিবে এবং ধর্মকথা শ্রবণ করাইবে ।’ ভিক্ষুগণ তাহাই করিতে লাগিলেন । মনুষ্যগণ অনমোদনাদি শ্রবণ করিয়া উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সংকারাদি করিতে লাগিল । তীর্থিকগণ এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—‘আমরা মূর্নির মৌনব্রত পালন করি । আর এই শ্রমণ গোতমের শিষ্যগণ ভোজনক্ষেত্রে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিয়া বিচরণ করিতেছে ।’

শাস্তা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ, কেবলমাত্র তুষ্কীভাবের জন্য আমি কাহাকেও ‘মূর্নি’ বলি না । কারণ কেহ কেহ জানে না বলিয়া বলে না, কেহ কেহ বিশারদ নহে বলিয়া বলে না । আবার কেহ কেহ বা কাপণ্যবশতঃ অন্যদের বলে না এই ভাবিয়া যে, ‘আমাদের বৈশিষ্ট্য অন্যরা না জানুক ।’ অতএব কেবল মৌনব্রত পালনের দ্বারা মূর্নি হওয়া যায় না । পাপ উপশমের দ্বারাই মূর্নি হওয়া যায় ।”—ইহা বলিয়া শাস্তা দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

“ন মোনেন মুনী হোতি, মদুহরুপো অবিন্দসু।

যো চ তুলংব পঙ্গব্, বরমাদায় পিণ্ডিতো । ২৬৮ ।

“পাপানি পরিবৰ্জেতি, স য়ুনী তেন সো য়ুনি ।

যো মদনাতি উভো লোকে, মদনি তেন পবুদ্ধতী”তি

। २७६ ।

তথ “ন মোনেনাতি” কামএংহি মোনেয়্যপিটিপদা-
সংখ্যাতেন মঙ্গএগমোনেন মর্দনি নাম হোতি, ইধ পন
তুংহীভাবং সন্ধ্যায় ‘মোনেনা’তি বদন্তং । ‘মর্দহরুপোতি’
তুচ্ছরুপো । ‘অবিদ্দসর্দতি’ অবিএংএং । এবরুপো হি
তুংহীভূতোপি মর্দনি নাম ন হোতি । অথ বা মোনেন
মর্দনি নাম ন হোতি, তুচ্ছসভাবো পন অবিএংএং চ
হোতীতি অথো । ‘যো চ তুলংব পঙ্গয়্হাতি’ যথা হি
তুলং গহেহ্বা ঠিতো অতিরেকং চ হোতি, হরতি । উনংচে



✱

‘অতি মৃদু এবং জ্ঞানহীন ব্যক্তি কেবল মৌনাবলম্বন দ্বারা মর্দন হইতে পারে না, “কিন্তু যে ব্যক্তি পণ্ডিত তিনি তুলাদণ্ড গ্রহণের ন্যায় ভালমন্দ পাপপুণ্য বিচার করিয়া যাহা শুভ, যাহা মঙ্গলজনক তাহাই গ্রহণ করেন এবং মন্দ বা অমঙ্গলজনক পাপ বর্জন করেন। তাদৃশ ব্যক্তিকেই উত্তরূপ কার্য দ্বারা মর্দন বলা হয়। যিনি (অন্তর-বাহির) উভয় লোক মনন করিতে সমর্থ তিনিই মর্দন বলিয়া অভিহিত হন।’

ধর্মপদ, শ্লোক ২৬৮—২৬৯।

ধম্মপদ, শ্লোক ২৬৮—২৬৯।

অম্বয় : ‘ন মোনেন’, বাস্তবিক মৌন পশ্চা অবলম্বনের দ্বারা যাহার মার্গ-
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তিনি ‘মুনি’ নামে খ্যাত হন। কিন্তু যে অবিজ্ঞ ব্যক্তি বৃথা
মৌনতা অবলম্বন করে সে কখনও ‘মুনি’ হইতে পারে না। ‘মূল্‌হরূপো’
তুচ্ছরূপ। ‘অবিদ্‌সদ্‌’ অবিজ্ঞ। দ্বৈদশ মৌনব্রতের দ্বারা মুনি হওয়া যায়
না। জ্ঞানহীন ব্যক্তি তুচ্ছস্বভাব। ‘যো চ তুলং ব পঙ্গমঃ’—যেমন তুলাদণ্ড-
ধারী ব্যক্তি অতিরিক্ত হইলে তুলিয়া লয়, উন হইলে বাড়াইয়া দেয়। তদ্রূপ
যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হইলে হরণ করার ন্যায় পাপকে হরণ করে, বর্জন করে

হোতি পক্খিপতি । এবমেব যো অতিরেকং হরন্তো
 বিয় পাপং হরতি পরিবজ্জেতি, উনকে পক্খিপন্তো বিয়
 কুসলং পরিপূরোতি । এবণ্ণ পন করোন্তো সীলসমাধি-
 পঞ্ঞাবিমুদ্বিত্তিবিমুদ্বিত্তিপাণদস্সনসংখাতং বরং উত্তমমেব
 আদায় পাপানি অকুসলকস্সানি পরিবজ্জেতি । ‘স
 মূননীতি’ সো মূনি নামাতি অথো । “তেন সো মূননীতি”
 কস্সা পন সো মূননীতি চে ? যং হেট্ঠা বদ্বত্তকারণং, তেন
 সো মূননীতি অথো । “সো মূননাতি উভো লোকেতি”
 যো পদুগ্গলো ইমস্সিং খন্ধাদিলোকে তুলং আরোপেহা
 মিনন্তো বিয় ‘ইমে অজ্জবিত্তিকা খন্ধা, ইমে বাহিরা’তি
 আদিনা নয়েন ইমে উভো অথে মূননাতি । ‘মূনি তেন
 পবদ্বুচ্চতীতি’ তেন কারণেন মূননীতি বদ্বুচ্চতিয়েবাতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদ্বিগ্গংসদ্বীতি ।

তিথিয়বত্থ অট্টমং ।

এবং উন হইলে বাড়াইয়া দেওয়ার মত কুশল বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সর্বতোভাবে
 অকুশল পরিত্যাগ করিয়া শীল-সমাধি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শন
 প্রভৃতি উত্তম ধর্ম গ্রহণ করে । ‘স মূননীতি’ অর্থাৎ সেই মূনি নামের যোগ্য ।
 ‘তেন সো মূননীতি’ অর্থাৎ কেন তাহাকে মূনি বলা হইবে ? উপরিউক্ত কারণেই
 তাহাকে মূনি বলা হয় । ‘যো মূননাতি উভো লোকে’ যে ব্যক্তি এই স্কন্ধাদি-
 জগতকে তুল্যদণ্ডে আরোপিত করিয়া মাপার ন্যায় ‘এইগুণি আধ্যাত্মিক কন্ধ,
 এইগুণি বাহ্যিক’ এইভাবে উভয়বিধ স্কন্ধসমূহকে জানিতে সমর্থ হয় । ‘মূনি
 তেন পবদ্বুচ্চতি’ অর্থাৎ সেই কারণে সে প্রকৃত ‘মূনি’ নামে খ্যাত হয় ।

দেশনাবসানে বহু ব্যক্তি সোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ তীর্থিকদের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

বালিসিকবন্ধু । ১

‘ন তেন অরিয়ো হোতী’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো একং অরিয়ং নাম বালিসিকং আরম্ভ কথেসি ।
একাদিবসঞ্ছি সথা তস্স সোতাপত্তিমংগস্সুপনিষসয়ং
দিম্বা সাবখিয়া উত্তরদ্বারগামে পিণ্ডায় চরিহ্বা ভিক্খু-
সঙ্ঘপরিবৃত্তো ততো আগচ্ছতি । তস্মিং খণে সো
বালিসিকো বলিসেন মচ্ছে গণ্হন্তো বুদ্ধপ্পমুখং
ভিক্খুসঙ্ঘং দিম্বা বলিসষট্ঠিং ছুড্ধেহ্বা অট্ঠাসি । সথা
তস্স অবিদুৱে ঠানে নিবত্তিহ্বা ঠিতো ‘হুং কিং নামোসী’
তি সারিপদত্তথেরাদীনং নামানি পদুচ্ছি । তেপি ‘অহং
সারিপদত্তো অহং মোংগল্লানো’ তি অন্তনো অন্তনো নামানি
কথায়িসু । বালিসিকো চিন্তেসি ‘সথা সম্বেসং নামানি
পদুচ্ছতি, মমস্পি নামং পদুচ্ছিহ্বসতি মঞ্জে’তি । সথা
তস্স ইচ্ছং ঐহ্বা, ‘উপাসক, হুং কো নামোসী’ তি পদুচ্ছিহ্বা

এক ধীবরের উপাখ্যান । ১ ।

‘তদ্দ্বারা আৰ্ঘ হওয়া যায় না’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
অবস্থানকালে ‘আৰ্ঘ’ নামধারী জনৈক ধীবরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ
করিয়াছিলেন ।

একদিন শাস্তা ঐ ধীবরের স্রোতাপত্তিমার্গ লাভের উপনিশ্রয় দেখিয়া
প্রাবল্লীর উত্তরদ্বারে গ্রামে পিণ্ডপাত করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত্ত হইয়া প্রত্য-
বর্তন করিতেছিলেন । সেই মূহুর্তে সেই ধীবর বড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল ।
সে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখিয়া বড়শি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ।
শাস্তাও নিকটে দাঁড়াইয়া শারিপদত্ত প্রভৃতিকে ‘তোমার নাম কি’ বলিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন । তাহারাও ‘আমি শারিপদত্ত, আমি মোদগল্যায়ন’ ইত্যাদি রূপে
নিজ নিজ নাম প্রকাশ করিলেন । ধীবর চিন্তা করিল—‘শাস্তা সকলের নাম
জিজ্ঞাসা করিলেন । মনে হয় আমার নামও জিজ্ঞাসা করিবেন ।’ শাস্তা তাহার
মনের কথা জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে উপাসক, তোমার নাম কি ?’

‘অহং ভস্তু, অরিয়ো নাম্মাতি’তি বদন্তে ‘ন, উপাসক, তাদিসা পাণাতিপাতিনো অরিয়ো নাম হোন্তি, অরিয়ো পন মহাজনস্স অহিংসনভাবে ঠিতা’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

“ন তেন অরিয়ো হোতি, যেন পাণানি হিংসতি ।

অহিংসা সম্বপাণানং, অরিয়োতি পবুদ্ধতী” তি । ২৭০ ।

তথ “অহিংসতি” অহিংসনেন । ইদং বদন্তং হোতি—
যেন হি পাণানি হিংসতি, ন তেন কারণেন অরিয়ো হোতি । যো পন সম্বপাণানং পাণিআদীহি অহিংসনেন মেত্তাদিভাবনায় পতিট্ঠিতত্তা হিংসতো আরাব ঠিতো, অস্নং অরিয়োতি বুদ্ধতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বালিসিকো সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিহি,
সম্পত্তানম্পি সাথ্বিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

বালিসিকবত্থু নবমং

*

*

*

‘ভস্তু, আমার নাম আৰ্ষ ।’

‘হে উপাসক, এইভাবে প্রাণীহত্যাকারিগণ আৰ্ষ নামধারী হইতে পারে না । যাহারা সকলের প্রতি অহিংসভাব মনে পোষণ করে তাহারাই ‘আৰ্ষ’ নামের উপযুক্ত ।’—ইহা বলিয়া শান্তা এই গাথা ভাষণ করিলেন—

‘যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে তদ্বারা সে আৰ্ষ হইতে পারে না ; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসভাবাপন্ন তিনিই ‘আৰ্ষ’ বলিয়া কথিত হন ।’

ধম্মপদ, শ্লোক ২৭০ ।

অম্বয় : ‘অহিংসা’ অহিংসার দ্বারা । ইহা উক্ত হয়—‘যে ব্যক্তি প্রাণী-হত্যা করে সে আৰ্ষ হইতে পারে না । যে ব্যক্তি হস্ত প্রভৃতি দ্বারা হিংসা না করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করে, হিংসা হইতে দূরে থাকে, তাহাকেই আৰ্ষ বলা হইয়া থাকে ।

দেশনাবসানে সেই ধীবর স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইল । উপস্থিত সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ এক ধীবরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সম্বলসীলাদিসম্পন্নভিক্ষুবৎ । ১০

‘ন সীলব্রতমন্তেনাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে বিহরন্তো সম্বলুলে সীলাদিসম্পন্নে ভিক্ষু আরব্ধ কথেসি ।

তেসু কির একচ্চানং এবং অহোসি—“ময়ং সম্পন্নসীলা, ময়ং ধৃতঙ্গধরা, ময়ং বহুসুদাতা, ময়ং পশুসেনাসনবাসিনো, ময়ং ঝানলাভিনো, ন অম্‌হকং অরহত্তং দুল্লভং, ইচ্ছিত-দিবসেষেব অরহত্তং পাপদগ্গিস্সামা”তি । যেপি তথ অনাগামিনো, তেসম্পি এতদহোসি—‘ন অম্‌হকং ইদানি অরহত্তং দুল্লভ’ন্তি । তে সবেপি একদিবসং সখারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিষ্যা নিসিন্না “অপি নু থো বো, ভিক্ষবে, পব্বজিতকিচ্চং মথকং পত্ত’ন্তি সখারা পুট্ঠা এবমাহংসু ‘ভস্তু, ময়ং এবরুপা এবরুপা চ, তস্মা

*

*

*

বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উগাখ্যান । ১০ ।

‘শীলব্রতমাত্রের দ্বারা নহে’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-কালে বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ।

ঐ ভিক্ষুদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হইয়াছিল—‘আমরা শীলসম্পন্ন, আমরা ধৃতঙ্গধারী, আমরা বহুশ্রুত, আমরা দূরে এবং নির্জনস্থানে বাস করি, আমরা ধ্যানলাভী, আমাদের অহংত্ব দুল্লভ নহে, ঈশ্বরিত দিবসেই আমরা অহংত্ব লাভ করিব ।’ তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অনাগামী তাঁহারাও ভাবিতেন—‘আমাদের পক্ষে এখন অহংত্ব লাভ করা কঠিন নহে ।’ তাঁহারা সকলে একই দিনে শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের প্রব্রজিতকৃত্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে কি ?’

তাঁহারা উত্তরে বলিলেন—‘ভস্তু, আমরা এখন ঈদৃশ অবস্থায় উপনীত

“ইচ্ছিতিচ্ছিতক্খণেযেব অরহত্তং পত্তুং সমথম্হা”তি
চিন্তেহা বিহরামা”তি ।

সথা তেসং বচনং সদ্বা, ভিক্ষবে ভিক্ষুনা নাম
পরিসুদ্ধসীলাদিমত্তেন বা অনাগামিসুখম্পত্তমত্তেন বা
অম্পকং নো ভবদুখ”ন্তি বত্তুং ন বট্টিতি, আসবক্খয়ং
পন অম্পহা ‘সুখিতোম্হা’তি চিন্তং ন উপাদেত্তব”ন্তি
বহা ইমা গাথা অভাসি—

“ন সীলস্বতমত্তেন, বাহুসচ্চেন বা পন ।

অথ বা সমাধিলাভেন, বিবিত্তসয়নেন বা । ২৭১ ।

“ফুদসামি নেক্খম্মসুখং, অপদুখজ্জনসেবিতং ।

ভিক্ষু বিম্বাসমাপাদি, অম্পত্তো আসবক্খয়”ন্তি । ২৭২ ।

তথ ‘সীলস্বতমত্তেনাতি’ চতুপারিসুদ্ধিসীলমত্তেন বা

*

*

*

হইয়াছি, যখন ইচ্ছা তখনই আমরা অহঁত্ব লাভ করিতে সমর্থ । এই মনে
করিয়া আমরা অবস্থান করিতেছি ।’

শাস্তা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, পরিশুদ্ধ শীলাদি-
মাত্র প্রাপ্ত হইলে বা অনাগামিসুখমাত্র প্রাপ্ত হইলে ‘আমাদের ভবদুখ
অম্পমাত্র অবশিষ্ট আছে’ ইহা বলা উচিত নহে । আস্রবক্ষয়প্রাপ্ত না
হইলে ‘আমি সুখী’ এই কথা চিন্তে স্থান দেওয়া অনুচিত ।’—ইহা বলিয়া
শাস্তা এই দুইটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘কেবল শীল ও ব্রতপালন, বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, [লৌকিক] সমাধিলাভ,
কিংবা নির্জীবাস দ্বারা অথবা ‘আমি সাধারণের অনধিগম্য নিষ্কাম
(অনাগামী) সুখ অনুভব করিতেছি’ এই ভাবিয়া হে ভিক্ষু ! আস্রবক্ষয়
না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করিও না অর্থাৎ ক্ষান্ত হইও না ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ২৭১—২৭২ ।

অম্বয় : ‘সীলস্বতমত্তেন’ চতুপারিশুদ্ধিশীল পাত্রের দ্বারা বা ত্রয়োদশ

তেরসদ্ব্যুৎসন্নেন বা । ‘বাহুসচেচন বাতি’ তিহ্মং পিটকানং
 উগ্গাহিতমন্তেন বা । ‘সমাধিলাভেনাতি’ অট্টসমাপত্তিয়া
 লাভেন । ‘নেকখম্মসদ্ব্যুৎসন্নং’ অনাগামিসদ্ব্যুৎসন্নং । তং অনা-
 গামিসদ্ব্যুৎসন্নং ফদ্ব্যুৎসন্নং এত্তকমন্তেন বা । ‘অপদ্ব্যুৎসন্ন-
 সেবিতত্তি’ পদ্ব্যুৎসন্নেনহি অসেবিতং অরিয়সেবিতমেব ।
 ‘ভিক্কু’তি তেসং অণ্ণতরং আলপন্তো আহ । ‘বিস্সাস-
 মাপাদীতি’ বিস্সাসং ন আপজ্জয়্য । ইদং বদন্তং হোতি—
 ভিক্কু ইমিনা সম্পন্নসীলাদিভাবমন্তকেনেব ‘ময়ং
 ভবো অম্পকো পরিত্তকো’তি আসবক্কয়সংখাতং অরহত্তং
 অম্পন্তো হুত্তা ভিক্কু নাম বিস্সাসং নাপজ্জয়্য । যথা
 হি অম্পমন্তকোপি গুত্তো দদ্ব্যুৎসন্নো হোতি, এবং অম্পমন্ত-
 কোপি ভবো দদ্ব্যুৎসন্নোতি ।

*

*

*

ধূতাক্ষমাত্রেয় দ্বারা । ‘বাহুসচেচন বা’ অথবা ত্রিপিটকের শিক্ষামাত্রেয় দ্বারা ।
 ‘সমাধিলাভেন’ অট্টসমাপত্তি লাভের দ্বারা । ‘নেকখম্মসদ্ব্যুৎসন্নং’ অনাগামিসদ্ব্যুৎসন্নং ।
 সেই অনাগামি সদ্ব্যুৎসন্ন অনভব করিতেছি এইটুকু মাত্রের দ্বারা । ‘অপদ্ব্যুৎসন্ন
 সেবিতং’ সাধারণ লোকের দ্বারা অসেবিত অর্থাৎ আর্ষসেবিত । ‘ভিক্কু’তি
 ভিক্ষুগণের মধ্যে যেন একজনকে সম্বোধন করা হইতেছে । [প্রকৃতপক্ষে
 একজনকে সম্বোধন করা হইলেও সকল ভিক্ষুকেই সম্বোধন করা হইতেছে
 বদ্ব্যুৎসন্ন হইবে ।] ‘বিস্সাসমাপাদি’ বিশ্বাস করা উচিত নহে । ইহা এইরূপ
 উক্ত হইয়াছে—‘ভিক্ষু এই সম্পন্ন শীলাদি ভাবমাত্রের দ্বারা ‘আমাদের ভব
 (পদ্ব্যুৎসন্ন) স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে’ ইহা আম্রবক্ষ্য নামক অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত না
 হইয়া কোন ভিক্ষু বিশ্বাস করিবে না । যেমন অম্পমাত্র গুত্তও দদ্ব্যুৎসন্ন হয়,
 তদ্রূপ অম্পমাত্র ভবও দদ্ব্যুৎসন্নক ।’

দেশনাবসানে তে ভিক্ষু অরহত্তে পতিট্ঠহিংসু, সম্পত্তা-
নম্পি সাথিকা ধম্মদেশনা অহোসীতি ।

সম্বহুলসীলাদিসম্পন্নভিক্ষুবহু দসমং ।

। ধম্মট্ঠবগ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

। একুনবীসতিমো বগ্গো ।

*

*

*

দেশনাবসানে সেই ভিক্ষুগণ অরহত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । উপস্থিত
সকলের নিকট এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ বহু শীলাদিসম্পন্ন ভিক্ষুদের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

। ধর্মস্থ বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ।

। একুনবিংশতিতম বর্গ ।

২০ । মগ্গবগ্গো

পঞ্চসতভিক্খুবঙ্ঘু । ১

‘মগ্গানট্ঠঙ্গিকোতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
পঞ্চসতে ভিক্খু আরব্ধ কথেসি ।

তে কির সখ্খরি জনপদচারিকং চরিয়া পুন সাবখিং আগতে
উপট্ঠানসালায় নিসীদিয়া ‘অসদ্ধগামমতো অসদ্ধগামমস
মগ্গো সমো, অসদ্ধগামমস মগ্গো বিসমো, সসক্খরো,
অসক্খরো’তি আদিনা নয়েন অন্তনো বিচারিতমগ্গং
আরব্ধ মগ্গকথং কথেসুং । সথা তেসং অরহত্তসু-
পনিম্ময়ং দিম্বা তং ঠানং আগম্বা পঞ্জ্ঞাসনে
নিসিন্নো ‘কায় নুথ, ভিক্খবে, এতরিহি কথায়

•

•

•

২০ । মাগ্গ বগ্গ

পঞ্চশত ভিক্ষুর উপাখ্যান । ১ ।

‘মাগ্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মাগ্গ’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে
অবস্থানকালে পঞ্চশত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শাস্ত্র জনপদচারিকায় বিচরণ করিয়া পুনরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া
আসিলে সেই (পঞ্চশত) ভিক্ষুগণ অতিথিশালায় বসিয়া এইভাবে নিজ নিজ
বিচারিত মাগ্গের কথা উত্থাপিত করিয়া মাগ্গকথা বলিতে লাগিলেন—‘ঐ
গ্রাম হইতে ঐ গ্রামের মাগ্গ সম, অমদক গ্রামের মাগ্গ বিষম, কংকরমুত্ত বা
বা কংকরমুত্ত ।’ শাস্ত্র তাহাদের অহংত্বের উপনিশ্রয় দেখিয়া সেই স্থানে
উপস্থিত হইয়া প্রজ্ঞপ্তাসনে উপবেশন করিয়া—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কি
বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলে—জিজ্ঞাসা করিলে ‘এই বিষয়ে’ বলিলে

সম্মিসিদ্ধা'তি পদ্বিচ্ছিন্না 'ইমায় নামা'তি বদন্তে, 'ভিক্ষুবে,
অয়ং বাহিরকমংগো, ভিক্ষুনা নাম অরিয়মংগে কম্মং
কাভুং বট্টিতি, এবএ'হি করোন্তো ভিক্ষু সস্বদক্খা
পমদুচ্চতী'তি বহা ইমা গাথা অভাসি—

‘মংগানট্টঙ্গিকো সেট্টো, সচ্চানং চতুরো পদা ।

বিরাগো সেট্টো ধম্মানং, দ্বিপদানণ চক্খুমা । ২৭৩ ।

‘এসেব মংগো নথএ'ঞো, দস্সনস্স বিসদু'দ্ধিয়া ।

এতএ'হি তুম্হে পটিপজ্জথ, মারস্সেতং পমোহনং । ২৭৪ ।

এতএ'হি তুম্হে পটিপন্না, দক্খস্সন্তং করিস্সথ ।

অক্খাতো বো ময়া মংগো, অএ'ঞায় সল্লকস্তুনং । ২৭৫ ।

‘তুম্হেহি কিচ্চমাতপ্পং, অক্খাতারো তথাগতা ।

পটিপন্না পমোক্খান্তি, ঝায়িনো মারবন্ধনা'তি । ২৭৬ ।

*

*

*

ভগবান বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, ইহা বাহ্যিক মার্গ । ভিক্ষুর উচিত
আৰ্য মার্গে কর্ম সম্পাদন করা । এইরূপ করিলেই ভিক্ষু সর্বদঃখ হইতে
মুক্ত হইতে পারে’—ইহা ব্যক্ত করিয়া এই চারিটি গাথা ভাষণ করিলেন—

‘মার্গসমূহের মধ্যে আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ । সত্যসমূহের মধ্যে
চারি আৰ্যসত্য (শ্রেষ্ঠ) । ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ । দ্বিপদ (মনুষ্য)-
গণের মধ্যে চক্ষুদ্বন্দ্বান্ (প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন) বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ ।

ইহাই (অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ) একমাত্র পথ দৃষ্টি বিশুদ্ধির জন্য, অন্য
কোন পথ নাই । তোমরা ইহাই অবলম্বন কর । ইহাই মারের (—মায়াময়
বিশ্বসৃষ্টির) সম্বোহনকারী (মারের প্রপণ্ড বিস্তারের পথ রুদ্ধকারী) ।

তোমরা ইহাই অনুসরণ করিয়া দঃখের অন্তঃসাধন করিতে পারিবে ।
(দঃখ) শৈল্য উৎপাতনকারী উপায় জানিয়াই আমি এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ
উপদেশ করিয়াছি ।

উদ্যম তোমাদিগকেই করিতে হইবে । তথাগতগণ ধর্মের উপদেষ্টামাত্র ।
এই মার্গাবলম্বী ধ্যানিগণ মারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ।’

তথ 'মঙ্গানট্টঙ্গিকোতি' জম্মমঙ্গাদয়ো বা হোন্তু দ্বাসট্ঠি
 দিট্ঠিগতমঙ্গা বা, তেসং সবেসম্পি মঙ্গানং সম্মাদিট্ঠি
 আদীহি অট্ঠিহি অঙ্গোহি মিচ্ছাদিট্ঠিআদীনং অট্ঠন্নং
 পহানং করোন্তো নিরোধং আরম্মণং কহা চতুসুপি সচ্ছেসু
 দ্ধক্খপরিজাননাদিকিচ্ছং সাধয়মানো অট্ঠঙ্গিকো মঙ্গো
 সেট্ঠো উত্তমো । 'সচ্চানং চতুরো পদাতি' 'সচ্চং ভণে ন
 কুঙ্কেয্যা'তি আগতং বচীসচ্চং বা হোতু, 'সচ্চো ব্রাহ্মণো
 সচ্চো খত্তিয়ো'তি আদিভেদং সম্মুত্তিসচ্চং বা 'ইদমেব
 সচ্চং মোঘমএ-এ'ন্তি দিট্ঠিসচ্চং বা 'দ্দক্খং অরিয়-
 সচ্চ'ন্তি আদিভেদং পরমথসচ্চং বা হোতু, সবেসম্পি
 ইমেসং সচ্চানং পরিজানিতস্বট্ঠেন সচ্ছিকাতস্বট্ঠেন
 পহাতস্বট্ঠেন ভাবেতস্বট্ঠেন একপটিবেধট্ঠেন চ
 তথপটিবেধট্ঠেন চ দ্ধক্খং অরিয়সচ্চন্তি আদয়ো

অর্থ : 'মঙ্গানট্টঙ্গিকো'—চলার পথ সমুদ্রই হউক বা ৬২ প্রকার
 মিথ্যাদৃষ্টিগত মার্গই হউক, বা অন্যান্য মার্গ হউক, সকলের মধ্যে সম্যক্
 দৃষ্টি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি আট প্রকার মার্গ
 পথকে পরিত্যাগ করতঃ নিরোধ বা নিবারণকে আলম্বন করিয়া চতুরার্ষসত্য
 প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় । সেইজন্য অষ্টাঙ্গিক
 মার্গ শ্রেষ্ঠ, উত্তম ।

'সচ্চানং চতুরো পদা'—'সত্য বলিবে, ক্রোধ করিবে না' (ধম্মপদ শ্লোক
 ২২৪) ইত্যাদি বাক্যসত্যই হউক, 'সত্যই ব্রাহ্মণ, সত্যই ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি
 সম্মতি সত্যই হউক, 'ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা' (ধম্মপদ শ্লোক ১১৪৪)
 ইত্যাদি দৃষ্টিসত্যই হউক, 'দ্দক্খ আৰ্যসত্য' ইত্যাদি পরমার্থ সত্যই হউক,
 এই সকল সত্যের মধ্যে ষথার্থভাবে জানার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য,
 (মিথ্যাদৃষ্টিসমূহ) দূর করার জন্য, ভাবনা করার জন্য, এক সত্য (নিবারণ)-
 কে পদ্ধানুপদ্ধয়গুণে উপলব্ধির জন্য এবং তথ্যকে (দ্ধক্খমুত্তিরপ উপদ-

চতুরো পদা সেট্টো নাম । ‘বিরাগো সেট্টো ধম্মানন্তি’
‘ষাবতা, ভিক্ষবে, ধম্মা সঙ্খতা বা অসঙ্খতা বা,
বিরাগো তেসং অঙ্গমক্খায়তী’তি বচনতো সম্বধম্মানং
নিব্বানসঙ্খাতো বিরাগো সেট্টো । ‘দ্বিপদানন্ত চক্খদ-
ম্মাতি’ সম্বেসং দেবমনুস্সাদিভেদানং দ্বিপদানং পণ্ণহি
চক্খদহি চক্খদমা তথাগতোব সেট্টো । চ-সন্দো
সম্পিণ্ডনথো, অরূপধম্মে সম্পিণ্ডেতি । তস্মা অরূপ-
ধম্মানম্পি তথাগতো সেট্টো উত্তমো ।

‘দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া’তি মঙ্গফলদস্সনস্স বিসুদ্ধিখং যো
ময়া ‘সেট্টো’তি বদন্তো, এসোব মণ্ণো, নথঞ্ণেঞো ।
‘এত্ণেহি তুম্হেতি’ তস্মা তুম্হে এতমেব পটিপজ্জথ ।
‘মারসেসতং পমোহনন্তি’ এতং মারমোহনং মারমহ্ননন্তি
বদন্তি । ‘দুক্খস্সন্তন্তি’ সকলস্সপি বট্টদুক্খস্স অন্তং
পরিচ্ছেদং করিস্সথাতি অথো । ‘অঞ্ণেঞায় সল্লকন্তন্তি’

*

*

*

লিখিকে) জানিবার জন্য ‘দুঃখ আয়সত্য’ ইত্যাদি চারি সত্যপথ শ্রেষ্ঠ ।
‘বিরাগো সেট্টো ধম্মানং’—হে ভিক্ষুগণ সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সর্বপ্রকার
স্বভাবধর্মসমূহের মধ্যে নির্বাণপ্রবণ বিরাগই শ্রেষ্ঠ ।

‘দ্বিপদানন্ত চক্খদমা’ দেবমনুষ্যাদি ভেদে দ্বিপদ প্রাণিগণের মধ্যে পঞ্চচক্ষু-
সমম্বাগত (অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন) তথাগতই শ্রেষ্ঠ । ‘চ’ শব্দের দ্বারা
অরূপধর্মী সত্ত্বগণের কথাও বুঝিতে হইবে । অতএব শুদ্ধ রূপী সত্ত্বগণ
নহে, অরূপীসত্ত্বগণের মধ্যেও তথাগত শ্রেষ্ঠ উত্তম ।

‘দস্সনস্স বিসুদ্ধিয়া’ মার্গফল দর্শনের বিশুদ্ধির জন্য যাহাকে আমি
‘শ্রেষ্ঠ’ বলিয়াছি—ইহাই একমাত্র মার্গ, অন্য কোন মার্গ নাই ।

‘এতংহি তুম্হে’—অতএব তোমরা ইহারই অবলম্বন কর । ‘মারসেনসেসতং
পমোহনং’ এই মার্গই মারমোহন এবং মারমহ্নন অর্থাৎ ইহাই মারকে
সম্মোহিত করিয়া ধ্বংস করে । ‘দুক্খস্সন্তং’ সকল প্রকার সংসার দুঃখের

রাগসল্লাদীনং কন্তনং নিম্মথনং অব্বহুং এতং মঙ্গং, ময়া
 বিনা অনুস্বাদীহি অন্তপচ্চক্খতো ঐত্তাব অয়ং মঙ্গো
 অক্খাতো, ইদানি তুম্হেহি কিলেসানং আতাপনেন
 ‘আতপ্প’ন্তি সত্তং গতং তস্স অধিগমথায় সম্মপ্পধান-
 বীরিয়ং কিচ্চং করণীয়ং। কেবলএহি অক্খাতারোব
 তথাগতা। তস্মা তেহি অক্খাতবসেন স্বে পটিপন্না দ্বীহি
 ঝানোহি ঝায়িনো, তে তেভুমকবটুসত্ত্বাতা মারবন্ধনা
 পমোক্খন্তীতি অথো।

দেসনাবসানে তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্ঠিহিংসু, সম্পত্তা-
 নস্পি সার্থিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি।

। পণ্ডসত্ভিক্ষুবথু পঠমং।

*

*

*

অন্তঃসাধন কর। ‘অএত্তায় সল্লকন্তনং’ রাগশৈল্যের সমূলে উৎপাটনের জন্য
 এই মার্গ স্বয়ং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়া আমি (বুদ্ধ) তোমাদের
 নির্দেশ করিতেছি। ক্রেশসমূহ দূর করার জন্য তোমাদেরকেই উদ্যোগী
 হইতে হইবে, সম্যক প্রচেষ্টা এবং বীর্যকৃত্য সম্পাদন করিতে হইবে।
 তথাগতগণ মার্গনির্দেশক মাত্র। যাহারা এই পথ অবলম্বন করিয়া দুই
 প্রকার ধ্যানে (শমথ ধ্যান ও বিদর্শন ধ্যান) ধ্যায়ী হয় তাহারা ত্রিভুম্যক
 সংসার নামক মারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

দেশনাবসানে সেই সকল ভিক্ষু অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত
 সকলের নিকট এই দেশনা সার্থক হইয়াছিল।

॥ পণ্ডসত ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

অনিচ্ছলক্খণবথু । ২

‘সম্বে সণ্খারা অনিচ্ছাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পণ্ডসতে ভিক্ষু আরব্ধ কথেসি ।

তে কির সথু সন্তিকে কমট্ঠানং গহেত্বা গন্ত্বা অরঞ্বে
বায়মন্তাপি অরহন্তং অম্পত্ত্বা ‘বিসেসেত্বা কমট্ঠানং
উপগম্হিস্সামা’তি সথু সন্তিকং আগমিংসু । সথা ‘কিং
নু থো ইমেসং সম্পায়’ন্তি বীমংসন্তো ‘ইমে কস্সপবুদ্ধ-
কালে বীসতি বস্সসহস্সানি অনিচ্ছলক্খণে অনদ্বয়জিংসু,
তস্মা অনিচ্ছলক্খণেনেব তেসং একং গাথং দেসেতুং বট্টতী’-
তি চিন্তেত্বা, ‘ভিক্ষবে, কামভবাদীসু সম্বেপি সণ্খারা
হুত্বা অভাবট্ঠেন অনিচ্ছা এবা’তি বত্তা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

অনিত্য লক্ষণ বস্তু । ২ ।

‘সমস্ত সংস্কার অনিত্য’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে
(উক্ত) পণ্ডিত ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেই ভিক্ষুগণ শাস্তার নিকট ‘কর্মস্থান’ গ্রহণ করিয়া অরণ্যে যাইয়া
অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে না পারিয়া ‘বিশেষভাবে কর্মস্থান
গ্রহণ করিব’ চিন্তা করিয়া শাস্তার নিকট আসিলেন । শাস্তা চিন্তা করিলেন
—‘ইহাদের উপযুক্ত কর্মস্থান কি হইতে পারে ?’ তিনি (বুদ্ধদৃষ্টিতে অতীত)
দেখিলেন—‘ইহারা কশ্যপ বৃদ্ধের সময় কুড়ি হাজার বছর অনিত্যলক্ষণ
ভাবনা করিয়াছিল । অতএব অনিত্য লক্ষণের দ্বারা একটি গাথা তাহাদের
দেশনা করিতে হইবে ।’—ইহা চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ,
কামভবাদিতে সমস্ত সংস্কার অবাস্তবতাহেতু অনিত্য ।’—ইহা বলিয়া এই
গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘সম্বে সংখারা অনিচ্ছাতি, যদা পঞ্ঞায় পস্সতি ।
 অথ নিম্বিন্দতি দ্ধক্খে, এস মণ্ণো বিসুদ্ধিয়াতি । ২৭৭ ।
 তথ ‘সম্বে সংখারাতি’ কামভবাদীসু উম্পন্ন থন্ধা তথ-
 তথেব নিরুদ্ধনতো ‘অনিচ্ছাতি’ যদা বিপস্সনাপঞ্ঞায়
 পস্সতি, অথ ইমস্মিং থন্ধপরিহরণদ্দক্খে নিম্বিন্দতি,
 নিম্বিন্দন্তো দ্ধক্খপরিজাননাদিবসেন সচ্ছানি পটি-
 বিম্বাতি । ‘এস মণ্ণো বিসুদ্ধিয়াতি’ বিসুদ্ধথায়
 বোদানথায় এস মণ্ণোতি অথো ।

দেশনাবসানে তে ভিক্ষু অরহন্তে পতিট্ঠহিংসু, সম্পত্ত-
 পরিসানম্পি সাথিকা ধ্মদেশনা অহোসীতি ।

। অনিচ্ছলক্খণবথু দত্তিয়ং ।

•

•

•

‘যাবতীয় সংস্কার অনিত্য—ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করেন
 তখন তিনি দঃখের প্রতি বিরাগগ্রস্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ ।’

—ধ্মপদ, শ্লোক ২৭৭ ।

অম্বয় : ‘সম্বে সংখারা’ কামভবাদিতে উৎপন্ন স্কন্ধসমূহ উৎপত্তি-
 স্থানেই নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ‘অনিচ্ছা’তি যখন সাধক বিদর্শন প্রজ্ঞার দ্বারা
 পঞ্চস্কন্ধে অনিত্য, দঃখ ও অনাত্মভাব দর্শন করেন, তখন তিনি স্কন্ধ
 রক্ষণাবেক্ষণে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন । এই উৎকণ্ঠায় সমাধিমগ্ন
 হইয়া তিনি চারি আৰ্যসত্যকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন । ‘এস মণ্ণো
 বিসুদ্ধিয়া’ বিশুদ্ধি এবং নিৰ্বাণ প্রত্যয়ের ইহাই একমাত্র পথ ।

দেশনাবসানে ঐ ভিক্ষুগণ অরহন্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । উপস্থিত-
 পরিষদের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ অনিত্যলক্ষণ বস্তু সমাপ্ত ॥

দুঃখলক্ষণবথ । ৩

দুঃতিয়গাথাযাপি এবরূপমেব বথু । তদা হি ভগবা তেসং
ভিক্খুনং দুঃখলক্ষণে কতাভিযোগভাবং ঐত্থা
‘ভিক্খবে, সবেষপি খন্ধা পটিপীলনট্টেন দুঃখা এবা’
তি বত্বা ইমং গাথমাহ—

‘সবেষ সত্ত্বারা দুঃখাতি, যদা পঞ্ণায় পস্সতি ।

অথ নিব্বিন্দতি দুঃখে, এস মণ্ণো বিসুদ্ধিয়া’তি

। ২৭৮ ।

তথ ‘দুঃখাতি’ পটিপীলনট্টেন দুঃখা । সেসং
পদরিমসাদিসমেব ।

দুঃখলক্ষণবথু ততিয়ং ।

*

*

*

দুঃখলক্ষণ বস্তু । ৩ ।

দ্বিতীয় গাথাতেও একই প্রকার বস্তু বা ঘটনা । তখন ভগবান সেই
ভিক্ষুদের দুঃখলক্ষণে কৃত অনুশীলনভাব জানিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ,
সমস্ত সংস্কার আমাদের দৃদশাগ্রস্ত করে বলিয়া দুঃখই ।’—ইহা বলিয়া এই
গাথাটি ভাষণ করিলেন—

সকল সংস্কার দুঃখময় ইহা যখন সাধক প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করেন, তখন
তিনি দুঃখের প্রতি বিরক্ত হন, ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ২৭৮ ।

অম্বয় : ‘দুঃখা’—উৎপীড়িত করে, দৃদশাগ্রস্ত করে বলিয়া দুঃখ ।
অবশিষ্ট । . .

॥ দুঃখলক্ষণ বস্তু সমাপ্ত ॥

অনন্তলক্খণবথ । ৪

ততিয়গাথায়পি এসেব নয়ো । কেবলএহি এথ ভগবো
তেসং ভিক্খুনং পুবেব অনন্তলক্খণে অনুযুত্তভাবং
এত্তা, ‘ভিক্খবে, সবেষাপি খন্ধা অবসবত্তনট্টেন অনত্তা
এবা’তি বহা ইমং গাথমাহ—

‘সবেব ধম্মা অনত্তাতি, যদা পএণ্ণায় পস্সতি ।

অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে, এস মণ্ণো বিসুদ্বিয়া’তি

। ২৭৯ ।

তথ ‘সবেব ধম্মাতি’ পণ্ডক্খন্ধা এব অধিম্পেতা ।
‘অনত্তাতি’ ‘মা জীয়ন্তু মা মীয়ন্তু’তি বসে বন্তেতুং ন
সক্কাতি অবসবত্তনট্টেন অনত্তা অন্তসুএণ্ণা অস্সামিকা
অনিস্সরাতি অথো । সেসং পুরিমসদিসমেবাতি ।

অনন্তলক্খণবথ চতুথং ।

*

*

*

অনাত্মলক্ষণ বস্তু । ৪ ।

তৃতীয় গাথারও একই ভূমিকা । শুধু এই ক্ষেত্রেই ভগবান সেই ভিক্ষুরা
পূর্বজন্মে অনাত্মলক্ষণ বিষয়ে অনুশীলন করিয়াছিলেন জানিয়া সরাসরি
তাহাদের বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত স্কন্ধ স্বকীয়তাহীনতার অভাবে
অনাত্ম’—তারপর এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘সকল ধর্ম (পদার্থ) অনাত্ম । ইহা যখন ধ্যানী প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন
তখন তিনি দুঃখের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন—ইহাই বিশুদ্ধজ্ঞানভের পথ ।’

—ধর্মপদ, শ্লোক ২৭৯ ।

অন্বয় : ‘সবেব ধম্মা’ এই স্থলে পণ্ডক্খন্ধাই অভিপ্রেত । ‘অনত্তা’—‘না
বাঁচুক, না মরুক’ এইভাবে বশে আনা সম্ভব নহে বলিয়া অবশীভূতত্বের কারণে
অনাত্ম, আত্মশূন্য, অস্বামিক এবং অনীশ্বর এই অর্থ । অবশিষ্ট পদ্যবং ।

■ অনাত্মলক্ষণ বস্তু সমাপ্ত ■

পধানকস্মিকতিস্‌স্‌থেরবখু । ৫

‘উট্‌ঠানকালম্‌হী’তি ইমং ধম্মদেশনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পধানকস্মিকতিস্‌স্‌থেরং আরব্ভ কথেসি ।

সাবাখিবাসিনো কির পণ্ডসতা কুলপদ্ত্তা সথদ্‌ সন্তিকে পব্ব-
জিত্বা কস্মট্‌ঠানং গহেত্বা অরএঃএঃ অগমংসদ্‌ । তেসদ্‌ একো
তথেব ওহীয়ি । অবসেসা অরএঃএঃ সমণধম্মং করোন্তা
অরহত্তং পত্বা ‘পটিলন্ধগুণং সথদ্‌ আরোচেস্সামা’তি পদ্‌ন
সাবাখিং অগমংসদ্‌ । তে সাবাখিতো যোজনমত্তে একস্মিং
গামকে পিণ্ডায় চরন্তে দিস্সা একো উপাসকো যাগদ্‌ভত্তাদীহি
পতিমানেত্বা অনদ্‌মোদনং সদ্‌ত্বা পদ্‌নদিবসথায়পি নিমন্তেসি ।
তে তদহেব সাবাখিং গন্ত্বা পত্তচীবরং পটিসামেত্বা সায়ন্‌হ-
সময়ে সথারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদিংসদ্‌ ।

*

*

*

পধানকস্মিক তিস্য স্থবিরের উপাখ্যান । ৫ ।

‘উধানকালে’ ইত্যাদি ধর্ম‌দেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে প্রধান-
কস্মিক তিস্য স্থবিরকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

শ্রাবস্তীবাসী পণ্ডিত কুলপদ্‌ শাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া কর্ম‌স্থান গ্রহণ
করতঃ অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে একজন সেখানেই
হতোদ্যম হইয়া কর্ম‌স্থানচ্যুত হইলেন । অন্যান্যরা অরণ্যে শ্রমণধর্ম‌ পালন
করিয়া অহঁত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং ‘আমাদের প্রতিলম্ব গুণের কথা শাস্তাকে
জানাইব’ বলিয়া পদ্‌নরায় শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন । তাঁহারা শ্রাবস্তী
হইতে এক যোজন দূরে একটি গ্রামে ভিক্ষাচরণ করিতেছিলেন । একজন
উপাসক তাঁহাদিগকে যাগদ্‌ভাত প্রভৃতি প্রদান করিয়া দানানদ্‌মোদন শ্রবণ
করিয়া পরের দিনের জন্যও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন । তাঁহারা সেই-
দিনই শ্রাবস্তীতে যাইয়া পাত্তচীবর সামলাইয়া রাখিয়া সায়ান্‌সময়ে শাস্তার
নিকট উপস্থিত হইয়া (শাস্তাকে) বন্দনা করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন

সখা তেহি সন্ধিং অতিবয় তুট্ঠিঃ পবেদয়মানো পটি-
সন্হারং অকাসি ।

অথ নেসং তথ ওহীনো সহায়কভিক্ষু চিন্তেসি—‘সখু
ইমেহি সন্ধিং পটিসন্হারং করোন্তস্স মুখং নম্পহোতি,
ময়ং পন মঙ্গফলাভাবেন ময়া সন্ধিং ন কথোতি, অজ্জিব
অরহত্তং পত্না সখারং উপসঙ্কমিত্বা ময়া সন্ধিং কথাপেঙ্গসা-
মীতি । তেপি ভিক্ষু, ‘ভন্তে, ময়ং আগমনমগ্গে একেন
উপাসকেন স্বাতনায় নিমন্তিতা, তথ পাতোব গমিস্সা-
মীতি সখারং অপলোকেসু । অথ নেসং সহায়কো
ভিক্ষু স্বেবরত্তিং চক্ষমন্তো নিদ্দাবসেন চক্ষমকোটিয়ং
একস্মিং পাসাণফলকে পতি, উরুট্ঠি ভিজ্জি । সো মহা-
সম্মেদন বিরবি । তস্স তে সহায়কা ভিক্ষু সন্দ্দং সঞ্জানিত্বা
ইতো চিত্তো চ উপধাবিসু । তেসং দীপং জালেত্বা তস্স

*

*

*

করিলেন । শাস্তা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন
এবং তাঁহাদের সহিত সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ করিলেন ।

তখন তাঁহাদের সঙ্গী সেই কর্মস্থানচ্যুত ভিক্ষু চিন্তা করিলেন—‘ইহাদের
সহিত প্রীতিসম্ভাষণে শাস্তার যেন মুখই বন্ধ হইতেছে না, অথচ মার্গফল
লাভ করি নাই বলিয়া শাস্তা আমার সঙ্গে কথাই বলেন না । আমি অদ্যই
অহং প্রাপ্ত হইয়া শাস্তার নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে আমার সহিত কথা
বলাইব ।’ সেই ভিক্ষুরাও—‘ভন্তে, আমরা আসিবার সময় এক উপাসক
আগামীকালের জন্য আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমরা আগামীকাল
প্রাতঃকালেই সেখানে যাইব’ বলিয়া শাস্তার অনুমতি চাহিয়া রাখিলেন ।
এদিকে তাঁহাদের সহায়ক ভিক্ষু সারারাত্রি চক্ষমণ করাকালে নিদ্দাবশতঃ
চক্ষমণকোটির এক পাষণফলকে পতিত হইয়া উরুদেশের অস্থি ভাঙ্গিয়া
ফেলিলেন । তিনি মহাশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন । তাঁহার সহায়ক
ভিক্ষুগণ তাঁহার গলার শব্দ চিনিতে পারিয়া এদিকে সেদিকে তাঁহার খোঁজ
করিতে লাগিলেন । প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহার কতব্যকৃত্য করিতে করিতে

কন্তুৰ্বিকিচ্চং করোন্তানংযেব অরুণো উট্ঠহি, তে তং গামং
গন্তুং ওকাসং ন লভিসু। অথ নে সথা আহ—‘কিং,
ভিক্খবে, ভিক্খাচারগামং ন গমিথা’তি। তে “আম,
ভন্তে’তি তং পবতিং আরোচেসুং। সথা ‘ন, ভিক্খবে,
এস ইদানেব তুম্হাকং লাভন্তরায়ং কৰোতি, পদুস্বেপি
অকাসিয়েবা’তি বহা তেহি যাচিতো অতীতং আহরিহা—

‘যো পদুস্বে করণীয়ানি, পচ্ছা সো কাতুমিচ্ছতি।

বরুণকট্ঠভঞ্জোব, স পচ্ছা মনুতপ্পতী’তি ॥

[জাতক, ১।১।৭১]

‘জাতকং’ বিখ্যারেসি। তদা কির তে ভিক্খু পণ্ডসতা
মাণবকা অহেসুং, কুসীতমাণবকো অয়ং ভিক্খু অহোসি,
আচারিয়ো পন তথাগতোব অহোসীতি।

*

*

*

অরুণোদয় হইয়া গেল। তাঁহারা আর সেই গ্রামে যাইবার সুযোগ পাইলেন
না। তখন শাস্তা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা
ভিক্ষাচরণের জন্য সেই গ্রামে যাইবে না?’

‘না, ভণ্ডে!’ বলিয়া তাঁহারা সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন
—‘হে ভিক্ষুগণ, এই ভিক্ষু শূদ্র এইবারই যে তোমাদের লাভাস্তরায়
ঘটাইয়াছে তাহা নহে, পূর্বেও তদ্রূপ করিয়াছিল।’ ভিক্ষুগণের দ্বারা
অতীতের ঘটনা জানিতে প্রার্থিত হইয়া ভগবান অতীত উদ্ধৃত করিয়া
বলিলেন—

‘যে ব্যক্তি পূর্বে করণীয় কর্ম পরে করিবে বলিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাকে
অনুতপ্ত হইতে হয়, যেমন বরুণ বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিয়া ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত
হইয়াছিল।’ এবং জাতক (সংখ্যা ৭১) বর্ণনা করিলেন। এখনকার পণ্ডিত
ভিক্ষু অতীতে ছিলেন সেই পণ্ডিত মাণবক, এই ভিক্ষু ছিল সেই অলস
মাণবক এবং আচার্য ছিলেন তথাগত।

সথা ইমং ধম্মদেসনং আহরিত্বা, ‘ভিক্ষবে, যো হি উট্ঠান-
কালে উট্ঠানং ন করোতি, সংসন্নসঙ্কম্পো হোতি,
কুসীতো সো বিসেসং নাধিগচ্ছতী’তি বহ্বা ইমং গাথমাহ—

‘উট্ঠানকালম্‌হি অনট্টহানো,

যদ্বা বলী আলসিয়ং উপেতো ।

সংসন্নসঙ্কম্পমনো কুসীতো,

পঞ্‌ঞায় মঙ্গং অলসো ন বিন্দতী’তি । ২৮০ ।

তথ ‘অনট্টহানোতি’ অনট্টহন্তো অবায়মন্তো । ‘যদ্বা
বলীতি’ পঠমযোবনে ঠিতো বলসম্পন্নোপি হুত্বা অলস-
ভাবেন উপেতো হোতি, ভুত্বা সয়তি । ‘সংসন্নসঙ্কম্প-
মনোতি’ তীহি মিচ্ছাবিতর্কেহি সট্ট্‌ট্‌ অবসন্নসম্মাসঙ্কম্প-
চিন্তো । ‘কুসীতোতি’ নিষ্বীরিয়ো । ‘অলসোতি’ মহা-

*

*

*

শাস্তা এই ধর্মদেশনা আহরণ করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি
উত্থানকালে উত্থিত হয় না, যাহার সংকল্প দুর্বল, যে অলস—সে কখনও
ধ্যানাভিভেদে বিশেষ কোন ফল লাভ করিতে পারে না ।’ ইহা বলিয়া এই
গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘উদ্যমের সময় যে উদ্যমহীন, যদ্বা ও শক্তিমান্ হইয়াও যে আলস্যপরায়ণ,
যে সংকল্প ও চিন্তায় অবসাদগ্রস্ত, সেই হীনবীৰ্য ও নিরুৎসাহী ব্যক্তি
প্রজ্ঞামার্গ লাভ করিতে পারে না ।’ —ধম্মপদ, শ্লোক ২৮০ ।

অন্বয় : ‘অনট্টহানো’ উদ্যম না করিয়া, চেষ্টা না করিয়া । ‘যদ্বা
বলী’ প্রথম যোবনে স্থিত ও বলসম্পন্ন হইয়াও যে আলস্যপরায়ণ, সে ভোজন
করিয়াই শয়ন করে । ‘সংসন্নসংকম্পমনো’ যে তিন প্রকার মিথ্যা বিতর্কের
দ্বারা চিন্তকে জর্জরিত করিয়া অবসন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে । ‘কুসীতো’

অলসো পঞ্-প্রায় দট্ঠবং অরিয়মগং অপস্সন্তো ন
বিন্দতি, ন পটিলভতীতি অথো ।

দেসনাবসানে বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপদুগ্ধিংসুদতি ।

পধানকস্মিকতিস্সথেরবথু পণ্ডমং ।

*

*

*

অর্থাৎ বীৰ্যহীন । ‘অলসো’—মহা অলস ব্যক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা দ্রষ্টব্য আৰ্য
মার্গ দর্শন না করার ফলে উপলব্ধি করিতে পারে না ।

দেসনাবসানে বহু ব্যক্তি স্নোতাপত্তিফলাদি লাভ করিয়াছিলেন ।

॥ পধানকস্মিক তিষ্য স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ।



সুকরপেত্তবখ্ । ৬

‘বাচান্দুরক্খীতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা বেল্লবনে বিহরন্তো
সুকরপেত্তং আরব্ভ কথেসি ।

একস্মিৎএহি দিবসে মহামোঙ্গল্লানথেরো লক্খণথেরেন
সন্ধিং গিঙ্গাকূটা ওরোহন্তো একস্মিং পদেসে সিতং
পাঙ্গাকাসি । ‘কো ন্দু থো, আব্দুসো, হেতু সিতস্স
পাতুকম্মায়া’তি লক্খণথেরেন পদুট্ঠো ‘অকালো,
আব্দুসো, ইমস্স পএহ্হস্স, সথদ্দ সন্তিকেমং পদুছেয্যাথা’তি
বত্তা লক্খণথেরেন সন্ধিংষেব রাজগহে পিণ্ডায় চরিয়া
পিণ্ডপাতপটিকন্তো বেল্লবনং গন্ত্বা সথারং বন্দিয়া
নিসীদি । অথ নং লক্খণথেরো তমথং পদুছি ।
সো আহ—‘আব্দুসো, অহং একং পেত্তং অদ্দসং, তস্স

*

*

*

শুকর প্লেত্তের উগাখ্যান । ৬ ।

‘বাক্যে সংযম রক্ষা করিবে’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা বেণ্ডবনে অবস্থান-
কালে একটি শুকর প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একদিন মহামোঙ্গল্যায়েন স্থবির লক্ষণ স্থবিরকে সঙ্গে লইয়া গৃধকূট
হইতে অবতরণকালে এক স্থানে দাঁড়াইয়া মূঢ়চকি হাসিলেন । লক্ষণ স্থবির
জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আব্দুসো, আপনার স্মিত হাসির কারণ কি ?’

‘আব্দুসো, এখন এই প্রশ্ন করার সময় নহে । শাস্তার নিকট উপস্থিত
হইলে জিজ্ঞাসা করিও ।’

তারপর তিনি লক্ষণস্থবিরের সঙ্গে রাজগৃহে পিণ্ডপাত করিয়া পিণ্ড-
পাতের শেষে বেণ্ডবনে যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া উপবেশন করিলেন ।
তখন লক্ষণস্থবির তাঁহাকে সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন
—‘আব্দুসো, আমি একটি প্রেতকে দেখিয়াছি, বাহার শরীর ত্রিগাব্দত-প্রমাণ

তিগাব্দুত্পমাণং সরীরং, তং মনুস্সসরীরসাদিসং ।
 সীসং পন সুকরস্স বিয়, তস্স মূখে নঙ্গাদুট্ঠং জাতং,
 ততো পদলবা পশ্বরন্তি । স্বাহং 'ন মে এবরুপো সন্তো
 দিট্ঠপদুস্সো'তি তং দিস্সা সিতং পাত্ত্বাকাসি'ন্তি । সথা
 'চক্খুভূতা বত, ভিক্খবে, মম সাবকা বিহরন্তী'তি বহ্বা
 'অহম্পেতং সত্তং বোধিমন্ডেষেব অন্দসং । যে পন মে ন
 সন্দহেষ্ণুং, তেসং অহিতায় অস্সাতি পরেসং অনুকম্পায়
 ন কথেসিং । ইদানি মোঙ্গল্লানং সর্ক্খং কহ্বা কথেমি ।
 সচ্চং, ভিক্খবে, মোঙ্গল্লানো আহা'তি কথেসি । তং
 সুহ্বা ভিক্খু সথারং পদুচ্ছিংসু—'কিং পন, ভন্তে, তস্স
 পদুস্সকম্ম'ন্তি । সথা 'তেন হি, ভিক্খবে, সুগাথা'তি
 অতীতং আহরিহ্বা তস্স পদুস্সকম্মং কথেসি ।

*

*

*

(= আনুমানিক তিন যোজন এবং ছয় মাইল), কিন্তু মনুষ্যকৃতিবিশিষ্ট ।
 মস্তক শূকরের ন্যায়, তাহার মূখে আছে লেজ যাহা হইতে কৃমি নির্গত
 হইতেছে । ইতিপূর্বে এইরূপ সত্ত্ব আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাই
 তাহাকে দেখিয়া আমি স্মিত হাসি হাসিয়াছি ।' শাস্তা বলিলেন—'আমার
 শ্রাবকগণ চক্ষুস্মানই বটে । আমিও এইরূপ সত্ত্ব বোধিমন্ডপে অবস্থানকালে
 (অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার সময় যখন তিনি বজ্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন)
 দর্শন করিয়াছি । যাহারা আমার কথায় অবিশ্বাস করিবে তাহাদের অহিত
 হইবে মনে করিয়া অন্যদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ আমি এতদিন তাহা প্রকাশ
 করি নাই । এখন মৌদগল্যায়ন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, অতএব আমার
 বলিতে বাধা নাই । 'হে ভিক্ষুগণ, মৌদগল্যায়ন সত্যই বলিয়াছে ।' ইহা
 শুনিয়া ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগ্নে, তাহার পূর্বকর্ম
 কি ছিল ?'

'তাহা হইলে, হে ভিক্ষুগণ, তোমরা শ্রবণ কর' বলিয়া শাস্তা অতীত
 আহরণ করিয়া ঐ প্রেতের পূর্বজন্ম বর্ণনা করিলেন ।

কম্পপবুদ্ধকালে কির একস্মিং গামকাবাসে দ্বে থেরা সমঙ্গবাসং বসিংসু। তেসু একো সট্ঠিবস্সো, একো একুনসট্ঠিবস্সো। একুনসট্ঠিবস্সো ইতরস্স পত্তচীবরং আদায় বিচারি, সামণেরো বিয় সস্বং বত্তপটিবত্তং অকাসি। তেসং একমাতুকুচ্ছিয়ং বদুথভাতুনং বিয় সমঙ্গবাসং বসন্তানং একো ধম্মকথিকো আগমি। তদা চ ধম্মসবনদিবসো হোতি। থেরা ন সঙ্গুহিহ্বা ‘ধম্মকথং নো কথেহি সম্পদ-রিসা’তি আহংসু। সো ধম্মকথং কথেসি। থেরা ‘ধম্ম-কথিকো নো লঙ্কো’তি তুট্ঠচিত্তা পদনদিবসে তং আদায় ধুরগামং পিণ্ডায় পবিসিহ্বা তথ কতভত্তকিচ্ছা, ‘আবদুসো, হিষ্বো কথিতট্ঠানতোব থোকং ধম্মং কথেহী’তি মনু-স্সানং ধম্মং কথাপেসুং। মনুস্সা ধম্মকথং সুদুহা পদন-

*

*

*

ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময় কোন এক গ্রামীণ আবাসে দুইজন ভিক্ষু একত্রে বাস করিতেন। তাঁহাদের একজনের বয়স ষাট এবং অন্যজনের বয়স উনষাট। উনষাট বছরের ভিক্ষু অপরজনের পাঠচীবর লইয়া বিচরণ করিতেন। শ্রামণেরের ন্যায় তাঁহার (জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর) ষাবতীয় কতব্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা এইভাবে সহোদর ভাইয়ের ন্যায় বাস করিতেছিলেন। একদিন একজন ধর্মকথিক তাঁহাদের বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইদিন ধর্মশ্রবণের দিন ছিল। ভিক্ষুদ্বয় আগন্তুকের প্রতি ষথেষ্ট আতিথেয়তা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন—‘হে সৎপুরুষ, আমাদের ধর্মকথা শ্রবণ করান।’ তিনি ধর্মকথা শ্রবণ করাইলেন। ভিক্ষুদ্বয় ‘আমরা ধর্মকথিক লাভ করিয়াছি’ বলিয়া তুট্ঠচিত্ত হইয়া পরের দিন তাঁহাকে লইয়া নিকটবর্তী গ্রামে পিণ্ডপাতের জন্য প্রবেশ করিয়া সেখানে ভোজনকৃত্যাবসানে বলিলেন—‘আবদুসো, গতকাল যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিছুর ধর্মকথা শ্রবণ করান’ বলিয়া মনুষ্যগণের নিকট ধর্ম শ্রবণ করাইলেন। মনুষ্যগণ ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া পরের দিনের জন্যও তাঁহাদের নিমন্ত্রণ

দিবসথান্নপি নিমন্তয়িৎসু । এবং সমস্তা ভিক্ষাচারগামেসু
দ্বৈ দ্বৈ দিবসে তং আদায় পিণ্ডায় চরিৎসু ।

ধম্মকথিকো চিন্তেসি—‘ইমে ঘোপি অতিমদুদ্বকা, ময়া
উভোপেতে পলাপেত্বা ইমস্মিং বিহারে বসিতুং বটুতী’তি ।
সো সায়ং থেরুপট্ঠানং গন্ত্বা ভিক্ষুদ্বয়ং উট্ঠায় গতকালে
নিবত্তিত্বা মহাথেরং উপসঙ্কমিত্বা, ‘ভন্তে, কিঞ্চিৎ বত্তব্বং
অথী’তি বত্ত্বা ‘কথোহি, আবদুসো’তি বত্ত্বেন্তে থোকং চিন্তেত্বা,
‘ভন্তে, কথা নামেসা মহাসাবজ্জা’তি বত্ত্বা অকথেত্বাব
পক্কামি । অনুথেরস্সাপি সন্তিকং গন্ত্বা তথৈব অকাসি ।
সো দুতীয়দিবসে তথৈব কত্ত্বা ততিয়দিবসে তেসং অতিবয়
কোতুহলে উম্পন্নে মহাথেরং উপসঙ্কমিত্বা ‘ভন্তে, কিঞ্চিৎ
বত্তব্বং অথি, তুম্হাকং পন সন্তিকে বত্ত্বং ন বিসহামী’তি
বত্ত্বা থেরেন ‘হোতু, আবদুসো, কথোহী’তি নিম্পীলিতো

*

*

*

করিলেন । এই প্রকারে চতুর্দিকে যত গ্রাম আছে সর্বত্র দুইদিন দুইদিন
করিয়া পিণ্ডপাত করিলেন ।

ধম্মকথিক চিন্তা করিলেন—‘ইহারা উভয়েই খুব কোমল স্বভাবের ।
আমি উভয়কে বিতাড়িত করিয়া আমি এই বিহারে বাস করিব ।’ সন্ধ্যাবেলায়
তিনি ভিক্ষুদের পরিচর্যা জন্য ঘাইয়া ভিক্ষুরা উঠিয়া চলিয়া গেলে তিনি
ফিরিয়া আসিয়া মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, কিছ
কথা আছে ।’

‘আবদুসো, বল ।’

পরে কিছুক্ষণ, চিন্তা করিয়া ‘ভন্তে, কথাটা খুব গুরুতর’ বলিয়া কিছু
না বলিয়াই চলিয়া গেলেন । অনদ্ব্যবিরের (= মহাস্থবিরের পরবর্তী ভিক্ষু)
নিকট ঘাইয়াও তদ্রূপ করিলেন । দ্বিতীয় দিবসে তিনি ঐরূপ করিয়া তৃতীয়
দিবসে যখন তাঁহাদের অনেক কোতুহল উৎপন্ন হইল, তিনি মহাস্থবিরের
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘ভন্তে, কিছু বক্তব্য আছে, কিন্তু আপনার
নিকট বলিতে দ্বিধা হইতেছে ।’ মহাস্থবির বলিলেন—‘তুমি বল বল,
সংকোচের কারণ নাই ।’

আহ—কিং পন, ভন্তে, অনুথেরো তুম্‌হেহি সন্ধিং
 সংভোগো’তি । ‘সম্পদুরিস, কিং নামেতং কথেসি, ময়ং
 একমাতুকুচ্ছিয়ং বদুথপদত্তো বিয়, অম্‌হেসদু একেন যং
 লঙ্কং, ইতরেনাপি লঙ্কমেব হোতি । ময়া এতস্স
 এত্তকং কালং অগদুগো নাম ন দিট্ঠপদুস্বেবাতি ?’ ‘এবং,
 ভন্তে’তি । ‘আমাবদুসো’তি । “ভন্তে মং অনুথেরো এবমাহ
 —‘সম্পদুরিস, হুং কুলপদত্তো, অয়ং মহাথেরো লঙ্কজী
 পেসলোতি এতেন সন্ধিং সংভোগং করোন্তো উপ-
 পরিক্খিহ্বা করেষ্যাসী’তি এবমেস মং আগতদিবসতো
 পট্ঠায় বদতী’তি ।

মহাথেরো তং সুদুস্সাব কুদ্ধমানসো দ’ডাভিতং কুলাল-
 ভাজনং বিয় ভিঞ্জি । ইতরোপি উট্ঠায় অনুথেরস্স
 সন্তিকং গম্বা তথেব অবোচ, সোপি তথেব ভিঞ্জি । তেসদু

*

*

*

‘ভন্তে, অনুসুবিবের সহিত আপনার থাকিয়া লাভ কি ?’

‘হে সৎপদুরুস, তুমি কি বলিতেছ ?’ আমরা উভয়ে সহোদর ভ্রাতার
 মত । আমাদের মধ্যে একজন যাহা পাই, অন্যকেও তাহার ভাগ দিয়া থাকি ।
 এতকাল যাবত ত আমি তাহার কোন দোষ দেখি নাই ।’

‘তাই নাকি ভন্তে !’

‘হ্যাঁ আবদুসো, তাই ।’

‘ভন্তে, অনুসুবিবর আমাকে বলিয়াছেন—‘হে সৎপদুরুস, তুমি কুলপদত্ত, এই
 মহাসুবিবর লঙ্কজী এবং সংচরিত্ত । তাঁহার সহিত বাস করিতে হইলে বদুস্সিয়া
 সন্নিহিত করিও ।’—আমি যোদিন এখানে আসিয়াছি সেইদিন হইতে তিনি ঐ
 কথা বলিয়া আসিতেছেন ।’

মহাসুবিবর ইহা শুনিয়া কুদ্ধমানস হইয়া দ’ডাভিত কুলালভাজনের ন্যায়
 ভ্রম হইলেন । ঐ ব্যক্তি অনুসুবিবরের নিকট যাইয়াও একই কথা বলিলেন ।
 তাহাতে অনুসুবিবরও একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন । এতকাল যাবত তাঁহাদের

কিণ্ণাপি এতকং কালং একোপি বিসদং পিন্‌ডায় পবিট্ঠ-
পদুস্বো নাম নখি, পদনদিবসে পন বিসদং পিন্‌ডায় পবিসিদ্ধা
অনুথেরো পদুরেতরং আগন্‌ত্বা উপট্ঠানসালায় অট্ঠাসি,
মহাথেরো পচ্ছা অগমাসি । তং দিস্বা অনুথেরো চিন্তেসি
—‘কিং নু থো ইমস্স পত্তচীবরং পটিগ্গহেতব্বং, উদাহু
নো’তি । সো ‘ন ইদানি পটিগ্গহেস্সামী’তি চিন্তেত্বাপি
‘হোতু, ন ময়া এবং কতপদুস্বং, ময়া অন্তনো বত্তং হাপেতুং
ন বটুতী’তি চিন্তং মদুদকং কত্বা থেরং উপসঙ্কমিস্বা, ‘ভন্তে,
পত্তচীবরং দেথা’তি আহ । ইতরো ‘গচ্ছ, দুদ্বিস্বনীত, ন
ত্বং মম পত্তচীবরং পটিগ্গহেতুং যদন্তরুপো’তি অচ্ছরং
পহরিষ্বা তেনপি, ‘আম, ভন্তে, অহম্পি তুম্‌হাকং পত্ত-
চীবরং ন পটিগ্গাণ্‌হামী’তি চিন্তেসি’ন্তি বদন্তে, ‘আবদুসো
নবক, কিং ত্বং চিন্তেসি, মম ইমস্সিং বিহারে কোচি সঞ্জো

•

•

•

কেহই আলাদাভাবে পিন্‌ডপাতের জন্য গ্রামে প্রবেশ করেন নাই । পরের
দিন একাকী পিন্‌ডপাতে যাইয়া অনদুস্বিবর আগেভাগে ফিরিয়া আসিয়া
অতিথিশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । মহাদুস্বিবর পরে আসিলেন ।
তাঁহাকে দেখিয়া অনদুস্বিবর চিন্তা করিলেন—‘তাঁহার পাত্তচীবর গ্রহণ করা
আমার উচিত হইবে কি ?’ তিনি ‘এখন গ্রহণ করিব না’ চিন্তা করিয়াও—
‘না, আমি গ্রহণ করিব । ইতিপূর্বে ত আমি এইরূপ কাজ করি নাই ।
আমার ব্রত হইতে আমি চ্যুত হইব কেন ?’

চিন্তকে মদুদ করিয়া মহাদুস্বিবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—
‘ভন্তে পাত্তচীবর আমাকে দিন ।’ মহাদুস্বিবর—‘যাও যাও, দুদ্বিস্বনীত, তুমি
আমার পাত্তচীবর গ্রহণ করার উপযুক্ত নও’ বলিয়া তুড়ি মারিলেন । অন্যজন
বলিলেন—‘ভন্তে, আমিও আপনার পাত্তচীবর গ্রহণ করিব না বলিয়া চিন্তা
করিয়াছিলাম ।’

‘আবদুসো নবক, তুমি কি মনে কর এই বিহারের প্রতি আমার কোন

ইতরোপি মহাথেরং সঞ্জানিত্বা অস্মদ্পদ্রোহি নেন্তেহি
 'কথেমি ন্দু থো মা কথেমী'তি চিন্তেত্বা 'ন তং সন্ধেষ্ণ-
 রূপ'ন্তি থেরং বন্দিত্বা 'অহং ভন্তে, এন্তকং কালং তুম্-
 হাকং পত্তচীবরং গহেত্বা বিচরিং, অপি ন্দু থো মে কায়দ্বারা-
 দীসদ্ তুম্হেহি কিঞ্চিৎ অসারদ্পং দিট্ঠপদ্ব'ন্তি ।
 'ন দিট্ঠপদ্বং, আবদসো'তি । অথ কস্মা ধৰ্ম্মকথিকং
 অবচুথ 'মা এতেন সন্ধিং সংভোগমকাসী'তি ? 'নাহং,
 আবদসো, এবং কথেমি, তয়া কির মম অন্তরে এবং
 বদন্তি । 'অহম্পি, ভন্তে, ন বদামী'তি । তে তস্মিং
 খণে 'তেন অম্হে ভিন্দিতুকামেন এবং বদন্তং ভবিম্সতী'তি
 ঐত্বা অঞ্-ঞমঞ্-ঞং অচ্চষণং দেসয়িৎসদ্ । তে বস্সসতং
 চিত্তস্সাদং অলভন্তা তং দিবসং সমগ্গা হুত্বা, 'আয়াম, নং

*

*

*

না । নবকণ্ড মহাস্থবিরকে চিনিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা
 করিলেন—'আমি কথা বলিব কি বলিব না ।' তারপর ভাবিলেন—'কথা না
 বলাটা অসৌজন্যমূলক ।' তাই তিনি মহাস্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—
 'ভস্মে, আমি এতকাল আপনার পাণ্ডচীবর গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিয়াছি ।
 আমার কার্যিক ব্যবহারে অন্যায় কিছ্ৰু দেখিয়াছেন কি ?'

'আবদসো, দেখি নাই ।'

'তাহা হইলে কেন ধৰ্ম্মকথিককে বলিয়াছিলেন যেন আমার সঙ্গে তিনি
 সহবাস না করেন ?'

'আবদসো, আমি ত তাহা বলি নাই । বরং তুমি ধৰ্ম্মকথিককে অন্দরূপ
 বলিয়াছ ।'

'ভস্মে, আমি ত কিছ্ৰু বলি নাই !'

তাহারা তখন বদ্বিলেন যে তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই
 ধৰ্ম্মকথিক ঐরূপ বলিয়াছিল ।

পরস্পর ভুল বদ্বিতে পারিয়া তাহারা একে অন্যের নিকট দোষস্থালন
 দেশনা করিলেন । একশত বৎসর যাবত তাহারা মানসিক অশান্তিতে
 কাটাইয়াছিলেন । সেই দিন তাহারা পদনরায় একত্রিত হইয়া—'চল, আমরা

ততো বিহারা নিক্কড়্টিস্সামা'তি পক্কমিহা অনদ্দপদ্বেন তং
বিহারং অগমংসদ্দ ।

ধম্মকথিকোপি থেরে দিম্বা পত্তচীবরং পটিগ্গহেতুং
উপগচ্ছ । থেরা 'ন ত্বং ইমস্মিং বিহারে বসিতুং যদন্ত-
রূপো'তি অচ্ছরং পহরিংসদ্দ । সো সগ্ঠাতুং অসক্কোন্তো
তাবদেব নিক্খমিহা পলায়ি । অথ নং বীসতি বস্সসহ-
স্সানি কতো সমগধম্মো সন্ধারেতুং নাসক্খি, ততো চবিহা
অবীচিম্হি নিব্বন্তো একং বুদ্ধন্তরং পচ্ছিহা ইদানি
গিঙ্ককুটে বদন্তপকারেণ অন্তভাবেন দদক্খং অনদ্দ-
ভোতীতি ।

সখা ইদং তস্স পদ্বকম্মং আহরিহা, 'ভিক্খবে,
ভিক্খুনা নাম কায়াদীহি উপসন্তরূপেন ভবিতব্ব'ন্তি
বহা ইমং গাথমাহ—

*

*

*

তাহাকে (অর্থাৎ ধর্মকথিককে) ঐ বিহার হইতে বাহির করিয়া দিব ।'—ইহা
বলিয়া নিস্তান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ বিহারে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন ।

ধর্মকথিকও তাঁহাদের শ্রুতিয়া পাত্তচীবর লইবার জন্য আগাইয়া
আসিলেন । তাঁহারা 'তুমি এই বিহারে বাস করার অনদ্দপযুক্ত ।' বলিয়া
তুড়ি মারিলেন । তিনি থাকিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিস্তান্ত হইয়া
পলায়ন করিলেন । যে ব্যক্তি বিংশতি সহস্র বৎসর শ্রমধর্ম পালন
করিয়াছেন, তিনি ঐ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না । সেখান হইতে
চ্যুত হইয়া তিনি অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়া এক বুদ্ধান্তর কাল সেখানে পক্ক
হইলেন । এখন গৃধ্রকূট পর্বতে (পূর্বোক্তি শুকর প্রেতরূপে) দদক্খ অনদ্দভব
করিতেছেন ।

শাস্তা এইভাবে তাহার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত আহরণ করিয়া বলিলেন—

'হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর উচিত কায়-বাক্য-মনে উপশান্ত থাকা ।'—এই
বলিয়া নিস্তান্ত গাথাটি ভাষণ করিলেন—

পোট্ঠিলা’তি বদতি, অন্ধা মং সখা ঝানাদীনং অভাবেন
 এবং বদতী’তি । সো উম্পন্নসংবেগো ‘দানি অরঞ্‌ঞং
 পবিসিহ্বা সমগধম্মং করিস্সামী’তি সয়মেব পত্তচীবরং সং-
 বিদহিহ্বা পচ্ছুসকালে সম্বপচ্ছা ধম্মং উম্মগ্‌হিহ্বা নিক্‌খ-
 মন্তেন ভিক্‌খুনা সন্ধিং নিক্‌খমি । পরিবেগে নিসীদিহ্বা
 সম্বায়ন্তা নং ‘আচরিয়ো’ তিন সল্লক্‌থেসুং । সো বীস-
 যোজনসতম্মগং গম্বা একস্মিং অরঞ্‌ঞাবাসে তিংস
 ভিক্‌খু বসন্তি, তে উপসঙ্কমিহ্বা সম্বথেরং বন্দিহ্বা, ‘ভন্তে,
 অবস্সযো মে হোথা’তি আহ । ‘আবুসো, ত্বং ধম্মকথিকো,
 অম্‌হেহি নাম তং নিস্সায় কিণ্ড জানিতব্বং ভবেষ্য,
 কস্মা এবং বদেসী’তি ? ‘মা ভন্তে, এবং করোথ, অবস্সযো
 মে হোথাতি ।’ তে পন সম্বে খীণাসবাব । অথ নং মহাথেরো
 ‘ইমস্স উম্মহং নিস্সায় মানো অথিয়েবা’তি অনুথেরস্স

*

*

*

আমাকে সর্বক্ষণ ‘তুচ্ছ পোট্ঠিল’ বলিয়া সম্বোধন করেন । নিশ্চয়ই
 আমার ধ্যান-সাধনা নাই বলিয়া শাস্তা ঐরূপ বলেন ।’ তিনি তখন সংবেগ
 উৎপাদন করিয়া ‘এখন অরণ্যে যাইয়া শ্রমগধর্ম পালন করিব’ বলিয়া স্বয়ং
 পাত্র-চীবর লইয়া প্রত্যেককালে সকলের শেষে যে ভিক্ষু ধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন
 তাহার সঙ্গে নিষ্কান্ত হইলেন । পরিবেগে বসিয়া অধ্যয়নরত ভিক্ষুরা
 জানিতেই পারিলেন না যে তিনি তাহাদের আচার্য । পোট্ঠিল একশত
 কুড়ি যোজন রাস্তা অতিক্রম করিয়া যে অরণ্যাবাসে ত্রিশজন ভিক্ষু বাস
 করিতেছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া সম্বন্ধবিরকে বন্দনা করিয়া বলিলেন—
 ‘ভন্তে, আমাকে আশ্রয় দান করুন ।’ ‘আবুসো, তুমি ধর্ম কথিক, আমাদের
 ত তোমার নিকট কিছুর জানিবার থাকিতে পারে । এইরূপ বলিতেছ কেন ?’
 ‘ভন্তে, এইরূপ বলিবেন না । আমাকে শরণ দান করুন ।’ তাহারা
 সকলেই ছিলেন ক্ষীণাস্রব অহং । তখন মহাস্থবির চিন্তা করিলেন—‘এই
 ভিক্ষুর নিজের শিক্ষার জন্য কিছুর থাকিতে পারে’ এবং অনন্থবিরের নিকট

সন্তিকং পহিণি । সোপি নং তথেবাহ । ইমিনা নীহারেন
সম্বোপি তং পেসেন্তা দিবাট্টানে নিসীদিদ্বা স্চচিকম্মং
করোন্তস্স সম্বনবকস্স সন্তবস্সিকসামণেরস্স সন্তিকং
পহিণিংসু । এবমস্স মানং নীহরিংসু ।

সো নিহতমানো সামণেরস্স সন্তিকে অঞ্জলিং পঙ্গহেত্বা
‘অবস্সয়ো মে হোহি সম্পদ্বারিসা’তি আহ । ‘অহো, আচারিয়,
কিং নামেতং কথেথ, তুম্হে মহল্লকা বহুস্সদুতা, তুম্হাকং
সন্তিকেময়া কিণ্ণ কারণং জানিতব্বং ভবেষ্ণাতি’ । ‘মা এবং
করি, সম্পদ্বারিস, হোহিষেব মে অবস্সযোতি’ । ‘ভন্তে, সচোপি
ওবাদক্খমা ভবিস্সথ, ভবিস্সামি বো অবস্সযোতি’ । ‘হোমি,
সম্পদ্বারিস, অহং ‘অণ্ণিং পবিসা’তি বদন্তে অণ্ণিং পবিসা-
মিষেবাতি’ । অথ নং সো অবিদুৱে একং সরং দস্সেত্বা,
‘ভন্তে যথানিবথপারুতোব ইমং সরং পবিসথাতি আহ । সো

*

*

*

পাঠাইলেন । অনদুহিবরও তাঁহাকে তাহাই বলিলেন । এই উপায়ে তাঁহাকে
সকলের নিকট প্রেরণ করা হইল এবং সর্বশেষ সর্বনবক সপ্তবর্ষীয় শ্রামণেরের
নিকট পাঠাইলেন যে শ্রামণের তখন দিবাস্থানে বসিয়া স্চচিকর্ম করিতেছিলেন ।
এইভাবে তাঁহারা পোট্টিলের মান দূরীভূত করিলেন ।

পোট্টিল মানশূন্য (=নিরহংকার) হইয়া শ্রামণেরকে করজোড়ে
বলিলেন—‘হে সৎপদ্বারিস, আপনি আমাকে শরণ দান করুন ।’

‘অহো, আচার্য, আপনি কি বলিতেছেন ! আপনি বয়স্ক, বহুশ্রুত,
আপনার নিকট আমার কিছুর জানিবার থাকিতে পারে ।’

‘হে সৎপদ্বারুষ, এইরূপ বলিবেন না । আমাকে আশ্রয় দিন ।’

‘ভন্তে, যদি উপদেশ পালনে সক্ষম হন, তাহা হইলে আশ্রয়
প্রদান করিব ।’

‘হে সৎপদ্বারুষ, আমি উপদেশ পালন করিব ।

যদি বলেন—‘আগুনে প্রবেশ কর’—আমি আগুনে প্রবেশ করিব ।

তখন শ্রামণের তাঁহাকে নিকটস্থ একটি সরোবর দেখাইয়া বলিলেন—

হিঙ্গস মহাশ্বানং দৃপটচীবরানং নিবথপারদুভাবং ঞ্জাপি
 'ওবাদক্খমো নু খোতি বীমংসন্তো এবমাহ। থেরোপি
 একবচনেনেব উদকং ওতরি। অথ নং চীবরকল্লানং তেমিত-
 কালে 'এথ, ভন্তে'তি বজ্জা একবচনেনেব আগন্হা ঠিতং
 আহ—'ভন্তে, একস্মিং বস্মিকে ছ ছিন্দানি, তথ একেন
 ছিন্দেন গোধা অন্তো পবিট্ঠা, তং গণ্হিতুকামো ইতরানি
 পণ্ড ছিন্দানি থকেজ্জা ছট্ঠং ভিন্দিজ্জা পবিট্ঠাচ্ছিন্দেনেব
 গণ্হাতি, এবং তুম্হেপি ছদ্ধারিকেসদু আরম্মণেসদু সেসানি
 পণ্ডদ্বারানি পিধায় মনোদ্বারে কস্মং পট্ঠপেথার্থি। বহু-
 স্সুতস্স ভিক্খুনো এত্তকেনেব পদীপদুজ্জলনং বিয়
 অহোসি। সো 'এত্তকমেব হোতু সম্পদুরিসার্থি করজকায়ে
 এগণং ওতারেজ্জা সমগধম্মং আরভি।

*

*

*

'ভন্তে, পরিহিত চীবরগদুলি সহ ঐ সরোবরে প্রবেশ করুন।' সেই শ্রামণের
 দেখিয়াছিলেন যে পোট্ঠিল স্থবির মূল্যবান দোপাট্টা অস্ত্রবাস এবং বহিবাস
 পরিহিত আছেন। কাজেই 'উপদেশ পালনে সক্ষম কিনা' যাচাই করিবার
 জন্যই শ্রামণের তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। স্থবিরও বলামাত্রই জলে
 অবতরণ করিলেন। যখন তাঁহার চীবরসমূহের প্রান্তদেশ সিক্ত হইল শ্রামণের
 বলিলেন—'ভন্তে, আসুন।' পোট্ঠিল বলা মাত্রই আসিয়া দাঁড়াইলেন।
 শ্রামণের তখন তাঁহাকে বলিলেন—'ভন্তে, একটি বস্মীকে ছয়টি ছিদ্র আছে।
 তাঁহার একটি ছিদ্র দিয়া একটি গোধা (=গদুইসাপ) প্রবেশ করিয়াছে। গোধাকে
 ধরিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি পাঁচটি ছিদ্র বন্ধ করিয়া যে ছিদ্র দিয়া সে প্রবেশ করিয়াছে
 সেই ষষ্ঠ ছিদ্র ভেদ করিয়া গোধাকে ধরিয়া ফেলে। ঠিক তদ্রূপ আপনিও
 ষড়্‌দ্বারিক আলম্বন সমূহের মধ্যে পঞ্চদ্বার বন্ধ করিয়া কেবল মনোদ্বারে
 (=ষষ্ঠদ্বার) কর্ম সম্পাদন করুন।'—এইটুকু উপদেশের দ্বারা বহুদ্রুত
 ভিক্ষুর যেন (জ্ঞান) প্রদীপের উজ্জ্বলন হইল। তিনি বলিলেন—'হে
 সৎপদরূষ, ইহাই যথেষ্ট' বলিয়া (অশ্রুচি) কান্নে জ্ঞান নিবেশিত করিয়া
 'শ্রমগধর্ম' আরম্ভ করিলেন।

সখা বীসযোজনসত্তমথকে নিসিনোব তং ভিক্খুং ওলো-
কেহা যথেষায়ং ভিক্খু ভূরিপঞ্ঞো, এবমেবং অনেন
অন্তানং পতিট্টাপেতুং বট্টতী’তি চিস্তেহা তেন সন্ধিং
কথেষ্তো বিয় ওভাসং ফরিহা ইমং গাথমাহ—

‘যোগা বে জায়তী ভূরি, অযোগা ভূরিসংখয়ো ।

এতং ধ্বেধাপথং ঞ্জা, ভবায় বিভবায় চ ।

তথাত্তানং নিবেসেয্য, যথা ভূরি পবড্ঢতী’তি । ২৮২ ।

তথ ‘যোগাতি’ অট্ঠতিংসায় আরম্মণেসদ্ যোনিসো
মনসিকারা । ‘ভূরীতি’ পথবীসমায় বিখতায় পঞ্ঞয়েতং
নামং । ‘সংখযো’তি বিনাসো । ‘এতং ধ্বেধাপথন্তি’ এতং
যোগণ্ড অযোগণ্ড । ‘ভবায় বিভবায় চাতি’ বুদ্ধিয়া চ

*

*

*

শাস্তা একশত কুড়ি যোজন দূরে উপবিষ্ট থাকিয়াই সেই ভিক্ষুকে
অবলোকন করিয়া—‘যেমন এই ভিক্ষু ভূরিপ্রাজ্ঞ, তদ্রূপ এই প্রজ্ঞার দ্বারা
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে’ চিন্তা করিয়া যেন সেই ভিক্ষুর সহিত
স্বয়ং কথা বলিতেছেন এইভাবে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া এই গাথাটি
ভাষণ করিলেন—

‘যোগ (মনসংযোগ) ধ্যান হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অযোগ (ধ্যান-
রহিততা) হইতে জ্ঞানের ক্ষয় হয় । প্রজ্ঞাবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাক্ষয়ের এই দ্বিবিধ
উপায় জ্ঞাত হইয়া যাহাতে প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ কার্যে নিজেকে
নিয়োজিত রাখিবে ।’

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৮২ ।

অম্বয় : ‘যোগা’ আটট্রিশ প্রকার আলম্বনে গভীর মনঃসংযোগ । ‘ভূরি’
পৃথিবী (= ভূ) সম বিস্তৃত প্রজ্ঞার এই নাম । ‘সংখযো’ বিনাশ । ‘এতং
ধ্বেধাপথং’ এবম্বিধ যোগ এবং অযোগ (= ধ্যান এবং ধ্যান রহিততা) ।

অবদ্বীয়া চ । ‘তথা’তি যথা অন্নং ভূরিসংখ্যাতা পত্রং
পবর্চতি, এবং অন্তানং নিবেসেয্যাতি অথো ।

দেশনাবসানে পোট্টিলথেরো অরহন্তে পতিট্টহীতি ।

পোট্টিলথেরবন্ধু সন্তমং ।

*

*

*

‘ভবায় বিভবায় চ’ বৃদ্ধি এবং অবদ্বীকর জন্য । ‘তথা’ যেমন এই ভূরি নামক
প্রজ্ঞা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, তদ্বৎপ নিজেকে নিয়োজিত রাখিবে এই অর্থ ।

দেশনাবসানে পোট্টিল স্থবির অহন্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

॥ পোট্টিল স্থবিরের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥



পঞ্চমহল্লকখেরবন্ধু । ৮

‘বনং ছিন্দথাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সম্বহুলে মহল্লকে ভিক্খু আরব্ধ কথেসি ।

তে কির গিহিকালে সাবাথিয়ং কুটুম্বিকা মহদ্ধনা অঞ্-ঞ-মঞ্-ঞসহায়কা একতো পদ্বঞ্-ঞানি করোন্তা সথু ধম্মদেসনং সত্ত্বা ‘ময়ং মহল্লকা কিং নো ঘরাবাসেনা’তি সথারং পব্বজ্জং যাচিহ্মা পব্বজিৎসু, মহল্লকভাবেন পন ধম্মং পরিযাপদুণিতুং অসক্কোন্তা বিহারপরিষন্তে পল্লসালং কারেহ্মা একতোব বসিৎসু । পিণ্ডায় চরন্তাপি যেভুযেযন পদন্তদারসেসব গেহং গন্ত্বা ভুজিৎসু । তেসু একস্স পদ্রাণদুতিয়িকা মধুরপাচিকা নাম, সা তেসং সবেবসম্পি উপকারিকা অহোসি । কস্মা সবেবপি অন্তনা লদ্ধাহারং গহেহ্মা

*

*

*

পঞ্চ বর্ষীয়ান্ ভিক্ষুর উগাখ্যান । ৮ ।

‘বন ছেদন কয়’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্ত্র জেতবনে অবস্থানকালে অনেক বর্ষীয়ান্ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

ঐ ভিক্ষুগণ গৃহী অবস্থায় শ্রাবস্তীতে মহাধনবান্ কুটুম্বিক ছিলেন । তাঁহারা পরস্পর সহায়ক ছিলেন এবং একত্রে পদ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া শাস্ত্রার ধর্মদেশনা শুনিয়া ‘আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, ঘরাবাসে থাকিয়া লাভ কি ?’ চিন্তা করিয়া শাস্ত্রার নিকট প্ররজ্যা যাচঞা করিয়া প্ররজিত হইলেন । বার্ষিক্যহেতু ষথাযথভাবে ধর্মচর্চা করিতে অক্ষম হইয়া বিহারের নিকটে পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া একত্রে বাস করিতে লাগিলেন । পিণ্ডপাতের জন্য যাইলেও সকলে নিজ নিজ স্ত্রীপুত্রের গৃহে যাইয়া ভোজন করিতেন । তাঁহাদের একজনের গৃহীজীবনের ভাষার নাম ছিল মধুরপাচিকা যিনি ইহাদের সকলের সেবা করিতেন । কেন তাঁহারা সকলে নিজ নিজ ভিক্ষা

তুস্মা এব গেহে নিসীদিদ্বা ভুঞ্জন্তি ? সাপি নেসং যথা-
 সনিহিতং সুপব্যঞ্জনং দেতি । সা অঞ্ঞতরাবানেন
 ফট্ঠা কালমকাসি । অথ তে মহল্লকথেরা সহায়কস্স
 থেরস্স পল্লসালায় সনিপতিত্বা অঞ্ঞমঞ্ঞং গীবাসু
 গহেত্বা ‘মধুরপাচিকা উপাসিকা কালকতা’তি বিলপন্তা
 রোদিংসু । ভিক্খুহি চ সমন্ততো উপধাবিত্বা ‘কিং ইদং,
 আবুসো’তি পট্ঠা, ‘ভস্তু, সহায়কস্স নো পুরাণদুতি-
 য়িকা কালকতা, সা অম্হাকং অতিবয় উপকারিকা ।
 ইদানি কুতো তথারুপিং লভিস্সামাতি ইমিনা কারণেন
 রোদামা’তি আহংসু ।

ভিক্খু ধম্মসভায়ং কথং সমুট্ঠাপেসুং । সথা আগন্ত্বা
 ‘কায় নুত্থ, ভিক্খবে, এতরহি কথায় সন্নিসিন্না’তি
 পদচ্ছিত্বা ‘ইমায় নামা’তি বদন্তে ‘ন, ভিক্খবে, ইদানেব,

*

*

*

সংগ্রহ করিয়া তাঁহারই (অর্থাৎ মধুরপাচিকার) গৃহে বসিয়া ভোজন করেন ?
 কারণ তিনি তাঁহার গৃহে মজ্জত সুপ-ব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের দিতেন । একদিন
 তিনি অজানা এক রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন । তখন সেই
 বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ সহায়ক ভিক্ষুর পর্ণশালায় একত্রিত হইয়া পরস্পরের গলা
 জড়াইয়া ধরিয়া ‘মধুরপাচিকা উপাসিকা কালগত হইয়াছে’ বলিয়া বিলাপ
 করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন । অন্যান্য ভিক্ষুরাও চতুর্দিক হইতে
 ছুটিয়া আসিয়া ‘আবুসো কি হইয়াছে’ বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা
 বলিলেন—‘ভস্তু, আমাদের সহায়কের (গৃহীজীবনের) ভার্য্য কালগত
 হইয়াছে । সে আমাদের অত্যন্ত উপকারী ছিল । এখন কোথা হইতে আমরা
 তদ্রূপ একজনকে লাভ করিব ভাবিয়া রোদন করিতেছি ।’

ভিক্ষুগণ ধর্মসভার কথা সমুদ্বাপিত করিলেন । শান্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন এখানে বসিয়া কি বিষয় লইয়া
 আলোচনা করিতেছিলে ?’

‘এই বিষয়ে ভস্তু ।’

১৯১৩

পদ্ব্যপিত তে কাকযোনিয়ং নিব্বত্তিত্বা সমুদ্রতীরে চরমানা
সমুদ্রউমিয়া সমুদ্রং পবেসেত্ত্বা মারিতায় কাকিয়া রোদিত্ত্বা
পরিদেবিত্বা তং নীহরিস্সামাতি মদুখতুডকেহি মহাসমুদ্রং
উস্সিগ্গন্তা কিলমিস্দ’তি অতীতং আহরিত্বা—

‘অপি ন্দু হনুকা সন্তা, মদুখণ্ড পরিসুস্সতি ।

ওরমাম ন পারেম, পদুরতেব মহোদধী’তি ।

[জাতক, ১, ১, ১৪৬]

ইমং ‘কাকজাতকং’ বিখ্যারেত্ত্বা তে ভিক্ষু আমন্তেত্ত্বা,
‘ভিক্ষবে, রাগদোসমোহবনং নিস্সায় তুম্হেহি ইদং
দুখং পত্তং, তং বনং ছিন্দিতুং বট্টিতি, এবং নিস্সদুখা
ভবিস্সথা’তি বত্ত্বা ইমা গাথা অভাসি—

‘বনং ছিন্দথ মা রুদুখং, বনতো জায়তে ভয়ং ।

ছেত্ত্বা বনণ্ড বনথণ্ড, নিব্বনা হোথ ভিক্ষবো’ । ২৮৩ ।

•

•

•

‘হে ভিক্ষুগণ, শূদ্র এইবারই নহে, পূর্বেও তাহারা কাকযোনিতে
জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রতীরে বিচরণকালে সমুদ্রের ডেউ আসিয়া একটি
কাকীকে সমুদ্রে প্রবেশ করাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল । তখন সেই কাকেরা
রোদন করিয়া পরিদেবন করিয়া ‘তাহাকে (=কাকীকে) সমুদ্র হইতে উদ্ধার
করিব’ বলিয়া ঠোঁটের দ্বারা সমুদ্রের জল সেচন করিতে করিতে ক্রান্ত হইয়া
পড়িয়াছিল ।’—এইভাবে অতীত উদ্ধৃত করিয়া কাকজাতক (১৪৬ নং)
বর্ণনাচ্ছলে এই গাথাটি বলিলেন—

‘আমাদের হনুদেশ ক্রান্ত হইয়াছে । মদুখ শূদ্র হইয়াছে । আমরা চেষ্টা
করিয়াও জল কমাইতে পারিতেছি না । সমুদ্র পূর্ণই থাকিয়া বাইতেছে ।’

—তারপর সেই ভিক্ষুদের আহ্বান করিয়া বলিলেন—‘হে ভিক্ষুগণ,
রাগ-দ্বेष-মোহরূপ বনের জন্য তোমরা এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছ । সেই
বনকে ছেদন করিতে হইবে । তাহা হইলেই তোমরা দুঃখমুক্ত হইবে ।’—
বলিয়া এই গাথা দ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘হে ভিক্ষুগণ, (লালসার) বন ছেদন কর । বৃক্ষ কাটিও না । বন

‘যাব হি বনথো ন ছিঞ্জতি,

অণ্ণমন্তোপি নরস্স নারিসসু ।

পটিবন্ধমনোব তাব সো,

বছো খীরপকোব মাতরী’তি । ২৮৪ ।

তথ ‘মা রুদ্ধখন্তি’ সথারা হি ‘বনং ছিন্দথা’তি বদন্তে
তেসং অচিরপব্বজিতানং ‘সথা অম্হে বাসি আদীনি
গহেত্বা বনং ছিন্দাপেতী’তি রুদ্ধখং ছিন্দিতুকামতা
উপ্পিজ্জি । অথ নে ‘ময়া রাগাদিকিলেসবনং সন্ধ্যাতং
বদন্তং, ন রুদ্ধখে’তি পটিসেধেন্তো ‘মা রুদ্ধখ’ন্তি আহ ।
‘বনতো’তি যথা পাকতিকবনতো সীহাদিভয়ং জায়তি, এবং
জাতিআদিভয়ম্পি কিলেসবনতো জায়তীতি অথো । ‘বনং
বনথণ্ণাতি’ এথ মহন্তা রুদ্ধখা বনং নাম রুদ্ধকা তস্মিং
বনে ঠিতত্তা বনথা নাম । পদ্বদ্পাণ্ডিকরুদ্ধখা বা বনং

হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় । বন ও বনথ (বোপ) ছেদন করিয়া তোমরা নিব্বান
(তৃষ্ণামুক্ত) হও ।

“যতদিন নারীদের প্রতি নরের অণ্ণমাত্র বাসনাও অচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন
মাতার প্রতি আসক্ত স্তন্যপায়ী বৎসের ন্যায় তাহার চিন্তাও নারীতে আবদ্ধ
থাকিবে ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৮৩-২৮৪

অর্থ : ‘মা রুদ্ধখং’ শাস্তার দ্বারা ‘বনং ছিন্দথা’ উক্ত হইলে সেই সকল
নবপ্রব্রজিতগণের ‘শাস্তা আমাদিগকে ছুরিকা প্রভৃতি লইয়া বন ছেদন করার
কথা বলিতেছেন ।’ মনে করিয়া বৃক্ষছেদনের ইচ্ছা তাহাদের মনে জাগিল ।
তখন তাহাদিগকে ‘আমার দ্বারা রাগাদি ক্রেশ বন ছেদন করার কথা উক্ত
হইয়াছে, বৃক্ষ নহে’ ইহা জ্ঞাপন করাইবার জন্যই ‘মা রুদ্ধখং’ এই কথা
বলা হইয়াছে । ‘বনতো’ যেমন প্রাকৃতিক বন হইতে সিংহাদির ভয় জাগ্রত
হয়, তদ্রূপ জন্ম, জরা প্রভৃতি ভয়ও ক্রেশবন হইতেই উৎপন্ন হয় । ‘বনং
বনথণ্ণ’ এখানে বড় বড় বৃক্ষের সমবায়কে ‘বন’ বলা হইয়াছে এবং সেই বনস্থ
ছোট ছোট বৃক্ষকে ‘বনথ’ বলা হইয়াছে । পূর্বে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহ ‘বন’ এবং

নাম, অপরাপরদুঃপািত্তিকা বনথা নাম । এবমেব মহন্তমহন্তা
ভবাকড়্‌টনকা কিলেসা বনং নাম, পবন্তিয়ং বিপাকদায়কা
বনথা নাম । পদ্বদুঃপািত্তিকা বনং নাম, অপরাপরদুঃপািত্তিকা
বনথা নাম । তং উভয়ং চতুর্থমঙ্গপ্রাণেন ছিন্দিতব্বং ।
তেনাহ—‘ছেত্বা বনঞ্চ বনথঞ্চ, নিব্বনা হোথ ভিক্ষবো’তি ।
‘নিব্বনা হোথ’তি’ নিক্কিলেসা হোথ । ‘যাব হি বনথোতি’
যাব এস অণুমত্তোপি কিলেসবনথো নরস্স নারীস্দু ন
ছিঞ্জ্জতি, তাব সো খীরপকো বছেহা মার্তারি বিয় পটিবন্ধ-
মনো লঙ্গাচিত্তোব হোতীতি অথে ।

দেসনাবসানে পণ্ডপি তে মহল্লকথেরা সোতাপত্তিফলে
পতিট্ঠহিংস্দু, সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা
অহোসীতি ।

পঞ্চমহল্লকথেরবথদ্ অট্ঠমং ।

*

*

*

পরে উৎপন্ন বৃক্ষ সমূহ ‘বনথ’ মাত্র । এই প্রকারে ভব বা পদনজন্মের দিকে
আকর্ষণকারী বড় বড় ক্লেসসমূহকে ‘বন’ বলা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে বিপাক-
দায়ক ক্লেসসমূহকে ‘বনথ’ বলা হইয়াছে । পূর্বোৎপত্তিক হইতেছে ‘বন’
এবং পরোৎপত্তিক হইতেছে ‘বনথ’ । চতুর্থ মার্গজ্ঞানের দ্বারা উভয়কেই
ছেদন করিতে হইবে । তাই বলা হইয়াছে—‘ছেত্বা বনঞ্চ, বনথঞ্চ, নিব্বনা হোথ
ভিক্ষবো ।’ ‘নিব্বনা হোথ’ ক্লেসশূন্য হও । ‘যাব হি বনথো’ ষত্‌তদিন নারীর
প্রতি নরের অণুমাত্রও ক্লেসবন অছিল থাকে, তত্‌তদিন মাতার প্রতি আসক্ত
শূন্যপায়ী বৎসরে ন্যায় তাহার চিত্তও (নারীর প্রতি) আবদ্ধ থাকিবে ।

দেসনাবসানে সেই পঞ্চ বর্ষায়ান্ ভিক্ষু সোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছিলেন । উপস্থিত সকলের নিকট সেই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ পঞ্চ বর্ষায়ান্ ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

সুবর্ণকারখেরবন্ধু । ৯

‘উচ্ছিন্দাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো সারিপদ্ভুত্থেরস্স সন্ধিবহারিকং আরব্ভ কথেসি ।

একো কির সুবল্লকারপদ্ভুতো অভিরূপো সারিপদ্ভুত্থেরস্স সন্তিকে পব্বজি । থেরো ‘তরুণানং রাগো উস্সম্মো হোতী’তি চিন্তেহা তস্স রাগপিটিঘাতায় অসদ্ভকস্সট্ঠানং অদাসি । তস্স পন তং অসম্পায়ং । তস্সা অরঞ্ণং পবিসিস্বা তেমাংসং বায়মন্তো চিত্তেকম্পগমত্তম্পি অলম্বিস্বা পদ্বন থেরস্স সন্তিকং আগম্বা থেরেন ‘উপট্ঠিতং তে আবদুসো, কস্সট্ঠান’ন্তি বদন্তে তং পবত্তিং আরোচেসি । অথস্স থেরো ‘কস্সট্ঠানং ন সম্পজ্জতী’তি বোসানং আপজ্জিতুং ন বটুতী’তি বহ্বা পদ্বন তদেব কস্সট্ঠানং

*

*

*

সুবর্ণকার ভিক্ষুর উপাখ্যান । ৯ ।

‘উচ্ছেদ কর’ ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে শারিপদ্র স্থবিরের সাধবিহারিক ভিক্ষুকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

একজন সুদর্শন সুবর্ণকারপদ্র শারিপদ্র স্থবিরের নিকট প্ররজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্থবির ‘তরুণদের মধ্যে আসক্তি প্রবল থাকে’ চিন্তা করিয়া তাহাকে আসক্তি দূরীকরণার্থ ‘অশ্ভব কর্মস্থান’ প্রদান করিলেন । কিন্তু উক্ত কর্মস্থান তাহার উপযোগী হয় নাই । তাই সে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিন মাস যাবত চেষ্টা করিয়াও চিন্তের একাগ্রতামাত্রও লাভ করিতে না পারিয়া পদ্বনরায় স্থবিরের নিকট আসিলে স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন— ‘আবদুসো, তোমার কর্মস্থান ঠিকঠাক আছে ত ?’ সে তখন সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল । তখন স্থবির ‘আমার কর্মস্থান ঠিক হইতেছে না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা অনর্দচিত’ বলিয়া পদ্বনরায় সেই কর্মস্থানই তাহাকে

সাধুকে কথেন্দা অদাসি। সো দুতিয়বারেপি কিণ্ড
বিসেসং নিব্বত্তেতুং অসক্কোন্তো আগন্তা থেরস্স
আরোচেসি। অথস্স থেরোপি সকারণং সউপমং কহ্বা
তদেব কস্মট্ঠানং আচিক্খি। সো পদুনিপি আগন্তা কস্মট্ঠা-
নস্স অসম্পজ্জনভাবং কথেসি। থেরো চিস্তেসি—
'কারকো ভিক্খু অন্তনি বিজ্জমাণে কামচ্ছন্দাদয়ো
বিজ্জমানাতি অবিজ্জমাণে অবিজ্জমানাতি পজানাতি।
অয়ং ভিক্খু কারকো, নো অকারকো, পটিপন্নো, নো
অম্পটিপন্নো, অহং পনেতস্স অস্সাসয়ং ন জানামি, বুদ্ধ-
বেনেয্যো এসো ভবিস্সতীপীতি তং আদায় সায়াহসময়ে
সথারং উপসজ্জমিহ্বা 'অয়ং, ভন্তে, মম সাক্খিবিহারিকো,
ইমস্স ময়া ইমিনা কারণেন ইদং নাম কস্মট্ঠানং দিন্ন'ন্তি
সব্বং তং পবন্তি আরোচেসি।

অথ নং সথা 'আসযান্দুসয়ঞাণং নামেতং পারমিয়ো পুরেহ্বা

*

*

*

ভাল করিয়া বুদ্ধাইয়া দিলেন। সে দ্বিতীয়বারও বিশেষ কিছু করিতে না
পারিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্থবিরকে জানাইল। তখন স্থবির হেতু উপমা সহ
সেই কর্মস্থানই তাহাকে বুদ্ধাইয়া দিলেন। সে পুনরায় আসিয়া তাহার
অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। স্থবির তখন চিন্তা করিলেন—'একজন কারক
ভিক্ষু (= সাধনায় নিরত ভিক্ষু) নিজের মধ্যে কামচ্ছন্দাদি থাকিলেও
জানিতে পারে, না থাকিলেও জানিতে পারে। এই ভিক্ষু (আমি জানি)
কারক, অকারক নহে ; প্রতিপন্ন, অপ্রতিপন্ন নহে। আমি তাহার অধ্যায়
জানিতে পারিতেছি না। খুব সম্ভবতঃ এই তরুণ ভিক্ষু স্বয়ং বুদ্ধের দ্বারা
বিনেয়্য'—ইহা চিন্তা করিয়া তিনি সায়াহসময়ে তাহাকে লইয়া শান্তার নিকট
উপস্থিত হইয়া 'ভন্তে, এ আমার সাধুবিহারিক। আমি এই কারণে তাহাকে
এই কর্মস্থান দিয়াছিলাম' বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শান্তাকে
জানাইলেন।

তখন শান্তা তাহাকে বলিলেন—'আশ্রয়ানুশয় জ্ঞান হইতেছে সর্ব-

দশসহস্রলোকধাতুং উন্মাদেহা সম্ভবৎ প্রভূতং পস্তানং
 বুদ্ধানংযেব বিসযো'তি বজ্র 'কতরকুলা নু ধো এস পব-
 জিতো'তি আবজ্জন্তো 'সুবল্লকারকুলা'তি ঐশ্বা অতীতে
 অন্তভাষে ওলোকেন্তো তস্স সুবল্লকারকুলেযেব পটি-
 পটিয়া নিব্বত্তানি পণ্ড অন্তভাবসতানি দিম্বা 'ইমিনা
 দহরেন দীঘরন্তং সুবল্লকারকম্মং করোন্তেন কণিকারপদ্ম-
 পদ্মপদ্মফাদীনি করিস্সামীতি রন্তসুবল্লমেব সম্পরি-
 বন্তিতং, তস্মা ইমস্স অসদুভপটিকুলকম্মট্ঠানং ন বট্ঠতি,
 মনাপমেবস্স কম্মট্ঠানং সম্পারিস্তি চিন্তেহা 'সারিপপুত্ত,
 তস্মা কম্মট্ঠানং দহা চত্তারো মাসে কিলমিতং ভিক্ষুং
 অম্ম পচ্ছাভন্তেষেব অরহন্তং পত্তং পমিস্সসিসি, গচ্ছ ত্বন্তি
 থেরং উষ্বোজ্জেক্কা ইন্ধিয়া চক্কমন্তং সুবল্লপদমং মাপেহা
 পত্তেহি চেব নালোহি চ উদকবিন্দুনি মদুত্তন্তং বিয় কহা

*

*

*

পারমিতা পূর্ণ করিয়া দশসহস্রীলোকধাতুকে উন্মাদিত করিয়া সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত
 বুদ্ধগণেরই বিষয়।' তারপর 'কোন বংশ হইতে এই ভিক্ষু প্রব্রজিত হইয়াছে'
 ইহা চিন্তা করিতে করিতে বুদ্ধগণের দ্বারা জ্ঞানিতে পারিলেন যে সুবর্ণকার
 কুল হইতে সে প্রব্রজিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহার অতীত জন্মসমূহ
 অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সে সুবর্ণকারকুলেই ক্রমান্বয়ে পাঁচশতবার
 জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং এই তরুণ দীর্ঘকাল যাবত স্বর্ণকারকৃত্য
 সম্পাদনকালে 'আমি কর্ণিকারপদ্ম পদ্মপদ্মাদি নিমাণ করিব' বলিয়া
 রত্নবর্ণের সোনার তালকে কাজে লাগাইয়াছে। অতএব 'অশুভপ্রতিকূল
 কর্মস্থান' তাহার উপযোগী হইবে না। ইহাকে 'শুভ কর্মস্থানই প্রদান
 করিতে হইবে'—চিন্তা করিয়া বলিলেন—'সারিপুত্র, তুমি কর্মস্থান দিয়া এই
 ভিক্ষুকে চারিঘাস ক্লাস্ত করিয়াছ। অদ্য তুমি দেখিবে ভোজনের শেষে অর্হত্ত্ব
 লাভ করিয়াছে। তুমি যাও' বলিয়া স্থবিরকে পাঠাইয়া দিয়া খাঁকিপ্রভাবে
 চক্ৰপ্রমাণ সুবর্ণপদ্ম নিমাণ করিলেন যাহার পত্র, নালিসমূহ হইতে

‘ভিক্ষু ইমং পদমং আদার বিহারপচ্চন্তে বালুকরা-
সিম্‌হি ঠপেত্বা সম্মুখট্ঠানে পল্লঙ্কেন নিসীদিদ্বা
‘লোহিতকং লোহিতক’ন্তি পরিকম্মং করোহী’ন্তি অদাসি ।
তস্স সখদুহত্তো পদমং গণ্‌হন্তস্সেব চিত্তং পসীদি । সো
বিহারপচ্চন্তং গন্ত্বা বালুকং উম্মাপেত্বা তথ পদমনালং
পবেসেত্বা সম্মুখে পল্লঙ্কেন নিসিম্মো ‘লোহিতকং
লোহিতক’ন্তি পরিকম্মং আরভি । অথস্স তৎখণ্ডেৎথেব
নীবরণানি বিক্‌খম্ভংসু, উপচারজ্ঞানং উম্পজ্জি ।
তদনন্তরং পঠমজ্ঞানং নিম্বত্তেত্বা পণ্ণহাকারেহি বসীতাবং
পাপেত্বাযথানিসিম্মোব দূতিয়জ্ঞানাদীনিপি পত্বা বসীভূতো
চতুর্থজ্ঞানেন ঝানকীলং কীলন্তো নিসীদি ।
সখা তস্স ঝানানং উম্পন্নভাবং এত্বা ‘সক্‌খিস্সতি নু খো
এস অন্তনো ধম্মতায় উত্তরি বিসেসং নিম্বত্তেতু’ন্তি

*

*

*

উদকবিম্বু নিগত হইতেছে । তারপর ঐ ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন—
“হে ভিক্ষু, এই পশ্ম লইয়া বিহারের প্রত্যন্তসীমায় বালুকারাশিতে পশ্মটিকে
প্রোধিত করিয়া ইহার সম্মুখে পশ্মাসনে বসিয়া ‘লোহিতক’ লোহিতক’
বলিয়া ভাবনা কর ।” শাস্তার হস্ত হইতে পশ্মটি গ্রহণ করা মাত্রই ভিক্ষুর
চিত্ত প্রসন্ন হইল । সে বিহারের প্রত্যন্তসীমায় বাইয়া বালুকারাশি সরাইয়া
তাহাতে পশ্মনাল প্রবেশ করাইয়া পশ্মাসনে ইহার সম্মুখে বসিয়া ‘লোহিতক,
লোহিতক’ এই ভাবনা করিতে লাগিল । সেই মুহূর্তেই তাহার নীবরণসমূহ
দূরীভূত হইল, উপচার-ধ্যান উৎপন্ন হইল । ইহার পর প্রথম ধ্যান
উৎপাদন করিয়া পণ্ডাকারে চিত্তবশীভাব প্রাপ্ত হইয়া উপবিষ্ট অবস্থাতেই
দ্বিতীয়-ধ্যানাদি প্রাপ্ত হইয়া বশীভূত হইয়া চতুর্থ-ধ্যানের দ্বারা ধ্যানক্ৰীড়া
করিতে করিতে উপবেশন করিল ।

শাস্তা তাহার ধ্যানসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে জানিয়া চিন্তা করিলেন—‘এ কি
নিজের ধর্মতায় দ্বারা বিশেষ শ্রামণ্যফল লাভ করিতে পারিবে?’ কিন্তু

ওলোকেস্তো 'ন সন্ধিস্তী'তি এত্বা 'তং পদমং
মিলায়তু'তি অধিষ্ঠহি। তং হর্থোহি মন্দিতপদমং
মিলায়ন্তং বিয়কালবল্লং অহোসি। সো ঝানা বট্টায়
তংওলোকেস্তা 'কিং নু থো ইমং পদমং জরায় পহটং
পঞ্ণায়তি, অনুপাদিন্নকোপি এবং জরায় অভিভূয়ামানে
উপাদিন্নকে কথাব নথি। ইদম্পি হি জরা অভিভ-
বিস্তী'তি অনিচ্ছলক্ষণং পস্সি। তস্মিং পন দিট্টে
দুঃখলক্ষণং অনন্তলক্ষণং দিট্টমেব হোতি।
তস্স তয়ো ভবা আদিত্তা বিয় কণ্ডে বদ্ধকুণপা বিয় চ
খায়িসু। তস্মিং থণে তস্স অবিদুরে কুমারকা একং
সরং ওত্তরিত্তা কুমুদানি ভঞ্জিত্তা থলে রাসিং করোন্তি।
সো জলে চ থলে চ কুমুদানি ওলোকোসি। অথস্স জলে
কুমুদানি অভিৰূপানি উদকপঙ্ঘরন্তানি বিয় উপট্টহিংসু,

*

*

*

শাস্তা জানিলেন যে, সে পারিবেনা। তখন শাস্তা অধিষ্ঠান করিলেন যেন
সেই পদ্ম শব্দক হইয়া যায়। হস্তদ্বারা মর্দিত হইলে পদ্ম যেমন বিবর্ণ হইয়া
যায়, তেমনি সেই পদ্ম বিবর্ণ হইয়া কাল হইয়া গেল। সে ধ্যান হইতে
উঠিয়া সেই পদ্মের অবস্থা দেখিয়া 'ইহা কিরূপ হইল, পদ্মটি জরাভিভূত
মনে হইতেছে। সংসারের প্রতি যে সকল বস্তুর কোন আসক্তি নাই তাহারা
যদি এইরূপ জরাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 'যে সকল সত্ত্ব সংসারের প্রতি
আসক্ত তাহারা কেন জরার দ্বারা অভিভূত হইবে না। তাহা হইলে এই
শরীরও জরাগ্রস্ত হইবে'—ইহা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখে
'অনিত্যলক্ষণ' প্রকট লইল। অনিত্যলক্ষণ প্রকট হইবার সঙ্গে সঙ্গে
'দুঃখলক্ষণ' এবং 'অনাত্মলক্ষণ'ও প্রকট হইল। তখন তাহার মনে হইল এই
ব্রিভব যেন প্রজ্বলিত অগ্নি, যেন গলবদ্ধ মৃতদেহ। সেই সময় তাহার নিকটে
কয়েকজন কুমার সরোবরে অবতরণ করিয়া কুমুদসমূহ (বৃন্ত হইতে) ছিঁড়িয়া
ছিঁড়িয়া স্থলে রাশীকৃত করিতেছিল। সেই ভিক্ষু জলে এবং স্থলে কুমুদ-
সমূহ অবলোকন করিল। জলের কুমুদসমূহ দর্শনীয়। যেন সেইগুলি

ইতরানি অঙ্গগেসু পরিমিতানি । সো ‘অনুপাদিগ্গকং
জরা এবং পহরতি, উপাদিগ্গকং কিং পন ন পহরিস্সতী’তি
সুট্ঠতরং অনিচ্চলক্খণাদীনি অন্দস । সথা ‘পাকটী-
ভূতং ইদানি ইমস্স ভিক্ষুনো কস্মট্ঠান’ন্তি ওত্তা গন্ধ-
কুটিয়ং নিসিন্নকোব ওভাসং মদুগ্গ, সো তস্স মদুখং
পহরি । অথস্স ‘কিং নু থো এত’ন্তি ওলোকেসুস্স
সথা আগত্তা সস্মুখে ঠিতো বিয় অহোসি । সো উট্ঠায়
অঞ্জলিং পগ্গগ্গি । অথস্স সথা সম্পায়ং সল্লক্খেত্তা
ইমং গাথমাহ—

‘উচ্ছিন্দ সিনেহমত্তনো, কুম্মদং সারদিকংব পাণিনা ।

সন্তিমগ্গমেব ব্ৰুহয়, নিব্বানং সুগতেন দেসিত’ন্তি । ২৮৫ ।

*

*

*

হইতে উদকবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, অথচ স্থলের কুম্মদসমূহের অগ্রভাগসমূহ
শুদ্ধপ্রায় । সে ভাবিল—‘সংসারের প্রতি যাহাদের কোন আসক্তি নাই সেই
সমস্ত বস্তু যদি ঈদৃশ জরাপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সংসারাসক্ত সত্ত্বগণ কেন
জরাগ্রস্ত হইবে না’—ইহা ভাবিতে ভাবিতে সে সুষ্ঠুভাবে অনিত্য-
লক্ষণাদিকে দর্শন করিল । শাস্তা ‘এই ভিক্ষুর কর্মস্থান সম্পূর্ণরূপে
প্রকটিত হইয়াছে’ জানিয়া গন্ধকুটিতে উপবিষ্ট অবস্থাতেই অবভাস
(= আলোকচ্ছটা) মৃগ্গিত করিলেন । সেই অবভাস ঐ ভিক্ষুর মদুখমণ্ডলকে
উদ্ভাসিত করিল । ঐ ভিক্ষু ভাবিলেন—‘ইহা কি হইল ?’ তাকাইয়া
দেখিলেন যেন শাস্তা আসিয়া তাঁহার সস্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন । তিনি
উঠিয়া শাস্তার উদ্দেশ্যে করজোড়ে বন্দনা নিবেদন করিলেন । তখন শাস্তা
ভিক্ষুর যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে বঝিয়া এই গাথাটী ভাষণ
করিলেন—

“হস্ত দ্বারা শারদীয় কুম্মদ উৎপাটনের ন্যায় তোমার নিজের স্নেহাসক্তি
(= তৃষ্ণা) উচ্ছেদ কর । শান্তিমার্গ অনুশীলন কর । নির্বাণমার্গ সুগত
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে ।”

—ধম্মপদ, স্লোক ২৮৫ ।

তথ 'উচ্ছিন্দাতি' অরহত্তমগেন উচ্ছিন্দ । 'সারদিকন্তি'
সরদকালে নিব্বত্তং । 'সন্তিমঙ্গন্তি' নিব্বানগামিঃ অট্ট-
ঙ্গিকং মঙ্গং । 'ব্রহ্মা'তি বড্ঢয় । নিব্বানএহি সঙ্গতেন
দেসিতং, তস্মা তস্স মঙ্গং ভাবেহীতি অথো ।

দেসনাবসানে সো ভিক্ষু অরহত্তে পতিট্ঠহি ।

। স্বেবসকারথেরবথু নবমং ।

*

*

*

অম্বয় : 'উচ্ছিন্দ' অহত্তমার্গের দ্বারা উচ্ছেদ কর । 'সারদিকং' শরৎ-
কালে জাত । 'সন্তিমঙ্গং' নিবানগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ । 'ব্রহ্ম' বৃদ্ধি কর
(অনুশীলনের দ্বারা) । নিবান সঙ্গতের দ্বারা দেশিত, তাই তাহার মার্গ
ভাবনা কর । এই অর্থ ।

দেসনাবসানে সেই ভিক্ষু অহত্তে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

॥ স্বেবসকার ভিক্ষুর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

মহাধনবাণিজ্যবন্ধ । ১০

ইধ বস্স'ন্তি ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে বিহরন্তো
মহাধনবাণিজ্যং নাম আরব্ভ কথেসি ।

সো কির বারাগসিতো কুসুম্ভরত্তানং বথানং পণ্ড সকটসতানি
পুৱেহ্বা বণিজ্জায় সাবান্ধি আগতো নদীতীরং পহ্বা 'স্বে
নদিং উত্তরিস্সামী'তি তথেব সকটানি মোচেহ্বা বসি ।
রত্তিং মহামেঘো উট্ঠহিহ্বা বস্সি । নদী সত্তাহং উদকস্স
পুৱা অট্ঠাসি । নাগরাপি সত্তাহং নক্কন্তং কীলংসু ।
কুসুম্ভরত্তোহি বথোহি কিচ্ছং ন নিট্ঠিতুং । বাণিজ্জো
চিন্তেসি—'অহং দুরং আগতো । সচে পদুং গমিস্সামি,
পপণ্ণো ভবিস্সতি । ইধেব বস্সণ্ড হেমন্তণ্ড গিম্হণ্ড মম
কস্সং করোন্তো বসিস্বা ইমানি বিক্কণিস্সামী'তি । সথা

*

*

*

মহাধন বণিকের উগাখ্যান । ১০ ।

'এখানে বসাবাস উদ্‌যাপন' ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে মহাধন বণিককে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

সেহ বণিক বারাগসী হইতে কুসুম্ভ (= জাফরান)-রও রঞ্জিত পণ্ডিত
শকটপূর্ণ বস্ত্র বোঝাই করিয়া বাণিজ্যের জন্য শ্রাবস্তীতে আসিয়া নদীতীরে
উপস্থিত হইয়া 'আগামীকল্য নদী পার হইব' বলিয়া সেই স্থানেই শকট-
সমূহকে বাহনমুক্ত করিয়া অবস্থান করিলেন । রাত্রে মহামেঘ উঠিয়া প্রবল
বৃষ্টিপাত করিল । সাতদিন ধরিয়া নদী জলপূর্ণ থাকিল । নগরবাসি-
গণও সপ্তাহ ধরিয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিল । বণিকের সেই জাফরানী রঙের
বস্ত্র বিক্রয় হইল না । বণিক তখন চিন্তা করিলেন—'আমি বহুদূর
চলিয়া আসিয়াছি । যদি ফিরিয়া যাই অনর্থ ঘটিবে । এই স্থানেই বস্যা,
হেমন্ত ও গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া এই বস্ত্রসমূহ বিক্রয় করিয়াই আমার

নগরে পিণ্ডায় চরন্তো তস্স চিত্তং ঞ্জা সিতং পাতুকরিয়া
 আনন্দথেরেন সিতকারণং পট্টো আহ—‘দিট্টো তে,
 আনন্দ, মহাধনবাণিজো’তি ? ‘আম, ভন্তে’তি । সো
 অন্তনো জীবিতন্তরায়ং অজানিহা ইমং সংবচ্ছরং ইধেব
 বসিহা ভণ্ডং বিক্কিণিতুং চিত্তমকাসী’তি । ‘কিং পন তস্স,
 ভন্তে, অন্তরায়ো ভবিম্সতী’তি ? সখা ‘আমানন্দ,
 সত্তাহমেব জীবিহা সো মচ্ছমুদখে পতিম্সতী’তি বহা ইমা
 গাথা অভাসি—

‘অজ্জিব কিচ্ছমাতম্পং, কো জঞ্‌ঞা মরণং সুবে ।
 ন হি নো সঙ্গরং তেন, মহাসেনেন মচ্ছনা ॥

*

*

*

কাজ শেষ করিব ।’ শাস্তা নগরে পিণ্ডপাতের জন্য বিচরণ করা কালে
 বণিকের মনের কথা জানিতে পারিয়া স্মিত হাসিলেন । আনন্দ স্থবির
 ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শাস্তা বলিলেন—

‘আনন্দ, মহাধন বণিককে দেখিতেছ ত ?’

‘হ্যাঁ ভন্তে ।’

‘তিনি নিজের জীবনের বিপদের কথা না জানিয়া সারা বৎসর এই-
 খানেই অবস্থান করিয়া নিজের দ্রব্যসমূহ (= বস্ত্ররাশি) বিক্রয়ের মনস্থ
 মরিয়াছেন ।’

‘ভন্তে, তাহার কি বিপদ হইতে পারে ?’

শাস্তা বলিলেন—‘হ্যাঁ আনন্দ, তিনি সপ্তাহকাল মাত্র জীবনধারণ করিয়া
 মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন’—ইহা বলিয়া এই গাথাধ্বয় ভাষণ করিলেন—

‘অদ্যই করণীয় কৃত্য সম্পন্ন কর, কে জানে আগামীকলা তোমার মৃত্যুও
 হইতে পারে । আমরা নিতাই ত মৃত্যু এবং তাহার মহতী সেনাবাহিনীর সঙ্গে
 সংগ্রামে লিপ্ত ।

‘এবং বিহারিং আতাপিং, অহোরন্তমতন্দিতং ।

তং বে ভদ্দেকরত্তোতি, সন্তো আচিক্খতে মূদনী’তি ॥

[মণ্ডিকমণিকায় ৩. ২৭২]

‘গচ্ছামিস্স, ভন্তে, আরোচেস্সামী’তি । ‘বিম্সসথো গচ্ছান-
ন্দা’তি । থেরো সকটট্ঠানং গন্ত্বা ভিক্খায় চরি । বণিজো
থেরং আহায়েন পতিমানেসি । অথ নং থেরো আহ—
‘কিত্তকং কালং ইধ বসিস্সসী’তি ? ‘ভন্তে, অহং দূরতো
আগতো । সচে পুন গামিস্সামি, পপণ্ণো ভবিম্সসতি, ইমং
সংবচ্ছরং ইধ বসিত্বা ভণ্ডং বিক্কিণিত্বা গামিস্সামী’তি ।
‘উপাসক, দম্ভজানো জীবিতন্তরায়ো, অম্পমাদং কাভুং
বটুতী’তি । ‘কিং পন, ভন্তে, অন্তরায়ো ভবিম্সসতী’তি ।
‘আম, উপাসক, সত্তাহমেব তে জীবিতং পবত্তিস্সতী’তি ।

*

*

*

‘এইভাবে যে ব্যক্তি দিবারাত্র অতন্দিত হইয়া বীৰ্যসহকারে কৃত্য সম্পাদন
করে, তাহার একরাত্র বাসও শ্রেয়ঃ—শাস্ত্র মূদ্রি এই কথাই বলিয়া থাকেন ।’

[মণ্ডিকমণিকায় ৩য় খণ্ড, ভদ্দেকরত্ত সত্ত্ব দ্রষ্টব্য]

‘ভন্তে, আমি ষাইয়া তাহাকে সব জ্ঞাপন করিব কি ?’

‘হ্যাঁ আনন্দ, তুমি স্বচ্ছন্দে ষাইয়া বলিতে পার ।’

(আনন্দ) শ্ববির সেই সকল শকটের কাছে ষাইয়া পিণ্ডাচরণ করিতে
লাগিলেন । বণিক শ্রদ্ধা সহকারে শ্ববিরকে আহাৰ করাইলেন । শ্ববির
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘কতদিন এখানে থাকিবেন ?’

‘ভন্তে, আমি বহু দূর হইতে আসিয়াছি । যদি ফিরিয়া যাই, অনেক
অসুবিধা হইবে । তাই মনস্থ করিয়াছি সারাটা বৎসর এখানে থাকিয়া
আমার বস্ত্রসমূহ বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া যাইব ।’

‘হে উপাসক, জীবনে কখন কি বিপদ আসে কেহ বলিতে পারে কি ?
অতএব, অপ্রমাদ সহকারে কার্য সম্পাদন করুন ।’

‘ভন্তে, কি বিপদ হইতে পারে ?’

‘হ্যাঁ উপাসক, আপনি আর মাত্র সপ্তাহকাল জীবিত থাকিবেন ।’

সো সংবিগ্গমানসো হুত্বা বুদ্ধপ্রমদ্বং ভিক্ষুসঙ্ঘং
নিমন্তেত্বা সত্তাহং মহাদানং দত্ত্বা অনুমোদন্থায় পত্ত্বং
গণ্হি। অথস্স সথা অনুমোদনং করোন্তো, ‘উপাসক,
পণ্ডিতেন নাম ‘ইথেব বস্সাদীনি বসিস্সামি, ইদণ্ণদণ
কম্মং পযোজেষ্সামী’তি চিন্তেতুং ন বট্ঠতি, অন্তনো পন
জীবিতন্তরায়মেব চিন্তেতুং বট্ঠতী’তি বহ্বা ইমং গাথমা—

‘ইধ বস্সং বসিস্সামি, ইধ হেমন্তগিম্হিস্দ।

ইতি বালো বিচিন্তেতি, অন্তরায়ং ন বুদ্ধতী’তি। ২৮৬।

তথ ‘ইধ বস্স’ন্তি ইমস্মিং ঠানে ইদণ্ণদণ করোন্তো চতু-
মাসং বস্সং বসিস্সামি। ‘হেমন্তগিম্হিস্দ’তি হেমন্ত-
গিম্হেস্দপি ‘চত্তারো মাসে ইদণ্ণদণ করোন্তো ইথেব
বসিস্সামী’তি এবং দিট্ঠধম্মিকসম্পরায়িকং অথং
অজানন্তো বালো বিচিন্তেতি। ‘অন্তরায়ন্তি’ অস্দকস্মিং

*

*

*

ইহা শূন্যিয়া বণিক উদ্বিগ্ন হইয়া বুদ্ধপ্রমদ্বং ভিক্ষুসঙ্ঘকে সপ্তাহকাল
যাবত মহাদান দিয়া অনুমোদনের জন্য পাত্র গ্রহণ করিলেন। শাস্তা
ভাইর দান অনুমোদনকালে বলিলেন—‘হে উপাসক, জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও
ইহা ভাবিবেন না যে, তিনি এইস্থানেই এক বৎসর কাটাইবেন, এই এই
কর্ম সম্পাদন করিবেন। তিনি নিজের জীবনের অন্তরায়ের কথাই চিন্তা
করিবেন।’—ইহা বলিয়া শাস্তা এই গাথাটি ভাষণ করিলেন—

‘বর্ষায়, হেমন্তে ও গ্রীষ্মে এইস্থানে বাস করিব’—নির্বোধ ব্যক্তি এইরূপ
চিন্তা করে। সে (জীবনের) অন্তরায় (বিপদ) জানিতে পারে না।’

অম্বয় : ‘ইধ বস্সং’ এই স্থানে এই এই কাজ করিতে করিতে বর্ষার চারি
মাস কাটাইয়া দিব। ‘হেমন্তগিম্হিস্দ’ হেমন্তকালে ও গ্রীষ্মকালেও ‘ইহা
ইহা সম্পাদন করিয়া এইখানেই অবস্থান করিব।’—এইভাবে সম্মুখে যাহা
ঘটিবে নির্বোধ ব্যক্তি তাহা চিন্তা করিতে পারে না। ‘অন্তরায়ং’—‘অমদক

নাম কালে বা দেসে বা বয়ে বা মরিস্সামী'তি অন্তনো
জীবিতস্তরায়ং ন বদ্ব্যতীতি ।

দেসনাবসানে সো বাণিজো সোভাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তানম্পি সাথিকা ধম্মদেসনা অহোসি । বাণিজোপি
সথারং অনুগত্ত্বা নিবত্তিত্বা 'সীসরোগো বিয় মে
উপ্পন্নো'তি সয়নে নিপজ্জি, তথানিপম্মোব কালং কত্ত্বা
তুসিতবিমানে নিম্বত্তি ।

মহাধনবাণিজবত্থু দসমং ।

*

*

*

সময়ে বা দেশে বা বয়সে মরিব'—এইভাবে নিজের জীবনের অন্তরায়ের কথা
জানিতে পারেনা ।

দেশনাবসানে সেই বণিক স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
সকলের নিকটও এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল । বণিক শাস্ত্রার অনুগমন
করিয়া ফিরিয়া আসিলেন । তারপর 'আমার মাথার যন্ত্রণা হইতেছে'
ঝলিয়া শয়ন করিলেন এবং সেই শায়িত অবস্থাতেই কালগত হইয়া তুষিত-
বিমানে উৎপন্ন হইলেন ।

॥ মহাধন বণিকের উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

কিসাগোত্তমীবন্ধু । ১১

‘তং পুত্রপশুসম্মত্তান্তি’ ইমং ধম্মদেসনং সখা জেতবনে
বিহরন্তো কিসাগোতমিং আরব্ভ কথেসি । বন্ধু সহস্স-
বগ্গে—

‘ষো চ বস্সসতং জীবো, অপস্সং অমতং পদং ।

একাহং জীবিতং সেষ্ণো, পস্সতো অমতং পদ’ন্তি ॥

(ধম্মপদ, ১১৪)

গাথাবল্লনায় বিখ্যারেত্বা কথিতং । তদা হি সখা ‘কিসাগোতমি
লঙ্কা তে একচ্ছরমত্তা সিদ্ধথকা’তি আহ । ‘ন লঙ্কা, ভস্তু,
সকলগামে জীবন্তে’হি কির মতকা এব বহুতরা’তি । অথ
নং সখা ‘ত্বং মমেব পুত্রো মতো’তি সল্লক’থেসি, ধুব-
ধম্মো এস সস্সসত্তানং । মচ্চুরাজা হি সস্সসত্তে অপরি-

*

*

*

কিসা গোত্তমীর উপাখ্যান । ১১ ।

‘পুত্রপশুসম্পদে মত্ত ব্যক্তিকে’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে
অবস্থানকালে কিসা গোতমীকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন । এই
উপাখ্যান ধম্মপদের ‘সহস্সবগ্গে’—

‘অমৃতপদ দর্শন না করিয়া যে ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার
জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শার এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ’ (শ্লোক ১১৪)

ইত্যাদি গাথা ভাষণকালে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । তখন শাস্তা
কিসা গোতমীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘কিসা গোতমি, তুমি এক
চিমটা মাত্র শ্বেতসর্ষপ পাইয়াছ কি ?’

‘ভস্তু, পাইনি; সমস্ত গ্রামে জীবিতের সংখ্যা অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই
বেশী ।’

তখন শাস্তা তাহাকে বুঝাইলেন—“তুমি ‘আমারই পুত্র মৃত হইয়াছে’
বলিয়া ধারণা করিয়াছিলে । সমস্ত সত্ত্বেরই ধুবধর্ম হইতেছে মৃত্যু ।

পদ্মজ্যাসয়ে এব মহোঘো বিয় পরিকড়্তমানো অপায়-
সমদ্রন্দে পক্খিপতী'তি বহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমং
গাথমাহ—

‘তং পদ্মপসদসম্মত্তং, ব্যাসত্তমনসং নরং ।

সদত্তং গামং মহোঘোব, মচ্ছদ আদায় গচ্ছতী'তি । ২৮৭ ।

তথ ‘তং পদ্মপসদসম্মত্তন্তি’ তং রূপবলাদিসম্পন্নে পদ্মে
চ পস্ চ লভিষ্বা ‘মম পদ্মতা অভিরূপা বলসম্পন্না পণ্ডিতা
সম্বকিচ্চসমথা, মম গোণা অভিরূপা অরোগা মহাভারবহা,
মম গাবী বহুখীরা’তি এবং পদ্মেহি চ পস্ হি চ সম্মত্তং
নরং । ‘ব্যাসত্তমনসং’তি হিরণ্যসুবর্ণাদীস্ বা পদ্ম-
চীবরাদীস্ বা কিঞ্চিদেব লভিষ্বা ততো উত্তরিতং পথনতার
আসত্তমানসং বা চক্খুবিণ্ণেয়াদীস্, আরম্মণেস্

*

*

*

মৃত্যুরাজ সত্ত্বগণকে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মহাস্রোতের ন্যায়
ভাসাইয়া লইয়া অপার সমুদ্রে নিক্ষেপ করে’—ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে
এই গাথাটী ভাষণ করিলেন—

“পদ্ম, পশু আদি বিষয় সম্পদে যে ব্যক্তি প্রমত্ত ও আসত্তমনা, এমন
ব্যক্তিকে মৃত্যু (অত্প্র অবস্থাতেই হঠাৎ) লইয়া যায় । যেমন মহাপ্রাবন
সদৃশগ্রামকে (ভাসাইয়া) লইয়া যায় ।”

—ধম্মপদ, শ্লোক ২৮৭ ।

অর্থ : ‘তং পদ্মপসদসম্মত্তং’ সেই রূপবলাদি সম্পন্ন পদ্ম-কন্যাগণ
এবং পশুগুণি লাভ করিয়া ‘আমার পদ্ম-কন্যারা দর্শনীয়, বলসম্পন্ন,
পণ্ডিত, সমস্ত কাজে পারদর্শী’ ; আমার গরুগুণি দর্শনীর নীরোগ মহা-
ভারবহনসমর্থ ; আমার গাভীগুণি বহুকীরা’—এইভাবে পদ্মকন্যা ও
পশুসম্পদে প্রমত্ত ব্যক্তিকে । ‘ব্যাসত্তমনসং’ হিরণ্যসুবর্ণাদি বা পাশুচীবরাদি
কিছু লাভ করিয়া আরও অধিক প্রার্থনাহেতু আসত্তমানস ব্যক্তিকে বা চক্খু-

বদন্ত্পকারেসু বা পরিক্খারেসু ষং ষং লঙ্কং হোতি, তথ
তথ্বেব লঙ্গনতায় ব্যাসন্তুমানসং বা । ‘সুত্তং গামন্তি’
নিদ্দং উপগতং সত্তনিকায়ং । ‘মহোঘোবা’তি ষথা এবরুপং
গামং গম্ভীরবিথতো মহন্তো মহানদীনং ওঘো অন্তমসো
সদুনখম্পি অসেসেত্তা সৰ্বং আদায় গচ্ছতি, এবং বদন্ত্পকারং
নরং মচ্ছদু আদায় গচ্ছতীতি অথো ।

দেসনাবসানে কিসাগোতমী সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠহি,
সম্পত্তানম্পি সার্থিকা ধম্মদেসনা অহোসীতি ।

কিসাগোতমীবথু একাদসমং ।

*

*

*

বিজ্ঞেয়াদি আলম্বন-সমূহে উক্তপ্রকার দ্রব্যসমূহের মধ্যে যাহা যাহা লাভ করা
যায়, তাহাতে চিন্তকে লগ্ন করিয়া, আসক্ত করিয়া রাখে যে ব্যক্তি তাহাকে ।
‘সুত্তং গামং’ নিদ্দা-উপগত সত্তকুলকে । ‘মহোঘোব’ ষথা এইরূপ গ্রামকে
গভীর এবং বিস্তৃত মহানদীসমূহের স্রোত এমনকি কুকুর (বিড়াল) নির্বি-
শেষে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায় । তদ্রূপ পদবোক্তি ব্যক্তিকে মৃত্যু বহন
করিয়া লইয়া যায় ।

দেশনাবসানে কিসা গোতমী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । উপস্থিত
জনগণের নিকটস্থ এই ধর্মদেশনা সার্থক হইয়াছিল ।

॥ কিসা গোতমীর উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

পটাচারাবখু । ১২

‘ন সন্তি পদুত্তাতি’ ইমং ধম্মদেসনং সথা জেতবনে
বিহরন্তো পটাচারং আরব্ভ কথেসি । বখু সহস্স-
বগ্গে—

‘যো চ বস্সসতং জীবো, অপস্সং উদয়ব্বয়ং ।

একাহং জীবিতং সেয্‌যো, পস্সতো উদয়ব্বয়’ন্তি ।

[ধম্মপদ, ১১৩]

গাথাবল্লনায় বিখ্যারেত্বা কথিতং । তদা পন সথা পটাচারং
অনুভূতসোকং এত্বা ‘পটাচারে পদুত্তাদয়ো নাম পরলোকং
গচ্ছন্তস্স তাণং বা লেণং বা সরণং বা ভবিতুং ন
সক্কোন্তি, তস্মা বিজ্জমানাপি তে ন সন্তিযেব । পণ্ডিতেন
পন সীলংবিসোধেত্বা অন্তনো নিব্বানগামিমংগমেব সোধেতুং
বটুতীতি বহ্বা ধম্মং দেসেন্তো ইমা গাথা অভাসি—

•

•

•

পটাচারার উপাখ্যান । ১২ ।

‘গ্ৰাণকল্পে পদুত্তগণও নাই’—ইত্যাদি ধর্মদেশনা শাস্তা জেতবনে অবস্থান-
কালে পটাচারাকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ করিয়াছিলেন ।

এই উপাখ্যানও সহস্সবর্গে (ধম্মপদ, স্লোক ১১৩)—

“যে ব্যক্তি (পণ্ডস্কন্ধের) উদয়-বিলয় পর্যবেক্ষণ না করিয়া শতবর্ষ
বাঁচিয়া থাকে তাহার জীবন অপেক্ষ্য উদয়-বিলয় দর্শনকারীর একদিবসের
জীবনও শ্রেয়ঃ । ”—ইত্যাদি গাথাবর্ণনায় বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে ।

পটাচারার শোক ভ্রমিত হইয়াছে জানিয়া শাস্তা তাহাকে বলিলেন—
‘পটাচারে, মারলোকগমনের সময় পদুত্তকন্যাাদি কাহারও গ্ৰাণ, আশ্রয় বা শরণ
হইতে পারে না । অতএব, তাহারা থাকিলেও নাই (মনে করিতে হইবে) ।
তাই বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত শীল বিশুদ্ধ করিয়া নিজের নিব্বাণগামিমার্গকে শুদ্ধ
করা ।’—ইহা বলিয়া ধর্মদেশনাকালে শাস্তা এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

লেন সংবৃত্তো রক্ষিতগাপিতো হুত্বা নিবানগমনং
অষ্টাঙ্গিকং মঙ্গং সীবং সীবং বিসোধেষ্যতি অথো ।

দেশনাবসানে পটাচারা স্নোতাপস্তিকলে পতিট্ঠিহ,
অগ্র্ণে চ বহু স্নোতাপস্তিকলাদীনি পাপদ্বিগংসুতি ।

পটাচারাবত্থু দ্বাদসমং ।

মঙ্গবঙ্গবল্লনা নিট্ঠিতা ।

বীসতিমো বঙ্গো ।

*

*

*

দ্বারা সংযত হইয়া, রক্ষিত ও গদ্য হইয়া, নির্বাণগামী অষ্টাঙ্গিক মার্গ শীঘ্র
শীঘ্র বিশুদ্ধ করা ।

দেশনাবসানে পটাচারা স্নোতাপস্তিকলে প্রতিষ্ঠিত হইল । অন্যান্য বহু
লোক স্নোতাপস্তিকলাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

॥ পটাচারার উপাখ্যান সমাপ্ত ॥

॥ মার্গ বর্গ বর্ণনা সমাপ্ত ॥

। বিংশতিতম বর্গ ।



গ্রন্থকার সম্বন্ধে

গ্রন্থকার ডক্টর সুকোমল চৌধুরী কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সংস্কৃত ও পালিভাষা ব্যুৎপন্ন এবং ত্রিপিটক বিশারদ। ইংরাজী বাংলায় তাঁহার বহু গ্রন্থ পণ্ডিত সম্মাদিত। দেশবিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদনায় “ধর্মার্থ গ্রন্থ প্রকাশনী” হইতে ইতিমধ্যে ৩৫টি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রফেসর ও উক্ত কলেজের ছিলেন। ১৯৭৬ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পালি ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপনা করিতে গৈশবাবধি বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষায় মাননীয়। বৌদ্ধ সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠান অনেক কিছু তাঁহার মনঃপূত না হইলেও সমাজকে বাদ দিয়া তিনি চলে ন। সাময়িক উন্নতির জন্য তিনি আজীবন যত্ন প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন। এই সুবাদে বহু বৌদ্ধ সংস্থার সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াও ত্রিপিটক ও ত্রিবিধভূত পালি গ্রন্থাবলীর অনুবাদের করিয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি পালি অভিধান রচনার কাজে হাত দিয়াছেন।

মহাবোধি বুক প্রজেক্ট

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩ ফোন নং : ২২৪১-৯৩৬৩

মহামানব গৌতমবুদ্ধ (হিঃ সং)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১২০
মহামানব গৌতম বুদ্ধ (হিন্দী)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	২০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুন্তলা হালদার	১৫০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০
দীঘ নিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০
থেরীগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাশগুপ্ত	১০০
ধম্মপদ (বাংলা, পালি, সংস্কৃত)	চারুচন্দ্র বসু	৬০
ধম্মপদ (পালি, বাংলা)	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০
বুদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ	ডঃ আশা দাশ	১০০
জীবনীত্রয় কথা	বিশুদ্ধাচার স্থবির	১৫
অশোকচরিত	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	৩০
বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩০০
বৌদ্ধ রমণী	ডঃ বিমলাচরণ লাহা	৭৫
বুদ্ধবাণী	ভিক্ষু শীলভদ্র	৯০
বোধিসত্ত্বাবদান কমলতা	শ্রীশরৎচন্দ্র দাস	৪০০
ধম্মপদচর্চকথা (১মঃ যমক বর্গ)	শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদচর্চকথা (২য়ঃ অপমাদ বর্গ)	ধর্মকীর্ত্তি মহাস্থবির	১৩০
ধম্মপদচর্চকথা (৩য়ঃ চিত্ত, পদ্প বর্গ)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
ধম্মপদচর্চকথা (৪র্থঃ বাল, পিণ্ডিত বর্গ)	ঐ	১৫০
ধম্মপদচর্চকথা (৫ঃ অরহন্ত, সহস্র, পাপ ও দণ্ডবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদচর্চকথা (৬ঃ জরা, অন্ত, লোক ও বুদ্ধবর্গ)	ঐ	২০০
ধম্মপদচর্চকথা (৭ঃ সুখ, প্রিয়, ক্রোধ, মল, ধম্মস্থ ও মঙ্গবর্গ)	ঐ	২০০
অশোকলিপি	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
বুদ্ধকথা	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
সিদ্ধার্থ (কাব্য)	শ্রীহরীকেশ ভট্টাচার্য	১৫০
সুত্ত নিপাত	ভিক্ষু শীলভদ্র	১২০
সৌন্দর্যানন্দ কাব্য	শ্রী বিমলাচরণ লাহা	১০০
বুদ্ধদেব	শ্রী সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১০০
কচ্ছায়ন ব্যাকরণ	শ্রী বংশদীপ মহাস্থবির	১৫০
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বার্কচি	৭৫